জৈন ও হিন্দু।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,
ছায়া, চিত্রা, উপায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ
কর্তৃক প্রণীত।

স্বজন পাবলিশিং হাউস্
২৫।২ মোহন বাগান রো
কলিকাতা।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পক্ষে
শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ দাস কর্তৃক
২৫।২ মোহন বাগান রো
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৪৭
মূল্য চারি টাকা।

১ নং রাম চন্দ্র মৈত্র লেনস্থ
জুলো প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত।

জগতের

সর্ব্ব-ধর্ম্মাচার্য্যগণের

চরণে

গ্রন্থ-খানি অর্পিত হইল।

নিবেদন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানী আক্রমণের সময় আমরা সপরিবারে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রাজগীরের পথে বিহার শরিফে আসি। সেখানে এক সমৃদ্ধ জৈন পরিবারে বাটী ভাড়া করিয়া বাস করা ভাগ্য ক্রমে ঘটে। সুতরাং তাহাদের আচার ব্যবহারাদি জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদের জৈন মন্দিরে এক ব্রহ্মচারী জৈন সাধু ছিলেন। তাঁহার নাম পণ্ডিত শ্রীমাণেক বিজয় জী গণি। তিনি গুজরাট্ বাসী। তাঁহার কাছে নানা ভাষায় লিখিত জৈন ধর্ম বিষয়ক অনেক প্রাচীন পুথি ছিল। তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত পুঁথিগুলি পড়িবার সুযোগ হওয়ায় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান পুস্তক খানি লিখিতে চেষ্টিত হই। ফলত ঐ পুঁথি গুলি না পাইলে এ চেষ্টা ফলবতী হইত না।

জৈন ধর্মের বিষয় বস্তু এতই বিস্তীর্ণ যে যথাযথ ভাবে বলিতে গেলে অতি বৃহৎ গ্রন্থেও তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না। সেজন্য অতি স্থূল ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি উপস্থাপিত করিয়াছি। স্থানাভাব বশত ২৪ জন তীর্থংকর গণের মধ্যে মাত্র প্রসিদ্ধ চারি জনের জীবনী দেওয়া হইয়াছে। মাত্র দুই একটি স্থলে মূল শ্লোক ও তাহার টীকা উদ্ধৃত হইল। অধিকাংশ স্থলেই শ্লোক না দিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছি। অত পর বেদ, উপনিষদ্, দর্শনাদি হইতে স্থূল স্থূল বিষয় গুলি লইয়া হিন্দু ধর্মের সাধারণ একটা আকার এবং জৈন ধর্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কত দূর কৃত-কার্য্য হইয়াছি তাহা সুধী-জন বিচার্য্য।

দর্শনাদিশাস্ত্রে বিচার বিতর্কের অন্ত নাই। স্মৃতি শাস্ত্রে দায়ভাগ অবিভাজ্য ক্ষেত্র ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়ও পরিবর্ত্তনোন্মুখ। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শ্রীভগবানের জন্ম বৃত্তান্তাদি অতি রহস্য পূর্ণ। কেহ কেহ দুই জন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথা বলিয়াছেন। সেজন্য দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ এ ধর্ম্মের বিষয়ীভূত নহেন। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"—ইঁহারা বলেন। ভাগবতেও—রাস লীলা শ্রীকৃষ্ণের নয় বৎসর বয়সে সংঘটিত হইয়াছিল—উক্ত আছে। এ সব বিচার স্থানাভাবে হইয়া উঠে নাই।

সকল ধর্ম্মের মূল যে এক—তাহা সুবিদিত। দেশ কাল অবস্থা-ভেদে ভেদ লক্ষিত হয়। হিন্দু ধর্ম্ম হইতে যে জৈন ধর্ম্ম উদ্ভূত—তাহার বেদেই ইঙ্গিত আছে। জৈন ধর্ম্ম প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত ও অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে বহু প্রাচীন।

বহু চেষ্টা সত্বেও কাগজ না পাওয়াতে গ্রন্থের মুদ্রণ বন্ধ থাকে। এক্ষণে অধিক-তর ব্যয় ও কষ্ট স্বীকারের পর আড়াই বৎসর পরে যন্ত্র দানবের কবল হইতে গ্রন্থ খানি মুক্ত হইল। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য দয়ালু পাঠক বর্গের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। "স্মার' স্মার স্বজন গণনে কাপি রেখা মমাপি'—স্মরণ করিতে করিতে স্বজন গণনায় আমারও জন্য যেন একটি রেখা থাকে।—এই কথা মনে করিয়া আমার ত্রুটি বিচ্যুতি সকল উপেক্ষণীয়।

এই পুস্তক রচনা করিতে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই গুলি উল্লেখ যোগ্য। যথা—কঠাদি উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র, পঞ্চদশী, পাতঞ্জল, সাংখ্য প্রবচন, সাংখ্য তত্ত্ব-কৌমুদী সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, গোভিল-গৃহ্য সূত্র, মনু সংহিতা রঘুনন্দন স্মৃতি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বিষ্ণু-পুরাণাদি মহাভারত ভক্তহরির বাক্যপদীয় স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কৃত ধর্ম্ম কথা, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত সাংখ্য-পরিচয়

ডা° বেলভালকরের History of Grammar, ডা চক্রবর্ত্তীর Philosophy of Grammar, ভূমানন্দ সরস্বতী রচিত Ecclesia Divina, কাপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত দুই একখানি গ্রন্থ, ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈত, স্যার্ রাধাকৃষ্ণ প্রণীত Philosophy of the Upanisads, ডা° ভগবান্ দাস প্রণীত Unity of All Religions, পুরাণ চন্দ্র নাহার-প্রণীত জৈন দর্শন, জিতেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত নালন্দা Illustrated Weekly of India, ভারতবর্ষাদি সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি। এজন্য উক্ত গ্রন্থ সমূহের লেখক ও সম্পাদকগণের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা ভিন্ন আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি। প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল না। ইতি—

৭ বি হীর লেন,
হাতিবাগান, কলিকাতা।
১৬ই আষাঢ় ১৩৫৪
১লা জুলাই ১৯৪৭



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

সূচী-পত্র।

—0—

জৈন ও হিন্দু

নমোঽস্তু বিষবে তস্মৈ নান্তবৈ নমো নমঃ ।
যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বদা শ্রয় ॥

জৈনদিগের সম্বন্ধে আমরা সামান্যই অবগত আছি। পরেশনাথের শোভাযাত্রার আড়ম্বর, পরেশনাথের শ্রী ও পারিপাট্য প্রভৃতির কথা এখানে কে না জানে? কিন্তু ইহার অধিক জানিবার প্রায় আমাদের কৌতূহল ও সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু ইহাদের বিষয় অধিক জানিতে পারিলে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিয়া যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ পাইতে পারি। ইহারা আমাদেরই এক শাখা। ইহাদের জীবন যাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা ও সমাজ-রীতি পদ্ধতি যে আমাদেরই অনুরূপ—তাহা জানিতে এবং কোথায় ও কেমন করিয়া আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহাও জানিতে কাহার না স্বাভাবিক একটু কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মে?

জৈন ধর্ম কখন প্রথমে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর। তীর্থকর অর্থে যাঁহারা ভব সাগরের ভেলা স্বরূপ। প্রথম ঋষভদেব এবং শেষ মহাবীর স্বামী। প্রথমটি সত্যযুগের লোক, শেষটি কলিযুগের। সকলেরই আবির্ভাব সময়, জন্মতিথি বয়স দেহ পরিমাণ পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রাদি দেহবর্ণ প্রভৃতি নানা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে। তীর্থঙ্করদের পরস্পরের ব্যবধানকাল, শিষ্য সংখ্যা (যাহারা 'গণধর' নামে প্রসিদ্ধ), শিষ্যকরণ-রীতি মঠ স্থাপনা (যাহা 'গচ্ছ' নামে অভিহিত) দেহরক্ষার স্থান ও কাল বিভিন্ন মঠ

বিহার স্তূপ ও চৈত্য এবং যে যে রাজাদের সময় তাঁহারা আবির্ভূত, তাঁহাদের নাম ও রাজ্য প্রভৃতির বিবরণও দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতে সত্যযুগের ঋষভদেবের চরিত বর্ণিত আছে। জৈনদিগের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবও সত্যযুগের লোক। কিন্তু উভয়ের চরিত্র উভয় শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত যদিও কোনও কোনও স্থানে কিছু কিছু মিল দেখা যায়। সত্যযুগ এখন হইতে ২১৩২ ৪৫ বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। কারণ ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬ বর্ষ। তাহার পর দ্বাপর যুগ, তাহার পরিমাণ ৮৬৪ বর্ষ। তৎপরে কলিযুগ আরম্ভ হইয়া ৫ ৪৫ বর্ষ অতীত হইয়াছে। যথা স্থানে আমরা এ সব বিষয়ের আলোচনা করিব। জিন শব্দের অর্থ জেতা (victor) তৎসম্বন্ধীয় যাহা—তাহা জৈন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে জৈনরা দুই শ্রেণীর। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর পর দিগম্বরদিগের আবির্ভাব। ৮২ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্র নগরে অনাবৃষ্টি হওয়ায় জৈনদিগের এক মহতী সভা হয়। তথায় মতভেদ লইয়া ইহাদের প্রথম বিচ্ছেদ। কিন্তু দুই শ্রেণী থাকিলেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সংস্কার চলিত আছে। ১৪ ৮৪ প্রকার ইহাদের গোত্র সংখ্যা। শেঠ আগরওয়াল সুচান্তি প্রভৃতি উপাধি গোত্র বাচক। বিবাহে মন্ত্রাদি দ্বারা পুরোহিত বিবাহ নিষ্পন্ন করেন। কুল পঞ্জিকা নাই। শ্বেতাম্বরেরা বিগ্রহ মূর্ত্তি বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা শোভিত করেন। দিগম্বরেরা উহা উলঙ্গ রাখেন। পূজা পদ্ধতিতেও কিছু কিছু ভেদ আছে। শ্বেতাম্বরদিগের মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মুক্তি পাইবার অধিকারী। বহুকাল ধরিয়া অনেক মঠে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী থাকিত এখনও আছে। দিগম্বরেরা স্ত্রীলোকের মুক্তি বিরোধী তাঁহারা বলেন যে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই। আরও ভেদ এই যে কৈবল্য জ্ঞান হইলে মুক্তপুরুষেরা দেহ ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত আহার করিতে পারেন কিন্তু দিগম্বরেরা তদ্‌বিরোধী। তাঁহারা বলেন যখন মুক্তিই হইল তখন সব বিষয়েই মুক্তি; আহার আবার কেন? জৈন সম্প্রদায়ের শ্বেতাম্বর শাখা

তিনটি উপশাখায় বিভক্ত। প্রথমটি 'মন্দির মার্গী'—ইহারা মূর্তিপূজক, দ্বিতীয়টি 'তেরাপন্থী'—ইঁহারা গুরু-উপাসক, ও তৃতীয় 'বাইশপন্থী'—ইঁহারা জপতপ উপাসনাকে প্রাধান্য দেন। যদিও জৈনদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তথাপি বর্তমানের ওসওয়াল, আগরওয়াল খাণ্ডেলওয়াল প্রভৃতি বাণিজ্য প্রধান জাতির লোকেরাই এই ধর্মাবলম্বী। পোরবাল ও শ্রীমাল এই দুই শ্রেণীও আছে, তাঁহারা রাজপুতানা বাসী। পশ্চিম হইতে আগত বহু জৈন বহু শতবর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বাস করেন। তাঁহারা কেবল জৈনমন্দিরই প্রতিষ্ঠা করেন নাই ভাল ভাল শিল্প মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়া এখন সাড়ম্বরে পূজাদি সম্পাদন করাইতেছেন।

হিন্দুধর্ম বহু নামে খ্যাত।—বৈদিক ধর্ম, সনাতন ধর্ম (Nature of Eternal Self) মানব ধর্ম (Religion of Humanism) আর্য্য ধর্ম (The religion of the good)—ইহার এক প্রধান শাখা হইল জৈনধর্ম। বৌদ্ধাদি ধর্ম বহু পরে।

ইঁহাদের মধ্যে সাধু ও গৃহস্থ—দুই শ্রেণী আছে। সাধু হইলে লৌকিক নাম বর্জন করিতে হয় এবং "প্রবর্তক" উপাধি পান। ইহার পর উন্নতিক্রমে 'গনি' উপাধি ও 'পন্যাস' উপাধি পান। শেষ বড় উপাধি হইল "মহোপাধ্যায়"। ইঁহাদের মধ্যে "তেরাপন্থী" সাধুরা সর্বো কৃষ্ট—যেমন ত্যাগী তেমনি জ্ঞানী। সাধুরা পাক করেন না। গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। অর্থাদি ত দূরের কথা—খাদ্যও সঞ্চয় করিবার বা অপচয় করিবার বিধি নাই। যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই ভিক্ষা করিতে হইবে ফেলিতে পারিবেন না। রাত্রিতে জীব হিংসা-ভয়ে দীপ জ্বালেন না। স্ত্রীলোক স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। অনিকেত বাস ও ভ্রমণ বিধি। একস্থানে বাস নিষিদ্ধ। কিন্তু স্থল বিশেষে মঠ ভিন্ন অন্য স্থানেও থাকিতে পারেন। সকল জৈনদিগেরই মূল মন্ত্র—অহিংসা। মৎস্য মাংস স্পর্শও করেন না—পাছে অন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর

অজ্ঞান নিশা হয় — এই ভয়ে রাত্রিভোজনও নিষিদ্ধ। সকল জৈনেরাই রাত্রির আহার সন্ধ্যার পূর্বেই শেষ করেন। ইহার ব্যতিক্রম এখন ধীরে ধীরে হইতেছে। সাধারণ গৃহস্থেরা প্রতিদিন প্রতিক্রমণ (প্রায়শ্চিত্ত) করিবেন। সেজন্য প্রতি গৃহে এক একখানি প্রতিক্রমণ সূত্র গ্রন্থ থাকে। তাহার নানাপ্রকার সংস্করণ হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রাদি এক। প্রাকৃত ভাষায় বা গুজরাটীতে মন্ত্রাদি লিখিত — প্রায় পদ্যে ক্বচিৎ গদ্যও আছে। উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান প্রভৃতির জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকও দেখা যায়। শ্লোকগুলি যেন শঙ্করাচার্যের শ্লোকের অনুকরণ। আচার্যদেবের অন্নপূর্ণা স্তোত্র নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী যেন অনুকৃত হইয়া ইহাদের নেত্রানন্দকরী পাতু জৈনেশ্বরী প্রভৃতি শ্লোক হইয়াছে। যথাস্থানে এ সব প্রদর্শিত হইবে। অন্যান্য শ্লোকগুলি হিন্দুদের সংস্কৃত শ্লোকসমূহ হইতে কোন অংশে হীন নয়ই বরং অনেক স্থলেই উৎকৃষ্ট।

সাধুরা ত ব্রত উপবাসাদি করিবেনই, সাধারণ গৃহস্থেরাও প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় প্রতিক্রমণ করিবেন। প্রতিক্রমণ পাঁচ প্রকার। সায়, প্রাত, পাক্ষিক চাতুর্মাসিক ও বাৎসরিক। এজন্য গ্রন্থের নাম পঞ্চপরিক্রমণ সূত্র। প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন ইহাতে অনেক বিষয় সংক্ষেপে লিখিত আছে যথা—অশৌচ বিধি বিবাহ বিধি প্রভৃতি। আষাঢ়ের শুক্লা চতুর্দশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা চতুর্দশী পর্যন্ত হইল চাতুর্মাস্য ব্রত কাল। এই সময়টি হইল ইহাদের অতি পুণ্যকাল। সাধুরা ও বহু গৃহস্থগণ এই ব্রত পালন করেন। প্রতি মাসের চতুর্দশী তিথি ইহাদের অতি পবিত্র। প্রায় গৃহস্থই ঐ দিন উপবাস করেন। ইহারা সকলেই সরল ধর্মভীরু ও পবিত্রভাবে থাকেন সেজন্য প্রায়ই সমৃদ্ধ। এখন ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

এখন ইহাদের শাস্ত্রের বিষয় প্রথমে কিছু উল্লিখিত হইতেছে। পরে তীর্থঙ্করদের জীবনচরিত বর্ণিত হইবে। শ্রীমুনিবিজয়গণি বিরচিত কল্পসূত্র* গ্রন্থে

ঋষভদেব, পার্শ্বনাথ নেমিনাথ ও মহাবীর স্বামীর বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিত আছে। ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত ও অশৌচ-ব্যবস্থাদি বিষয়ও দৃষ্ট হয়। ইহা পড়িয়া জানা যায় যে, ইহারা ভৈরব, ক্ষেত্রপাল ব্রহ্মাদি দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন এবং স্বপ্নের সার্থকতায় ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে শ্রদ্ধাবান। ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বারা তীর্থঙ্করেরা বন্দিত। আবার সময় সময় তীর্থঙ্করের দ্বারা দেবাদিও পরাভূত হয়। এই কল্পসূত্র গ্রন্থ কবে কোথায় লিখিত হইয়াছিল গ্রন্থে তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পরে তাহার আলোচনা করিব।

ইহাদের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ অনেক আছে। তন্মধ্যে একখানি—'জৈনদর্শন তত্ত্বসার' গ্রন্থ অপূর্ব। মহোপাধ্যায় শ্রীসুর চন্দ্রগণি রচিত। ১৬৭৯ অব্দে রচনা শেষ হয়। নানা দর্শনের তত্ত্ব লইয়া সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। শ্লোকের নিম্নে টীকাও আছে। শ্লোকগুলি প্রাঞ্জল, অনুপ্রাস বহুল। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে 'নৈষধ কাব্যের' কথা মনে পড়ে। ইহাতে নানা বিষয়ের অবতারণা আছে। যথা—জীবকর্মস্বভাব জীবের শুভাশুভকর্মগ্রহণ, আত্মা কর্মের আধার আধেয় ভাব, মুক্তপুরুষের কর্মাদাদান ব্রহ্ম বিচারোক্তি, জীব পুদ্গল ধর্মাস্তিকায় বর্ণন, নিগোদ জীবের কর্মবন্ধাদি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ খণ্ডন, মূর্ত্তি পূজার যুক্তি ইত্যাদি। জৈন দর্শনে কথাদই সুন্দর ভাবে বর্ণিত, তাই তাহার কথা অগ্রে সংক্ষেপে লিখিত হইল। নমুনা স্বরূপ ২।৩টি শ্লোক ও টীকা লিখিত হইল।

গ্রন্থকার প্রথম নমস্কার শ্লোকের পর লিখিতেছেন —

আত্মায়নার্য্যা কিল কীদৃশোঽস্তি, নিত্যো বিভুশ্চেতনাবানরূপী। তথা চ কর্মাণি তু কীদৃশানি, জড়ানি রূপীণি চরাচরাণি ॥২॥ অত্র প্রশ্নোত্তরেনাভিধান, হে আর্য্যা অয়ম আত্মা কীদৃশ অস্তি, উত্তরমাহ, নিত্য অবিচলস্বভাব বিভু ব্যাপক, চেতনাবান চেতনাযুক্ত অরূপী রূপরহিত, অপুদ্গলধর্মা। আত্মনা ভিন্নানি কর্মাণি কীদৃশানি? জড়ানি অচেতনানি রূপীণি

পুদ্গলময়ত্বাৎ মূর্ত্তাণি। চয়াচলীনি পূরণ গলন স্বভাবকানি চেতনাপি যেষা সাম্বরণ নিরাবরণভেদাৎ। কেবল জ্ঞান নিরাবরণমিতি কর্ষায়নো লক্ষণ। আত্মা ও কর্ম্মের লক্ষণ এই যে আত্মা নিত্য বিভু ও অরূপী, কর্ম্ম হইল জড় রূপী ও পূরণগলন স্বভাব। জীবানামানন্ত্যমাহ জীবা পৃথিব্যাদিসূক্ষ্মস্থূল নিগোদভিন্নাহি ভবস্থানন্তা ন নানাবিধাবাপ্ত স্বজাতি যোনি ভিন্না সমস্তা কিল কেবলীদৃশ্যা ॥৩॥ সর্ব্বে জীবা অনন্তা, পৃথিবী আদিমা আদির্যেষা তে পৃথিব্যাদিমা ষট্কায়িকা তে চ সূক্ষ্মাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ তে পৃথিব্যাদয় দ্বিধা সূক্ষ্মা বৃদ্ধাশ্চ নিগোদা হি নিগোদ স জ্ঞাবস্থ সাধারণ বনস্পতিকায়িক ইতি যাবৎ, তেহপি দ্বিধা—সূক্ষ্মা বৃদ্ধাশ্চ, তৈরেভিদৈভিন্না। তথা নানাবিধ অবাপ্তা প্রাপ্তা যা সজাতিযোনয় স্বজাতি সম্বন্ধিন্ যোনয় তাভিন্না। তথা চ কেবলি। কৈবল্যজ্ঞানযুক্তেন দৃশ্যা দর্শনীয়া।—জীবসকল অনন্ত পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল ষট্কায়িক বস্তু হইতে ভিন্ন। সাধারণ বনস্পতি কায়িব সূক্ষ্ম স্থূল নিগোদ বস্তু হইতেও ভিন্ন। কৈবল্যজ্ঞান যুক্ত সাধুদিগের দ্বারাই দর্শনীয় পুদগল নিগোদ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ। জীব ও কর্ম্মের অনাদি সম্বন্ধ।—কথ নিত্যো বর্ম্মন আত্মনশ্চ যোগোঽয়মেযোঽজনি ভিন্নজাত্যো অনাদিস সিদ্ধ স্পোচ্যতে যো স্মোশ্মনো বারণি চিত্রভাবো ॥—হে নিত্যো কর্ম্মণ আত্মনশ্চ ভিন্না জাতিয়ো তাদৃশয়ো অয় স যোগ কথম অজনি উত্তরমাহ—এষ যোগ ইহ অনাদি স সিদ্ধ অনাদিকালেন নিষ্পন্ন। দৃষ্টান্তমাহ—স্মোশ্মনো বা শব্দ ইবার্থে কনক পাষাণয়োরিব। অরণি চিত্রভাবো অরণি কাষ্ঠ বহ্নোরিব ভিন্নজাত্যো যোগ যথা তথা।—সুবর্ণ ও পাষাণের যোগ অথব অরণিকাষ্ঠ ও বহ্নির সম্বন্ধ যেমন ভিন্ন জাতি হইলেও অনাদিসিদ্ধ, জীবকর্ম স যোগও সেইরূপ।

জীবস্থ কর্ম্মাণি সমাদদীত শুভাশুভানীহ পুর স্থিতানি॥ জীব পুরস্থি শুভাশুভ কর্ম্ম গ্রহণ করে। কর্ম্ম জড় জীব চেতন। জড় চেতনকে কিরূপ

আশ্রয় করিবে? "যথৈব লোকে কিল চুম্বকোঽশ্মন্ [illegible]" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ।

জানিয়া শুনিয়া জীব কেন অশুভ কর্ম গ্রহণ করিবে? তাহাতে বলিতেছেন যে—"সত্য বিজানন্নপি ভাবি তাদৃক কালাদিনে[illegible] [illegible]তি॥" অর্থাৎ তাদৃশ ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের হেতুভূত অশুভ কর্ম জীব কালাদির প্রেরণা বলে জানিয়া শুনিয়াও গ্রহণ করে। আদি শব্দের দ্বারা [illegible] নিয়তি প্রভৃতির গ্রহণ। ইহার দৃষ্টান্তও দিয়েছেন যথা—"যথা চ চৌর, পরদারগা অপি, বিদন্ত এতে হি তথা চরন্তি—॥" যেমন চোর পরদারগ [illegible] নিয়তির প্রেরণায় তত্তৎ কর্ম করে। ইন্দ্রিয়াদি ব্যতিরেকে [illegible] কর্ম করিতে পারে। যেমন সুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কর্ম করিয়া থাকে—ইন্দ্রিয়াদির [illegible]। একথা বলিও না, কারণ জাগরিত হইয়া সে স্বপ্নে [illegible] করিয়া থাকে। স্বপ্নভ্রম—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত দেহ মধ্যেই ইন্দ্রিয় [illegible] কর্ম করে, যথা—রসাকর্ষণ ধাতুপোষণ, কেশ নখোদগমন, [illegible]। আরো দেখ—'জিহ্বা বিনা ধ্যায়তি নানস জপ শৃণোতি [illegible]॥'—জিহ্বা বিনা জপ, ও কর্ণ বিনাও শ্রবণ সিদ্ধ হয়॥ [illegible], কিন্তু সিদ্ধ [illegible]শক্তি জ্ঞানের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন, [illegible] সিদ্ধ-যোগী পাতাল [illegible]স্থ স্বর্ণাদি জানিতে পারিয়া তাহা আকর্ষণ করেন। [illegible] মূর্ত্তি, আত্মা অমূর্ত্ত। উভয়ের আধার আধেয়তা কিরূপে সম্ভব? [illegible]—প্রলয়কালে [illegible] যেমন বিশ্ব ধারণ করেন সেইরূপ। অথবা [illegible] যেমন মূর্ত্তাদি [illegible] বস্ত্র ধারণ করে সেইরূপ। আরও দেখ [illegible] চেষ্টাদি [illegible] গুণ বা ধর্ম না হইলেও যেরূপ দেহকে আশ্রয় [illegible], মূর্ত্তামূর্ত্ত [illegible] সেইরূপ।

"কর্পূর হিঙ্গাদিক [illegible] দন্তুথ গন্ধা [illegible]
[illegible] যাবং স্থিতি তাবদেব [illegible] কর্মাদি [illegible] যথা।
[illegible] সতি

স্পূর ি ড প্রভৃতি আনন্দ গন্ধ যেমন যথাস্থিতিকাল আকাশে থাকে কর্মও সেমনি জীবকে ঘিরিয়া আছে।

সাধুদিগের কর্মগ্রহণ নাই —যেমন কোন পূর্ণ পাত্রে জল ঢালিলে তাহা ভিতরে প্রবেশ করে না আরও—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিলেও তাহা স্তম্ভন করিলে কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে না সেইরূপ সিদ্ধপুরুষেরা চি‹ সুখের দ্বারা ভরপুর থাকায় অন্য কিছুর প্রবেশে বাধা হয়। আবও বীজ যতদিন না দগ্ধ হয় ততদিন তাহার অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি থাকে দগ্ধ হইলে থাকে না। সিদ্ধ পুরুষদিগেরও সেইরূপ কর্মবন্ধ নাই।

জীবের সুখ দু খাদির হেতুই কর্ম। সেই কর্ম—ভাগ্য প্রভৃতি যে না হই অভিহিত হউক না কেন। 'বিধির্বিধাতা নিয়তিঃ স্বভাবঃ কালো গ্রহা ঈশ্বরকর্মদৈবম্। ভাগ্যানি পুণ্যানি যমঃ কৃতান্তঃ পর্য্যায়নামানি পুরাকৃতস্য॥' ভগবানিহাস্ত। প্রণোদক কর্মগণস্ত যেন দু খ সুখ বা পরিভাব্যতে জগৎ॥ তিনি বিধিই হৌন সূর্য্য াদি মঙ্গলাদি গ্রহই হৌন পরমেশ্বর না হন ৈ ী তিনিই জগৎকে সুখ দু খ ভোগ করাইতেছেন।

"যত্রোৎবিবর্তন্ত ইতেত্র জাবা অজীব সম্বন্ধমধিশ্রিতা সদা।
জীবস্ত্বজীবস্থ জীবিতায় ত্রৈকালিক সম্বন্ধ এতিরেবান॥

—অজীবগণের সহিত আশ্রিত হইয়াই জীবদিগের জগতে সম্বন্ধ—যে জীব সকল বর্তমান আছে পূর্বে ছিল বা পরে থাকিবে —উভয়ের সম্বন্ধ ত্রৈকালিক। জীব ও অজীবদিগের আলোচনা ও বিশেষ জ্ঞানই হইল জৈন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবের হিংসাজনিত প্রায়শ্চিত্ত ও বিচিত্র প্রকারে ব্যবস্থিত। অসংখ্য দৃষ্টাদৃষ্ট জীবাজীবপূর্ণ এই জগৎ। ধর্ম অধর্ম, আকাশ পুদ্গল জীবাস্তিকায় ও কাল—এই ছয়টী দ্রব্য। জীব ব্যতিরেকে পাঁচটি অজীব। এইরূপ কাল স্বভাব নিয়তি পূর্বাকৃত পুরষকার— এই পঞ্চ সমবায় ও অজীব। এই দশবিধ অজীব দ্বারা জগৎ সম্ভূত। ধর্মাস্তিকায় দ্বারা অবকাশ লাভ করে পুদ্গলাস্তিকায় দ্বারা আহার নিঃশ্বাসাদি করে।

হাদের কারণেই জীব সুখ দুঃখ ভাক্‌ হয়।

'ভাবান্বিমে স্বাশ্রিত-কর্ম পুদ্‌গলৈ সহ মিশ্রিতা' দুঃখসুখাশ্রয়ীকৃতা।

দ্রব্যানি ষট্‌ যৎ সমবায়-পরাক্রমেণ্যয় হেব জগন্ন চাপরম্‌॥"

দ্রব্য, ক্ষেত্র কাল, স্বভাবাদির অনিবার্য্য শক্তির প্রেরণা বশত কর্ম জড় হইলেও কার্য্য করে। রোগাদির কাল যেমন নির্দ্দিষ্ট, কর্মাদির ফলদানকালও তেমনি নির্দ্দিষ্ট। পাকাবস্থাতেই কর্ম ফল দান করে।

এখন কর্ম্মের ভেদ কথিত হইতেছে।—

কর্ম্মেদমাহ কতিধা বুধা সুধাকিরা গিরা স্তু শৃণু দক্ষিণ ক্ষণম্‌।

ভঙ্গী চতুষ্কেণ চতুর্বিধ তৎ তত্রাশ্রমত্রাচরিত হিহোদয়েৎ॥"

—হে দক্ষিণ চতুর বুধা বিদ্বান্‌ সুধাকিরা অমৃতস্রাবিণা গিরা বাণ্যা ইদ কর্ম কতিধা আহ কথয়ন্তি তৎ ক্ষণ শৃণু। উত্তরমাহ—ভঙ্গীনা, চতুষ্কেণ চতুষ্টয়েন চতুর্বিধস্বরূপভেদৈ তৎকর্ম চতুর্বিধম্‌। তত্র তেষু আদ্য প্রথম শুভম অশুভ বা কর্ম অত্র সংসারে আচরিত কৃত তু। ইহ অস্মিন্‌ লোকে উদয়েৎ উদয় গচ্ছেৎ। উৎপূর্ব্বস্থ অয়তে কদাচিৎ পরস্মৈপদত্বম্‌।—কর্ম চার প্রকার, প্রথম ভেদ যথা—ভালমন্দ কর্ম করিবামাত্র এখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফল দেখা যায়। যেমন চৌর্য্যাদির শাস্তি, রাজার উপকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার—ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। 'ভেদো দ্বিতীয়োঽত্র কৃত পরত্র কর্ম্মোদয়েদত্র যথা প্রশস্তম। তপো ব্রতাদ্যাচরিত স্বরত্বাদিদ তদন্যন্নরকাদি দায়ি॥"—দ্বিতীয় ভেদমাহ—অত্র কৃত কর্ম পরত্র পরলোকে উদয়েৎ আবির্ভবেৎ। উদাহরণ যথা—যেন প্রকারেণ অত্র আচরিত তপোব্রতাদি প্রশস্ত শুভ কর্ম সুরত্বাদিদ দেবত্বাদি প্রদায়ক ভবতি, তদন্যৎ অশুভ কর্ম নরকাদিদায়ি।—দ্বিতীয় ভেদ যথা—এ সংসারে কৃত কর্ম পরলোকে ফলদায়ি হয়। যেমন তপোব্রতাদি শুভকর্ম দেবত্বাদিদায়ক, ও অশুভ কর্ম নরকাদিদায়ক হয়। অথবা যেমন সতীত্বাদি ধর্ম পরলোকে ফলপ্রদ হয়। 'তৃতীয়-ভেদস্ত

পরত্র কর্ম্ম নির্ম্মাতমত্রাসুখসৌখদাদি।"—পরলোকে কৃত কর্ম্ম ইহলোকে সুখ ও দুঃখ দান করে। যেমন জাতকপুত্রের পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের ফলে জন্মকুণ্ডলী শুভগ্রহ যুক্ত হইয়া সুখ সৌভাগ্যাদি দান করে। কাহারও বা জন্মকুণ্ডলী পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্ম ফলে পাপগ্রহাদিযুক্ত হইয়া দুঃখ দুর্ভাগ্যাদির জনক হয়। "চতুর্থ ভেদস্তু পরত্র কর্ম্ম কৃত পরত্রৈব ফলপ্রদ ভবেৎ। যদত্র জন্মে বিহিত তৃতীয় ভবে বিধত্তে ফলমায়গামুকম॥ চতুর্থভেদমাহ—পরত্র পরলোকে কৃত কর্ম্ম পরত্রৈব ফলপ্রদ ভবেৎ। অস্মিন্ জন্মে (জন্ম শব্দ অদন্তোঽপি অস্তি ইতি কেষাঞ্চিৎ মতম।) বিহিত কৃত কর্ম্ম তৃতীয় ভবে তৃতীয় জন্মনি আয়গামুক ফল বিধত্তে।—পরলোকে কৃত কর্ম্ম পরলোকে ফল দান করে—যেহেতু এজন্মে কৃত কর্ম্ম তৃতীয় জন্মে ফলপ্রদ হয়। ৪৭৫ শ্লোকে এ বিষয়ে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি অন্য প্রাতে লক্ষ দ্রব্যাদি অগ্র ব্যয় না করিয়া পরদিন হইবে বলিয়া রাখিয়া দেয় তাহা ভোগ করে না, সেইরূপ এ জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল মনুষ্য পশু প্রভৃতি জন্ম লাভ করিয়া পরজন্মে ভোগ করিতে থাকিলে উগ্র তপস্যাদি দ্বারা সে কর্ম্ম শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া যায় এবং দ্রব্য ক্ষেত্র কলি, ভাব, নিয়তি, স্বভাব পূর্ব্বকৃত পুরুষকার পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ও পঞ্চ সমবায়—ইহাদের মহতী শক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। তখন স্বল্পায়ু হইয়া সঞ্চিত শুভ কর্ম্মের ফল তৃতীয় জন্মে ভাল করিয়া ভোগ করে। কেবল জ্ঞানী ব্যতীত এই সূক্ষ্ম কর্ম্ম ফলবাদ কেহ বোঝে না।

চতুর্ভঙ্গীক্রমে ভোক্তব্য কর্ম্ম কয় প্রকার—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে —ভুক্ত ভোগ্য ও পরিভুজ্যমান ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার।

পৃথিব্যা পতিত প্রশুষ্ক বারিদবিন্দুবৃন্দমিব ভুক্ত কর্ম্মাস্তি, পৃথিব্যা পতিষ্যৎ পরিশোষণার্হ বারিদবিন্দুমিব ভোগ্য ভোক্তুমর্হ কর্ম্মাস্তি। পৃথিব্যা নিপতৎমান পরিশুষ্যমান বারিবিন্দুবৃন্দমিব পরিভুজ্যমান কর্ম্মাস্তি। অথবা—যথা মুখান্তর্গত কবল চর্ব্বিত স ভুক্তকর্ম্মবৎ। চর্ব্বমাণকবলস্ত ভুজ্যমানকর্ম্মবৎ।

যচ্চ চর্বিষ্যতে স ভোগ্যকর্মবৎ।—পৃথিবীতে পড়িয়া শুষ্ক মেঘজল ভুক্তকর্ম সদৃশ। পৃথিবীতে পড়িবার যোগ্য শোষনাই মেঘ জল ভোগ্যকর্ম তুল্য। পৃথিবীতে পরে পড়িবে ও শুষ্ক হইবে যে মেঘ জল—সেই ভুজ্যমান কর্ম তুল্য। অথবা যে গ্রাস মুখে দিয়া চর্বণ করিয়াছি তাহা ভুক্ত কর্ম। যে গ্রাস মুখে তুলিতে যাইতেছি তাহা ভুজ্যমান কর্ম। এবং যাহা পরে চর্বণ করিব তাহাই ভোগ্য কর্ম। সংসারী জীবদের কর্ম এই প্রকার হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের কর্ম পাষাণাগ্রভাগ পতিত মেঘ জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়।

হিন্দু শাস্ত্রে কর্ম বিষয়ক অনেক কথাই আছে। সেগুলি পরে বর্ণিত হইবে।

[নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥

কর্ম ভুক্ত না হইলে শতকোটি কল্পেও তাহা ক্ষয় হয় না। আরও প্রারব্ধ কর্ম বিষয়ে কখন ভোক্তা ভোগকে টানিয়া আনে, কখনও বা ভোগ ভোক্তাকে ডাকিয়া নেয়। প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হয়।

অবশ্যম্ভাবি ভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্ যদি।

তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥

প্রারব্ধের প্রতিকার যদি হইত তবে নল রাম ও যুধিষ্ঠিরকে দুঃখ পাইতে হইত না। Indian Weekly (1942) তে M. P. Wardane লিখিতেছেন যে তিনি সিংহলের অনুরাধাপুরে বৌদ্ধ মন্দিরে পূজার সময়ে দেখিয়াছেন যে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ এক যুগী মন্দির দ্বারে আসিত প্রাচীরে হনুমানগুলি বসিত ও পুষ্করিণীতে মাছগুলি ভাসিয়া উঠিত, যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা তাড়াইলেও তাহারা নড়িত না। পুরোহিত বলেন যে উহারা কর্মফলে এই সব জন্ম পাইয়াছে কিন্তু পূর্ব সংস্কার যায় নাই। Theosophyতে এ বিষয়ের অনেক তথ্য জানা যায়।]

কর্ম্ম আবার ঘাতিন অঘাতিন ভেদে দুই প্রকার। ঘাতিন কর্ম্ম—(Action current of injuries) চার প্রকার—দর্শনাবরণীয় জ্ঞানাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায়—যাহা সম্যক্ দর্শন ও জ্ঞানকে আবরণ করে যাহা মোহজনক ও অন্যপ্রকারে আত্মার উর্দ্ধগতিকে বাধা দেয়। অঘাতিন কর্ম্ম (Non injurious action currents) চার প্রকার—আয়ু নাম গোত্র ও বেদনীয়—যে কর্ম্মে আয়ু বর্দ্ধিত হয়, যাহা আত্মার নাম রূপ প্রভৃতির সম্পাদক আত্মার কোন ক্ষেত্রে জন্ম হইলে যাহা তাহার নির্ণায়ক "গোত্র" বলিয়া কথিত এবং যাহা সুখদুঃখজনক (বেদনীয়)। এই সব ভেদের আরও অবান্তর ভেদ আছে। যথা—চক্ষুর্‌দর্শনাবরণীয় অবধিদর্শনাবরণীয় (That which makes intuitive knowledge impossible) শ্রুতিজ্ঞানাবরণীয় মতিজ্ঞানাবরণীয় কেবলজ্ঞানাবরণীয় নিদ্রাবেদনীয় (Which causes sleep deep restless and makes right perceptions impossible) মিথ্যামোহনীয় (which makes us feel good things for bad) মিশ্রমোহনীয় সম্যক্‌ত্বমোহনীয়। চারিত্র মোহনীয় আবার ক্রোধ কষায় মানকষায় লোভকষায় ইত্যাদি ভেদে অনেক প্রকার। কষায় (passions) দীর্ঘস্থায়ী ও অল্পস্থায়ী হয়। কষায় বিপরীত অকষায় কর্ম্ম আছে। যথা-হাস্য রতি (Love) অরতি (Hatred) শোক ভয় জুগুপ্সা স্ত্রীবেদ পুরুষ বেদ (What awakens sex passions in males and females) অন্তরায় কর্ম্ম বড়ই পৈশুন—গোপনে গোপনে কার্য্য করে। পূর্ব্বোক্ত ঘাতিন কর্ম্মে জীবের ইচ্ছাশক্তি নষ্ট হয়। অন্তরায় কর্ম্মের ভেদ যথা—দানান্তরায় লাভান্তরায় ভোগান্তরায় বীর্য্যান্তরায়। এ সব অন্তরায় কর্ম্ম দ্বারা জীব দান লাভ ভোগ করিতে পায় না বীর্য্য বা শক্তি থাকিলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না। অঘাতিন কর্ম্মও অনেক প্রকার হইতে পারে। যথা—দেবায়ুকর্ম্ম নরকায়ুকর্ম্ম (যাহাতে জীব কিছু কালের জন্য দেবলোকে সুখ বা নরকে দুঃখ ভোগ করে মনুষ্যায়ু

কর্ম, তির্য্যগায়ু কর্ম (যদ্দ্বারা জীব মনুষ্য ও তির্য্যক্‌লোকে জাত হয়) নামকর্ম (যদ্দ্বারা প্রতিজীবের নাম রূপ নির্ণীত হয়)। জাতি নামকর্ম —সকল জীবের সব ইন্দ্রিয় থাকে না। কাহারও এক, কাহারও দুই, তিন, চার, পাঁচ। কিন্তু প্রত্যেক জীবের স্পর্শেন্দ্রিয় থাকবেই। স্পর্শেন্দ্রিয়ই অজীব হইতে জীবের ভেদ নির্দারক। কর্মপুদ্গলগুলি জীবে ক্রমাগত লগ্ন হয়। সে জন্য তাহাদের ভাল মন্দ অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি এব তজ্জন্যই স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য।

শরীর নাম কর্ম, বৈক্রিয় নামকর্ম (যদ্দ্বারা অঙ্গাদির বিস্তার ও সঙ্কোচ করা যায়)। অহারক শরীর কর্ম (যদ্দ্বারা জীবিকা-ব্যূহ নির্মাণ করে ও দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র থাকিতে পারে), ভাগবতাদিগ্রন্থে কায়ব্যূহের কথা আছে। তৈজস শরীর কর্ম, কার্মণ শরীর কর্ম (কেবল কর্মপুদ্গল দ্বারা নির্মিত লিঙ্গ শরীর), উপাঙ্গ নাম কর্ম (যদ্দ্বারা দেহ হইতে কোন উপাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা যায় বন্ধনাম কর্ম (যদ্দ্বারা দেহের সকল অংশ সংযুক্ত থাকে ও সংযোজক তন্তু দ্বারা বদ্ধ হয়)। সংগ্রথণ নামকর্ম (যদ্দ্বারা সব সংগ্রথিত হয় বাহ্য বস্তু সহজে দেহ মধ্যে আহৃত হয় ও assimilate হইয়া যায়) সংহনন নাম কর্ম (যদ্দ্বারা অস্থি প্রভৃতি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়), সংস্থান নামকর্ম (যদ্দ্বারা সম চতুরস্র ন্যগ্রোধ বামন প্রভৃতি সংস্থান গঠিত হয়), বর্ণনাম কর্ম (যদ্দ্বারা শ্বেত কৃষ্ণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হয়), গন্ধ নামকর্ম (যদ্দ্বারা শরীরে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ সাধিত হয়) রস নাম কর্ম (যদ্দ্বারা কটু, তিক্ত, অম্ল মধুর ও কষায় – এই পাঁচ রস দ্রব্যে সংক্রান্ত হয়, যথা লবণ লঙ্কা প্রভৃতি), স্পর্শ নাম কর্ম (যদ্দ্বারা শীত উষ্ণ, স্নিগ্ধ রূক্ষ, মৃদু, কর্কশাদি স্পর্শ অনুভূত হয়) অনুপূর্ব্বী নাম কর্ম (যদ্দ্বারা জীব দেহান্তে কর্মের অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়)। এইরূপে ঘাতিন ও অঘাতিন কর্ম সর্ব সমেত ১৫৮ প্রকার। বিস্তৃতি ভয়ে সমস্ত লেখা হইল না।

মৃত্যু ও জন্মগ্রহণ পর্যান্ত যে কাল তাহা 'বিগ্রহকাল' বলিয়া আখ্যাত। জৈনদিগের মতে তাহা অতি অল্প—একমিনিট মাত্র। এই অল্পকালের মধ্যেই

জীব বিগ্রহগতিতে কর্ম্মানুসারে কোন গর্ভে প্রবেশ করে। হিন্দুদিগের মতে এই কালের পরিমাণ এক বৎসর। এই সময় জীবকে আতিবাহিক দেহে থাকিতে হয়। তাহার পর শস্যাদির সহিত জীব গর্ভে প্রবেশ করে।

এখন নাস্তিকদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যে সত্য ইন্দ্রিয় অন্য উপায়ে জ্ঞান যে সত্য হইতে পারে না—তাহা খণ্ডন করিতেছেন।

'তস্মাদ অন্যদবস্থানি যদ্‌গ্রহ স্যাৎ তৎপ্রোতসা চিন্ন সদৈব সত্যা।'—যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া কখনও কখনও প্রতীতি হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান সদা সত্য হয় না। শঙ্খ সাদা হইলেও তাহাকে সময় সময় পীত বর্ণের বোধ হয়। মত্ত ব্যক্তি পুরুষকে নারী বলিয়া ভুল করে। ইহার উত্তরে নাস্তিক বলে যে বিকৃত অবস্থার জন্য এরূপ হয়। কিন্তু প্রতিবাদে বলা যায় যে

[সম্প্রতি January 1943 এ কলিকাতায় যে বিজ্ঞান কংগ্রেস হইল, তাহাতে মনস্তত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ডা বি এল আত্রেয় বলেন —মন কেবলমাত্র মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া নহে। ইহা চিন্তা ও ধারণা দ্বারা দেহে যে কোন রোগ সৃষ্টি ও আরোগ্য করিতে পারে। মন এক অলৌকিক পদার্থ, সে দেহের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকে এমন কি রাসায়নিক উপাদান সমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। মানসিক ইঙ্গিত দ্বারা সম্মোহনের দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতে পারে। বৈধহীন আরোগ্য দেহের উপর অতিমানবীয় প্রভাব শূন্যে অবস্থিতি প্রভৃতি দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ স্থিরীকৃত হইয়াছে। দৈহিক সম্পর্ক ব্যতীতও মানব দূরস্থ বস্তু স্পর্শিতে পারে দেখা গিয়াছে। মৃত মরণোন্মুখ এমন কি জীবিত লোকের সূক্ষ্ম দেহ দিয়া যে গবেষণা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মানুষের আত্মসম্প্রসারণের এক অদ্ভুত শক্তি আছে এবং সময় সময় নিদ্রা স্বপ্ন ধ্যান ও সম্মোহিত অবস্থার মধ্য দিয়া উহার বিকাশ ঘটে। ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে কেবল একমাত্র জ্ঞানাহরণের পন্থা নহে তাহা এখন সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও জ্ঞানের অন্য দ্বার আছে।]

মন বিকৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু চক্ষু ত ভাল আছে। মনকে দেখা যায় না অতএব তোমার মতেই প্রত্যক্ষের দ্বারা সব সময় সত্য জ্ঞান হয় না। আমরাও তাই বলি যে দিব্যদৃষ্টি সাধুরা যে জ্ঞান পথ দেখাইয়াছেন তাহাই সত্য জ্ঞানের পথ। আরও দেখ কর্ণের দ্বারা সব সময় যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না। আনন্দ শোক, পরোপকার বিবেক প্রভৃতি শব্দ ত সত্যজ্ঞান জন্মায়। আমরা এই সব শব্দের দ্বারা যাহা বুঝি তোমরাও তাহা বুঝ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তোমরা কি পরোপকার প্রভৃতি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছ? দ্রব্যকেই দেখা যায়—গুণকে ত দেখা যায় না। তবে কি করিয়া ঐ সব শব্দ সত্য বলিয়া বুঝিয়া থাক? সেজন্য প্রত্যক্ষের অগম্য পাপপুণ্যাদির ধর্মাধর্মাদির অস্তিত্বও বুঝিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান হয় না—অন্য প্রমাণেরও প্রয়োজন হয়। আরও দেখ, কেবল কর্ণগ্রাহ্য হইলেই বস্তু জ্ঞান হয় না। যথা খপুষ্প বলিলে আকাশের জ্ঞান হয়, পুষ্পেরও জ্ঞান হয় কিন্তু উভয় শব্দ সংযোগে অন্য পদার্থের জ্ঞান হয় না। গো শৃঙ্গাদি সংযোগযুক্ত পদে উভয় শব্দের জ্ঞান ভিন্ন সংযুক্ত পদদ্বয় দ্বারা অন্য এক সৎপদার্থের জ্ঞান হয়। অতএব সৎপদবাচ্য একটি পদার্থকে স্বীকার করিতেই হইবে।

[* দৃষ্টি সীমার ভিতরে একই সময়ে আমরা অনেক জিনিষ দেখি। দৃষ্টি জ্ঞানে রূপ উপলব্ধি একমাত্র কারণ নহে, অপর ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যও তাহাতে আমরা লাভ করি। বস্তুর বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি আমাদের দৃষ্টিকে সদা ব্যাপৃত রাখে। বৃক্ষের যে রূপ, তাহার শাখা পল্লব পুষ্পাদির রূপ তাহা নহে আবার ফলের রূপ ও আকার ছোট বড় হয়। বর্ণের বিদ্যমানতার জন্যই আলোর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অন্ধকারের কোন বর্ণ নাই, কারণ সেখানে আলোক নাই। আলোকেরও একটা রূপ আছে, অন্য রূপের সাহায্য ব্যতীত তাহা বুঝা যাইত না। আলো চারিদিকে নানা পদার্থের উপর ছড়াইয়া পড়ে, তাই তাহা

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াই কি বিষয় গ্রহণ করে? এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। ন্যায় ও বেদান্ত বলে যে তৈজস চক্ষু বাহিরে আসিয়া বিষয় সন্নিকৃষ্ট হয় ও বাহ্যালোক সাহায্যে বিষয় প্রত্যক্ষ করে। সাংখ্যযোগাচার্য্য বলেন যে অহংকারিক চক্ষু বিষয়াকারে পরিণত হয় ও তখনই রূপ জ্ঞান হয়। বৌদ্ধরা বলেন যে ইহা সকল ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল ঘ্রাণ রসনা ও ত্বকের পক্ষে ইহা সম্ভব। চক্ষু কর্ণের বেলায় নহে। ইহাদের বিষয়-দেশে গমন অসম্ভব বিষয় সকলেরও চক্ষুকর্ণের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত হওয়া অসম্ভব। ইহারা

বিশেষ দৃষ্টিতে ধরা পড়িত না। বর্ণ বা আকৃতি—কোন্‌টি আমরা পূর্ব্বে দেখি? We see form through colour Shapes of things are fixed by their colour boundaries যদিও আমরা উভয়কেই একসঙ্গে দেখি মনে হয় কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে বর্ণই আগে দৃষ্ট হয়। চক্ষু থাকিতেও অন্ধ এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। সমপরিমাণ অভিজ্ঞতা লইয়াও দুই ব্যক্তি একবস্তুকে একভাবে দেখে না। As we increase the range of what we see we increase the richness of what we imagine—Ruskin দৃষ্টি সীমার বিস্তৃতির সঙ্গে কল্পনাশক্তিরও প্রসার হয়।

ঘটের প্রত্যক্ষে অনুমানকে স্বীকার করিতে হয়। ঘটের সর্ব্বস্থানে ত চক্ষুর সংযোগ হয় না, যে স্থানে হয় তাহাই দেখি বাকীটা অনুমানের দ্বারা পুরাইয়া লই। তাই বলিয়া ঘট দেখা অনুমান প্রমাণ বলে হয় না—প্রত্যক্ষ প্রমাণেই হয়। অনুমানে ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকা চাই এখানে তাহা নাই। জ্ঞান ক্রিয়া নহে। ন্যায় মতে উহা গুণ, বেদান্তে উহা গুণাশ্রয় দ্রব্য বিশেষ। গুণের ন্যায় উহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঘট জ্ঞান ও ঘট-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান একই। যাহা জানা যায় তাহাই জ্ঞানের বিষয় হয়। সবিষয় জ্ঞান হইল বৃত্তি জ্ঞান। বৃত্তিশূন্য জ্ঞান নির্ব্বিষয় উহাই আত্মা।]

স্থানস্থ হইয়াই দূরস্থিত বিষয় গ্রহণ করে। জৈনরা বলেন —বৌদ্ধরা ঠিক বলেন নাই কিন্তু কর্ণের পক্ষে বিষয় সংযোগ হওয়া অসম্ভব নহে। আগন্তুক শব্দের সাথে শব্দ কর্ণ-পটহে ত আসিয়াই থাকে, মাত্রা অধিক হইলে পটহ ছিন্ন হয়, বধিরত্ব দোষও হয়। কেবল চক্ষুর পক্ষেই ইহা অসম্ভব কারণ চক্ষুর বিষয় সংযোগ হওয়াটাই যদি একান্ত হয় তবে একসঙ্গে বৃক্ষ ও চন্দ্র বা অন্যান্য দ্রব্যের গ্রহণ অসম্ভব হয়, দূরস্থিত বস্তু প্রত্যক্ষও অসম্ভব হইয়া পড়ে। চক্ষু দূরের বস্তু ও নানা বস্তুর সঙ্গে একই সময়ে সংযুক্ত হইতে পারে না। এ বিষয় নানা যুক্তি-তর্ক শাস্ত্রে আছে, বাহুল্য ভয়ে বলা হইল না।

আরও বুঝ যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সর্বদা অর্থ পরিচ্ছেদকত্ব শক্তি নাই। লবণ ও কর্পূর চূর্ণ দৃষ্ট হইলেও যতক্ষণ না জিহ্বাদি দ্বারা পরীক্ষিত হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য জ্ঞান হয় না। স্বর্ণ, মণি, মুক্তা প্রভৃতি যতক্ষণ না বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয় ততক্ষণ ইহাদের সম্যক জ্ঞান হয় না। বিশেষজ্ঞেরাই কেবল এ সব বিষয় সত্য সংবাদ দিতে পারেন। সুতরাং কেবল দেখিলে শুনিলেই যথার্থ দেখা শুনা হয় না। ইন্দ্রিয় থাকিতেও আমরা পরমুখাপেক্ষী। সাকার বস্তুতেই যখন এত গোল, তখন নিরাকার বস্তুতে পরোপদেশ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেইজন্য আপ্ত বাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য।

প্রতিমা পূজা।*— "অক্ষীণস্য ন স্যাৎ ফলসিদ্ধিরত্র।"—অচেতনের পূজায় ফলসিদ্ধি কোথায়? নাস্তিকের এই প্রশ্নের উত্তর —

"নৈবং বচিত্র পরিচিন্তনীয়ম্ অজীবরূপস্যাচরণাদ্ ভবেৎ কিম্।
যদ্ যাদৃশাকার নিরীক্ষণং স্যাৎ প্রায়ো মনস্তদ্গতধর্ম্ম চিন্তি॥
যথাহি সম্পূর্ণ শশাঙ্ক-মুদ্রিকা দৃষ্টা স্মরেত্তাদৃশ-সোম-হেতুঃ ॥"

—যেরূপ আকার নিরীক্ষণ করা যায় মনও তাদৃশ আকারগত ধর্ম চিন্তা করে।

---

*প্রতিমা আট প্রকার —শিলাময়, ধাতুময় লেখ্যময়, দারুময় মৃন্ময়াদিময়, মণিময়, সিকতাময় ও মনোময়।

দেখ সুগঠিত সুন্দরী নারী পুত্তলিকা দেখিলে তাহার নানাবিধ আসন সংস্থানাদিতে মন আকৃষ্ট ও মোহাচ্ছন্ন হয়, আবার দেবাদি মূর্তি ও চি: দেখিলে মন স্নিগ্ধ তৃপ্ত ও পবিত্র হয়। ভূগোল চিত্র দেখিলে তৎ তৎ দেশে একটা সাধারণ ধারণা জন্মে। শাস্ত্রীয় বীজ-মন্ত্রাদির স্থাপনা দেখিয়া জ্ঞানা শাস্ত্র জ্ঞান উদিত হয়।

এব নিক্ষেপপ্রতিমাপি দৃষ্টা তদ্গুণানাং স্মৃতি কারণং স্যাৎ।
যদা তু সাম্প্রতমিহ বস্তু দৃশ্যং তৎ স্থাপনা সম্প্রতি লোকসিদ্ধা॥
তথাচ পত্যৌ পরদেশসংস্থে কাচিৎ সতী পশ্যতি যৎ তদর্চাম॥"

—এইরূপ নিজ ইষ্ট দেবের প্রতিমা দর্শনে তাহার সকল গুণের স্মরণ হয় যেরূপ সতী প্রবাসস্থ পতির চিত্র দর্শনে আশ্বস্ত হয়। সাক্ষাৎ যে বস্তুর দর্শ সম্ভবে না—তাহার চিত্রাদির স্থাপনা লোকপ্রসিদ্ধ। অন্য শাস্ত্রেও এইরূ আছে।—

"যদন্য শাস্ত্রেঽপি নিশম্যতেঽদ শ্রীরামচন্দ্রে পরবাস সংস্থে।
তৎ পাদুকা সোঽপি চ রামবৎ তদা ভাপূজয়ৎ শ্রীভরতো নরেশ্বর॥
সীতাপি রামাঙ্গুলি মুদ্রিকা তামালিঙ্গ্য রামাপ্তি সুখ স্বমংস্ত।
রামোঽপি সীতাশ্রিত মৌলিরত্নমাদায় সীতাপ্তিরতি ব্যজানাৎ॥
"ধ" চরিত্রেঽস্তি চ পাণ্ডবানাং যৎ দ্রোণ-সূরি প্রতিমা পুরস্তাৎ।
নিবৈকলব্যস্ত কিরীটিবদ্ধনুর্বিদ্যা সুসিদ্ধেতি জগৎ প্রতীতম্॥

—ভরত শ্রীরামের পাদুকা প্রতিমাবৎ দেখিতেন সীতা রামাঙ্গুলি-দর্শনে রামও সীতার চূড়ামণি দর্শনে তুষ্ট হইয়াছিলেন। নিষাদ বীর একলব্য দ্রোণ মূর্তি স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্বিদ্যায় দক্ষ হইয়াছিল। প্রতিমার ন্যায় অঙ্গুরীয়াদির আকার নাই তবু এত তৃপ্তি। ভগবানের প্রতিমা দর্শনে কত না সুখ সম্ভব?

আরও দেখ ক্ষেত্রাদিতে পুরুষাকৃতি প্রতিমা সকল ক্ষেত্র রক্ষা করে।

অশোক বৃক্ষের ছায়া শোক নাশক, কলি বৃক্ষের ছায়া কলহ-প্রদ। ছাগী, ধেনু অথবা গর্ভিণী স্ত্রীর ছায়া মাড়াইলে পাপ হয় এবং শিবছায়া উল্লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ পাইতে হয়। অতএব প্রতিমা পূজাও কেন সুখ ও পুণ্যের হেতু হইবে না?

> "যথা গ্রহাণা প্রতিমা অজীবা" স্ততোপি তৎপূজনতস্তদীয়ম্।
> শুণ দদত্যেব তথা সতীনা ক্ষেত্রাধিপানামথ পূর্ব্বজানাম্॥
> বিধেমুরারেশ্চ শিবস্য শক্তে" যা স্থাপনাতো অহিতা হিতা বা।
> অমানিতাশ্চাপ্যভিমানিতা" স্যু" স্তুপ" তথা বা ফলবন্ন কি স্যাৎ॥"
> —যেন প্রকারেণ গ্রহাণা সূর্য্যাদীনা প্রতিমা অজীবা অপি সত্য",
> তৎপূজনত" তদীয় গুণ" দদত্যেব তথা সতীনা পতীনহ পরাসুনা
> স্ত্রীণা ক্ষেত্রপালানা পূর্ব্বজানা পিতৃণা" বিধে" ব্রহ্মণ, মুরারে"
> কৃষ্ণস্য, শিবস্য শক্তিদেবতায়াশ্চ যা স্থাপনা ভবন্তি তা অমানিতা"

লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে —

"অগম্যগমনং কৃত্বা কচ্চিৎ ত্ব শূর্পবাতস্য গোচরস্থ" গতোর্জুন।"

হে অর্জ্জুন তুমি নিষিদ্ধ অগম্যাদির অনুগমন করিয়াছ অথবা কুলার বায় সেবন করিয়াছ? এত বিবর্ণ হইলে কেন? [লিঙ্গ ৩০—৪।]

অশোক, বিল্ব, তুলসী প্রভৃতি কতিপয় পুণ্য বৃক্ষ। ইহাদের ছায়াও পুণ্যজনক। কতকগুলি নিষিদ্ধ। এ ধারণা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে সকল দেশেই। বোধি বৃক্ষ (Bo-tree) বৌদ্ধদের পূজিত। Olive বৃক্ষের ছায়ায় St Augustine বসিতেন। Oak বৃক্ষের তলে Abraham সমাহিত Palestineএ। Mary ও Christ এক বৃক্ষের নীচে লুক্কায়িত ছিলেন—হিরোডের ভয়ে, এখনও উহা Cairoতে Virgin Tree বলিয়া পূজিত। Fir, Vines, Olive Laurel, Palm প্রভৃতি Greece ও Rome পূজিত ও এক এক দেবতার প্রিয়।

নস্য অহিতকারিকা অভিমানিতা বা হিতা স্যা। তথা স্তূপ যজ্ঞাদিস্তম্ভ ফলবৎ কিং ন স্যাৎ ? ফলদায়ি স্যাৎ এব।—

গ্রন্থাগে সূর্য্যাদির মূর্ত্তি সতীদের প্রতিমা ক্ষেত্রপাল ও পিতৃপুরন্দর মূর্ত্তি অজীব হইলেও পূজিত হইলে শুভ হয় এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তিদিগের যে মূর্ত্তি স্থাপিত হয় তাহা অজীব হইলেও অবমানিত হইলে অনিষ্টকর ও সম্মানিত হইলে হিতকর হয়, যজ্ঞীয় স্তম্ভও ফলদায়ক হয়।

আরও দেখ—লৌকিক কোন প্রভু—নিজে কোন মূর্ত্তি গড়িয়া সম্মান করিতেছে—এমন কোন সেবককে যদি দেখেন তবে তিনি যেমন সেই সেবকের উপর তুষ্ট হন, সেইরূপ জগৎ প্রভু কি তুষ্ট হইবেন না ?

আবার সম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও অনীহ পূজা নিস্পৃহ দেব সেবা—পারলৌকিক সুখের হেতু— অনীহ সেবা পরমার্থ সিদ্ধান্ত "

লোকেঽপ্যনাকার মমস্য বস্তুন আকারভাব পরিদৃশ্যতে যথা।

আজ্ঞাপ্যসৌ ভাগবতীতি বাচ বাচস্ত বেখাক্রিয়তে মনুষ্যৈঃ ॥"

—ভাগবতী আজ্ঞা অমূর্ত্তা সা চাপি অমূর্ত্তস্য ভগবতঃ। সাপি আজ্ঞা মনুষ্যৈ উক্তা উক্তা লেখা ক্রিয়তে।—নিরাকার বস্তুরও আকার কল্পিত হয়। যেমন সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরের কতকগুলি আজ্ঞা আছে। ঈশ্বর অমূর্ত্ত আজ্ঞাও অমূর্ত্ত। কিন্তু সেই আজ্ঞাগুলি বার বার পঠিত হয় ও রেখাঙ্কিত হইয়া থাকে। আরও দেখ—বায়ু ও আকাশ অমূর্ত্ত হইলেও এই বায়ুমণ্ডল "ঐ আকাশ মণ্ডল"—এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে। আরও বিচার কর ককার প্রভৃতি বর্ণের কোন আকার না থাকিলেও নানা ভাষায় নানা আকার কল্পিত হইয়া থাকে। বর্ণগণের যদি আকার থাকিত তবে সব ভাষায় ক কারাদি বর্ণের একই আকার হইত। কিন্তু বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বর্ণের বিভিন্ন আকার কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু আকার ভিন্ন হইলেও পঠনকালে ফল একই হয়। কেহ ক কারকে প বলে না।

"লিপ্যো বিভিন্না ইহ যদ্যপীমা বাচি স্ফুটব্যক্তি চ পাঠকালে।
নৃণাং তথা কার্য্যকৃতি সমস্তা তানি সমানান্যবগতাবেহি ॥"

—ইহ লিপয়ঃ যদ্যপি ভিন্না তথাপি পাঠকালে বাচি স্বরবর্ণ প্রাকট্যং তুল্যমেব ভবতি। নৃণাং সমস্ত কার্য্যসিদ্ধিঃ তাভিঃ লিপিভিঃ সমানা ভবতি ইতি অবেহি।

আরও দেখ—মল্লার প্রভৃতি রাগ রাগিনীর কোন আকার না থাকিলেও কেবল স্বরসমষ্টিমাত্র হইলেও—"রাগমালা" গ্রন্থে তাহাদের আকার কল্পিত হইয়াছে।

স্তুতি নিন্দা ঈশ্বরকে লাগে না, তাহা নিজের উপরই কার্য্য করে। সূর্য্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত কর্পূর বা ধূলি সূর্য্যকে পৌঁছায় না কেবল নিজের গায়ে আসিয়াই পড়ে। রাজাকে কেহ স্তুতি করিলে তাহার ফল পুরস্কারাদি রাজা নিজে পান না, যে স্তুতি করে সেই পায়। নিন্দা করিলেও তদ্রূপ। "এবঞ্চ সিদ্ধার্চনমাত্র-যানি। হিন্দু শাস্ত্রে আছে —"অধমা প্রতিমা পূজা জপস্তোত্রাদি মধ্যমা। উত্তমা মানসী পূজা সোহং পূজোত্তমোত্তমা ॥ উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা ॥"
—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

সাধূনামপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসল। উপকর্তা নিরাকারঃ সাকারো জায়তে।—ভক্তবৎসল নিরাকার হইলেও সাধু ভক্তের জন্য নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। চণ্ডীতেও আছে —"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥" তিনি নিত্য হইলেও ভক্তের জন্য মূর্ত্তি ধারণ করেন।

তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তিপূজার ঔচিত্য এই যে ভগবান নিরাকার হইলেও "স সারান্তারপ্রবেশ যাদৃগাকারেণ ভগবান্ অবতীর্ণ তাদৃগস্য প্রতিমা অর্চ্চ্যতে

ইতি ন দোষ' —যে রূপে তিনি অবতীর্ণ সেই রূপের পূজাতে দোষ নাই।

পূজার ফল সত্ত সত্ত না হইবার কারণ এই যে—পরিপাকাবস্থা না হইলে কোন বস্তুই ফল দান করে না। লক্ষ বা কোটি জপ না করিলে কোন কোন মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। নয় মাস অতীত না হইলে সন্তান প্রসূত হয় না। রোগ হইলে নির্দ্দিষ্টকাল না হইলে ঔষধ সেবনেও ব্যাধি উপশম হয় না। এ সব স্থলে কাল সীমা অনেকটা নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু উগ্র তপস্যাদি স্থলে আমাদের মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়া তাহার ফলভোগ করা প্রায়ই ঘটে না। আয়ু স্বল্প শরীর ক্ষণস্থায়ী ফল ফলিবার সময় আসিতে না আসিতেই মরণ আসিয়া আমাদিগকে অন্যত্র ডাকিয়া লয় ও পরজন্মে তাহার ফল ফলিতে থাকে। সে ফল প্রচুর, ক্ষণস্থায়ীও নয়। ঔষধাদির ফল প্রচুরও নয় স্থায়ীও নয়। তাই শীঘ্রই তাহার ফল ভোগ এখানেই শেষ হইয়া যায়। তপস্যার ফল ফলিতে কিছু বিলম্ব হয় বটে কিন্তু চিরস্থায়ী হয়। ভগবন্নামজপের সার্থকতা —যেরূপ গাড়ুর মন্ত্রাদি দ্বারা বিষ ক্ষয় হয় সেরূপ জপের দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়। গড়ুর মন্ত্র প্রযোক্তাই কেবল মন্ত্র প্রভাব অবগত রোগী ত অজ্ঞান মৃতপ্রায় তথাপি ফল হয়। কখন কখন উভয় পক্ষেরই জ্ঞানের অভাবেও ফল হয়—যেমন অস্থিভক্ষক হুমায়ু পক্ষীর ছায়া যাহার মস্তকে পড়ে সে রাজা হয়। এখানে হুমায়ু পক্ষী জানে না যে আমার ছায়াপাতে এই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং এই লোকটিও জানে না যে পক্ষীর ছায়া মস্তকে

হিন্দু শাস্ত্রে উক্ত হয় যে কার্য্যের ফলের জন্য এই তিনটির প্রয়োজন হয় —বিধি, শ্রদ্ধা ও বিত্ত। যথাবিধি কার্য্য না হইলে ফল হয় না আবার যথাবিধি কার্য্য হইলেও বিত্ত শাঠ্য করিলে ফল হয় না আমার ক্ষমতা আছে কিন্তু কার্পণ্য হেতু মধু না দিয়া গুড় কার্য্য সারিলাম ফল হইল না। আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা। যথাবিধি কার্য্য হইল কিন্তু কর্ত্তার শ্রদ্ধার অভাব—এসব কেবল লোক দেখান ও নাম কিনিবার জন্য এ জন্য ইহাতেও ফল ফলিবে না।

পড়িয়াছে বা পড়িবে স্বাভা হইবে, তথাপি ফল হয়।

পরমব্রহ্ম বিষয়ক প্রস্তাব। ব্রহ্মের স্বরূপ —তিনি ঈশ্বর বা পরমেষ্ঠী নামে খ্যাত, চিন্ময় জ্যোতির্ময় নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় নির্মায়, নিস্পৃহ, নির্গুণ, অনন্ত, অনাকার নিরঞ্জন আনন্দ সায়, শাশ্বত স্থিতি, অনাকার ও বিভু। যেহেতু তিনি এই সব বিশেষণে বিশেষিত সেইজন্যই তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্যের অনুপযোগী। সৃজন করিতে গেলে তাঁহাকে অনেক কদর্য্য বস্তুও সৃজন করিতে হয় এবং পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইতে হয়। প্রলয় করিতে গেলেও তাঁহাকে কি সার আশ্রয় লইতে হয়। কারণ গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হয়—এই যুক্তিও থাকে না। কারণ ব্রহ্ম গুণ ব্রহ্ম-সৃষ্ট জীবদের মধ্যে দেখা যায় না। আর যদি বল যে, জীবগণ ব্রহ্মাংশ, তবে জ্ঞানীরা ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া কেন আবার ব্রহ্মের বিচারালোচনা ও ধ্যান ধারণা করিবে? নিজের বিচার নিজে কেহ করে না। মায়া জগৎ সৃজন করিয়াছে—এ কথাও বলিও না। কারণ মায়া জড়, তাহার প্রেরক কে? যদি বল—ব্রহ্ম তাহাও অযুক্ত। তাহা হইলে মায়ার একরূপত্ব থাকে না। কারণ "মায়া একরূপা" মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হইলে জগৎ,—হয় সুখময় বা দুঃখময় —একরূপই হইত।

ব্রহ্ম প্রশ্ন কর্তা বলিল—বান্তাহৃতি দোষ হয়। যাহা নিজ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাই অর্থাৎ বান্ত পদার্থই আবার আহরণ বা গ্রহণ করার দোষ ঘটে। আবার আরো দেখ—ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি বলিয়া আবার তাঁহাতে গুণের আরোপ করিলে তাঁহার মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয়। ইহা তাঁহার লীলা—একথাও বলা চলে না। রাজারা যে লীলাচ্ছলে মৃগয়াদি করেন তাহা হিংসা ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি স্বয় কেন, নিজ সন্তানকে এক সঙ্কট-পেটক দুঃখময় ভবে পাঠাইয়া আবার স্বয় তাহাকে সংহার করিবেন—ইহা চিন্তা করা যায় না। যদি এই কঠোর লীলা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তবে কেন লোকে তাঁহাকে পাইবার জন্য এত পাগল হয় ও তপস্যা করে? এ যে

দেবের লীলা নিজ সন্তান সম্বন্ধে পড়িয়া দণ্ডে কঠোর ভাব দয়া—এ যে [illegible]মার পরাকাষ্ঠা। তিনি পরম দয়ালু। এ নির্মমতা তাঁহাতে আদৌ সাজে না। স্বভাব বা কাল হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় বলিলে কোন দোষ হয় না। ফলত কাল স্বভাব নিয়তি পূর্বকৃত ও পুরুষকার—এই পাঁচটীই হইল সৃষ্টি প্রলয়ের হেতু।—ব্রহ্ম নহেন। সৃষ্টিপ্রলয়ৌ চ সমবায় পক্ষাৎ। C £ —

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখ-হেতোঃ ॥
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥"

—শ্বেতাশ্বতর ১।২ ৩।

জৈনেরা বলেন যে তাঁহারা নিরীশ্ব বাদী নহেন। তবে জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে না টানিয়াও তাঁহারা সব তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ। যেমন সাংখ্য শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলেও আদিদেব কপিল নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। আমাদের মুক্তি আমাদেরই হাতে। ঈশ্বর দিবেন কেন? সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্রা দ্বারাই তাহা লব্ধ হয় এবং তাহা এক জন্মে হয় না। আমাদের আন্তরিক চেষ্টাই প্রথম প্রয়োজন।

কৈবল্য জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।—ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্ত পুরুষকে কেবলী এই নামে অভিহিত করেন। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হয়। সকলের ভাগ্যে তাহা হয় না। চব্বিশটী মাত্র তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন। অপরেরা সাধু সিদ্ধপুরুষ বলিয়া কথিত হন। তাহাদেরও মাহাত্ম্য বর্ণনা যথেষ্ট আছে। অন্য ধর্মের ভক্তেরাও মুক্তিলাভ করিতে পারেন, ইহারা স্বীকার করেন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের সিদ্ধান্তই এই যে—আত্ম জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। ইহা বিচার করিতে গিয়া তাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতি দেবদেবীগণের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু

প্রভৃতি শব্দ আত্মারই বাচক, ভিন্ন বস্তু নহে, সেজন্য মুক্তিও সহজলভ্য হয়। আত্মজ্ঞানের উপরই তাঁহারা বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"আত্মানমাত্মৈব যদাভিবেত্তি মোহক্ষয়াদাত্মনি চাত্মশক্ত্যা।

তদৈব তস্যোদিতমস্তি তাবৎ নির্বাণম্" ইত্যাদি॥

মোহক্ষয়ে আত্মশক্তি দ্বারা যখন আত্মা আত্মাতে আপনাকে দেখিতে পায়, তখনই মোক্ষ উদিত হয়।—"বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মেতি ভেদাদাত্মা ত্রিবিধঃ। তত্র যাবৎ হেয়োপাদেয়বিচারকৈবল্যাৎ কেবলেন্দ্রিয়বিষয়াসক্তো ভবেৎ তদা বহিরাত্মা, হেয়োপাদেয় জ্ঞানবান্ বিষয়পরাঙ্মুখ নিবৃত্তিমান বিরক্ত অন্তরাত্মা, অয়মেব যদা সিদ্ধকেবলাত্মজ্ঞানবান পরাত্মা ইতি উচ্যতে, তদা আত্মপরাত্মনোর্ন ভেদ। যোগী পরমাত্মরূপম আত্মানম আত্মনা আত্মনি পশ্যতি তদা স কেবলী ভবতি ইতি।'

তখন ধর্মাধর্ম পাপ পুণ্য কিছুই থাকে না।* শরীর ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত নির্লিপ্ত হইয়া বিচরণ করেন। ("ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়। কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ গীতা।) ইতি- মহোপাধ্যায় শ্রীসুরচন্দ্র গণি বিরচিত জৈন তত্ত্বসারগ্রন্থ সমাপ্ত।" ১৬৭৯ বিক্রমাব্দে আশ্বিনে পূর্ণিমাতে গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। বাহুল্য ভয়ে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া স্থূল বিষয়গুলি বর্ণিত হইল। অনেক রহিয়া গেল। অতি সামান্যই সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়াছি। অধিকাংশেরই অনুবাদ দিলাম।

দর্শন শাস্ত্র ব্যতীতও অন্য পুরাণাদি গ্রন্থও আছে। একখানির নাম "পদ্ম চরিত"। শ্রীরামচন্দ্রকে ইঁহারা পদ্মকুমার বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা শ্রীরবিষেণাচার্য্যকৃত দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা সমিতি দ্বারা প্রকাশিত।

---

* "ভৃষ্টবীজোপমা দেহা পুনর্জন্ম বিবর্জিতা। বাসনা রসনাহীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্মৃতা। অন্তর্যোগী বহিস্ত্যাগী জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥"

এই তাহাদের প্রধান শাস্ত্র। [illegible] আমেরিকায় [illegible] [illegible] দুর্ভিক্ষ। পঞ্চবিংশ ও দ্বাত্রিংশ একত্র। কিন্তু দিবার [illegible] দেখ [illegible]। একটী নমুনা দেখুন।—জ্ঞানীকে হাম বিনাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেজারাবাদ হইতে মুক্ত করিয়া। [illegible] [illegible] আচরণ [illegible] [illegible] [illegible] সাহায্য চান। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরও দুই চারিটী দিবার অনুন।—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুর্দশা; তাহার স্বামী [illegible]। [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] নিজ, [illegible] [illegible], [illegible] নিকট [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অসহায়া [illegible] [illegible] কর্তৃক [illegible], [illegible] [illegible] নাই —[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণ।

জৈনদিগের ব্যাকরণ নাম জৈনেন্দ্র। [illegible] [illegible] শ্লোক [illegible] [illegible] জানা যায় যে জিন বা মহাবীর স্বামী আট বৎসরের হইলে [illegible] [illegible] ব্যাকরণের [illegible] প্রশ্ন [illegible] এবং তিনি [illegible] [illegible] উত্তর দেন। [illegible] জিন [illegible] ইন্দ্র এই উভয় নাম দিয়া জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ হয়।

"নানা দেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] [illegible]:—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি প্রাপ্ত [illegible] [illegible]।

যদিশ্রায় জিনেন্দ্রেণ কৌমারেঽপি নিরূপিতম্।
ঐন্দ্র জৈনেন্দ্রনির্ণীত প্রাহু শব্দানুশাসনম্ ॥

কিন্তু অন্যান্য পুঁথিতে 'দেব নন্দী' ইহার রচয়িতা—এই কথা আছে ইহার অন্য নাম "পূজ্যপাদ"। বোপদেব হেমচন্দ্র জৈন হরিবংশ (ধনঞ্জয় কোষ 783 A D) ঐ কথাই বলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা রচিত হয়। দুটি সংস্করণ আছে সংক্ষিপ্ত তিন হাজার সূত্র যুক্ত অভয় নন্দীর টীকা সমেত, বৃহৎ সোমদেবের টীকাবিশিষ্ট, সাতশো সূত্র ইহাতে বেশী আছে। ইহার মৌলিকতা নাই, জৈনদের মধ্যেই চলিত। ক্রমে তাহাও লুপ্ত হইয়েছে কেবল দক্ষিণে দিগম্বরীরা ইহা পড়ে। দেবনন্দী দিগম্বর ভিন্ন কাহারও ঋণ স্বীকার করেন না। সংক্ষিপ্ততর আর এক গ্রন্থ আছে, নাম 'পঞ্চতন্ত্র' আর্য্য শ্রুতকীর্তি তাহার প্রণেতা। দুইশত বৎসর পরে 'শাকায়ণ ব্যাকরণ আবির্ভূত হয়, তাহা শ্বেতাম্বরীদের জন্য। ইহা পরে শাকটায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। পাণিনির পূর্ব্বে যে শাকটায়ন ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই এই নাম। মৌলিকতা নাই, সবই পাণিনি হইতে গৃহীত। শাকটায়ন শব্দানুশাসন ও তাহার অমোঘ বৃত্তি লিখেন। উহার চার অধ্যায়, চার পাদ তিন হাজার সূত্র। ধাতু পাঠ উনাদি সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থও তাহার আছে। ইহার সংক্ষিপ্তসার হইল দয়া পালের রূপ সিদ্ধি। (1025 A D) পরে হেমচন্দ্র সুরি আসিয়া শাকটায়নকে নিষ্প্রভ করেন 1088 A D)। তাঁহার সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। তাহার পিতা মাতার নাম চচিগ ও পহিনী। আমেদাবাদের ধুন্দুক গ্রাম নিবাস মোঁঢ়া জাতি। মাতা খুব ধার্ম্মিক ছিলেন, পঞ্চমবর্ষে তিনি দেব চন্দ্রের হাতে শিক্ষার জন্য ছেলেকে দেন। ছেলে আর সংসারে ফিরে নাই। তিনি জৈন সাধু সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন ও সোমচন্দ্র নাম লন এবং দীক্ষার পর "হেমচন্দ্র-সূরি" নামে খ্যাত হন। সিদ্ধরাজ জয়সিংহ তখন বিস্তৃত ভূখণ্ডের রাজা। আবু, গির্ণার মালব প্রভৃতি দেশ তাহার রাজ্য। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

এই সময়ে অনেকেই শাস্ত্র উপদেশ ভুলিল এবং শাস্ত্র গ্রন্থও এসময়ে লুপ্ত হয়। সেজন্য মগধে এক বৃহৎ জৈন সভা আহুত হয়। সকলের নিকট হইতে সংগ্র করিয়া জৈন আগামর ১১ অঙ্গ স্থিরীকৃত হয়। 'পূর্ব' নামে প্রাচীন গ্রন্থ বিলুপ্ত। দেবর্দ্ধি গণির সম্পাদিত গ্রন্থ সকল খৃঃ পূঃ ৩ বর্ষ পূর্বের। তাহার পর অনেক পরিবর্ত্তন হয়। মহাবীর স্বামী অর্দ্ধমাগধী ভাষায় উপদেশ দিতেন। Pischel ও বনারসী দাস জৈন এই ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। বররুচি প্রাকৃত প্রকাশ গ্রন্থে অর্দ্ধমাগধীর উল্লেখ নাই। 1700 A D তে চন্দ্র আর্য প্রারম্ভের ব্যাকরণ লিখেন। অর্দ্ধমাগধী লিখিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি এই — বর্দ্ধমান আচারাঙ্গ সূত্রকৃতাঙ্গ স্থানাঙ্গ (দর্শন) বিবাহ-প্রজ্ঞপ্তি উপাসক দশা অন্তকৃদ্দশা বিপাক সূত্র (পাপ পুণ্য বিষয়ক) জীবাভিগম (জীব অজীব বিচার) ছেদসূত্র (প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক) উত্তরাধ্যয়নানি (মহাবীরের শেষ উপদেশ) পিণ্ডনির্যুক্তি (ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের কর্ত্তব্য) নন্দিসূত্র (মোক্ষবিষয়ক) প্রভৃতি।

তীর্থঙ্করেরা সকলেই ইক্ষাকু বংশ সম্ভূত। কেবল মুনি সুব্রত ও নেমিনাথ হরিবংশীয়। জৈনদিগের মধ্যে অসংখ্য জ্ঞানী তপস্বী সাধু ছিলেন। তাঁদের প্রভাবও অসামান্য ছিল। আকবর সাজাহান ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি বাদশাহেরা তাঁহাদের সম্মান করিতেন ও অনেক জায়গীর দিয়াছেন। আবু পর্বত তীর্থ পরেশনাথ প্রভৃতি স্থান তাহাদেরই দান। সনদের প্রতিলিপিও ইংরাজী অনুবাদ সন তারিখ সমেত লিখিত আছে। শেষ ভক্ত বলিয়া উল্লিখিত জগৎশেঠ মহাতাব রায় পরেশনাথ পাহাড় ও বিস্তীর্ণ পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড ১৭৫ খৃষ্টাব্দে তদানিন্তন সম্রাটের নিকট হইতে আদায় করেন। সম্প্রতি পরেশনাথ পাহাড়টুকু ব্যতীত সর্ব্ব সম্পত্তি মামলাতে হারিয়া তক্ষেই রাজা নিজস্ব করিয়াছে। এ সব শ্বেতাম্বরদিগের সম্পত্তি। দিগম্বরদিগের মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে বহু সম্পত্তি আছে। দিগম্বরীরা শ্বেতাম্বরীদিগে

সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য বহুদিন মামলা করেন। Privi Council পর্য্যন্ত গড়ায়। ফল পরাজয়।

রাজা বিট্টিগা জৈন ছিলেন। তাঁহার রাজ্য ভারতের দক্ষিণ মহীশূর ও পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 1100 A D তে তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গুরু রামানুজাচার্য্যের উপদেশ প্রভাবে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন ও আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম লয়েন। তিনি পরে বিস্তৃত রাজ্য মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ সকলে বিষ্ণু উপাসক হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার করেন। ইঁহারা 'হয়শল বংশীয় বলিয়া খ্যাত। হয়শল" আমলের মন্দির সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। অতি রমণীয় চিত্র সকল মন্দিরের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ। তাহা এখনও সকলের কৌতূহলী ও প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন কবি ভারবির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। ইনি কি সেই বিষ্ণুবর্দ্ধন? দাক্ষিণাত্যে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। সিংহাচলম পর্ব্বত দাক্ষিণাত্যে। অক্ষয় তৃতীয়াতে সেইখানে চন্দন যাবার খুব উৎসব হয়। প্রবাদ আছে প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি তথায় স্থাপন করেন। বহু কাল উহা অজ্ঞাত থাকে। পরে পুরূরবার সহিত যাইতে যাইতে উর্ব্বশী উহা জানিয়া রাজাকে পূজা করিতে বলে। মূর্ত্তির চন্দন লেপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি নূতন করিয়া আবার প্রলেপ দেন। তারপর বহুকাল আবার মূর্ত্তি গুপ্ত থাকে। পরে বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় (1515 A D) জানিয়া মন্দির করিয়া দেন ও বহু মণিমাণিক্য দিয়া মূর্ত্তি সজ্জিত করেন। এখনও মন্দির চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত দেখা যায়। মন্দির গাত্রে বহু লিপি খোদিত—প্রাচীনতমটী হইল ১২৬৮ অব্দের। সেখানকার বিশ্বাস এই যে সিংহাদ্রির ন্যায় পবিত্র পর্ব্বত নাই নৃসিংহের ন্যায় দেবতা নাই ও গঙ্গাধারার ন্যায় জলপ্রপাত নাই। প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় সেখানে কেশ বপন করিতে হয়

মূর্ত্তির গায়ে তিনটী চন্দন স্তর রেশমী বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এই সময় আবার নূতন করিয়া চন্দন দিতে হয়। পুরীর ন্যায় ঐ বস্ত্র ও চন্দনের জন্য যাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কালের সহিত অনেক নূতন বিষয় প্রকটিত হইতেছে।

রুদ্রাম্মাদেবী রাজা গণপতিদেবের একমাত্র কন্যা রাজনীতি যুদ্ধাদি সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত ছিলেন। কন্যা অনেক সময় পুরুষ বেশে থাকিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্ঞী হন। প্রজারা তাঁহাকে রুদ্রদেব মহারাজ বলিত। দেবগিরির যাদবগণ তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে ও উড়িষ্যার রাজাকে অধীনে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের বড় শ্রীবৃদ্ধি হয়। টোল শাস্ত্র চর্চ্চা মঠ দেবালয় দরিদ্রদিগের জন্য ভোজনাগার ভাল ভাল রাজপথ, দুর্গ প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে জৈনদিগের প্রভাব তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে মুসলমানরা রাজ্য জয় করে। বিজাম রাজ্যে Warr angel সহর তাঁহার রাজধানী ছিল। Marco Polo র ভ্রমণ বৃত্তান্তে রাণীর যথেষ্ট প্রশংসা আছে।

জৈনদিগের পাপপুণ্য। –যাহা ভাল, যাহা সুন্দর—তাহা জানা এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। পুণ্যের ভিতর দুইটী জিনিষ আছে। ভাল জ্ঞান ও ভালর প্রতি ভালবাসা। কেবল তাহাতেই হবে না। কেন না ভালকে কেবল জানিলে বা ভালবাসিলেই পুণ্য হয় না। পুণ্য কাজ করিবার উত্তম চেষ্টা ও বীর্য্য চাই। কেবল একটি মাত্র পুণ্য কাজ করিলেই পুণ্যবান্ হওয়া যায় না। বার বার করিতে হয়। সেইজন্য Aristotle বলেন যে Virtue is habit কেবল Routine মাফিক কাজ করিলেই চলিবে না তাহাতে আন্তরিকতা থাকা চাই। ভাব পুণ্য (subjective) ও দ্রব্য পুণ্য (objective) ভেদে ইহা বিভক্ত।

জৈনদের পাপপুণ্য অদৃষ্ট পুরুষকার আমাদের শাস্ত্রবিধি হইতে বিশেষ

ভিন্ন নয়। উত্থানক্ষাপি দৈবস্য হ্যুত্থানঞ্চ দৈবত প্রাজ্ঞা পুরুষকারে চ বর্ত্তন্তে দৈবমাশ্রিতা' ॥ (মহাভারত)। উদ্যোগ অনুদ্যোগ সবই দৈবাধীন কিন্তু দৈব দেখা যায় না। কোন কিছু না করিয়া বসিয়া থাকা গতি –দৈবাধীন হইয়াও পুরুষকারে প্রবৃত্ত হইবে। দড়ি দিয়া বাঁধা গরুর স্বাধীনতা দড়ির পরিধি মধ্যে, বাহিরে না যাইতে পারিলেও তাহার মধ্যে সে চরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর উতঙ্ক কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন—কেন তিনি স্বীয় শক্তিতে কৌরবদের শান্ত করেন নাই। তাহাতে কৃষ্ণ বলেন যে স্বাধীন ইচ্ছা সকলেরই আছে—ঠেকিয়া শিখিয়া যে ফল হয় তাহা চিরস্থায়ী। Once a great Saint asked God why all persons be not saved by His free grace, the reply was 'I have given man free will and wait to see him evolve by its aid and come to me' Heaven help those who help themselves চার্বাক দর্শনের 'যাবজ্জীবেৎ বচনের সাড়া জৈনরা দেয় নাই, Greece এ Epicurans দিয়াছে। Stoicরা বিধিনিষেধ-বদ্ধ। Epicurans কিন্তু এ কথাও বলেন যে 'we can not live a life of pleasure which is not also a life of prudence and justice, nor lead a life of prudence and justice which is not also a life of pleasure" (Baldwin's Dictionary of Philosophy) পুরুষকারপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্ব প্রবৃত্তীনা উপায়প্রত্যয়। (বাৎস্যায়ন 1 1 38) All experiences are preceded by effort, hence effortful means are the cause of the result desired কার্য্য করিলে ফল অবশ্যম্ভাবী। মানব পশু ও দেবতা। Whatever good is from God whatever Evil is from you ইহা খ্রীষ্টীয়া বলেন। তাঁহার করুণাই একমাত্র ভরসা। তাই উপাসনাদির প্রয়োজন—পাপ পুণ্য ছাড়িয়া কেবল তাঁহার শরণাপন্ন হও তাঁহার কৃপায় সুকৃত দুষ্কৃত দূর হইয়া যায় ও কৃত অশুভ কর্ম্মও অকৃত হইয়া যায়।

জ াতে পাপ আসিল কেন ? উত্তর এই যে যেহেতু আমাদিগের পাপ পুণ্য বাছিয়া লইবার এবং পাপ ত্যাগ করা ও পুণ্য গ্রহণ করা—উভয়ই করিবার স্বাধীনতা (Free will) আছে। এই স্বাধীনতা বা Free will জৈনেরা খুবই মানিয়া থাকে। পাপ না থাকিলে পুণ্য কি—জানিতে পারিতাম না। সবই পুণ্য হইয়া যাইত। তাহা হইলে দুঃখও থাকিত না। কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তিও থাকিত না। কর্ম্মের আশ্রব সম্বর ও নির্জ্জর নামে তিনটী অবস্থা আছে। জীব জন্মিবা মাত্রই কর্ম্মপুদ্গলগুলি বাহ্য বা সূক্ষ্ম আকারে তাহাকে ছাকিয়া ধরে। এবং মিথ্যাত্ব প্রমাদ কষায় প্রভৃতিরূপে তাহাকে বন্ধন করিতে থাকে। জল যেমন পয়ঃপ্রণালী দ্বারা পুষ্করিণীতে পড়ে সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্মাণুসমূহ জীবে প্রবেশ লাভ করে। উহা ৪২ প্রকার। পাঁচ ইন্দ্রিয় চার কষায় পাঁচ অব্রত, ২৫ ক্রিয়া ও যোগ তিনটী। এই সব পারিভাষিক শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত আছে। বিস্তৃতি ভয়ে লিখিত হইল না। প্রমাদ মিথ্যাত্ব প্রভৃতি ৪২ রকম উপায়ে জীব নিত্য বদ্ধ হইতেছে। ইহাই কর্ম্মের আশ্রব অবস্থা। ইহাকে রোধ করিতে হইবে। যেমন পয়ঃপ্রণালীর মুখগুলি বন্ধ করিলে আর পুষ্করিণীতে জল পড়িতে পায় না সেইরূপ কর্ম্মপুদ্গলগুলির প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিতে হইবে। পাঁচ চারিত্র্য দশ যতি ধর্ম্ম ১২ ভাবনা ৫ সমিতি ৩ গুপ্তি এবং ২৬ পরিশাসক— এই ৬১ প্রকার উপায়ে পথ বন্ধ করা যায়। ইহার নাম সম্বর। তৎপর যেমন পুষ্করিণীকে Pump করিয়া জল মুক্ত করা হয় তেমনি আত্মা হইতে কর্ম্মাণুগুলিকে বাহির করিতে হইবে। এই অবস্থার নাম নির্জ্জর। অকাম ও সকাম ভেদে—নির্জ্জর দ্বিবিধ। নির্জ্জরের মুখ্য উপায়ই হইল তপস্যা। তপস্যা দ্বারা কর্ম্ম বীজ দগ্ধ হয়। ইহার পদ্ধতি গুরূপদেশ সাধ্য। তপ সিদ্ধ না হইলে ফল সিদ্ধি নাই।

পরে ক্রমে ক্রমে জৈনদিগের মন্ত্র (সংস্কৃতেও) রচিত হইয়াছে—কিছু নমুনা

দিলাম —ইন্দ্রাহ্বান মন্ত্র (ওঁ হ্রী বজ্রাধিপতয়ে আ, হ্রী ঐ হং হ্রী শ্রু হ স)। কবচ মন্ত্র (ওঁ হ্রী শ্রী বদ বদ বাগবাদিন্যৈ নম স্বাহা।) হৃদয় শুদ্ধি (ওঁ ঋষভেণ পবিত্রেণ পবিত্রীকৃত্য আত্মান পুণীমহে স্বাহা।) চক্ষু শুদ্ধি (ওঁ হ্রী শ্রী মহামুদ্রে কপিলশিখে হং ফট্ স্বাহা।) শিখাবন্ধন (ওঁ নমঃ আরহিয়াণ শিখা রক্ষ হ ফট্ স্বাহা।) উপদ্রব শান্তি (ওঁ হ্রী শ্রী ফট্ স্বাহা কিটি কিটি ঘাতয় ঘাতয় পর বিঘ্নান ছিন্দি ছিন্দি পর মন্ত্রান্ ভিন্দি ভিন্দি স ফট্ স্বাহা।) নবাক্ষরী মন্ত্র (ওঁ হ্রী নমঃ অর্হ সৌ স্বাহা।) মোহন মন্ত্র (ওঁ নমো অবিক্ষয়াণ অবে অবিটি মোহিনি অমুক মোহয় মোহয় স্বাহা। এইরূপ বশীকরণ স্তম্ভন মন্ত্র নিগ্রহ মন্ত্র শান্ত মন্ত্র প্রভৃতি বহু আছে। গায়ত্রীও আছে। ওঁকার বিন্দুস যুক্ত নিত্য ধ্যায়ন্তি যোগিন। কামদ মোক্ষদ চৈব ওঁকারায় নমোনম ॥ পূজা আট রকম যথা —জলপূজা চন্দন পূজা, পুষ্প অক্ষত দীপ ধূপ নৈবেদ্য ও ফল, অর্ঘ্য পূজা। ২।১টি উদাহরণ —সার চন্দন কেশর বারিণা নিখিলজাড্যরুজাপহারিণা। সকলমঙ্গলবাঞ্ছিতদায়ক কুশল সূরি গুরোশ্চরণ যজে॥ ওঁ হ্রী শ্রী শ্রীজিনচরণ কমলেভ্য চন্দন যজামহে স্বাহা। এইরূপ প্রত্যেকের মন্ত্র আছে। দেবদর্শনবিধি ক্ষমা প্রার্থনাদি মন্ত্রও আছে। স্তবও বহু আছে। ১টি দিলাম —দাদাহ শ্রীজিনদত্ত সূরি গুণাকর বিশ্রুত পূজ্যপাদ যতীশ্বর দুষ্কর স্বরূপ লাবণ্যগাত্র বহু সৌখ্যকরম্॥ সর্বজ্ঞাপাল মালাপদ্মিবিদি বিবুধশ্রেণি বেণী সভায়া, বাদব্যাখ্যানগোষ্ঠি সুললিতবচনব্যাস বিন্যাস দক্ষ। সৌভাগ্য স্বপ্রসাদাদ বিমল শশিকলা কান্তি কীর্তি প্রদ স্যাৎ, ত্রৈলোক্যখ্যাত সূরে জিন কুশল গুরো বাঞ্ছিত মে প্রদেহি॥ এইরূপ বহু সুন্দর সুন্দর স্তোত্র আছে কিন্তু অপূর্ণ। প্রভাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে ভাবাবেগে রচিত নানা তালের সুযুক্ত সুন্দর সুন্দর গান আছে, তাহা কীর্তনের অনুরূপ।

ভদ্রবাহু (4th Cent A D) বলেন —বয় পুনরেব আচক্খামহে এব ভাসিস্সামহে এব প্রজ্ঞাপয়ামহে সর্কে প্রাণা সর্কে ভূপা সর্কে জীবা সর্কে সত্বা

ন হন্তব্যা ন আজ্ঞাপয়িতব্যা ন পরিগ্রহীতব্যা ন পরিতাপয়িতব্যা ন উপদ্রোতব্যা আর্য্যবাচমেতৎ। ত্বমসি নাম তদেব যদ হন্তব্যং যদাজ্ঞাপয়িতব্যং যং পরিতাপয়িতব্যং উপদ্রোতব্যং ইতি মণ্ডসে (আচারাঙ্গসূত্র)। বার বার আমরা বলিতেছি জানাইতেছি, সকল প্রাণী জীব সত্ত্ব ভূত সমান হন্তব্য নহে আজ্ঞাপয়িতব্য উপদ্রোতব্য পরিগ্রহীতব্য নহে ইহা আর্য্যভাষণ। যদি তাহারা হন্তব্য হয় তবে তুমিই হন্তব্য উপদ্রোতব্য ও পরিগ্রহীতব্য হইবে—কারণ সব আত্মা এক।

আত্মা ও উভয় শব্দ একার্থ। যৌগিক অর্থ এই —অততি সততং, অত্তি অত্যেতি যেয়ান যা শক্তি নিবেশতি সর্ব্ব পরিমিতং (that which moves in pervades everything always, which eats, tastes everything which transcends all limitation which negates all limited things (আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি।)

এই সকল আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিলাম—। জৈনদের মতে জীব ও অজীব এই দুই বস্তু দ্বারা জগৎ পূর্ণ। জীব ও অজীব সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত। অজীব হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। জীব ও অজীব অসংখ্য ইহা শেষ হইবার নহে। ধর্ম্মই জীবকে ধরিয়া রাখে অধোগতি হইতে রক্ষা করে। কর্ম্মই বন্ধন। কর্ম্ম বিচ্যুত হইলেই মুক্তি। জন্মান্তর আছে। সিদ্ধ ও সংসারী ভেদে জীব দ্বিবিধ। দেবযোনি ভূতযোনি ও নারকীয় যোনি আছে। এক দুই প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব আছে। অন্য ধর্ম্মের সাধারণ মূলসূত্র যাহা ইহাদেরও তাহাই। যথা —অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। অজীব (Nonsentient beings which either exist by themselves or are so mixed with conscious beings that it is difficult to distinguish them and is the cause of the

soul's downfall)। অজীব পাঁচ প্রকার —ধর্মাস্তিকায় (that substance which helps soul and matter to move) অধর্মাস্তিকায় (that which helps them to rest), আকাশাস্তিকায় (which gives shelter to all) কাল (time), ও পুদ্গল (matter)

Three stages of কর্ম — The inflow of কর্ম (আস্রব) The stoppage of কর্ম (সংবর), The elemination of কর্ম (নির্জর), ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব নাই, তিনি নিত্য সিদ্ধ মুক্ত পুরুষ, প্রত্যেক জীবের ঈশ্বরত্ব আছে, নিজ চেষ্টায় জীব মুক্ত হইতে পারে।

জৈন গৃহস্থেরা মঠ ও দেবস্থাপনা—সমর্থ হইলে প্রায়ই করিয়া থাকেন। মঠের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপালের স্থান। ভিতরে প্রায়ই আদিদেব ও মহাবীর মূর্তি থাকেন। অন্যান্য মূর্তি ও চিত্রাদিও দেখা যায়। সাধুরা পাঠ, প্রতিক্রমণ ও ধ্যান ধারণা করেন মূর্তি পূজা করেন না। পূজার জন্য বেতনভুক্ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়, তাঁহারা জৈন না হইলেও চলে। প্রতিক্রমণ বা প্রায়শ্চিত্তে তিল, তুলসী, দুর্বা কুশাদির কোন সম্পর্ক নাই ও আচমনাদিও নাই কেবল প্রাকৃত মন্ত্র কতকগুলির পাঠ। পরে সংস্কৃত মন্ত্রও পঠিত হইবার ব্যবস্থা হয়।

এবার আমরা কয়েকজন নারীদের জীবনচরিত লিখিব। সেগুলি বিস্তৃত ভাবে 'জৈন-পর্যুপাসন বিধি' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি শ্রীবিমল গণি বিরচিত। এই চরিতাবলীর মধ্যে অনেক নূতন কথা আছে ও যথার্থ কবির শক্তি আছে। দুই চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।—

আস্তন্যপানাজ্জননী পশূনাম আদারলাভাচ্চ নরাধমানাম।

আগেহকৃত্যাবধি মধ্যমানাম আজীবিতাৎ তীর্থমিবোত্তমানাম্॥

পশুদিগের স্তন্যপানাবধি জননী আপনার থাকে নরাধমদিগের কাছে স্ত্রীলাভ পর্য্যন্ত জননীর আদর, মধ্যমরা যতদিন গৃহকার্য্য বুঝিয়া না লয়—ততদিন এবং উত্তমদিগের জননী আজীবন তীর্থ তুল্যা হয়।

এখন নেমিনাথের রাজীমতীকে ত্যাগ করিবার হেতু হইল। এই গল্পটী নেমিচরিতে আছে।

এই প্রসঙ্গে আরও ২৫টী সুন্দর সংস্কৃত প্রার্থনা শ্লোক ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল —

শ্রেয় শ্রিয়া মঙ্গল কেলিসদ্ম নরেন্দ্র দেবেন্দ্র নতাঙ্ঘ্রি পদ্ম।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাতিশয়প্রধান চির জয় জ্ঞানকলা নিধান ॥১॥

মঙ্গল ও শ্রীর ক্রীড়াগৃহ, নরেন্দ্র দেবেন্দ্র পূজিত চরণ, হে সর্ব্বজ্ঞ দেব, সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার প্রাধান্য। হে জ্ঞানকলানিধান, তোমার চির জয় হউক।

জগত্রয়াধার কৃপাবতার দুর্ব্বার সংসার বিকার বৈদ্য।

শ্রীবীতরাগ ত্বয়ি মুগ্ধভাবাদ্ বিজ্ঞ প্রভো বিজ্ঞপয়ামি কিঞ্চিৎ ॥২॥

ত্রিজগতের আধার, কৃপাবতার, দুর্ব্বার সংসার বিকারের বৈদ্য, হে বিজ্ঞ বীতরাগ। প্রভো, তোমাতে আসক্তিবশত কিছু নিবেদন করিতেছি।

কি বাল লীলা কলিতো ন বাল পিত্রো পুরো জল্পতি নির্বিকল্প।

তথা যথার্থ কথয়ামি নাথ নিজাশয় সানুশয়স্তবাগ্রে ॥৩॥

বাললীলারত বালক পিতার কাছে নির্ভয়ে কি সব কথা বলে না? আমিও অনুতপ্ত হইয়া মনের কথা কিছু বলিতেছি।

দত্ত ন দান পরিশীলিত চ ন শালি শীল ন তপোঽভিতপ্তম্।

শুভো ন ভাবোঽপ্যভবদ্ ভবেঽস্মিন বিভো ময়া ভ্রান্তমহো মুধৈব ॥ ৪ ॥

আমি দান করি নাই, সুন্দর চরিত্র গঠন করি নাই, জপ তপও করি নাই, কোনও শুভ ভাবের অধিকারী হই নাই, কেবল বৃথাই ভবে ভ্রমণ করিলাম।

দগ্ধোঽগ্নিনা ক্রোধময়েন দষ্টো দুষ্টেন লোভাখ্যমহোরগেণ।

গ্রস্তোঽভিমানাজগরেণ মায়া জালেন বদ্ধোঽস্মি কথ ভজে ত্বাম্ ॥ ৫ ॥

ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ ও লোভরূপ দুষ্ট সর্পের দ্বারা দষ্ট হইয়াছি, অভিমান

অভ্যন্তরের দ্বারা গ্রস্ত ও মায়াজালে বদ্ধ হইয়াছি। কি করিয়া তোমার ভজনা করিব ?

কৃত ময়াঽমুত্র হিতং ন চেহ লোকেঽপি লোকেশ সুখং ন মেঽভূৎ।

অস্মাদৃশাং কেবলমেব জন্ম জিনেশ জজ্ঞে ভবপূরণায় ॥ ৬ ॥

পরকালের হিতকারী কিছু করি নাই। ইহলোকেও সুখ নাই। আমাদের ন্যায় লোকের জন্ম কেবল সংসারে লোক বৃদ্ধির জন্য।

মন্যে মনো যন্ন মনোজ্ঞবৃত্ত ত্বদাস্যপীযূষ ময়ূখলাভাৎ।

দ্রুতং মহানন্দরসং কঠোরমস্মাদৃশাং দেব তদশ্মতোঽপি ॥ ৭ ॥

তোমার বদনামৃত কিরণ লাভেও আমার মন মনোজ্ঞবৃত্ত আনন্দরসময় হইয়া গলে নাই। তাই মনে হয় পাষাণ অপেক্ষাও আমার মন কঠিন।

ত্বত্তঃ সুদুষ্প্রাপ্যমিদং ময়াপ্তং রত্নত্রয়ং ভূরিভবভ্রমেণ।

প্রমাদ নিদ্রাবশতো গতং তৎ কস্যাগ্রতো নায়ক পূৎকরোমি ॥ ৮ ॥

হে নায়ক বার বার সংসার ভ্রমণ করিয়া যে দুর্লভ রত্নত্রয় (সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র্য) তোমার কাছ হইতে পাইলাম তাহাও প্রমাদ ও নিদ্রাবশে হারাইলাম। কাহার কাছে আর কাঁদিব ?

বৈরাগ্যরঙ্গঃ পরবঞ্চনায় ধর্মোপদেশো জনরঞ্জনায়।

বাদায় বিদ্যাধ্যয়নঞ্চ মেঽভূৎ কিয়দ্‌ব্রুবে হাস্যকরং স্বমীশ ॥ ৯ ॥

পরবঞ্চনের জন্যই আমার এই বৈরাগ্যরঙ্গ জনরঞ্জনের জন্যই ধর্মোপদেশ প্রবৃত্তি অধ্যয়ন কেবল তর্কের জন্যই হইয়াছে হে ঈশ নিজের এই হাস্যকর বিষয় আর কি জানাব ?

পরাপবাদেন মুখং সদোষং নেত্রং পরস্ত্রীজন দর্শনেন।

চেতঃ পরাপায়বিচিন্তনেন কৃতং ভবিষ্যামি কথং বিভোঽহম্ ॥১০॥

পরের অপবাদে আমার মুখ দুষ্ট পরস্ত্রীদর্শনে নেত্র দুষ্ট ও পরানিষ্টচিন্তায় মন নষ্ট করিয়াছি। হে বিভো কি করিয়া বাঁচিব ?

বিড়ম্বিত বৎস্বয় ঘস্মরাত্তি দশাবশাৎ স্ব বিষয়ান্ধলন।

প্রকাশিত তদ ভবতো হ্রিয়ৈব সর্বজ্ঞ সর্ব স্বয়মেব বেৎসি ॥১১॥

মদাের সর্বগ্রাসী কাতরতা দশাবশে নিজকে বিষয় সেবায় বিড়ম্বিত করিয়াছি। লজ্জাবশত কিছু কিছু প্রকাশ করিলাম (সমগ্র নহে), হে সর্বজ্ঞ তুমি ত আমার সবই জানিতেছ।

ধ্বস্তোঽন্যমন্ত্রৈ পরমেষ্ঠিমন্ত্র কুশাস্ত্রবাক্যৈর্নিহতাগমোক্তি।

কর্তুং বৃথা কর্ম কুদেব সঙ্গাদবাঞ্ছি হী নাথ মতিভ্রমো মে ॥১২॥

অন্য মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম মন্ত্র ধ্বস্ত, শাস্ত্রোক্তি কুশাস্ত্র দ্বারা হত, কুদেব সঙ্গহেতু বৃথা কার্য্য করিতে এত কাল কেবল বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, হায় আমার মতিভ্রম।

বিমুচ্য দৃগ লক্ষ্য গত ভবন্ত ধ্যাতা ময়া মূঢ়ধিয়া হৃদন্ত।

কটাক্ষ বক্ষোজ গভীর নাভি কটীতটীয়া সুদৃশা বিলাসা ॥ ১৩ ॥

চক্ষুর লক্ষ্যগত তোমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়ধী আমি অন্তরের মধ্যে কেবল বিলাসিনীদের কুচ, নাভি, কটিতট সম্বন্ধীয় বিলাসই ধ্যান করিয়াছি।

লোলেক্ষণাবক্ত্র নিরীক্ষণেন যো মানসে রাগলবো বিলগ্ন।

ন শুদ্ধ সিদ্ধান্ত পয়োধিমধ্যে ধৌতোঽপ্যগাৎ তারক কারণ কিম ॥১৪॥

লোললোচনাদের বক্তৃদর্শনে মনে যে রাগকণা লগ্ন হইয়াছে, তাহা শুদ্ধসিদ্ধান্ত সমুদ্রজলে ধৌত হইলেও যাইতেছে না—হে তারক, ইহার কারণ কি?

অঙ্গ ন চাঙ্গ ন গণো গুণানা ন নির্মল কোঽপি কলাবিলাস।

স্ফুরৎপ্রভা ন প্রভুতা চ কাঽপি তথাপ্যহ কার কদর্থিতোঽহম্ ॥১৫॥

আমার অঙ্গ সুন্দর নয়, গুণরাশিও নাই, বিমল কলাজ্ঞানও নাই, কোন তেজস্শালী প্রভুত্বও নাই, তথাপি অহঙ্কারের দ্বারা কদর্থিত হইতেছি কত।

আয়ুর্গলত্যাশু ন পাপবুদ্ধির্গত বয়ো নো বিষয়াভিলাষ।

যত্নশ্চ ভৈষজ্যবিধৌ ন ধর্মে স্বামিন্ মহামোহবিড়ম্বনা মে ॥১৬॥

আয়ু নিত্য গলিত হইতেছে, পাপবুদ্ধি গলিত হয় নাই, বয়স গেল বিষয়াভিলাষ

গেল না দেহ রক্ষার্থ নানা ঔষধাদিকরণে আমার চেষ্টা—ধর্ম্মে নহে, হে নাথ আমার মহামোহের কি বিড়ম্বনা!

নাত্মা ন পুণ্যং ন ভবো ন পাপং ময়া বিটানাং কটুগীরপীয়ম্।
অধারি কর্ণে ত্বয়ি কেবলার্কে পরিস্ফুটে সত্যপি দেব ধিঙ্ মাম্ ॥১৭॥

তোমার ন্যায় অদ্বিতীয় প্রত্যক্ষ সূর্য্য সম্মুখে থাকিতেও, "আত্মা নাই, পাপ পুণ্য নাই, সংসার নাই"—বিটদিগের এইরূপ কটু বাণীকে কাণে তুলিয়াছি, আমাকে ধিক্।

ন দেবপূজা ন চ পাত্রপূজা ন শ্রাদ্ধধর্ম্মশ্চ ন সাধুধর্ম্ম।
লব্ধাপি মানুষ্যমিদং সমস্তং কৃতং ময়ারণ্যবিলাপতুল্যম্ ॥ ১৮॥

আমার দেবপূজা নাই, সৎপাত্র পূজা নাই, পিতৃপুরুষ পূজা নাই, সাধুদের ধর্ম্মও নাই। মনুষ্য দেহ পাইয়াও সমস্ত অরণ্য রোদন তুল্য হইল।

চক্রে ময়াঽসৎস্বপি কামধেনু কল্পদ্রু চিন্তামণিষু স্পৃহার্তিঃ।
ন জৈন ধর্ম্মে স্ফুট শর্ম্মদেঽপি জিনেশ মে পশ্য বিমূঢ়ভাবম্ ॥১৯॥

অবিদ্যমান কামধেনু কল্পদ্রুম চিন্তামণি প্রভৃতি অলীক বস্তুতে এত কাল স্পৃহা কাতরতা করিয়া আসিয়াছি, স্ফুট সুখদায়ক ধর্ম্মে করি নাই, হে ঈশ—আমার মূঢ়তা দেখুন।

সদ্ভোগলীলা ন চ রোগলীলা ধনাগমো নো নিধনাগমশ্চ।
দারা ন কারা নরকস্য চিত্তে ব্যচিন্তি নিত্যং ময়কাঽধমেন ॥ ২০ ॥

সম্ভোগলীলা হয় নাই, কেবল রোগ বীজই সংগ্রহ করিয়াছি, ধনাগম হয় নাই নিধনাগমই হইয়াছে। অথচ আমি চিত্তে দারাকে পাই নাই নরক কারাই সদা চিন্তা করিয়াছি।

স্থিতং ন সাধোর্হৃদি সাধুবৃত্তাৎ পরোপকারান্ন যশোঽর্জিতং চ।
কৃতং ন তীর্থোদ্ধরণাদি কৃত্যং ময়া মুধা হারিতমেব জন্ম ॥ ২১ ॥

করি নাই, তীর্থোদ্ধারাদি সৎকার্য্য কিছুই করি নাই, কেবল বৃথা জন্ম কাটাইয়াছি।

বৈরাগ্য রঙ্গো ন গুরূদিতেষু ন দুর্জনানাং বচনেষু শান্তিঃ।

নাধ্যাত্মলেশো মম কোঽপি দেব তার্য্যঃ কথঙ্কারময়ং ভবাব্ধিঃ॥ ২২॥

গুরুবাক্য শ্রুত হইলেও বৈরাগ্যোদয় হয় নাই, দুর্জ্জন বচনেও শান্ত করি নাই, অধ্যাত্ম জ্ঞান কণাও নাই কি করিয়া ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব?

পূর্ব্বে ভবেঽকারি ময়া ন পুণ্যমাগামিজন্মন্যপি নো করিষ্যে।

যদীদৃশোঽহং মম তেন নষ্টা ভূতোদ্ভবদ্ভাবিভবত্রয়ীশ॥ ২৩॥

পূর্ব্ব জন্মে পুণ্য করি নাই, (এ জন্ম নাই ভর্ত্তাণ) এ জন্মে তো করিতেছি না পরজন্মেও পুণ্য করিবার আশা নাই। হে ঈশ, আমার ভূত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ জন্মত্রয় নষ্ট হইল।

কিং বা মুধাঽহং বহুধা সুধাভুক্ পূজ্য ত্বদগ্রে চরিতং স্বকীয়ম্।

জল্পামি যস্মাৎ ত্রিজগৎস্বরূপ নিরূপকস্ত্বং কিয়দেতদত্র॥ ২৪॥

হে সুধাভুক (দেব) পূজ্য তোমার কাছে বহুবার নিজ বিষয় বৃথা জল্পনা করিয়া আর কি করিব, যেহেতু ত্রিজগৎস্বরূপ নিরূপক তুমি, ইহা তোমার কাছে কতটুকু মাত্র?

দীনোদ্ধারধুরন্ধরস্ত্বদপরো নাস্তে মদন্যঃ কৃপা

পাত্রং নাত্র জনে জিনেশ্বর তথাপ্যেতাং ন যাচে শ্রিয়ম্।

কিন্ত্বর্হন্নিদমেব কেবলমহো সদ্বোধিরত্নং শিব

শ্রীরত্নাকর মঙ্গলৈক নিলয় শ্রেয়স্কর প্রার্থয়ে॥ ২৫॥

তোমার ন্যায় দীনোদ্ধার নিপুণ আর কেহই নাই আমার ন্যায় কৃপাপাত্রও জগতে কেহ নাই। তথাপি হে অর্হন্ হে রত্নাকর, লক্ষ্মীই আমি শ্রী বাঞ্ছা করি না, কেবল শ্রেয়স্কর শিব সদ্বোধিরত্নই প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি পঞ্চ প্রতিক্রমণ সূত্র গ্রন্থে ধৃত "রত্নাকর পচিশী" সমাপ্ত॥

জৈন পদ্মপাপ্রা" গ্রন্থে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি ৪টী শীর্থ কাম্বর জীবনী লিখিত আছে। মহাবীর স্বামীর বিবর বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত।

শ্রীপার্শ্বনাথ চরিত—পার্শ্বনাথ পারশনাথ নামে অধুনা খ্যাত—কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অশ্বসেন মাতা বামা। পৌষকৃষ্ণা দশমী পঞ্চমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে মধ্য রাত্রে তাঁহার জন্ম হয়। বিশাখা নক্ষত্রে তাঁহার দীক্ষা বিশাখা নক্ষত্রে কেবল জ্ঞান বিশাখা নক্ষত্রে নির্বাণ। নব হস্ত পরিমাণ দেহ। গর্ভাবস্থায় মাতা শয়নকালে তাঁহার পার্শ্বে একটী কৃষ্ণ সর্প দেখিয়াছিলেন তাই নাম পার্শ্বনাথ। যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে কুশস্থল পুর পতি প্রসেনজিত রাজার কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন। কোন সময় কমঠ নামে এক তাপস কাশীতে আসেন। পূজোপহার লইয়া দলে দলে পুরবাসীরা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছে। পার্শ্বনাথ গৃহে বসিয়া গবাক্ষ পথে ইহা দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন প্রদেশ পিতৃমাতৃহীন এক বালক কঠোর পঞ্চাগ্নি তপস্যার ব্রতী হইয়াছে, তাহার সন্দর্শনে লোক ছুটিতেছে। পার্শ্বনাথ আর থাকিতে পারিলেন না তথায় যাইলেন। দেখিলেন অগ্নি জ্বলিতেছে সমীপে বালক উপবিষ্ট। কাষ্ঠের মধ্যে একটী সর্প দগ্ধ হইতেছে—ধ্যানযোগে পার্শ্বনাথ জানিতে পারিয়া কহিলেন ওহে মূঢ় তাপস বৃথা এই কঠোর তপস্যা কেন? দয়া বিনা কি ধর্ম হয়? না তপ সিদ্ধি হয়? কৃপা মহানদী তীরে" এই শ্লোকটী বলিলেন। কমঠ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল রাজপুত্রেরা অশ্বক্রীড়াদিই জানেন ধর্ম্মের মর্ম কি বুঝিবেন? আমরা তাপস ধর্ম ব্যাপার আমাদেরই করায়ত্ত। তখন প্রভু অগ্নিকুণ্ড হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া কুঠারের দ্বারা বিখণ্ডিত করিলে পর দেখা গেল একটী কৃষ্ণসর্প যথার্থই বহ্নিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া তাহা হইতে পলায়ন করিতেছে। পার্শ্বনাথ বলিলেন ধর্মব্যাপারও আমরা কিছু কিছু বুঝি। দেখ ঐ সাপটীর কি দুর্দশা—সে দশা আপনিই করিয়াছেন।

এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সমবেত জনগণ চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

কমঠ বহুদিন তপস্যা করিয়া মেঘ কুমারগণের মধ্যে মেঘমালী নাম লইয়া দেবতাদের মধ্যে স্থান পাইলেন।

পার্শ্বনাথ ত্রিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দীক্ষাগ্রহণে ব্যস্ত হইলো। বিশালা নামক শিবিকার আরোহণ করিয়া কাশীর মধ্যবর্তী আশ্রম পদ নামক উদ্যানে যে অশোক বৃক্ষ ছিল তাহার নিম্নে অবতরণ করিলেন। পুষ্পমাল্য অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া দেবদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রিশ জন লোকের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কৃচ্ছ্র সাধন মানসে দেব মনুষ্য পশু পক্ষি-কৃত নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিলো। একদিন তাপস আশ্রমে কূপের নিকট এক বট বৃক্ষতলে রাত্রিতে তপস্যায় বসিলেন। মেঘমালী নামক পূর্বোক্ত বালক পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া সেখানে আসিয়া শার্দূল বৃশ্চিক পিশাচাদি রূপে ভয় দেখাইয়াও প্রভুকে বিচলিত করিতে না পারিয়া ঘন মেঘজালে আকাশ পূর্ণ করিয়া প্রলয় কালীন বৃষ্টি আরম্ভ করিল। ভীষণ বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। প্রভুর গাত্র জলে ডুবিল তথন নাসিকা পর্যন্ত আসিল। তখন ধরণেন্দ্রদেব মহিষীগণের সহিত আসিয়া ফণা দ্বারা প্রভুকে আচ্ছাদিত করিলেন ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিলেন। মেঘমালী আক্রোশ বশে বৃষ্টি করিতেছে জানিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন। মেঘমালী ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বৃষ্টি থামাইলেন। ধরণেন্দ্র ও যথাবিধি প্রভুকে পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ দেবাদিকৃত অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়া চরিত্র শুদ্ধ হইলে আত্ম চিন্তায় ৮৩ দিন কাটাইলেন। পর দিবস ধ্যান করিতে করিতে চৈত্র কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে প্রভাতে ধাতকী নামক বৃক্ষতলে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন লাভ

করিলেন। ইহার পর সিদ্ধ পুরুষরূপে প্রায় ৭ বর্ষকাল যাপন করিয়া শ্রাবণ শুক্লা অষ্টমী তিথিতে সমেত শিখর পর্বতে (পরেশনাথ পাহাড়ে) ৩ জন সাধুর সহিত উর্দ্ধ বাহু হইয়া মধ্য রাত্রে মোক্ষলাভ করেন। (Born 877 B C died 777 B C)

শ্রীনেমিনাথ চরিত।

পিতা সমুদ্রবিজয়—মাতা শিবা দেবী। শৌর্য্যপুর নগরে শ্রাবণ শুক্লা পঞ্চমীতে চিত্রানক্ষত্রে জন্ম। গর্ভাবস্থায় মাতা স্বপ্নে অরিষ্টময় চক্র দেখিয়াছিলেন তাই পুত্রের নাম হইল অরিষ্টনেমি তাহাই ক্রমে নেমিনাথ হইল।

এদিকে তখন মথুরাতে জরাসন্ধের জামাতা উগ্রসেন পুত্র কংসকে কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন। জরাসন্ধের ভয়ে শৌর্য্যবাসী সমুদ্রবিজয় প্রভৃতি রাজগণ এবং মথুরাবাসী যাদবগণ ভয়ে পলাইয়া পশ্চিমে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পূজিত সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুস্থিতদেব যাদবদিগের জন্য ১২ যোজন দীর্ঘ ৯ যোজন প্রস্থ স্বর্ণময় সপ্তভবনপূর্ণ দ্বারবতী নামক মহানগরী নির্ম্মাণ করিলেন। কৃষ্ণ তথায় রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ক্রমে কৃষ্ণ জরাসন্ধাদি শত্রুগণকে বধ করিয়া সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন নেমিনাথের মাতা শিবা দেবী পুত্রকে বলিলেন বৎস বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। নেমি বলিলেন মা আমার যোগ্য কন্যা আমি অনুসন্ধান করিয়া তবে বিবাহ করিব। মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন নেমিনাথ গম্ভীর প্রকৃতি হইলেও সমবয়স্ক বন্ধুদের দ্বারা একদিন অন্তরুদ্ধ হইয়া দ্বারবতী যাইয়া উপস্থিত এবং কৃষ্ণের অস্ত্রশালায় গিয়া বন্ধুদের পরামর্শে কৃষ্ণের

হখানি তুলিয়া কুম্ভকার যেমন ঘুরায় তেমনি অবিরত ঘুরাইতে লাগিলেন। ই বৃক্ষের ধত কমল নালের ন্যায় নত করিলেন, কৌমোদকী গদা যষ্টির ন্যায় লিলেন, পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই তুমুল শব্দে গজ শ্বন ছিঁড়িয়া দৌড়িল অশ্ব মন্দুরা হইতে ছুটিল ও কত গৃহ ধসিল। ভীষণ ক চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরবাসিগণ বিস্মিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে মল্ল দ্ধ বাঁধিয়া গেল। কৃষ্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন, নেমি পদ্ম নালের ন্যায় নায়াসে তাহা নামাইয়া দিলেন, নেমিনাথের প্রসারিত বাহু কিন্তু কৃষ্ণ াকাইতে পারিলেন না। এই পর্যন্তই যুদ্ধ হইয়াছিল।

বিস্মিত কৃষ্ণ বিষণ্ণ হইয়া নেমি সম্বন্ধে কি করা যায়—এ বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন এবং বলরামের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। নেমি ত আমাদের সমুদয় রাজ্যই গ্রাস করিবে—এই ভয়ে উভয়েই চিন্তিত হইলেন। তখন আকাশ বাণী হইল "নেমিনাথ সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হইবেন।" তখন উভয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। তথাপি বাণী সত্য কি না পরীক্ষার্থ কৃষ্ণ নেমিকে লইয়া মহিষীগণ সহিত জলক্রীড়ার জন্য বিহার কাননে যাইলেন। আনন্দের সহিত নিজ হাতে তাঁহাকে জলে নামাইলেন এবং সুগন্ধি সলিল নেমির সর্বাঙ্গে ছিটাইতে লাগিলেন। নেমির মন বিবাহাভিমুখী করিবার জন্য পূর্ব উপদিষ্ট মহিষীগণও নেমির সহিত জলক্রীড়া করিতে করিতে নানা প্রকার পরিহাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সুগন্ধি সলিল ছিটাইতে লাগিলেন কেহ কেহ পুষ্প বর্ষণ করিলেন, কেহ কেহ তীক্ষ্ণ কটাক্ষবাণ বিদ্ধ করিলেন, এইরূপে তাঁহাকে সকলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু নেমির কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না।

ক্রীড়ান্তে সকলে তীরে উঠিয়া নেমিকে স্বর্ণময় আসনে বসাইয়া তাঁহার কাছে বসিলেন। তখন রুক্মিনী সত্যভামা জাম্ববতী পদ্মাবতী গান্ধারী গৌরী লক্ষ্মণা সুসীমা প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন —হে দেবর তুমি বিবাহ করিতে ভয়

গাইতেছ কেন? অবিবাহিত থাকা তোমার উচিত হয় না। ঋষভদেব মুনি-সুব্রত প্রভৃতি তীর্থংকরগণ সকলেই বিবাহ করিয়া সংসার সুখ ভোগ করিয়াছিলেন সকলেরই পুত্রাদি হইয়াছিল পরে দীক্ষান্তে তপস্যা দ্বারা মোক্ষলাভ করেন। স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের শোভা নাই। বিবাহ না করিলে বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না। পক্ষিগণও চারিদিক ভ্রমণ করিয়া দিবাশেষে নীড়ে ফিরিয়া গিয়া বান্ধার সহিত সুখালাপ করে। তুমি কি পক্ষী অপেক্ষাও মূঢ়? গৃহে অতিথি আসিলে পত্নী ভিন্ন কে তাহার সেবা করিবে? তাই বলি হে দেবর আমাদের কথা রাখ, বিবাহ করিয়া একটি বধূ ঘরে আন।

তাঁহাদের এইরূপ কথা শুনিয়া নেমি ভাবিতে লাগিলেন এবং কিছু না বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। "অনিষিদ্ধম অনুমতম্ এই নিয়মে মৌন সম্মতি লক্ষ্য মনে করিয়া নেমি বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন এবং তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

উগ্রসেন কন্যা রাজীমতী বধূ স্থিরীকৃত হইল। নেমির পিতা সমুদ্র বিজয় ক্রোষ্টুকি নামক জ্যোতিষীকে বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন। জ্যোতিষী বলিল বর্ষাকালে শুভকার্য্যের কোন দিন হয় না। পিতা জেদ করিয়া বলিলেন বর্ষা কাটিতে ত অনেক বিলম্ব আমার পুত্রকে কৃষ্ণ অনেক কষ্টে মত করাইয়াছে। আবার তাহার মন বিগড়াইতে কতক্ষণ? সব শেষে শ্রাবণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠি তিথি বিবাহের দিন ঠিক হইল।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। নেমিনাথ বরের পোষাক পরিয়া কৃষ্ণ বলরাম পিতা প্রভৃতি পরিজন পরিবৃত হইয়া রথে চড়িয়া বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। মঙ্গল সঙ্গীত হইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া এক তোরণযুক্ত গৃহ দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসিলেন এ বাটী কাহার? সারথি বলিল ইহা আপনার ভাবী শ্বশুর উগ্রসেনের। ছাদের উপর ঐ দুই রমণী হইল—আপনার ভাবী পত্নীর সখী মৃগলোচনা ও চন্দ্রাননা।

মৃগলোচনা নেমিকে দেখিয়া বলিতেছে, হে সখী রাজীমতীর ভাগ্য খুব ভাল যে এমন বর পড়িয়াছে। চন্দ্রাননা বলিল, বিধাতা প্রায় সুন্দর সুন্দরীর মিলন করেন, নহিলে কি তাঁর নাম থাকে? রাজীমতী সুন্দরীকে যোগ্য বরেই অর্পণ করিয়াছেন। তূর্যধ্বনি শুনিয়া রাজীমতীও ছুটিয়া আসিয়া সখীদের কাছে জুটিল। তাহাদের মধ্যে নেমির সৌন্দর্য্য লইয়া নানা হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রথ তোরণের নিকটবর্তী হইয়াছে, হঠাৎ নেমিনাথ পশুদের ভীষণ কাতর আর্তনাদ শুনিতে পাইয়া সারথিকে বলিলেন যে, এ দারুণ স্বর কিসের? সারথি বলিল, প্রভো আপনার বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভুরি ভোজনের জন্য যে সব পশু হত্যা করা হইবে, ইহা তাহাদেরই কণ্ঠস্বর। নেমি বলিলেন, এ কি ব্যাপার? এই পশুগণের জীবন বলি দিয়া আমার বিবাহ উৎসব। রথ থামাও। রথ থামিলে পর একটী মৃগ মৃগীর গলায় গলা রাখিয়া নেমির কাছে আসিয়া ছল ছল নেত্রে চাহিতে চাহিতে দাঁড়াইল এবং উভয়ে কাতর কণ্ঠে প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। নেমিনাথ বলিলেন, হে পশু-রক্ষকগণ, এই নিরীহ পশু সকলকে ছাড়িয়া দাও। মৃগদের ছাড়া হইল। রথ ফিরিল। বিবাহ হইল না।

"বৎস আমার একটী মাত্র বাসনা বধূর মুখ দর্শন, তাহাও হইল না" বলিয়া নেমির মাতা কাঁদিয়া পড়িলেন। নেমি কিছুতেই রাজি হইলেন না। সকলেই বিষণ্ণ হইল।

সংবাদ শুনিয়া রাজীমতী মূর্চ্ছিতা হইল। সখীরা চন্দন প্রলেপাদি দ্বারা বাতাস করিতে থাকিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে রাজীমতী বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'হে নাথ, তুমি বড় নিষ্ঠুর, নিরপরাধ আমাকে এভাবে কেন ত্যাগ করিয়া গেলে? যদি বিবাহই না করিবে তবে এত আড়ম্বরের কি দরকার ছিল? যাহাই হৌক আমি তোমার চিন্তা কখনই ত্যাগ করিব না। সূর্য্য পশ্চিমে যদি ওঠেন, তবু

তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। কন্যা একবারই দত্তা হয়।'

একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল "যদিও বিবাহে তিনি হস্ত আমার হাতের উপর রাখেন নাই তথাপি দীক্ষা গ্রহণকালে নিশ্চয়ই তিনি আমার মাথার উপর তাঁহার হাত রাখিবেন।" ইহার পরে নেমিনাথ তীর্থ পর্যাটনে বাহির হইলেন। ত্রিশ বৎসরকাল কুমার অবস্থায় কাটাইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ৫৪ দিন ঘোর তপস্যার পর গিরনার পর্ব্বত শিখরে সহস্র আম্র বৃক্ষের কাননে বেতস তরুতলে তিনি ব্রহ্মদর্শন লাভ করিলেন। তারপর দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণের সহিত দেখা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে পূজা করিয়া রাজীমতীর অনুরাগ ও অনন্ত পরায়ণতার বিরাট বিবর জানাইলেন। নেমি বলিলেন, রাজীমতীর সহিত আমার আট জন্মের সম্বন্ধ এ জন্মেও তিনি আমাকে পাইবেন। পরে তিনি আবার গিরনাথ পর্ব্বতে ফিরিয়া যাইলেন।

রাজীমতীও সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। রৈবতাচলে তাঁহার কাছে থাকিয়া তপস্যা করিতে করিতে নেমিনাথের সান্নিধ্য সুখ লাভ করিতে লাগিল। পরে সেইখানেই কিছুকাল পরে তাহার মোক্ষ হইল।

নেমিনাথ এইরূপে ৭ বৎসর কাটাইয়া আষাঢ় শুক্লাষ্টমী তিথিতে ১ বৎসর বয়সে গিরনাথ পর্ব্বতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেখানে তাঁহার স্মৃতি আছে।*

এই নেমিনাথ ও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকতার কথা জা যায় না। নেমিনাথ চরিত যদি অতিরঞ্জিত না হয়, তবে ইহা অনুমান কর অযুক্ত নয় যে তখনও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রস্ফুট হয় নাই। জরাসন্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদী একদল তখনও বিশেষ প্রভাবশালী। কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণের অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে হাজার হাজার বর্ষ লাগিয়াছিল। ঋগ বেদে ইন্দ্রের যে সব অবদান কথা আছে, যথা বৃত্রবধ প্রভৃতি, তাহাই শেষে শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হয়। পর্ব্বত ধারণ কালীয় বধ শকট ভঙ্গ প্রভৃতি ঋগ বেদেরই রূপান্তরিত বর্ণনা

ই উক্তি কৌতুক কর কিন্তু বিচার সহ কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। ইন্দ্রের লৌকিকতা ও ঐশ্বর্য্য শ্রীরুক্ষে কেন আরোপিত হইল? এ বিষয়ে রুবাদর অনেক সদুত্তর আছে।

শ্রীমহাবীর চরিত

মহাবীর স্বামী সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে অনেক কথা আছে। "পর্য্যাসন কল্প সূত্র" হইতে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত হইল —Lord Mahabira or Prince Vardhamana was son of King Siddharth and Queen Trisala He was born at কুন্ডিগ্ৰাম কুণ্ড in the district of Munghir in 599 B C He married and had a daughter named প্রিয়দর্শনা but he was not attached to wordly affairs So after the death of his parents he began to lead an ascetic s life He passed several years in penance and was able to reach the final state of liberation He moved about always preaching At the age of 72 in 527 B C he attained নির্ব্বাণ in the লেখশালা of the King হস্তিপাল in Pawapuri (জৈনদিগের অনেক তীর্থ আছে, পাওয়াপুরী তাহাদের একটী।) The Gayon mandir or village mandir marks the spot when this last Tirthankar expired It is said that the temple was built by his brother, King নন্দিবর্দ্ধন The most beautiful of the temples is the জলমন্দির or temple in the centre of the lake, and it marks the spot where the remains of Mahabir were cremated It is said that the number of people who

attended the funeral was so great that though every one took only a pinch of ashes a big hollow was created which formed the present lake There is a bridge 600 ft long from the bank to the temple which was built with white marble stones in the form of a বিমান There are two other temples near it but not so beautiful It is a few miles from Behar Sariff

মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ, মাতা ত্রিশলা জন্মস্থান ক্ষত্রিয় কুণ্ড। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে মধ্য রাত্রে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম। বাল্যে বালকদের সহিত আমলকী বনে ক্রীড়া করিতেন। গর্ভাষ্টমবর্ষে লেখশালায় প্রবেশ ও উৎসব। সমরবীর রাজার পুত্রী যশোদার সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা হয় নাম প্রিয়দর্শনা—অন্য নাম অনোজ্ঞা। কন্যাকে নিজ ভাগিনেয় প্রবরক্ষত্রিয় পুত্র জমালির সহিত বিবাহ দেন। কন্যার শেষবতী বা যশস্বতী নামে কন্যা জন্মে। মহাবীরের পিতার তিন নাম—সিদ্ধার্থ শ্রেয়াংস ও যশস্বী। মাতার তিন নাম ত্রিশলা, বিদেহদিন্না ও প্রীতিকারিণী। পিতৃব্যের নাম সুপার্শ্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিবর্ধন ভগিনীর নাম সুদর্শনা।

তাঁহার ২৮ বর্ষ বয়সে মাতাপিতার স্বর্গ গমন হয়। মহাবীর ভ্রাতাকে বলিলেন দাদা তাঁহাদের অনুরোধ ক্রমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম পিতামাতা থাকিতে দীক্ষা লইব না, এখন বাধা নাই। তাঁহাদের শোক সহ্য করিতে পারি না দীক্ষা লইয়া তাহা শান্ত করিব। নন্দিবর্ধন বলিল, আমারও শোক খুবই লাগিয়াছে এখন তুমিও যদি যাও তবে আমি কি করিয়া থাকিব? দুই বছর অন্তত থাক। অতএব ভ্রাতার কথামত দুই বছর গৃহে থাকিতে হইল তিনি তখন প্রাসুকম্ অশনম্ খাদ্য ও জল ভিন্ন কিছু খাইতেন না। পরে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে বৈশাখী শুক্লা

দশমীতে ব্রহ্মদর্শন হয় এবং কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই দিনটী জৈনদের খুব পুণ্যদিন।

মহাবীর স্বামী ৩০ বর্ষ গৃহস্থাশ্রমে, ১২ বর্ষ ছদ্মাবস্থায়, ৩০ বর্ষ কেবলি পর্য্যায়ে কাটাইয়া ৭২ বর্ষে মুক্তি পান। মৃত্যু সময়ে তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম কোন গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। ফিরিবার সময় দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি এত অভিভূত হন যে তাহাই তাঁহার কৈবল্যজ্ঞানের হেতু হয়। তিনি সব ত্যাগ করিয়া ধ্যানে মন নিবিষ্ট করেন। দীপহীনং যথা গেহং সূর্য্যহীনং যথা নভঃ। তথেদং ভারতং জজ্ঞে মহাবীর ত্বয়া বিনা॥ পদার্থান প্রশ্নয়িষ্যামি যত্বা কস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজম। ক বা বক্ষ্যে ভদন্তেতি কো বক্তা গৌতমেতি মাম॥ দীপহীন গৃহ ও সূর্য্যহীন নভের ন্যায় এই ভারতবর্ষ হইল। কাহার পাদপদ্মে নত হইয়া বস্তুতত্ত্ব জিজ্ঞাসিব, কাহাকে ভদন্ত বলিয়া ডাকিব, কে বা আমায় গৌতম বলিয়া ডাকিবে? বহু বিলাপ করিয়া তিনি সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিলেন। উক্ত হয় —মোক্ষমার্গপ্রপন্নানাং স্নেহো হি বজ্র শৃঙ্খলা। জাতো জীবতি শ্রীবীরে গৌতমে যন্ন কেবলী॥ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের স্নেহই বজ্র শৃঙ্খল, যেহেতু যতদিন মহাবীর জীবিত ছিলেন, গৌতম কেবলী হইতে পারেন নাই। পাবাপুরীতে হস্তিপাল রাজ লেখক সভায় মহাবীর দেহত্যাগ করেন।

গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পুস্তকে এরূপ আছে —শ্রীবীরনির্ব্বাণাদশীত্যধিক নবশত-বর্ষাতিক্রমে সিদ্ধান্ত পুস্তকারূঢো জাতঃ। তদা তস্মিন্ বর্ষে বৃদ্ধনগরস্থ ধ্রুবসেন নৃপস্য পুত্রমরণার্ত্তস্য শোকাপহারার্থং কল্পসূত্রং বাচয়িতুং প্রারব্ধম। মহাবীর নির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে পুত্রমরণ শোকার্ত্ত বৃদ্ধনগরের রাজা ধ্রুবসেনের শান্তনার্থ কল্পসূত্র পঠিত হয় ও পুস্তকারূঢ় হয়।

শ্রীঋষভদেব চরিত।

ইঁহার পিতা নাভি কুলকর। মাতা মরুদেবী। চৈত্র কৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অযোধ্যায় জন্ম। গর্ভাবস্থায় মাতা বৃষভকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাই

এই নামকরণ। ইঁহার জন্মকালে ইন্দ্রাদিদেবগণ নানা ঘটা করিয়া জন্মো সব করিয়াছিলেন বসুধারা বৃষ্টি হইয়াছিল দেবীরা চামর ব্যজনাদি করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে ঋষভদেব বালকবেশী দেবগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন কারণ তিনি সাধারণ বালক অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট ছিলেন। যখনই তাঁহার ক্ষুধা পাইত দেবগণ অমৃতময় অঙ্গুলি তাঁহার মুখে দিতেন তাহাতেই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। তীর্থঙ্করগণ কেহই মাতৃস্তন্য পান করেন নাই। বাল্যের পর প্রব্রজ্যাগ্রহণকাল পর্য্যন্ত তিনি উত্তরকুরু হইতে দেবগণ দ্বারা আনীত কল্পবৃক্ষ ফল আহার করিতেন। অন্য তীর্থঙ্করেরা, কিন্তু অগ্নি পক্ব খাদ্য গ্রহণ করিতেন—ইহাই প্রভেদ।

ঋষভদেব কিছু বড় হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে প্রথম জিন বংশস্থাপক ও জৈনধর্ম প্রবর্তক জানিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। শুধু হাতে প্রভু দর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া ইন্দ্র একটি ইক্ষু দণ্ড লইয়া গেলেন। যাইয়া দেখিলেন যে বালক পিতার কোলে বসিয়া আছেন। ইন্দ্রের হাতে ইক্ষুদণ্ড দেখিয়া বালক তাহা লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। প্রভু ইক্ষু খাইবেন ভাবিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে সেই ইক্ষু যষ্টি দিলেন। প্রভু ইক্ষু খাইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার বংশের নাম ইক্ষ্বাকু বংশ এবং গোত্রের নাম কাশ্যপ গোত্র রাখিলেন।

তাহার পর কোন দম্পতি তাঁহাদের নবপ্রসূত শিশুদ্বয়কে এক তাল বৃক্ষের তলায় রাখিয়া কার্য্যবশতঃ অন্যত্র গিয়াছিল। সেই সময় একটী তাল বালকটির উপর পড়ায় বালকটির অকাল মৃত্যু হইল। কন্যাটী বাঁচিয়া গেল। দম্পতি কন্যাটীকে লইয়া চলিয়া গেল। এই হইল প্রথম অকাল মৃত্যু। (পরে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সময় অকালমৃত্যু হইয়াছিল ভবভূতি কবি তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন।)

কন্যাটী পিতামাতার মৃত্যুর পর একাকী বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যুগলিকা গণ (স্ত্রী পুরুষ যুগলেরা) তাহাকে দেখিতে পাইয়া সেই কন্যাকে

নাভিকুলকরের হস্তে অর্পণ করিল। নাভিও পুত্রবধূ করিবার জন্য কন্যাকে নিজ আশ্রয়ে রাখিলেন। ঋষভদেবের প্রথমা স্ত্রী সুমঙ্গলা—এইটি সুনন্দা নামে দ্বিতীয়া স্ত্রী হইল। ইন্দ্রাদি দেবদেবীগণও ঋষভদেবের বিবাহকৃত্যে যোগ দিয়াছিলেন। স্ত্রীদ্বয়ের সহিত তিনি ছয় লক্ষ বর্ষ গৃহস্থ ধর্ম পালন করেন। সুমঙ্গলার ভরত ও ব্রাহ্মী নামে দুই সন্তান জন্মিল এবং সুনন্দার বাহুবলী ও সুন্দরী নামে দুই সন্তান হইল। পরে ক্রমে ক্রমে সুমঙ্গলার শঙ্খ, বিশ্বকর্মা, বিমল, অমল, সুলক্ষণ প্রভৃতি নামে ৯৮ জন পুত্র হইল।

সে সময় দেশে ভাল করিয়া শাসন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। লঘু দোষে গুরু দণ্ড ও তার বিপরীত প্রথা ছিল। এরূপ থাকায় প্রায়ই প্রজাগণ যুগলী হইয়া বিবাদ করিতে করিতে ঋষভদেবকে অশেষ গুণশালী জানিয়া তাঁহার নিকট প্রতিকারার্থ আসিতে লাগিল। ঋষভ বলিলেন—নীতি লঙ্ঘনকারীর ও অধর্মাচারীর দণ্ডবিধান রাজাই করেন আমি কি করিব? প্রজারা বলিল আমাদের ত রাজা নাই। তিনি বলিলেন, পিতার নিকট যাইয়া আপনারা রাজা ঠিক করুন। তাহারা নাভির কাছে যাইয়া সব নিবেদন করিলে নাভি ঋষভদেবকে রাজা হইতে আদেশ করিলেন। তখন ঋষভদেবের রাজ্যাভিষেক করিবার জন্য প্রজারা জল আনিবার জন্য চলিল।

ইতিমধ্যে সৌধর্মেন্দ্রদেব এই সব বিষয় ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন। তিনি শীঘ্র আসিয়া মুকুট কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারে ঋষভদেবকে ভূষিত করিলেন ও অগ্রেই রাজ্যাভিষেক কৃত্য সম্পন্ন করিলেন। যুগলিকাগণ জল আনিয়া দেখিলেন যে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা আনীত জল প্রভুর পাদপদ্মে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র প্রজাগণের বিনীত ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৈশ্রমণকে বিনীতা নামক রাজধানী তাঁহার জন্য নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। ঐ রাজধানী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, স্বর্ণ পরিশূন্য প্রাকার যুক্ত ও সুবর্ণ সৌধাবলী পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

কালক্রমে কল্পবৃক্ষ ফলের অভাবে যুগলিকগণ ইক্ষু ও নানা শস্যাদি আহার করিতে লাগিল। তাহা হজম না হওয়ায় মন্দাগ্নি বশতঃ তাহারা উদরাময়ে কষ্ট পাইতে লাগিল। ঘৃতাদিতেও রোগ যাইল না। প্রভুর কথায় তাহারা ছাল প্রভৃতি দুষ্পাচ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া কোমল অঙ্কুরাদি খাইতে লাগিল। তাহাতেও রোগ গেল না। তখন প্রভুর উপদেশে তাহারা জলে ভিজাইয়া চাউল আহার করিতে লাগিল। ইহাতেও অজীর্ণতা সারিল না। একদিন বৃক্ষ-ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি দেখিয়া নূতন রত্ন ভ্রমে তাহাতে হাত দিলেই তাহাদের হাত পুড়িয়া গেল। প্রভু জানিতে পারিয়া বলিলেন উহা রত্ন নহে—আগুন; উহাতে হাত দিও না, উহাতে শাকী ধান্য প্রভৃতি ঔষধি রাখিয়া পাক করিয়া খাও—অসুখ আর হইবে না। ইহা শুনিয়া তাহারা অগ্নির উপর ধান্যাদি রাখিয়া কল্পবৃক্ষ কাছে যেমন প্রার্থনা করিত সেই ভাবে অগ্নির কাছে চাহিতে লাগিল। তৎক্ষণে আহার্য্যাদি সব পুড়িয়া গেল। শাস্তি কত আমাদের শস্য নষ্ট করিল, প্রভুকে বলিয়া ইহার শাস্তিবিধান করিব, এই বলিতে বলিতে প্রভুর কাছে যাইল। প্রভু তখন হস্তী পৃষ্ঠে যাইতেছিলেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি হাসিলেন ও বলিলেন কোন মাটির পাত্রে ধান্যাদি রাখিয়া আগুনে পাক করিয়া খাইও। এই বলিয়া কিছু মাটি লইয়া হস্তীর কুম্ভের উপর রাখিয়া তাহার আকারে এক পাত্র নির্ম্মাণ করিলেন। সেইজন্য ঐ সব পাত্রের নাম কুম্ভ হইল।

ক্রমে ক্রমে প্রভু কুম্ভকার লৌহকার তন্তুবায় নাপিত চিত্রকর এই পাঁচ শ্রেণীর শিল্প প্রবর্ত্তিত করিলেন ও প্রজাগণকেও সেই সেই বিষয় শিক্ষা দিলেন। এই পাঁচটী মূল শিল্পের প্রত্যেকের ২ টী শাখা—সর্ব্বসমেত ১ টী শিল্প আবিষ্কার করেন। পরে দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮টী লিপি এবং বাম হস্তের সাহায্যে গণিত শিক্ষা দিলেন। পরে পুত্র ভরতকে কাষ্ঠকর্ম্ম ও বাহুবলিকে পুরুষাদির লক্ষণ শিক্ষা দেন। প্রভু ক্রমে পুরুষদের ৭২ প্রকার এবং স্ত্রীলোকদের ৬৪ প্রকার কলা বিদ্যা প্রবর্ত্তন করেন। আর ১ প্রকার শিল্প বিদ্যা আবিষ্কার

করেন এবং সুন্দর রাজ্যশাসন বিধিও প্রবর্ত্তিত করেন। প্রভুর ৫টী নাম — প্রথম রাজা, প্রথম সাধু, প্রথম কেবলী প্রথম তীর্থংকর ও ঋষভদেব।

প্রভু ২০ লক্ষেরও অধিক বৎসর কুমার অবস্থায় ছিলেন এবং ৬৩ লক্ষেরও বেশী বৎসর ২৭টী দেশে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। চৈত্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বৈকাল বেলায় সুদর্শনা নামক শিবিকায় আরোহণ করিয়া দেব মনুষ্য পরিবৃত হইয়া বিনীতা নগরী হইতে বহির্গত হইয়া সিদ্ধার্থ বনোদ্যানে গমন করেন। সেখানে অশোক বৃক্ষের নীচে নামিয়া অল কারাদি খুলিয়া ইন্দ্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দীক্ষা লইবার পর ১০০০ বৎসর কাল তিনি কৃচ্ছ্রসাধনা পূর্ব্বক তপস্যা করেন। তপস্যায় অনেকদিন অতিবাহিত হইলে তাহার স্কন্ধ দেশের উপর কেশগুচ্ছ পড়িয়া কনক কলসের উপর নীল কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্রের অনুরোধে তিনি তাহা কাটিলেন না। তাহা দেখিয়া কচ্ছ মহাকচ্ছ প্রভৃতি ৭৪ হাজার লোক ও যাহারা প্রভুর সহিত দীক্ষা লইয়াছিল—কেহই কেশ কাটিল না। তাহাদের সহিত প্রভু বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহারা সকলেই ধনী ছিল, ভিক্ষা কাহাকে বলে জানিত না। প্রভুর সহিত তপস্যায় যাইতে যাইতে সকলেই প্রভুকে আহারের উপায়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। কোন উত্তর না পাওয়ায়—দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কচ্ছ ও মহাকচ্ছকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আমরাও প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই, এক্ষণে আহার না করিয়াই বা কিরূপে থাকিব, প্রভুকে ছাড়িয়া গৃহেই বা কোন মুখে যাইব? এই চিন্তা করিতে করিতে তাহারা সকলে গঙ্গাতীরে যাইল এবং শুষ্ক পত্রভোজী জটাজুটধারী তাপস হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল।

কচ্ছ ও মহাকচ্ছের পুত্র নমি ও বিনমিকে প্রভু পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাহারা ভরত প্রদত্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিয়া পিতাদের কথায় প্রভুর কাছে গেল। প্রভু যেখানে ধ্যান করিতেন, সেখানে গিয়া পুষ্প প্রকর লইয়া প্রত্যহ

রাজ্যভাগ প্রদান করুন বলিয়া প্রার্থনা করিত। ইহার একদিন প্রভুর বন্দনা করিতে আসিয়া ইহা দেখিয়া তাহাদের বলিলেন—ওহে, প্রভু ত রিক্ত হস্ত কি দিবেন? আমিই তোমাদের প্রার্থিত বস্তু দিতেছি। এই বলিয়া ৪৮ প্রকার বিদ্যা দান করিলেন ও বলিলেন তোমরা এই বিদ্যার সাহায্যে বৈতাঢ্য পর্বত যাও এবং তথায় ৬০টী সমৃদ্ধ নগর নির্মাণ করিয়া সুখে বাস কর। তাহারা তাহাই করিল। ক্রমে প্রভু ভিক্ষু হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুদেশে হস্তিনাপুরে আসিলেন। সেখানে তখন বাহুবলীর পুত্র সোমপ্রভের পুত্র শ্রেয়াংশ যুবরাজ। শ্রেয়াংশ একদিন জানালা দিয়া শুনিতে পাইলেন—লোকেরা বলিতেছে যে একজন মহাপুরুষ এখানে আসিয়াছেন। শুনিয়া তিনি প্রভু দর্শনে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব জন্ম কথা স্মরণ হইল। 'পূর্ব জন্মে আমি প্রভুর সারথি ছিলাম ও তাঁহার সঙ্গে দীক্ষা লইয়াছিলাম। তখন বজ্রসেন নামক জৈন বলিয়াছিলেন যে ইনিই বজ্রনাভ নামে তীর্থংকর হইবেন। অতএব ইনি ভগবান।" এই ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন এবং ইক্ষুরস পূর্ণ একটী কুম্ভ তাঁহাকে উপহার দিলেন। প্রভু সেই ইক্ষু রস পান করিয়া তপস্যার পারণ করিলেন।

এদিকে অনেক দিন হইল ঋষভ গৃহে ফিরেন নাই। মাতা মরুদেবী চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভরতকে একদিন তিরস্কার করিয়া বলিলেন তুমি ত সুখে রাজ্য-সুখ ভোগ করিতেছ বৎস ঋষভ শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। ভরত বলিল ঠাকুর মা আমিও কি তোমার পুত্র নহি? প্রভু তখন হাজার বছর ছদ্মবেশে কাটাইয়া ফাল্গুনী কৃষ্ণৈকাদশীতে বিনীতা নগরীর বহিঃস্থ শকটমুখ নামক উদ্যানে বটবৃক্ষ তলে কেবল জ্ঞান লাভ করিলেন। মাতৃ-দর্শন মানসে তখন তিনি রাজধানীতে আসিলেন। পুত্র ছত্র চামর সেবিত হইয়া আড়ম্বরের সহিত আসিতেছে দেখিয়া মাতার আনন্দ হইল ও নয়ন দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনে একটু

অভিমানও হইল। আমি এখানে পুত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল—পুত্র একটা কুশল বার্ত্তা জানান দূরে থাক আমাকে স্মরণও করে না। হায়রে স্নেহ! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল তিনি দিব্য জ্ঞান পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছিতা হইলেন। সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। তাঁর পরমায়ু ফুরাইল, তিনি মোক্ষ লাভ করিলেন।

ভরত প্রভুকে প্রণাম করিলেন—প্রভু তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। প্রভুর নিকট ঋষভসেন প্রভৃতি ১৫ শত ভরত পুত্র ও ৭১ শত পৌত্র দীক্ষা লইল। ভরত শ্রাবক হইলেন। এইরূপে ঋষভদেব ২ লক্ষ বর্ষ কুমার অবস্থায় থাকিয়া ৬৩ লক্ষ বর্ষ রাজ্য-শাসন করিয়া, হাজার বর্ষ ছদ্মবেশে, কেবলজ্ঞান লাভের পর লক্ষ বর্ষ এব চারিত্র পরীক্ষায় লক্ষ বৎসর কাটাইয়া ৮৪ লক্ষ বর্ষ পরিমাণ পরমায়ু শেষে, মাঘ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে প্রভাতে অভিজিৎ নক্ষত্রে অষ্টাপদ পর্ব্বত শিখরে ১ হাজার সাধুর সহিত নির্জলা উপবাস করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া মোক্ষলাভ করিলেন।

ভগবানের মোক্ষলাভের স বাদ পাইয়া ইন্দ্র অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেখানে আসিলেন এব প্রভুর শরীর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অন্য দেবগণের সহিত চন্দন, গোশীর্ষ ক্ষীরোদজল, বস্ত্রাল কার, ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পাদন করিলেন। বৃষ্টিজলে চিতা নির্ব্বাপিত হইলে সকলে চিতাভস্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক নন্দীশ্বর দ্বীপে অষ্ট দিবসব্যাপী মহোৎসব করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন হইতে জৈনগণ তাঁহাকে প্রথম তীর্থ কর বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। সে বহুদিনের কথা।

ঋষভশাসিত রাজ্যের নাম —১। অঙ্গ। ২। বঙ্গ। ৩। কলিঙ্গ। ৪। গৌড়। ৫। চৌড়। ৬। কর্ণাট। ৭। লাট। ৮। সৌরাষ্ট্র। ৯। কাশ্মীর। ১ । সৌবীর। ১১। আভীর। ১২। চীন। ১৩। মহাচীন। ১৪। গুর্জ্জর। ১৫। বঙ্গাল। ১৬। শ্রীমাল। ১৭। নেপাল। ১৮। জাহাল।

১৯। কোশল। ২ । মাগধ। ২১। সিংহল। ২২। সিন্ধু। ২৩। কুরু। ২৪। তিলিঙ্গ। ২৫। কচ্ছ। ২৬। মরধর। ২৭। দশার্থ।

ঋষভ প্রবর্ত্তিত, পুরুষদের জন্ত ৭২ প্রকার ও স্ত্রীলোকদের জন্ত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা। পুরুষদের যথা—১। লিখিত। ২। গণিত। ৩। নৃত্য। ৪। গীত। ৫। বাদিত্র। ৬। পঠন। ৭। শিক্ষা। ৮। জ্যোতিষ। ৯। ছন্দ। ১ । অলংকার। ১১। ব্যাকরণ। ১২। নিরুক্তি। ১৩। কাব্য। ১৪। কাত্যায়ন। ১৫। শব্দকোষ। ১৬—১৭। হস্তী ও অশ্বারোহণ। ১৮। হস্তীতুরঙ্গের শিক্ষা। ১৯। শাস্ত্রাভ্যাস। ২ —২১। রস ও মন্ত্র। ২২। যন্ত্র। ২৩। বিষ। ২৪। খন্ত। ২৫। গন্ধবাদ। ২৬ ২৭, ২৮, ২৯। প্রাকৃত সংস্কৃত পৈশাচিক ও অপভ্রংশ ভাষা। ৩ —৩১। স্মৃতি পুরাণ। ৩২, ৩৩ ৩৪, ৩৫, ৩৬। বিধি সিদ্ধান্ত তর্ক বৈদ্যক ও বেদ। ৩৭। আগম। ৩৮। সংহিতা। ৩৯। ইতিহাস। ৪ । সামুদ্রিক। ৪১। বিজ্ঞান। ৪২। আচার্য্যক বিদ্যা। ৪৩। রসায়ন। ৪৪। কপট। ৪৫। বিদ্যানুবাদ। ৪৬—৪৭। দর্শন, সংস্কার। ৪৮। ধূর্ত্ত সাম্বলক। ৪৯। মণিকর্ম্ম। ৫ । বৃক্ষ চিকিৎসা। ৫১। খেচরী। ৫২—৫৩। দৈবী ইন্দ্রজাল। ৫৪। পাতালসিদ্ধিযন্ত্রিব। ৫৫। রসবত্য। ৫৬। সর্ব্বকরণী। ৫৭। প্রাসাদলক্ষণ। ৫৮। দ্যূতপণ। ৫৯। চিত্রোপল। ৬ —৬১। লেপ চর্ম্মকর্ম্ম। ৬২। পত্রচ্ছেদ্য। ৬৩। নখচ্ছেদ্য। ৬৪। পত্র পরীক্ষা। ৬৫। বশীকরণ। ৬৬। কাষ্ঠ ঘটন। ৬৭। দেশভাষা। ৬৮। গারুড়ী। ৬৯। অষ্টাঙ্গ যোগ জ্ঞান। ৭ । ধাতুকর্ম্ম। ৭১। পাশাকেবলি বিধি। ৭২। শকুন রুতম।

স্ত্রীলোকদের যথা —

নৃত্যো চিত্যে চিত্র বাদিত্র মন্ত্র তন্ত্রাশ্চ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ধনবৃষ্টি ফলাকৃষ্টি সংস্কৃতজল্পন্ত বিজ্ঞেয় ॥১॥
৭ ৮ ৯

জ্ঞান বিজ্ঞান দম্ভাদ্যুত্তস্থা টি তাম্বোর্মানম।

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

আকারগোপনা মাল্যরোপণে কাব্যশক্তি বক্রোক্তি ॥২॥

১৬ ১৭ ১৮ ১৯

নরলক্ষণ গজহয় বর পরীক্ষণে চায়শুকি লঘুবুদ্ধি।

২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

শকুনবিচারো ধর্মাচারোঽশ্বা চূর্ণয়োর্যোগ ॥৩॥

২৫ ২৬ ২৭ ২৮

গৃহিধর্ম সুপ্রসাদনকর্ম কনকসিদ্ধি বর্ণিকাবৃদ্ধৌ।

২৯ ৩ ৩১ ৩২

বাক্‌পাটব করলাঘব ললিতচরণ তৈলসুরভিতাকরণ ॥৪॥

৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬

ভৃত্যোপচার গেহাচারৌ ব্যাকরণ পরনিরাকরণে।

৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০

বীণানাদ বিতণ্ডাবাদা অঙ্কস্থিতিজনাচারা ॥৫॥

৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪

কুম্ভভ্রম-সারিশ্রম রত্নমণীভেদ লিপিপরিচ্ছেদা।

৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

বৈদ্যক্রিয়া চ কামাবিষ্করণ রন্ধন চিকুরবন্ধ ॥৬॥

৪৯ ৫০ ৫১ ৫২

শালীখণ্ডন মুখমণ্ডনে কথাকথন কুসুম সুগ্রথনে।

৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬

বরবেষ সর্বভাষাবিশেষ বাণিজ্য-ভোজ্য চ ॥৭॥

৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬

অভিমান পরিজ্ঞানাভরণ যথাস্থানবিবিধপরিধানে।
৬১ ৬২
অন্ত্যাপরিকা প্রশ্নপ্রহেলিকা স্ত্রীকলাক্ষেমা ॥৮॥
৬৩ ৬৪

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ঋষভদেব চরিত।

৫ম স্কন্ধ ৩ ৪, ৫, ৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

জৈন গ্রন্থে ঋষভ চরিত পাইলাম। এখন ভাগবতে ঋষভ চরিত কিরূপ তাহা আলোচিত হইতেছে। চারি অধ্যায়ে বর্ণিত হইলেও তাহা অল্প নহে, সুতরাং অতি সংক্ষেপে স্থূল স্থূল বিষয়গুলি দিলাম—বহু বাকী রহিল—পাঠক তাহা মূল গ্রন্থেই সহজে দেখিতে পাইবেন। প্রথমে দেখি, "নাভিরপত্যকাম অপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞ-পুরুষমযজত।" সন্ততিহীনা রাজ্ঞী মরুদেবীর সহিত অপত্যকাম নাভি রাজা ভগবান যজ্ঞপুরুষ (কৃষ্ণের) প্রীতি মানসে যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। (এখানে দ্রষ্টব্য এই যে নাভি মনুর পৌত্র স্বায়ম্ভুব মনু বৈবস্বত নহে। তদ্ব পৌত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দুই ভ্রাতা। প্রিয়ব্রতের বংশধর নাভি ঋষভ ভরত প্রভৃতি। উত্তানপাদের বংশধর ধ্রুব প্রভৃতি।)

দুর্বিগম্য হইলেও ভগবান পরম ভাগবত নাভির উপর বাৎসল্যবশত স্বীয় হৃদয়ঙ্গম অবয়বে যজ্ঞে আবির্ভূত হইলেন। ঋত্বিকগণ অনেক স্তব স্তুতি করিলেন ও রাজার সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর প্রজাগণ ব্রাহ্মণ ও দেবতাসকল অভিব্যজ্যমান ভগবৎ চিহ্ন বালকের জন্য একান্ত মনে আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাকালে উৎপন্ন পুত্রের বল বীর্য্য, শ্রী ও ভগবৎ লক্ষণ দেখিয়া পিতা পুত্রের ঋষভ নাম রাখিলেন। নাভি রাজার রাজ্য অজনাভ নামে খ্যাত ছিল।

ইন্দ্র বালকের উপর ঈর্ষা বশতঃ স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার রাজ্যে বৃষ্টিপাত বন্ধ করিলেন। মহাযোগী বালক তাহা জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজ যোগ প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টি করাইলেন। পিতা পুত্রের প্রভাব জ্ঞাত হইয়াও বাৎসল্য বশতঃ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মনে করিতেন না। তাত, বৎস প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে স্নেহ ও উপলালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঋষভ দীর্ঘকাল গুরু গৃহে কাটাইয়া পরে গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। ইন্দ্র প্রদত্তা জয়ন্তীকে বিবাহ করিয়া ক্রমে ১০০ পুত্র লাভ করেন। (ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, সম্ভবত জয়ন্তী তাঁর কন্যা, এই অনুমান হয়।) পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ভরত, ভাগবতে যিনি জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। (দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত হইতে ভারতবর্ষ নাম—ইহাও মতান্তর।) আবার এই ৯৯ জন পুত্রের মধ্যে ৯টী পুত্র নব যোগীন্দ্র নামে বিশেষ খ্যাত। তাহাদের নাম যথা —কবি, হরি, অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ণ। আবির্হোত্র, দ্রুমিলশ্চ চমস করভাজন॥ ১১শ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্র সংবাদ বর্ণিত আছে।

ক্রমে পিতা ঋষভকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঋষভদেব নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার প্রজাসকল নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে অজ্ঞ প্রজাগণকে নানা বিষয়ক লোক ধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। (এবিষয় জৈন গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত।) প্রজারা ধীরে ধীরে তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিল।

কোন দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে ব্রহ্মর্ষিদিগের কোন সভায় উপনীত হন। তথায় পূর্ব্বোপস্থিত পুত্রগণকে ও সমবেত সাধুদিগকে তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। পারমহংস ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া তিনি স্বয় তাহা গ্রহণ করিবার মানস করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্য

যতদিন তথায় ছিলো ততদিন তিনি সব ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া উন্মত্ত অবধূতবৎ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও প্রকীর্ণকেশ হইয়া তিনি ব্রহ্মাবর্ত হইতে প্রব্রজ্যা লইলেন। "জড়ান্ধ মূক বধির পিশাচোন্মাদবদবধূতবেশ অভিভাষ্যমানোঽপি জনানা গৃহীত মৌনব্রত তূষ্ণী বভূব।"

পরে ভারতের নানাদেশে তাঁহার অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। লোকে তাঁহাকে নানা লাঞ্ছনা করিয়াছে তাঁহাকে না জানিতে পারিয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছে, গালি দিয়াছে ধূলা বালি ইট পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছে, এমন কি তাঁহার পরে নিষ্ঠীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল ও মৌনী। পরিত্যক্ত অহং মমতাভিমান স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও অবিখণ্ডিত-মনা হইয়া সব সহ্য করিয়াছেন। এই অকথ্য লাঞ্ছনার মধ্যেও তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত এবং রমণীগণ তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পর তাঁহার আজগর ব্রত আরম্ভ হইল। তিনি মলমূত্রে দিগ্ধ দেহ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া থাকিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই সব মলমূত্রে দুর্গন্ধের নাম মাত্র ছিল না তাহা হইতে অপূর্ব্ব চন্দন সৌরভ আসিত ও দিক সকল আমোদিত করিত।

অলৌকিক সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য করতলগত হইলেও তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার দেহাভিমান ছিল না কিন্তু যোগমায়া-বাসনায় অভিমানের আভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। তাঁহার পর্য্যটিত দেশ সমূহের মধ্যে শেষে দাক্ষিণাত্যের এই সকল নাম উল্লিখিত আছে যথা —কোঙ্ক বেঙ্কট কূটক, কর্ণাটক প্রভৃতি। এই দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার দেহাবসান হয়। যথা — "অথ সমীরবেগ বিধূত বেণু বিকর্ষণ জাতোগ্র-দাবানল. তদ্বনমালেলিহান" সহ তেন দদাহ। বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, তিনি নড়িলেন না ভস্মীভূত হইলেন।

এইরূপ কথিত আছে যে কোঙ্ক বেঙ্কটাদি দেশের রাজা "অর্হন্" নামধারী ঋষভের চরিত শ্রবণ করিয়া কলির অধর্ম প্রভাবে বিমোহিত হইয়া ঋষভের চরিত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অদুষ্টোদয়ে স্বীয় বেদ-ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া স্ববুদ্ধিতে কুপথ ও পাষণ্ড পথ গ্রহণ করিলেন ও মনে করিলেন যে তিনি ঋষভ দেবের পথই অনুসরণ করিতেছেন। এই পাষণ্ড ধর্ম্মে দেব হেলন, অপব্রত, অস্নান, অনাচমন, অশুচিতা, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ বেদ যজ্ঞ নিন্দাদি প্রচুর দৃষ্ট হয়। রাজা ক্রমে ঐ ধর্ম প্রজাদিগের মধ্যেও প্রচার করাইবেন। এখানে ভাগবত কার "প্রবর্ত্তয়িষ্যতে" এই ভবিষ্যৎ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা দ্রষ্টব্য। সেই ভবিষ্যৎ এখন অতীত ও বর্ত্তমানে আসিয়া পড়িয়াছে। অবশেষে ২১টী অনুবংশ শ্লোকের পর নমস্কার শ্লোক, যথা —"চির সুপ্ত বুদ্ধি অজ্ঞ প্রজাসকলকে যিনি করুণাপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন সেই ঋষভ দেবকে নমস্কার করি।" অনুবংশ শ্লোক অতি প্রাচীন, মুখে মুখে চলিত, ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও বহু অনুবংশ শ্লোক আছে।

আমরা ঋষভদেবের ২টী বৃত্তান্ত ২টী গ্রন্থে ভিন্ন প্রকারের দেখিলাম। উভয় গ্রন্থেই ঋষভের পিতা মাতা পুত্রাদির নাম অভিন্ন। অন্য বিষয় মিল নাই। ভাগবতে ভরতোপাখ্যান ও জৈন গ্রন্থে বর্ণিত ভরত চরিত সদৃশ নহে। এখানে উক্ত হইয়াছে —ভরত রাজা হইয়া ভাইদের আনুগত্য পাইবার জন্য সচেষ্ট— অনেক রাজ্যাংশও তাহাদের দেন কিন্তু তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তপোরত পিতার কাছে রাজ্য লাভার্থ যাইল। পিতা বলিলেন আমার আর কিছু নাই যে তোমাদের দিতে পারি। তখন ইন্দ্র আসিয়া বিদ্রোহের সূত্রপাত দেখিয়া তাহাদিগকে দিব্য বিদ্যা দান করিলেন এবং এক বিশাল রাজ্যও দিলেন যাহার রাজধানী হইল বিজয়নগর। ঋষভদেব অসন্তুষ্ট পুত্রদের জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন —সে সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে "যুগাদি দেশনা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবতে ও ঋষভদেবের পুত্রদের প্রতি উপদেশ

নবযোগীন্দ্র সংবাদ নামে বর্ণিত আছে। কিন্তু উভয়ের বর্ণনার বড় প্রভেদ—
'দেশনা'তে কেবল গল্প তাহাও লঘু—ভাগবতে উপদেশগুলি গভীরতত্ত্বকথা
পূর্ণ, সহজে বোধগম্য নহে।

জৈনধর্ম যে বৌদ্ধধর্ম হইতে বহু প্রাচীন সে বিষয়ে সংশয় নাই। শেষ তীর্থ
কর মহাবীরের মৃত্যু ও বুদ্ধদেবের জন্ম একবর্ষে হয় (527 B C) বুদ্ধদেব যে
কেবল হিন্দুদের কাছেই ঋণী তাহা নহে—জৈনদিগের কাছে অপেক্ষা আরও
ঋণী। উভয় ধর্মের মূল মন্ত্র হইল এক—অহিংসা, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ চারিত্র ও
সম্যক্ জ্ঞান।

জৈন—ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে কিছু ইঙ্গিত আছে। পুরাণগুলির
মধ্যে বিষ্ণুপুরাণে অনেক ইতিহাস ও রহস্য গুপ্ত আছে। অনেক অলৌকিক ঘটনার
বর্ণনা দেখা যায়। আজকাল সংবাদপত্রে স্ত্রীপুং চিহ্নের পরিবর্তন কথা শুনা যায়
ঐল স্ত্রী ছিলেন, পরে পুরুষ হন। তিনি ত্রেতাগ্নির প্রবর্ত্তয়িতা যে তিন অগ্নি
কথা আমরা উপনিষদে পাই। একাগ্নিরাসৌ অভবৎ ঐলেনতু অত্রমন্বন্ত
ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা। বিষ্ণু ৩।৬। অরণী মথন জাত জনক রাজর্ষি, সে জন্য জনক
দেহজাত বলিয়া জনক দেহশূন্য পিতা হইতে জাত বলিয়া বৈদেহ (মিথিধাতু
নিষ্পন্ন) মন্থনজাত বলিয়া মৈথিল। যুবনাশ্ব রাজার উদরে মান্ধাতা জন্মেন
ইন্দ্রের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পানে বর্দ্ধিত হন। দক্ষ ও অঙ্গুষ্ঠ জাত। বিষ্ণুপুরা
অতি প্রাচীন। শ্রীমদ্ভাগবত বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও অধ্যাত্ম সম্পদে গরিষ্ঠ। বিদ্যানে
পরীক্ষা হয় ভাগবতে (বিদ্যাবতা ভাগবতে পরীক্ষা)। বিষ্ণুপুরাণে যে ইঙ্গি
আছে ভাগবতে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। জৈন ধর্ম যে মহাভারতের যুগে
পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরাণের বক্তা পরাশর ঋষি শ্রোতা মৈত্রেয়
মহর্ষি বেদব্যাস তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন। কাহারা নগ্ন—এই প্রশ্নে
পরাশর বলেন যে, আমার পিতামহ বশিষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্মকে যাহা বলিয়াছিলে
তাহা শুনহ। কোন সময় হ্রাদ নামে অসুরগণ দ্বারা পরাজিত দেবগ

ক্ষীরোদসমুদ্রে বিষ্ণুকে স্তব করিলে বিষ্ণু বলিলেন —হ্লাদাসুরগণ বেদ-মার্গানুযায়ী ও তপোবল সম্পন্ন বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। ইহাদিগকে বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিলে দুর্ব্বল ও পরাজেয় হইবে। ইহা বলিয়া তিনি দেহ হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া বলিলেন যে এই মায়ামোহ অসুরদের মোহিত করিলে তোমরা যুদ্ধে জয়ী হইবে। পরে মায়ামোহ রক্তাম্বর পরিয়া অসুরদের কাছে গিয়া দেখিল যে তাহারা ঘোর তপস্যায় রত। মায়ামোহ তাহাদের বলিল, তোমরা কেন এই কষ্ট করিতেছ? তোমরা তপস্যা দ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক কি ফল পাইতে চাও? আমি তোমাদের অভীষ্ট দান করিব। আমার ধর্মানুসারে কর্ম করিলে শীঘ্র সফলকাম হইবে। যদি স্বর্গ বা মোক্ষ তোমরা চাও তবে বৃথা শ্রম করিতেছ। এই বাৎ অনাধার, যাগাদিতে বৃথা পশুহিংসা করা পাপ আগুনে ঘি ঢালায় পুণ্য হয়—ইহা বালকের কথা, যজ্ঞে হত পশুর স্বর্গ লাভ হয়, ইহা মিথ্যা, পিত্রাদিকে যজ্ঞে বধ করিয়া স্বর্গে পাঠানও তাহা হইলে সহজ হইত তাহা মূর্খও করে না, শ্রাদ্ধে মৃত পিত্রাদির তৃপ্তি হয়—ইহাও অলীক, তাহা হইলে প্রবাসে স্থিত পিত্রাদির উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধে অন্নপানাদির দ্বারা তাহারা তৃপ্ত হইত, তাহা হয় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এইরূপে বৃহস্পতি প্রবর্ত্তিত চার্বাক্ ধর্ম তাহাদিকে উপদেশ করিল। বার বার এইরূপ বাক্যের দ্বারা অসুরেরা মোহিত হইল। নানা সংশয় জনক বাক্য শুনিয়া তাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিল এবং মায়ামোহের ধর্ম লইল। মায়ামোহ বলিয়াছিল যে তোমরা এই ধর্ম "অর্হত" অর্থাৎ মান্য কর। এজন্য যাহারা এই ধর্ম গ্রহণ করে তাহারা 'আর্হত' নামে বিখ্যাত হয়।

> অর্হতৈন মহাধর্ম মায়ামোহেন তে যত ।
> প্রোক্তা স্তমাশ্রিতা ধর্মমার্হতা স্তেন তেঽভবন্ ॥
> এষা ধর্ম সমুৎসর্গ মায়ামোহেন তেঽসুরা ।
> কারিতা স্তময়াহাসন্ তথান্যে তৎপ্রবোধিতা ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬০)

—পূর্ব্বে অসুরেরা বেদধর্ম্মবলে রক্ষিত হইয়াছিল, উহা এখন নষ্ট হইলে তাহারা সংগ্রামে বিনষ্ট হইল।

ততো মৈত্রেয় তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবন্ জনাঃ।

নগ্নাস্তে তৈ র্যতস্ত্যক্তং বেদ সংবরণং বৃথা॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮)

—হে মৈত্রেয়, সেই মার্গানুসারী যাহারা তাহারা নগ্ন যেহেতু তাহারা বৃথা বেদরূপ আবরণ বা রক্ষাকবচ ত্যাগ করিয়াছে।*

বিষ্ণুপুরাণে ঋষভদেবের কথাও আছে। কিন্তু তাহার সহিত জৈন ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র। তিন জন তপস্যায় চলিয়া যান। বাকী পুত্রকে সাতটি রাজ্য দিয়া প্রিয়ব্রত বানপ্রস্থ লন। সাতটি রাজ্য হইল সপ্তদ্বীপা বসুমতী। জ্যেষ্ঠ অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ দান করেন। অগ্নীধ্রের নয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ হইল নাভি। পিতা নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপ ভাগ করিয়া দিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। দক্ষিণ হিমবর্ষ জ্যেষ্ঠের ভাগে পড়িয়াছিল। মেরু দেবীর গর্ভে নাভির ঋষভ নামে পুত্র হয়। ঋষভের এক শত পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভরত। ভরতকে তিনি রাজ্য দিয়া পুলহের আশ্রমে গিয়া ঘোর তপস্যায় রত হন। তপস্যাতে তাহার দেহ এত শীর্ণ হয় যে দেহের শিরা সকল বাহির হইয়া পড়ে। তিনি মুখে একখণ্ড প্রস্তর রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া মহাপ্রস্থানে বাহির হন। (বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ)।

ভরত আরও দুইজন আছেন। ১ম—দুষ্মন্ত পুত্র কালিদাস বলেন ইঁহার নামানুসারে ভারতবর্ষ হইয়াছে ২য়—রামানুজ ভরত ৩য় জড়ভরত। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ভাগবতে বিস্তৃত।

লোকায়ত বা বার্হস্পত্য দর্শন যাহা চার্বাক-বাদ নামে খ্যাত তা। অতি প্রাচীন—বহু গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। হিন্দু দর্শনেও ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাচীন কালেও এক সম্প্রদায় যে বৈদিক

পদ্ধতির বিরোধী ছিল তাহা বুঝা যায়। জৈন ধর্মও অতি প্রাচীন। ঋষভদেব সত্যযুগের লোক। তখন জৈন ধর্ম অতি সরল ভাবে চলিতেছিল, তাহাতে দর্শনের জটিলতা প্রবেশ করে নাই। তাহারা চার্বাকদের নিকট শিখিয়াছিল যে আত্মা দেহের পরিণাম, দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পরে ক্রমে ক্রমে হিন্দু দর্শনের অনেক মত তাহারা গ্রহণ করে। অর্দ্ধ মাগধী ভাষার সহিত সংস্কৃত মন্ত্রও রচিত হয়। অনেক মনস্বী সাধুদের দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই ধর্ম পুষ্ট হইতে লাগিল। সাংখ্যমতবাদীর ন্যায় ইহারা সর্ব বস্তুর পরিণাম বাদ মানেন কিন্তু পার্থক্য এই যে সাংখ্যে আত্মার পরিণাম কথা নাই, ইহারা তাহাও স্বীকার করেন। প্রমাণনয়-তত্ত্বালঙ্কার গ্রন্থে ৫।৩ ও ৭।৫৬ সূত্রে আত্মাসহ সর্ব বস্তুর পরিণাম কথা উক্ত হইয়াছে। ন্যায় বৈশেষিকের পরমাণু বাদও ইহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত জ্ঞানাদি যে আত্মার গুণ তাহাও মানেন কিন্তু বিশেষ এই যে জৈনরা শব্দকে পৌদ্গলিক বা অণু বলে। তাদের মত এই যে গন্ধ গুণ পিত্যাদিসর্ব দ্রব্যে আছে, শব্দেও আছে। কিন্তু উদ্ভূত নয় বলিয়া অনুভূত হয় না। ন্যায় বৈশেষিক বলে ধর্মাধর্ম আত্মার গুণ, সাংখ্য বলে বুদ্ধির ধর্ম, জৈনরা বলেন যে উহা দ্রব্য। অজীবকায়া ধর্মাধর্মা কাশপুদ্গলা জীবাশ্চ দ্রব্যাণি ।৫। । ধর্মাদি ৪ এবং জীব—এই ৫ দ্রব্য। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ জৈনরা কিছুটা মানেন, জগতের সদ্রূপতা হেতু একত্ব, ঐকান্তিক একত্ব নাই। বিশ্বমেকং সদবিশেষাৎ। ৫।১৬ উভয় মতেই আত্মা স্বপ্রকাশ। বৌদ্ধ ও জৈনগণ সর্ব্ব বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন। মীমাংসকদের ন্যায় ইহারা অভাবের অধিকরণতা মানেন। ঈশ্বর অনেক ও অনন্ত শক্তি কিন্তু জগৎ সৃষ্টি করেন না—জগৎ অনাদি ও স্বভাব জন্য। মনুষ্যও সম্যক্ জ্ঞান দর্শন ও চারিত্রের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ করিতে পারে—ইহা জৈনমত। বৌদ্ধরা বলেন যে জগতে কোন বস্তু নিত্য নহে। কার্য্যের সঙ্গে কারণের অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কার্য্যের ন্যায় কারণও অনিত্য হইবে। বৈশেষিকরা প্রাগভাবের ধ্বংস স্বীকার করেন কিন্তু তাহার

উৎপত্তি মানেন না। তাহা অনাদি, অথচ সান্ত। বৌদ্ধরা অভাব স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন যে যদি বস্তু নশ্বর হয় তবে তাহা স্বভাবতই হয়, যদি তাহা নশ্বর না হয় তবে শত চেষ্টাতেও উহার নাশ হয় না। বৈশেষিক বলেন যে নশ্বর বস্তু স্বভাবত বিনাশী হইলেও আপনা আপনি তাহা বিনষ্ট হয় না—বিনষ্ট হইতে গেলে কতকগুলি কারণের অপেক্ষা করে। প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয়। প্রথম ক্ষণে কার্য্যের উৎপত্তি দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে নাশ। বৌদ্ধরা দ্বিতীয় ক্ষণেই নাশ হয় বলেন।

বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মধর্ম প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাতে মাতৃ ভাষার ব্যবহার চলিয়াছিল। পরে সম্প্রদায়টি ত্রিধা বিভক্ত হয়। জৈনদেরও মাতৃভাষা ব্যবহার শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী প্রভৃতি নানা দলে বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে মিল দেখা যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস বৌদ্ধ মত যেমন খণ্ডন করিয়াছেন, জৈন মতও তেমনি খণ্ডন করিয়াছেন (২।২।৩৩) নৈকস্মিন অসম্ভবাত" এই সূত্রে। জৈনদিগের 'সপ্তভঙ্গীন্যায় প্রসিদ্ধ। উহাকে 'স্যাৎ বাদ ও বলে। শঙ্করাচার্য্যও নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ এই সূত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন —'It is wrong because of the impossibility of co existence of contra dictory attributes A cannot be A and not A at one and the same time &c জৈনরা পাঁচটি অস্তিকায় (composites) স্বীকার করেন। কিন্তু সপ্ত ভঙ্গী মতে বলা হয় যে ইহা কমও হইতে পারে বেশীও হইতে পারে ইহা হাস্যকর ইত্যাদি নানা যুক্তি দ্বারা জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে। হিন্দু গ্রন্থে 'নিগ্রন্থী' পদ আছে—জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে নিগ গন্থ' পদের বহু উল্লেখ দেখা যায়। নিগ গন্থীরা জৈন ছিল, নিগ গন্থজাতক জ্ঞানপুত্র নামে বৌদ্ধ গ্রন্থও আছে। জৈনরাও বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ' মত খণ্ডন করিয়াছেন। অর্হৎ ভদন্ত শ্রাবক শ্রাবিকা, ভিক্ষু ভিক্ষুণী ইত্যাদি বহু পদ উভয়

সম্প্রদায়ে বহু উল্লিখিত। কেহ কেহ বলেন যে শঙ্করাচার্য নাকি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহার মায়াবাদ জৈন ও বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত।

আকবর প্রভৃতি সম্রাটগণ জৈনদিগকে বহু জায়গীর দান করিয়াছিলেন কিন্তু বৌদ্ধদের মুসলমান নৃপতি-দত্ত দানের বিষয় উল্লিখিত নাই, বরং অশোক প্রভৃতি বহু রাজগণ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 1296 A D তে নিজামী-দের Hyderabad অঞ্চলে জৈন প্রভাব লুপ্ত হয়—Marco-Poloর বর্ণনায় জানা যায়।

"তত্ত্বসার" প্রভৃতি বহু জৈন সংস্কৃত গ্রন্থে স্থানে স্থানে যথার্থ কবিত্ব দৃষ্ট হয়। জৈনরা পাণিনি ব্যাকরণ পড়িয়া থাকেন। আমাদের যেমন আর্য প্রয়োগ বা মহাকবি-প্রয়োগ আছে—ইহাদের গ্রন্থেও তদ্রূপ। দর্শিত পদ বহু ব্যবহৃত, আত্মনেপদ পরস্মৈপদ উল্টাপাল্টা হয় যেমন লভন্তি ইত্যাদি "জন্মে" পদের ব্যবহারও অনেক। সএব—সৈব সন্ধি, আবার যেখানে সন্ধি হইবে সেখানে হয় না। এরূপ অপ প্রয়োগগুলি পাণিনি সূত্র দ্বারা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "কি বহুনা" অর্থে "ধন কি" সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুপ্রাসের দিকেই লেখকদের বেশ ঝোঁক দেখা যায়, অতিশয়োক্তিরও অভাব নাই।

ঋষভ দেবের সময় সাম্রাজ্যের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না—ইহা আমরা জৈন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। সে সময় অগ্নির প্রচলন প্রথম আরম্ভ হয়। যুগলিক যুগলিন্ আদি পদ বহু ব্যবহৃত, তাহাতে মনে হয় স্ত্রীপুরুষ মিথুন লইয়া এক একটী সংসার হইত। একান্নবর্তিতাও বৃহৎ পরিবার ছিল না, রীতিনীতি তাদৃশ মার্জিত ছিল না। ঋষভ সত্যযুগের লোক। সুতরাং জগতে সমাজের আদি অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে তাহারই চিত্র অঙ্কিত আছে। ফলতঃ ঋষভই নানা শিল্পের উদভাবন করেন ইহা স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে। ভাগবতে বর্ণিত ঋষভের সময় সমাজ অবস্থা তাদৃশ অবনত ছিল না, পাঠ করিলেই প্র

যায়। তখন অগ্নির পরিচয় ছিল বহু যাগ যজ্ঞ হইত ঋত্বিক হোতা পুরোহিত প্রভৃতির উল্লেখ আছে, গভীর আত্মজ্ঞানের কথাও আছে, প্রাসাদ আছে সুন্দর সমাজনীতি রাজনীতিও আছে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও আছে। তবে লোকেরা তাদৃশ অভিজ্ঞ ছিল না তিনি অনেক বিষয় প্রজাগণকে শিখাইয়াছিলেন। ভাগবতে তিনি লোক শিক্ষক বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। ভাগবতের ঋষভদেবও সত্যযুগের লোক। জৈন ধর্ম তখনও আবির্ভূত হয় নাই— হয় হয় হইতেছে। ভাগবত কার "অহন্" নাম ২১ বার ব্যবহার করিয়াছেন এবং "প্রবর্ত্তয়িষ্যতে" এই পদ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে এই ধর্ম শীঘ্র প্রবর্তিত হইবে। ঋষভদেবের পরই দাক্ষিণাত্যের রাজা অর্হন্ ইতিমধ্যেই বেদমার্গ ত্যাগ করিয়াছেন ও স্ববুদ্ধিতে কুপথ ও পাষণ্ডপথ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা স্পষ্ট বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে লোকেরা বেদোক্ত আচার বিচার হইতে একটু একটু করিয়া ভ্রষ্ট হইতেছিল এবং এই পথ যে বর্জনীয় তাহাও বিশেষ নিন্দাবাক্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সত্যযুগের কোনও সময়ে যে জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল ইহা সহজেই অনুমেয়। জৈনদের কথশাস্ত্র ও দর্শনাদি গ্রন্থ পরে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠে। তাহাতে বৌদ্ধদের বিশেষ নাম গন্ধ নাই কেবল— ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ খণ্ডন ব্যতীত। শক্তি শম্ভু গণপবীরাদিক-দেব ন হতি"। তুরষ্ক ফেরস্ত পৈগম্বর পীরমুখ্যা"। জৈন গ্রন্থে এই সকল নাম আছে কিন্তু বুদ্ধের নাম নাই। এই সব শ্লোক বহু পরে লিখিত কারণ সত্যযুগে পীর পৈগম্বর ফেরস্ত প্রভৃতির নাম থাকিবার কথা নহে। আর তখন বৌদ্ধ সম্প্রদায় থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল না। কারণ উভয় ধর্মই এক লক্ষ্যাক্রান্ত ছিল বলিয়া জৈনরা প্রথম প্রথম উহাদের নিজ ধর্মের অনুকূল বলিয়াই মনে করিত। জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম ফলতঃ সর্বতোভাবে হিন্দুধর্মের কাছে ঋণী। আদিদেবের পর হইতে জৈন ধর্ম অর্থ শিষ্য ও গ্রন্থ প্রচারাদি দ্বারা বল সঞ্চয় করিতেছিল। তখন জৈনমত সকল গুরু

াগত হইয়া চলিতেছিল। অষ্টম খৃষ্টাব্দের পর সেগুলি গ্রন্থাকারে রচিত তে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে জৈনরা বেশ একটু আহত হয়। পনিষদের উপদেশগুলি কালক্রমে ক্ষীণশক্তি হইতে লাগিল। তখন জৈন ধর্ম ক্ষয় পূর্ণ করিতে পারে নাই। প্রথম হইতেই তাহা হিন্দু আদর্শ হইতে দূরে ইতেছিল। বৌদ্ধেরা আসিয়া লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে তকটা সমর্থ হয়।

বুদ্ধ দেবের পূর্ব্বে অনেকগুলি উপনিষদ বিগুমান ছিল। তাহাদের পরেও ই চারিখানা হয়। সেগুলির যথাযথ ব্যবহারে নূতন বৌদ্ধমত আবির্ভূত হয়। দ্ধদেবের পূর্ব্বেও জৈন মত ছিল। তাহা হইতে তিনি অহিংসা, সম্যক জ্ঞান, ম্যক দর্শন, ও সম্যক চারিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যে হিন্দু শাস্ত্রের ধ্যেও ছিল না—তাহা নহে। জৈনদিগের ন্যায় বৌদ্ধরাও দেশীয় ভাষায় পদেশ ও গ্রন্থ রচনাদি করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। র হিন্দু দর্শনাদি হইতেই বৌদ্ধেরা অনেক তথ্য লইয়াছেন। হিন্দু সাধু ন্যাসী ছাড়া বুদ্ধদেবের কোন জৈন গুরু বা শিষ্য ছিল—ইহা তাহার জীবনীতে দখিতে পাই না। মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকাদিতে, মাঘ কবিদিগের াব্যাদিতেও বৌদ্ধদেরই উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্য ছাড়া জনদের কথা কোথাও হিন্দুগ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ ভাগবতে ঋষভদেব ্যতীত অন্য জৈন গুরুদের উল্লেখ কোথাও নাই। হরিবংশীয় নেমিনাথের কথা তাহাতে অথবা বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশাদি গ্রন্থেও নাই। ইহা হইতে বুঝা ায় যে বৌদ্ধ মত যতটা লোকের মনে রেখাপাত করিয়াছিল—জৈনমত ততটা করে নাই। জৈন ধর্ম্মের অস্তিত্ব ১০ম শতাব্দী হইতে মুসলমান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বেশ সতেজ ছিল। বুদ্ধদেব উপনিষদের তত্ত্বগুলি যত বুঝিয়াছিলেন ও দেশ মধ্যে যত প্রচার করিয়াছিলেন তত কেহ করে নাই। উপনিষদ তত্ত্বের একটু আভাস দিলেই অনেকটা বুঝা যাইবে।

বুদ্ধদেব হিন্দুদের অবতারদিগের মধ্যে একজন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এই বুদ্ধদেব কে? বুদ্ধ দুই জন ছিলেন। ভাগবতের ১ম স্কন্দে অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হয় যে 'বুদ্ধো নাম্না জনসুত কীকটেষু ভবিষ্যতি।" ভাষ্যকার বলেন যে কীকট হইল গয়া, তথায় অজ্ঞা সুত বুদ্ধদেব হইবেন। বৌদ্ধ অমরসিংহ তাঁহার অভিধানে বুদ্ধের ১৮টী নাম লিখিয়াছেন। তা াতে শুদ্ধোধন ও মায়া দেবী সুত বুদ্ধের উল্লেখ আছে কিন্তু অজন সুত বুদ্ধের উল্লেখ নাই। ভগবান বুদ্ধ ও গৌতম বুদ্ধ—এই দুইটি ব্যক্তি কি এক অথবা পৃথক্? পাশ্চাত্যদের মতে উভয়েই এক। জয়দেব কবি তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে মায়াদেবী-সুত বুদ্ধকেই যেন লক্ষ্য করিয়াছেন। উভয়ের পিতা ও জন্মস্থান এক নহে। গৌতম বুদ্ধ হইলেন কপিলাবস্তু বাসী শাক্য সিংহ। ভগবান বুদ্ধ অজনের পুত্র, গয়াবাসী। তবে গৌতম বুদ্ধ গয়াতে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই কি ভাগবতকার ইহা বলিয়াছেন? কিন্তু উভয়ের জন্ম স্থান পিতা মাতা ও আবির্ভাব কাল ভিন্ন—ইহা লক্ষণীয়। গুপ্ত বংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মী হইয়াও বৌদ্ধদিগকে উপেক্ষা করেন নাই। কুমার গুপ্ত (413—453 A D) বৌদ্ধদের অনেক সাহায্য করেন। হূণদের আক্রমণে বৌদ্ধ ধর্ম বেশ আঘাত পায়। হূণ-রাজ মিহির অনেক মঠ স্তুপাদি ধ্বংস করেন। বঙ্গদেশের গোপচন্দ্র ভগবচ্চন্দ্র ও সমাচার-দেব প্রভৃতি রাজারা এবং কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা বৌদ্ধদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সময় (606—647 A D) বৌদ্ধ ধর্মের খুব অভ্যুদয় হয়। তাঁহার রাজত্বকালে হুয়েন সাং ভারতে আসেন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহা জানা যায়। পালবংশীয় রাজাদের সময় পর্য্যন্ত (9th A D) বৌদ্ধধর্মের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষ রাজা গোবিন্দ পালের মৃত্যুর পর (1160 A D) মুসলমানরা আসিয়া রাজ্য অধিকার করে এবং বৌদ্ধ ধর্মও বিলুপ্ত হইতে থাকে। রাজা কণিষ্কের সময় নাগার্জুন মহাযান মত প্রবর্তিত করেন। (2nd Cent A D) পরে বৌদ্ধ

ধর্ম্মের উপর তান্ত্রিক প্রভাব আসিয়া পড়ে। ভূত পিশাচ ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি আসিয়া সকল বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থানগুলি অধিকার করে। অসঙ্গ কর্ত্তৃক তান্ত্রিক মত প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় (4th A D) ও ক্রমে উহা ভীষণাকার ধারণ করিলে জনমত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে ও সপ্তম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্ষীণ বল হইতে থাকে।

কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্যাদির আবির্ভাবে ও নৃপতি দত্ত সাহায্যাদির অভাবে হীনবল হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম মুসলমান অধিকারের পর লুপ্ত হয়। এক সময় বৌদ্ধ প্রভাব সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন করিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্ম ম্লান হইতেছিল। ধর্ম্ম, ঠাকুর, নিরঞ্জনাদি দেবতা, শূন্যপুরাণাদি গ্রন্থ, বৌদ্ধ রাজা মন্ত্রী, পুরোহিত সমস্তই বৌদ্ধ। দলে দলে লোকেরা বৌদ্ধ হইতেছিল। তখন আচার্য্য ভবদেব ভট্ট অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া হিন্দুদের জন্য সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত সন্ধ্যা পূজা বিবাহাদি বিষয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি রচনা করিয়া সকলকে হিন্দু ধর্ম্মে পুনঃ প্রবিষ্ট করান। তিনি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি "বালবলভী ভুজঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত হন। "বালবলভী" কোথায় জানা যায় না।

নালন্দা তখন খুব জমকাইয়া উঠে। নালন্দ নামে এক নাগ এখানে থাকিত তাই এই নাম। কেহ কেহ বলেন যে নালন্দের অর্থ দয়া। পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ এই স্থানের রাজা ছিলেন, তাই এই নাম। বৌদ্ধ তারানাথ বলেন যে নালন্দা অশোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ইহা বিচার সহ নহে। মহাবীর স্বামী ১৪ বৎসর ও বুদ্ধদেব বহুবার এখানে বাস করেন। মহাযান দর্শনের পণ্ডিত ও বিখ্যাত চিকিৎসক নাগার্জ্জুন 2nd Cent A D তে এখানে আসিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন ও তাঁহার সমকালীন সুবিষ্ণু নামক এক ব্রাহ্মণ এখানে ১৮ টী মন্দির স্থাপন করেন। হুয়েন সাং ও কিছুকাল এখানে আসিয়া পাঠ করেন। পূর্ণবর্ম্মা নামক রাজা ৮০ ফিট উচ্চ বুদ্ধের এক তাম্র মূর্ত্তি এখানে স্থাপন করেন। 606 A D তে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও ইঁহার জন্য ২০০টী গ্রাম দান করেন। এখানে

There is no time no succession of ideas To say that mind exists without thinking is a contradiction, nonsense nothing '—Bearkley "It is a matter of fact highly improbable, if not impossible that the brain should entirely cease to function during sleep —Maeterlink

নৈয়ায়িকেরা বলেন যে সুষুপ্তিতেও মন ও আত্মা আছে। বেশ ঘুমাইয়াছি কিছুই জানিতে পারি নাই—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির এই বাক্যে অভাবের জ্ঞান হয়। অভাবও একটী পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত। মন তখন "পুরীতত্‌" নাড়ীতে লীন থাকে। সাংখ্যেরা বলেন—অস্বপ্ন সুষুপ্তি স্বাপ—সূক্ষ্ম শরীরের আয়। সুষুপ্তি একপ্রকার চিত্তবৃত্তি বা জ্ঞান। তখন কোন মোহের মত জড় ভাবের অস্ফুট জ্ঞান হয়। জ্ঞানের অনুরূপ স্মৃতি হয়। তাই পরে স্মরণ করিয়া বলি—"বেশ ঘুমাইয়াছি কোন চিন্তা ছিল না। নৈয়ায়িকগণ সুখ দুঃখকে আত্মার ধর্ম বলেন। বৈদান্তিকেরা উহাকে অন্তঃকরণের ধর্ম বলেন। সাংখ্য বলেন—সুষুপ্তিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিতে থাকিলেও অন্তঃকরণ বিলীন থাকায় সুখ দুঃখ ভোগ হয়। মন বিলীন হইলেও প্রাণের ক্রিয়া থাকে। —পঞ্চদশীতেও এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ।
তথাত্ম মনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে॥
যদা স ক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে॥
তৎসমং চ দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।
প্রণষ্ট সর্ব্বসংকল্পঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥

যেমন জলে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত হইলে সমতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আত্মা ও মনের ঐক্য হইলেই তাহাকে সমাধি বলে। প্রাণক্ষয় ও মনোলয় হইলে

এক আত্মা সর্বময়রূপে বিরাজ করে, এই সমরসত্বই সমাধি। জীব ও পরমাত্মার ঐক্যকেও সমাধি বলে। যে অবস্থায় চিত্তের সকল প্রকার সঙ্কল্প বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই সমাধি।

> সমাধি সমতাবস্থা জীবাত্ম পরমাত্মনো।
> নিস্তরঙ্গ পদপ্রাপ্তি পরমানন্দরূপিণী॥
> ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি।
> ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে॥
> "সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতি স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ।
> যোগজৈব বা প্রজ্ঞা তজ্জ্ঞান মুক্তি-কারণ।"

Jacob বলেন —"An understood God is no God at all"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনের তিনটী স্তর স্বীকার করিতেছেন। (১) জাগ্রৎ চৈতন্য (Conscious State) (২) মগ্ন চৈতন্য (Sub conscious State) (৩) সুপ্ত চৈতন্য (Unconscious State)। বুদ্ধির প্রভাব মনের উপর খুব বেশী। জাগ্রৎ অবস্থায় মানব মনের যে পরিবর্তন হয় তাহার জন্য মগ্ন ও সুপ্ত চৈতন্য বেশী দায়ী। যে শক্তি দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ হয় তাহাকে Complex বা ভাব গ্রন্থি বলে। উহাকে মনের গোপন প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। উহা এমন কতকগুলি ধারণার সমষ্টি, যাহার সহিত মানব মনের একটা মূলগত অনুরাগ বা বিরাগ আছে।

এই তিন অবস্থা ব্যতীত আর এক অবস্থা আছে। তাহা তুরীয়। তাহা যোগীদিগেরই অধিগম্য। এই তুরীয় অবস্থাতেই আত্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তাহা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের অলভ্য। "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তাহা বাক্ ও মনের অগোচর। তাহা সমাধি নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে কিছুর আশ্রয় থাকে, নির্বিকল্পে কিছুই থাকে না। তাই বলিয়া তাহা শূন্য নহে অসৎ নহে, তাহা সৎ। বেদান্তে এই অবস্থা চতুর্থ—বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ

ও তুরীয় বলিয়া খ্যাত। বৌদ্ধদেরও কাম রূপ অরূপ ও লোকোত্তর—এই এই চারি নামে ইহা বর্ণিত। আত্মা বা ব্রহ্ম শূন্য নহে তাহা অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়। অবিজ্ঞাত বিজানতা বিজ্ঞাতমবিজানতাম —(কঠোপনিষদ) যে জানে না সে বলে জানিয়াছি আর যে জানে সে বলে জানিনা। উপনিষদের ঋষি বার বার শিষ্য কর্তৃক ব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াও নীরব রহিলেন কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন 'শান্তম—নীরবতাই উহার উত্তর। চিনি না খাইলে চিনির আস্বাদন বুঝান যায় না—ইহা যেন বোবার মিঠাই খাওয়ার মত।

১৮ খানি উপনিষদ প্রধান ১ খানির শাঙ্কর ভাষ্য আছে। বেদ হইতে বুদ্ধ জন্ম পর্য্যন্ত তাহাদের কাল নির্নীত হয়। গদ্যে লিখিত 'প্রশ্ন ও মৈত্রায়নি উপনিষদ্ বুদ্ধের পরে রচিত। ডুসেন সাহেব (Deussen) * বলেন যে, বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয়, কেন ঐতরেয় কৌশীতকী এইগুলি অতি প্রাচীন। পরে পদ্যে লিখিত ঈশ কঠ মণ্ডুক শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি রচিত হয় পদ্যে লিখিত অপেক্ষা গদ্যে লিখিতগুলি প্রাচীনতর।

বুদ্ধদেবের মতগুলি উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলি যেন হিন্দুদর্শনের ছায়া মাত্র। অবান্তর ভেদ যথেষ্ট থাকিলেও ইহা হিন্দুদের মর্ম স্পর্শ করে। কাশী তখন মহা বিদ্যাপীঠ। সেখানে গিয়া বুদ্ধ উপনিষদেরই মতগুলি ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে কোনও পণ্ডিতই তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারেন নাই। Sir S Radha Krishnan বলেন—Buddhism helped to democrise the philosophy of the

* ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসেন। তখন আমি সংস্কৃত কলেজে এম-এ ক্লাসে পড়ি। সাহেব আমাদের ক্লাসে বসিয়া আমাদের অধ্যাপক দিগের (ম ম মহেশ ন্যায়রত্ন ম, ম চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ম ম গোবিন্দ শাস্ত্রী প্রভৃতির) অধ্যাপনা ৪।৫ দিন শুনিয়াছিলেন। পরে কাশীতে যান। তথায় মাসাধিক থাকিয়া স্বদেশে ফিরিয়া প্রথম বেদান্তের পুস্তক প্রকাশ করেন।

Upanisad which was still then confined to the select few It was Buddha's mission to accept the idealisation of the Upanisad at its best and make it acceptable for the daily need of mankind কিন্তু ইহাই তাহার অবনতির কারণান্তর। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

ওঁকার বা প্রণব হিন্দুশাস্ত্রে পূজিত। ইহা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই সকলেরই বাচক। জাগ্রতাদি অবস্থা ত্রয়ের অধিষ্ঠাতা হইলেন—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং তুরীয়ের আনন্দ বা ব্রহ্ম। কর্মবাদ যে কাহারও নূতন নহে হিন্দুদর্শন হইতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে—তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। কর্মবাদের উৎপত্তি বেদের "ঋত" শব্দ হইতে। ক্রমে উপনিষদে ও দর্শনে ইহা বিস্তৃতি লাভ করে। সৎকর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য জন্ম লাভ হয়। অসৎকর্ম দ্বারা শূকর, কুকুর ও চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্তি হয়। "তদ্‌য ইহ রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণ যোনিং বা ক্ষত্রিয় যোনিং বা শূকর যোনিং বা চণ্ডাল যোনিং বা (ছান্দোগ্য ৫।১০।৭)। যেমন জোঁক এক তৃণকে ত্যাগ করিয়া অন্য তৃণে যায়, আত্মাও তেমন এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর আশ্রয় করে। 'তদ্ যথা তৃণ-জলৌকা' তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবময়মেতচ্ছরীরং নিহত্য ".

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশু"। এই ত্যাগ বা সন্ন্যাসের আদর্শও উপনিষদের। জৈন বা বৌদ্ধদের নিজের নহে। অহিংসা, সম্যক দর্শন প্রভৃতিও হিন্দুদর্শনেরই অনুকরণ, নূতন ছাঁচে ঢালা। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দর্শনেরই নামান্তর। অন্বীক্ষা অর্থই সম্যক্ দর্শন। এইরূপ সর্বত্র।

ফলত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। দশ হাজার বৎসরেরও অধিক পুরাতন। যখন জগতের সব মহাদেশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন এখানে জ্ঞানের দীপ জ্বলিতেছিল, সব ধর্মই ভারতের ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের বিস্তৃতি

কান্দাহার, বেলুচিস্থান, তাতার প্রভৃতি দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ক্রমে তাহ স কুচিত হয়।

অহিংসাদির নাম অন্য ধর্ম্মে এইরূপ—Hummata, Hukhta Huvarsta of the Iranians —ইরাণীরা এই তিন নাম ব্যবহার করে Right thought right desire and right action is the essence of all religions, ইসলাম ধর্ম্মে ইহাদের এই নাম Haquiquat Tariquat, shariat Mahammad says, "Feel the pain of others as thine own Christ says, 'Whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them' Confucius says 'Do not do to others what you do not want done to yourself' Buddha says, সমানাত্মতা—same as your self" In the words of Tathagata, "To the man that causelessly injures me I will return the protection of my ungrudging love The more evil comes from him, the more good shall flow from me (উদানবর্গ ১৪৩)। এই সব উক্তি গীতাদি শাস্ত্রেরই অনুরূপ নহে কি? আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন—(গীতা), সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি—(মনু), 'আত্মন প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ—(মহাভারত) যস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে (ঈশোপনিষদ)। আরও—হিন্দুশাস্ত্রের ভাব কত উচ্চ ও উদার তাহা দুই চারিটী বচন হইতে দেখা যাইবে। 'মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।"—সকলে আমাকে মিত্রের চক্ষুতে দেখুন আমিও সকলকে মিত্রের চক্ষুতে দেখিব—(যজু ৩৬।১৮)। "অভয় মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয় জ্ঞাতাদভয় পুরো য"। অভয় নক্তমভয় দিব

স° সর্ব্বা আশা মম মিত্র ভবন্তু—(অথর্ব্ব ১৯।১৫।৩) অভয়ের উপরই মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য বলা হইয়াছে—মিত্রকে যেন ভয় না করি, অমিত্রকেও যেন ভয় না করি, জ্ঞাতকে যেন ভয় না করি, যে সম্মুখে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকে যেন ভয় না করি, রাত্রি ও দিবা ভয় শূন্য হউক, সকল দিক আমার মিত্র হউক।—সভা সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়—"সহ নৌ অবতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ"। (তিনি একত্রে আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করুন। একত্রে আমাদের বীর্য্য ও জ্ঞান বর্দ্ধিত হউক। আমরা পরস্পর যেন বিদ্বিষ্ট না হই।) "সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী" (ঋক্ ১০।১৯১।৩)—আমাদের এক মন্ত্র ও এক সমিতি হউক। "নম সভাভ্য সভাপতিভ্যশ্চ নম" (যজু ১৬।২৪)

অতীতকে আমরা ভুলিতে পারি কিন্তু বিসর্জ্জন দিতে পারি না, অতীত ভিতরে থাকিয়াই যায়। সামান্য কথাও জগতে বৃথা যায় না। De quincy বলেন "Of this at least I feel assured that there is no such thing as ultimate forgetting, traces once impressed upon the memory are indestructible, a thousand accidents may and will interpose a veil between our present consciousness and the secret inscriptions on the mind, accidents of the same sort will also rend away this veil But alike whether veiled or unvailed, the inscriptions remain for ever" কার্লাইল বলেন, "Fool, thinkest thou that because no Bosvell there is to note your jargon, it therefore dies or is buried? Nothing dies, nothing can die The idlest word 'thou speakest' is a seed cast into time which brings forth fruit to all eternity বাইবেল বলেন, "As you sow, so shalt thou

reap, —এই সব কথা আধুনিক হইলেও ইহার মূল বহু প্রাচীন। তান্ত্রিকদের "ঘোট" শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে। (মৎ প্রণীত গ্রন্থ 'চিত্রা' P 122—12 দ্রষ্টব্য) পাপ পুণ্যের সুখ দুঃখের স্বর্গ নরকের—সকলের মূল কর্ম। অজ্ঞান-কৃত কর্ম নহে, জ্ঞানকৃত কর্মই দায়িত্ব বহন করে। কর্মের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ই প্রধান বিবেচ্য। নিষ্কাম কর্মের কথা ছাড়িয়া দিতেছি; কারণ তাহা করা বা আয়াস সাধ্য। সাধু উদ্দেশ্যে কৃত শ্রদ্ধাযুক্ত কর্মই বিহিত। শ্রদ্ধা বিরহিত লোক-দেখানো যাগ যজ্ঞাদির আড়ম্বরে কিছু লাভ হয় না। গীতায়ও ১৭ অধ্যায়ে তাহার নিন্দা আছে। Sir Radha Krishnan বলেন, "We should not do our duty with the motive of purchasing shares in the other world, or opening a Bank account with God" অদৃষ্ট কুগ্রহ প্রভৃতির উপর দোষ চাপাইলে কোন ফল হইবে না। কুকর্মই তোমার শৃঙ্খল হইবে (মৈত্রায়ণি ৩।২)। কেবল ফলাভিসন্ধি শূন্য কর্মই তোমাকে বাঁধিতে পারিবে না। (ঈশ ২)। দেবগণও কর্মফল হইতে অব্যাহতি পান না।

আয়ুর্বেদেও কর্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। আয়ুর্বেদে চরক সংহিতা এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মহর্ষি আত্রেয় অগ্নিবেশকে যে তন্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অধুনা লুপ্ত হইলেও আচার্য্য চরক তাহার প্রতিসংস্কার করিয়া চরকসংহিতা রচনা করেন। চরক সম্রাট কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন (A D 83—119)। তিনি বলেন যে, যে গুণ সর্বদাই পুরুষের অনুবর্তী হয় তাহাকে মন বলে। ইন্দ্রিয় মনের অনুকূল হইয়াই বিষয় গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চক্ষুরাদি। ভোগ্য বিষয় রূপাদি। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা একত্র হইলেই পদার্থ বোধ হয়। সেই বুদ্ধি ক্ষণিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা। মন মনের বিষয় বুদ্ধি ও আত্মা—শুভাশুভ প্রবৃত্তির হেতু। পুরুষের ক্লেশ দ্রব্যাশ্রিত। এইরূপ ইন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূতের বিকার। তেজ চক্ষুতে আকাশ কর্ণে, ক্ষিতি ঘ্রাণে, জল রসনে,

ও বায়ু স্পর্শনে, বিশ্বরূপ বিদ্যমান। যে ইন্দ্রিয় যে মহাভূতে নির্মিত, সেই ইন্দ্রিয় সেই মহাভূতোপকরণ বিষয়েরই অনুসরণ করে। সেই বিষয়ে অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ হইলেই মন ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। ইহাই রোগের কারণ। পরে "প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পরলোকৈষণার" কথা বলিয়াছেন। প্রাণৈষণা হয় স্বাস্থ্য লাভের মূল। ধনৈষণা না থাকিলে সংসার বিপর্য্যস্ত হয়। পরলোকৈষণা বিষয়ে কাহারও সংশয় হয় যে পরজন্ম আছে কিনা, কারণ তাহা অপ্রত্যক্ষ। মহাভূত ও আত্মার যোগেই গর্ভোৎপত্তি। আত্মার সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে। কারণ কৃতকর্ম্মেরই ফল হয়, অকৃতকর্ম্মের হয় না। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না, আবার এক বীজে ভিন্ন অঙ্কুর হয় না। যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপই ফল হয়। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে মীমাংসা হয় না। সেজন্য পরলোকৈষণার প্রয়োজন। "কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা পণ্যবিক্রয়ম্। তে হিত্বা কাঞ্চন- রাশিং পাং শুরাশিমুপাসতে ॥ পরোভূত দয়াধর্ম ইতি মত্বা চিকিৎসয়া। বর্ত্ততে যঃ স সিদ্ধার্থ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥" কি সুন্দর উপদেশ। সুশ্রুতেরও ঐ মত।

দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের কথা প্রসিদ্ধ। একটি তৃতীয় পথও আছে (কঠোপনিষদ) ৩।৩)। নিরানন্দ অন্ধকারময় সে পথ। ভারত হইতে যে কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বলেন। Dependence of Greece on Indian philosophy and science certainly seems to have a high degree of probability The doctrine of Metamphychosis was regarded by the Greeks as of foreign origin It was not to the ancient Egyptians (Mc Donnel) There is a far closer agreement between Pythagorism and Indian Philosophy—not in their general features merely, but

certain details It is impossible for us to refer this
entity to mere chance (Gomperz—Indian Thinkers)

একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথাও উপনিষদে আছে। মন না থাকিলে যদিও
জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু মন ব্যতীত চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ উপনিষদে
কৃত হয়। আত্মার স্থান হৃদয়ে (কঠ)। অঙ্গুষ্ঠমাত্র আত্মার পরিমাণ।
ঘনও ধান্য বা বিতস্তি পরিমাণ বলা হয়। (কঠ, বৃহদারণ্যক ৫।৬।১ ছান্দোগ্য
১৮)। অব্যক্ত ও প্রকৃতিও স্বীকৃত হইয়াছে। Beyond the senses
re the rudiments of its objects beyond these is the mind,
eyond mind is Atma or Mahat beyond it is Avyakta
in manifested), beyond it is Purusa, beyond it there is
nothing ইন্দ্রিয়েভ্য পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পর মন ইত্যাদি (কঠ
৩।১০।১১)।

যখন এই তত্ত্বগুলি হীন প্রভ হইতেছিল তখন বৌদ্ধগণ আসিয়া তাহার
কতকটা পূরণ করিল। পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর ক্রমে ক্রমে
বৌদ্ধধর্মও ম্লান হইয়া পড়িল। অনেক অনাচার অত্যাচার ধর্ম্মের ভিতর
প্রবেশ করিয়াছিল। জৈনরা কিন্তু সাময়িক কিছু আঘাত পাইলেও সমান
ভাবেই চলিতে লাগিল। জৈনরা বিশেষ সমৃদ্ধ বিত্তশালী শ্রেণী তাহাদের মধ্যে
অনেকেই সওদাগর, বড় বড় ব্যবসায়ী তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ধীর ও
ধর্ম্মভীরু। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস তিন আশ্রম মানেন যদিও
ব্রহ্মচর্য্য এখন লুপ্তপ্রায়। আকুমার ব্রহ্মচারী সকল শ্রেণীর ভিতরই আছে—
তবে সংখ্যা অল্প। জৈনদের ২৪ জন ধর্ম্মগুরু প্রত্যেকে লক্ষ লক্ষ শিষ্য করিয়া
গিয়াছেন অনেক মঠাদি ও তৎস নয় ভূসম্পত্তিও রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা
ধর্ম্মের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া দান করেন। বৌদ্ধরা ইহার বিপরীত। তাহাদের
মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। অনাচার উৎপাত আসিয়াছিল সে

জন্য জৈনরা এখনো প্রবলতর। জগতে বুদ্ধদেব কয়জন হইতে পারেন? উপনিষদের গভীর কঠিন তত্ত্বগুলিই বা কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল বংশে পড়িলে বংশলোচন, গজমস্তকে পড়িলে গজমুক্তা ও ঝিনুকের মধ্যে পড়িলে মুক্তাফল হয়। অধিকারী ভেদে উপদেশের ক্রমপারম্পর্য্য আছে। এই নীতিটি না মানিয়া আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঐ গভীর তত্ত্বগুলি ছড়াইয়া দিলে কিছু কালের জন্য তাহার ফল হয় বটে কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ক্রমে উহা বিপরীতার্থ ও বিকল হইয়া যায়, ধর্ম্মও ক্রমে শিথিল হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের ফলও শেষে তাদৃশ হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির কারণ পূর্ব্বে কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় সকলেই বুদ্ধদেবের অসামান্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, চারিত্র্য ও অলৌকিক প্রভাবচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অবতারের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল, পরে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের, বহু অনধিকারীর অজ্ঞতা-জন্য উপেক্ষাতে সে পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে পারে নাই। ঈর্ষাদ্বেষাদি দ্বারা ধর্ম্ম কলুষিত হইতে লাগিল। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার Fellowship Lecture 'প্রথম স্মৃতিগ্রন্থ কামধেনুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন —কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পরকায় প্রবেশ বিদ্যাবলে উজ্জয়িনী রাজ সত্যাদিত্যের শবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়া প্রজাবর্গের অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া রাজ্য পালন করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি একটী উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিবার ছলে ভারতের সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীকে আহ্বান করেন। তাঁহারা বিচারের জন্য সব দুর্ম্মূল্য শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হন। পরে রাজাজ্ঞায় ঐ গ্রন্থরত্ন-রাজি যজ্ঞকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত ও ভস্মীভূত হয়। সত্যাদিত্যের মাতামহ ভোজরাজ স্বীয় দৌহিত্র ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র কর্ত্তৃক এই বিষম শাস্ত্রদ্রোহ দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন ও পরে গণনা দ্বারা প্রকৃত রহস্য জ্ঞাত হইয়া প্রতিকার ব্যবস্থা

করাইয়া সেই দেহ-প্রবিষ্ট সন্ন্যাসীকে অপসারিত করাইয়া দেন। শেষে ভোজ-রাজের আয়োজনে পণ্ডিতগণের স্মৃতি হ'তে লক্ষ কামধেনু গ্রন্থ রচিত হয়। এইরূপে কত গ্রন্থ যে বিদেশী যবনাদি দ্বারা লুপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বৌদ্ধেরা যে কেবল হিন্দু শাস্ত্রগুলি বিকৃত করিয়াছে তাহা নহে, কেহ কেহ উহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়াছে। কিন্তু জৈনদিগের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনা যায় নাই।

শোনা যায় যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মহীদাসের রচিত। ব্রাহ্মণ ঋষিপুত্র ইনি শূদ্রী-গর্ভজাত। পিতা কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া পৃথিবী মাতার শরণাপন্ন হন ও দীক্ষিত হন। সে জন্য নাম মহীদাস। "ঐতরেয় নামের অর্থ ইতরা পুত্র, ব্রাহ্মণের পত্নী পুত্র।

ধর্মজীবন না পাইলে কিছুই পাইবার আশা নাই। সেজন্য শাস্ত্রে এত বিধিনিষেধের উপদেশ। সেগুলি যদি আমরা না শুনিয়া ধর্মেরই নিন্দা করি তাহা ধর্মের দোষ নহে, আমাদেরই দোষ। ঈশ্বর পণ্যবস্তু নহেন, তাঁহাকে পাইতে হইলে কিছু শ্রম স্বীকার করিতে হয়।*

যদিই বা কোন শুভ মুহূর্তে তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্রও পাওয়া যায় তথাপি তাহা ক্ষণিক। যে উপায়ে তাহা অন্তত কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় তাহা অবশ্য কর্তব্য। সেই উপায় হইল ধর্মজীবন পালন। প্রাণ পাত পরিশ্রম ও জীবনব্যাপী সাধনায়ও বিফল মনোরথ হইতে হয়। "ন বিদ্যয়া ন মেধয়া" ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় যে বিদ্যা তর্কাদি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তাঁহার করুণা যাঁহার উপর হয় কেবল তিনিই পান। তবে ঐ সকল চেষ্টা বৃথা হয় না। "শুচীনা শ্রীমতা গেহে যোগ ভ্রষ্টো২ ভিজায়তে এই গীতা-বাক্য স্মর্তব্য। তিনি ভূমা ভূমাতেই সুখ অল্পে সুখ নাই। শ্রেয় ও প্রেয় দুটী ভিন্ন বস্তু। প্রেয় পাইতে ব্যগ্র হইলে শ্রেয়কে হারাইতে হয়। সত্য-প্রধান হইতে হয়। কারণ "সত্যমেব জয়তে

নানুত্তম।" শাস্ত্রে যম নিয়ম, শম, দম, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা প্রভৃতি কত প্রকার চিত্তশুদ্ধির উপায় বর্ণিত আছে দেখিতে পাই। কাহাকেও সুখী দেখিলে "মৈত্রী" আসে, দুঃখী দেখিলে "করুণা" হয়, পুণ্যবান্ দেখিলে "মুদিতা" বা প্রেম হয় এবং পাপীর প্রতি উদাসীনতা হইতেছে "উপেক্ষা"। যোগের আসন প্রাণায়ামাদি ও দেহ চিত্ত শুদ্ধির উপায় বলিয়া বর্ণিত আছে।

শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদ প্রাণায়াম (পাতঞ্জল)। প্রাণ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনম্। (কূর্মপুরাণ)। স্বদেহজ বায়ুর নিরোধ হইল প্রাণায়াম। রেচক পূরকশ্চৈব প্রাণায়ামোঽথ কুম্ভক। রেচকো বাহ্যনিশ্বাসাৎ পূরক তন্নিরোধত। সাম্যেন সংস্থিতির্যা স কুম্ভক পরিচীয়তে॥ সগর্ভোহ সজপসগর্ভ বিজপং বুধা। সজপ প্রাণায়াম সগর্ভ অজপ হইল অগর্ভ।

দেহ ও মন শুচি রাখিবে। "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজন শৌচমার্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীর তপ উচ্যতে॥ গীতা। এইগুলিতে শরীর শুদ্ধ হয়।

"মন প্রসাদ সৌম্যত্ব মৌনমাত্মবিনিগ্রহ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ গীতা। মন শুদ্ধির উপায় এইগুলি।

Yogic methods consist of সৎক্রিয়া আসন and প্রাণায়াম, সৎক্রিয়াs are the cleansing methods নেতি for the nose, 'Shaoti for stomach, কপালভাতি for respiratory passage, Naoli" for the whole abdomen আসনs are practised after bath, commenced with topsi tervy process— শীর্ষাসন 'সর্বাঙ্গাসন' wnich secure rich supply of blood to the brain and endocrine glands and drainage of the abdominal organs মৎস্যাসন is complimentary to সর্বাঙ্গাসন, when spinal column is bent posteriorly ময়ূরাসন presses the lower part of the abdominal aorta and শবাসন relaxes whole body

Thus আসনs improve the nutrition of all the muscles by alternate contraction and stretching with the least *possible loss of* energy কপালভাতি *is an exercise* with jerky quick and repeated exhalation made active by the play of the abdominal muscles প্রাণায়াম is a breathing exercise by which *the lungs are deeply inflated by* inhalation and the breath is retained for as many seconds as possible the retained air is exhaled slowly, deeply and without any jerk. যোগের দ্বারা এখন এ সব সম্ভব না হইলেও যথাসাধ্য মন শুদ্ধ, অন্তর শুদ্ধ ব্যবহার শুদ্ধ, আহার শুদ্ধ করিতে হইবে। কি তে জটাভির্দুর্মেধ কি তে বাজিন বাসসা। পরিমার্জয়সি বহিরন্তর গহনঞ্চ তে ॥ — বুদ্ধদেব বলিয়াছেন দুর্মেধ কেন তোমার জটা ও অজিন বাস? বহি মার্জন বৃথা অন্তর যে তোমার অরণ্য।

জৈন বৌদ্ধাদি সব দার্শনিকেরাই বলেন যে জগৎ দুঃখ বহুল, ফণিফণা মণিবৎ সুখ দুর্লভ, জন্ম জরা মৃত্যু, শোক তাপ, বিরহাদি প্রতিকূল বেদনীয় পদার্থে পূর্ণ। তাই তাহারা মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবেরা বলেন মুক্তি পিশাচী আমরা মুক্তি চাই না প্রেমই পরম পুরুষার্থ, তাহাই কাম্য। যাহা হউক, আমরা সকলেই দুঃখ হইতে মুক্তি যে চাহি তাহাতে সন্দেহ নাই। সেজন্য ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ সকলেরই প্রার্থনীয়। তর্কের মধ্যে যাইয়া আপনাকে হারাইবে না। "শব্দ জাল মহারণ্য চিত্তবিভ্রম কারণম্। নিজ গুপ্ত উদ্দেশ্য ও মন্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। আয়ুর্বিত্ত গৃহচ্ছিদ্র মন্ত্র মৈথুন ভেষজম্। তপো দানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নত ॥" মন্ত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। শব্দ দুই প্রকার ধ্বনি ও বর্ণ। বজ্র ধ্বনিতে ভয় হয় সঙ্গীতে আনন্দ হয়, নিন্দাতে কষ্ট ও প্রশংসাতে হর্ষ হয় কেন? শব্দ শক্তি দ্বারা জগৎ চলিতেছে।

ঈশ্বর সান্নিধ্য সকলেরই কাম্য। সাধুরা বলেন যে এক টুকরা মিছরী মুখে রাখিয়া কাজ করিতে থাকিলে কাজও যেমন ভাল হয় তেমন সর্ব্বদাই একটা মধুর রসের আস্বাদন হইতে থাকে। সকল কার্য্যের ভিতর সদা ঈশ্বর স্মরণ হইলে কার্য্য মধুর হয়। লণ্ঠনের কাঁচ পরিষ্কার না হইলে ভিতরের আলো খোলে না। অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ না হইলে দেবার্চ্চনার ফল হয় না। "দেবো ভূত্বা দেব যজেত্।" পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রে মুদ্রাসনাদির কথা আছে। গুরূপদেশ গম্য না হইলে তাহা বিপজ্জনক হয়। "বেদ শাস্ত্র পুরাণানি সামান্যা গণিকা ইব। যা পুন শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥" গুপ্তির জন্য বার বার সাবধান করা হইয়াছে।

সিদ্ধ মন্ত্র প্রতিনিঃশ্বাসে জপ করার নাম অজপাসাধন। নাম নামী অভেদ, নামের সঙ্গে নামীকে বুঝিতে হইবে। শ্বাস প্রশ্বাস যত কমিবে জীবন তত দীর্ঘ হইবে। সর্পের শ্বাস মিনিটে ৭।৮ বার, আয়ু ১২৫ বৎসর। কচ্ছপের শ্বাস মিনিটে ৫ বার, পরমায়ু প্রায় ২০০ বৎসর। "কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রৎ ব্রজ স্তথা। যো জল্পতি কলৌ নিত্য কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি স॥" (বরাহ পুরাণ)। "কলৌ নামৈব কেবল।" (শ্বেতাশ্বতর) উপনিষদে আছে —স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ॥ স্বদেহকে অরণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যান রূপ ঘর্ষণ অভ্যাস দ্বারা ঈশ্বরকে নিগূঢ়বৎ (অগ্নিবৎ) দর্শন করিবে। ওঁকার অর্থে ওঁযুক্ত সিদ্ধ মন্ত্র, তাহা শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা শরীরে ঘর্ষিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান রূপ অগ্নি উৎপাদন করে। "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" পরাবরের দর্শনে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্ব সংশয় দূর হয় ও কর্ম্ম সকল ক্ষীণ হইয়া যায়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥"—তোমার নাম করিতে করিতে কবে নয়নে অশ্রু

ঝরিবে বাক্য রুদ্ধ হইবে ও দেহ পুলকিত হইবে। নাম গ্রহণের তখনই সার্থকতা। "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দ ব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাত পর ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ নামব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভেদে ব্রহ্ম দুই প্রকার। নাম ব্রহ্মে নিষ্ণাত হইলে পরব্রহ্ম লাভ হয়।

একবিংশ সহস্রাণি ষট্‌শতানি তথৈব চ। অজপা নাম গায়ত্রী জীবো জপতি সর্বদা। অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষ দায়িনী।" মনুষ্য দিনরাত ২১৬০০ বার অজপামন্ত্র জপ করে। অর্থাৎ মিনিটে ১৫ বার। প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবার কৌশল জানিতে পারিলে ও ঐ সংখ্যা কমাইতে পারিলে আয়ুবৃদ্ধি হয়। হ কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংসো হংসো হ্যমুং মন্ত্র জীবো জপতি সর্বদা ॥ গোরক্ষপদ্ধতি। যস্মা যত্র বিলীয়েত পবনস্তত্র লীয়তে। পবনো লীয়তে যত্র মনস্তত্র বিলীয়তে ॥ ষট্ চক্র ভেদ প্রভৃতির আভাসও শ্রুতিতে আছে। সকল দর্শনের সকল প্রমাণই শ্রুতিতে নিহিত। তাহাই বিচিত্র। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥" ফলত যাহা জ্ঞানের ও ধ্যানের সার তাহা যোগীরাই পাইয়াছেন। গীতায়ও যোগীদের বহু প্রশস্তি আছে। মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি। সারস্তু যোগিভিঃ পীতঃ তক্রমশ্নন্তি পণ্ডিতা ॥ চারি বেদ মন্থনোত্থিত সার যোগীরা পান করেন পণ্ডিতরা কেবল ঘোল খান। স্বরোদয় গ্রন্থে যোগের সার আছে। শিব-স্বরোদয় পবনবিজয় স্বরোদয় গোরক্ষপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত উপদেশমত শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মানুসারে তত্ত্বগতি দ্বারা যোগীরা সব জানিতে পারেন।

দেশাচার বিষয়েও নির্বাক থাকা আবশ্যক। 'ন দোষো মগধে মদ্যে অঙ্গে যোনৌ কলিঙ্গকে। উড়ে ভ্রাতৃবধূ ভোগে গৌড়ে চ মৎস্য ভোজনে॥ দুহিতৃ মাতুলস্যাপি বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা। যস্মিন্ দেশে যদাচার পারম্পর্য্য বিধীয়তে॥" যে দেশে যে আচার চলিয়া আসিতেছে তাহা মান্য করিতে হয়।

ইহা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সব স্মৃতিকারেরা বলিয়া থাকেন। (Lawgivers recognise customs and usages) আইন কানুনও সব দেশে এক নহে। বঙ্গদেশে দায় ভাগ, অন্যত্র মিতাক্ষরা প্রচলিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বেদের সময় হইতে কিছু কাল পর্য্যন্ত স্মৃতির ধরা বাঁধা নিয়মাদি ছিল না—তাহাও বিচারসহ নহে। ব্রাহ্মণভাগে যজ্ঞাদির বড় অনুষ্ঠানে বহুল পরিমাণেই কঠোর নিয়মাদি প্রতিপালিত হইত। এখন বরং সে সকল অনেকটা লুপ্ত হইয়াছে।

গৃহসূত্র স্মৃতিরই নামান্তর। গোভিল গৃহসূত্র, পারস্কর গৃহসূত্র জৈমিনীয় সূত্র ও শ্রৌত সূত্র অতি প্রাচীন। মনু স্মৃতি তাহাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মনু, অত্রি, বিষ্ণু হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম আপস্তম্ব স বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ—ইঁহারা প্রত্যেকে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। ইঁহারা স হিতাকার। ইহাদের অনেকগুলি এখন ছাপা হইয়াছে। আবার যাজ্ঞবল্কাদি ঋষিগণ শ্রুতিতে উল্লিখিত। ইঁহারা ও তৎকালের লোকরা যে স্মৃত্যুক্ত নিয়মগুলি মানিতেন না স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, ইহা কল্পনা করা ভুল। তবে রঘুনন্দনাদি প্রণীত আধুনিক স্মৃতির মত গ্রন্থ হয়ত বেশী খুঁটী নাটী ছিল না, যেমন প্রাচীন ন্যায় অপেক্ষা নব্য ন্যায়ে অনেক নূতন নূতন তর্ক ও ফাঁকি যোজিত হইয়াছে। সদাচারই হিন্দু শাস্ত্রের অস্থি মজ্জা। তাহা পূর্ব্বে যতটা ছিল এখন তাহার কিছুই নাই—বরাট বরং যুক্তিসঙ্গত। হিন্দুর জীবন ধর্ম্ম জীবন—ধর্ম্ম বাদ দিয়া কেবল তর্ক বিচার লইয়া কখনও তাহা যাপিত হয় নাই।

এখন ধর্ম্ম কাহাকে বলে? নানা দেশের নানা পণ্ডিত নানা ভাবে ইঁহার ব্যাখ্যা করেন। মনু বলেন ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ (৬।৯২)—এইগুলি ধর্ম। কেহ বলেন "যে সব কর্ম্মের দ্বারা অভ্যুদয় (ইহ পারলৌকিক সুখ) ও নিঃশ্রেয়স্ (কৈবল্য) সিদ্ধ হয় তাহা ধর্ম্ম।"

ধর্ম্ম বর্ম্ম শুক্ল, অধর্ম্ম কর্ম্ম কৃষ্ণ। যাহার ফল দুঃখ তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম; যাহার ফল সুখ দুঃখ মিশ্রিত তাহা শুক্ল কৃষ্ণ কর্ম্ম, যথা যজ্ঞাদি, যাহার ফল কেবল সুখ তাহা শুক্ল কর্ম্ম। যাহার করণ সুখ দুঃখ শূন্য তাহা অশুক্লা কৃষ্ণ কর্ম্ম। অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ সর্ব্ব দুঃখের মূল ও অবিদ্যার পঞ্চপর্ব্ব। সেজন্য অবিদ্যার বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম, দুঃখনাশক এবং অবিদ্যার পোষক কর্ম্মই অধর্ম্ম, কর্ম্ম। কর্ম্ম দুই প্রকার পুরুষকার, যাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করা যায় যাহা স্বতন্ত্র এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম বা ভোগ যাহা অবিদিত ভাবে করা হয়। মানবের অনেক চেষ্টাই পুরুষকার ও পশুদের অনেক চেষ্টাই ভোগ। অন্য প্রকারেও কর্ম্মের ভেদ আছে যথা —যাহা দৃষ্ট জন্ম-বেদনীয়—যে কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মে কৃত ও ফল বর্ত্তমানে অনুভূত হয় এবং অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়—যাহা যে জন্মে কৃত তাহার ফল অন্য জন্মে আরব্ধ হয়।

কর্ম্ম আবার ত্রিধা বিভক্ত হয় যথা —প্রারব্ধ ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত। যাহার ফল আরব্ধ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ যাহা বর্ত্তমানে কৃত হইতেছে তাহা ক্রিয়মান ও যাহার ফল বর্ত্তমানে আরব্ধ হয় নাই তাহা সঞ্চিত। এ সকল কর্ম্ম বিভাগ বাহুল্য যোগাদি শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। জৈনদের কর্ম্মবাদের অপেক্ষা ইহা সুশ্রেণী বিন্যস্ত। "পঞ্চাস্তিকায় সামান্য সার" নামক জৈন গ্রন্থের অনেক যুক্তি Sir Radha Krisnan তাহার Philosophy of Upanishadas গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন (Pages 68 70) "তজ্জপ তদর্থ ভাবন"—তাঁহার জপই হইল তাঁহার অর্থ ভাবনা। অথ য প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ। যো ব্যানঃ সা বাক্। তস্মাৎ অপ্রাননৃ অনপানন্ বাচমভিব্যাহরতি।" (ছান্দোগ্য)।—প্রাণ ও অপান বায়ুর মিলনই হইল ব্যান যাহা ব্যান তাহাই বাক্। প্রাণ ও অপান বায়ুর কার্য্য স্থগিত করিয়া লোকে শব্দ উচ্চারণ করে। নাম জপ যোগেরই ক্রিয়া। কথা বলিতে গেলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আপনি বন্ধ হয়।

"প্রাণাপান সম কৃত্বা," "অপানে জুহ্বতি প্রাণম্ " ইত্যাদি গীতোক্তি যোগেরই অঙ্গ। প্রাণ স্থির করা অপেক্ষা মন স্থির করা কঠিনতর। যম নিয়মাদি ক্রিয়াগুলি হঠযোগের এবং ধ্যান ধারণাদি ক্রিয়া রাজযোগের। তন্ত্রোক্ত ষটচক্র ভেদ মন স্থিরীকরণের উপায়। এ সব তত্ত্ব গুরুমুখ প্রাপ্য। ভূ ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য—এই সাতটী হইল স্বর্গ লোক এবং অসিপত্র বা অবীচি, মহাকাল, অন্ধতামিস্র, রৌরব, কালসূত্র মহারৌরব ও অন্ধতামিস্র—এই সাতটী হইল নিরয় লোক। নিরয়ীদের প্রেত শরীরে যেরূপ গুরুত্ব, ইন্দ্রিয়ের রুদ্ধ ভাব ও অত্যধিক রাগ দ্বেষ বশতঃ মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ মহান্ বিষাদ আসে, দৈব লোক সমূহে তাহার বিপরীত ভাব হয়। যাঁহারা যোগের ও তপস্যা দ্বারা বড় দেহাভিমান ত্যাগ করেন, তাঁহারা তত সূক্ষ্ম দেহ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ লোক প্রাপ্ত হন। স্বর্লোকনিবাসীরা স কল্প সিদ্ধ অণিমাদি সম্পন্ন ও কল্পায়ু। মহর্লোকবাসীরা মহাভূতবশী, ধ্যানাহার ও সহস্র কল্পায়ু। এইরূপ উত্তরোত্তর ভূর্ভুবাদি যেরূপ ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেইরূপ অতল, বিতল, তলাতল, রসাতল প্রভৃতি সাতটী লোক নীচে পর পর আছে, কর্ম্মানুসারে সেখানেও জীবের গতি হয়।

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোক স্বর্লোকশ্চ প্রকীর্ত্তিত। মহোজনোস্তপশ্চৈব সত্য লোকশ্চ সপ্তম॥ (শিবপুরাণ) অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল—এই সাতটী পাতাল। কোন পাতালে কে থাকে ইত্যাদি বিবরণ শ্রীমদ্ ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আছে। সপ্তভূরাদয়ো লোকা পাতালানি চ সপ্ত বৈ। প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মেতানি ভুবনানি চতুর্দশ॥ শিবরহস্যতন্ত্র। ভূ আদি ৭ লোক ও ৭ পাতাল এই ১৪ লোকে বা ভুবনে এক ব্রহ্মাণ্ড হয়। এই কয়টি ব্রহ্মাণ্ড। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ১৪ ভুবন, এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও এক রুদ্র আছেন। অণ্ডানামীদৃশানান্তু কোট্যো জ্ঞেয়া সহস্রশ ইত্যাদি (লিঙ্গপুরাণ) পাদগম্যন্তু যৎ কিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি ধরণী ময়। (বিষ্ণুপুরাণ)। পাদগম্য যে ভূভাগ

তাহা ভূ। ভূ হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষ ভাগ ভুব। সূর্য্য হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত স্বলোক। ইত্যাদি বৃত্তান্ত বিষ্ণু ও স্কন্দপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ উক্ত আছে। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাত্মানমেব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ সএব তদভবৎ। তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম।" (বৃহদারণ্যক)। *হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে বিশ্বস্য জাত* পতিরেক আসীৎ" (ঋগবেদ)।—ব্রহ্ম অগ্রে (পূর্ব্ব সৃষ্টিতে) ছিলেন ব্রহ্ম নিজেকে জানিয়া ছিলেন—'আমি ব্রহ্ম' তাহাতেই তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে। এইরূপে ঋষিরা ও মনুষ্যও হইয়াছিলেন।—এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য সংস্কারের স্বভাবে এই জগৎ সৃষ্ট —ইহা বলা হইয়াছে। মনু সংহিতায়ও টীকাকার কুল্লুক বলেন যে তিনি পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যগর্ভ-রূপে পরমাত্মোপাসনা করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা—দুইটী পদের ক্লীব পুং নির্দ্দেশ বিশেষ বিবেচ্য। 'আসীদিদং তমোভূত অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং তস্মিন যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহ দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহম অর্দ্ধেন পুরুষো হ ভবৎ, *অর্দ্ধেন নারী তস্যা স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।" মনু প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন* — পূর্ব্বে সব অন্ধকারময় ছিল। প্রথম হইল জল সৃষ্টি। তা হাতে হিরণ্ময় অণ্ড ভাসিতে লাগিল। তাহার ভিতর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জন্মিলেন। স্বদেহ স্ত্রী পুরুষরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের প্রথম সৃষ্টি হইল বিরাট্। পরে দক্ষাদি প্রজাপতি মানসপুত্র ও মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইল।

ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ পরমাণু সকল উপাদান কারণ। সাংখ্য প্রকৃতিই মূল কারণ তাহা হইতে মহৎ মহৎ হইতে অহংকার তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র তাহা হইতে পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়াদি ক্রমে পঞ্চীকরণ ন্যায়ে জগৎ সৃষ্ট। বেদান্ত মতে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—এক ব্রহ্ম। যেমন মাকড়শা নিজ দেহ হইতে জাল প্রস্তুত করে সেইরূপ। 'যতো বা ইমানি ভূতানি

জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম।" মায়াকে লইয়া অনেক মতামত আছে। ইহা ব্রহ্মের এক বিশিষ্ট শক্তি। ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎ, অঘটন ঘটন পটীয়সী, কখনো ব্রহ্ম প্রকৃতি। 'প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।' (গীতা) 'ব্রহ্ম অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে বহু প্রজায়েয়' ইত্যাদি বাক্যে এক হইয়াও তিনি বহু প্রকাশ হন মায়া দ্বারা বা নাম রূপ জনিত অভিমান দ্বারা বহুরূপে প্রকটিত হন। মায়া অবিদ্যা দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মায়, অবিদ্যা নাশে মোক্ষ। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা)। তাহার কেন বহু হইবার প্রয়াস? উত্তর এই যে 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্ (ব্রহ্ম সূত্র)। বস্তুত যথার্থ সৃষ্টি নাই, তিনি যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন স্পন্দন করিতেছেন—এইরূপ মনে হয়। মায়ার দুই শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। তদ্বারাই এই ভ্রম সম্ভব হয়। "ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।' (গীতা)। স্বভাবই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়। স্বভাবই হইল অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি প্রধান বা অব্যক্ত। বীজ অগ্রে না বৃক্ষ অগ্রে—ইহার উত্তর নাই, ইহা অনাদি মায়া অনাদি। জীবরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যা মলিন, মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, যজ্ঞাদি ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা সে আবরণ সরাইতে হয়। মায়ার বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাকে যোগোক্ত উপায়ে স্থির করিতে হইবে। মায়া পরমাত্মার সহধর্মিণী, ইনি জগৎ প্রসবিনী, আমাদের জননী, তাহাকে ত্যাগ না করিয়া তাহাকে ধরিয়াই কাঁদিতে হয়। মার আদরেই বাপের আদর পাওয়া যায়। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ শুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। পাতঞ্জল। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে অশুদ্ধিক্ষয় বিবেক খ্যাতিই মনের চরম সীমা।

অন্তঃকরণে স্থিরতা আসিলে বস্তুর স্বরূপ অনুভূত হয়। সুষুপ্তি হইতে

উত্থিত ব্যক্তি আরাম বোধ করে, তাহার দেহ মন সতেজ হয়। সে বলে পরম সুখে ছিলাম। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ স্বরূপাবস্থান নহে। সমাধিতেই তাহা সম্ভব হয়। পাতঞ্জল বলেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ তদা দ্রষ্টু স্বরূপেণাবস্থানম্। আবরণ হইতেছে আচ্ছাদন। 'অজ্ঞানেনাবৃত জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব।' সেজন্য রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, দ্বিচন্দ্রাদি জ্ঞান সম্ভব হয়। 'আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধী। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চাণ্ডবিধানত॥" (রুদ্রযামল) কলৌ নামৈব কেবলম্।" - নাম ও নামী অভিন্ন, উহাদের অপূর্ব্ব সংযোগ আছে। মধুর স্বরে মধু বলিয়া ডাকিলে এক ফল হয় রূঢ় স্বরে ডাকিলে অন্য ফল হয়। সেজন্য মন্ত্রশক্তির শ্রেষ্ঠতা। মন্ত্রই শব্দশক্তি শব্দই ব্রহ্ম। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক উভয় শব্দেরই ক্রিয়া আছে। সিংহাদির ধ্বন্যাত্মক শব্দের ফল প্রত্যক্ষ। আবার ছন্দোময়ী বর্ণমালা নাদ ও স্ফোট সহ অস্থ ক্রিয়া করে। বৈখরী" শব্দ" মন্ত্র; ব্রহ্ম নিত্য পরা পশ্যন্তি মধ্যমা"—শব্দ ও নিত্য তাহা বৈখরী অবস্থায় নিত্য হইয়া প্রকাশিত হয়। এই জন্যই ঋষিরা মন্ত্রের দ্রষ্টা স্রষ্টা নহেন। (সংস্কৃত চিত্রা" নামক পুস্তকে তন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি বড় কঠিন ব্যাপার। তিনি দূরাৎ সুদূরে তদন্তিকে সদা জানানা হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ গুহায়াং নিহিত অচিন্ত্যমব্যক্তমরূপমব্যয়ম সর্ব্বতঃ পানিপাদ তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম সর্ব্বত শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসম সচ্চিদানন্দম সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ, ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম রসো বৈ সঃ অপানি পাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ তাঁহাতে হইয়াছে ইহা জানিতে পারি। তিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ধারণা আমরা কিরূপে করিব; তাঁহার করুণা ও অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র প্রার্থয়িতব্য —তাহা ছাড়া আর গতি নাই।

"কথং তরেয়ম ভবসিন্ধুমেতম
কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াব মা প্রভো!
স সার দুঃখক্ষতিমাবিধেহি॥

কিরূপ এই ভবসিন্ধুপার হইব, আমার কি গতি হইবে, কিই বা উপায় আছে কিছুই জানি না। হে প্রভো, কৃপা করিয়া রক্ষা কর ও সংসার দুঃখ ক্ষয় কর। সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরসঃ পরাস্য শক্তি-বিবিধৈব শ্রূয়তে, ইত্যাদি বাক্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ ব্রহ্মে। যে ধর্ম প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট কেবল সেই সব ধর্ম্মই পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ হ্রস্ব ও দীর্ঘ এক বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপ্রাকৃত অলৌকিক সেই ব্রহ্মে কোন বিরোধ নাই। যেমন কাগজে অঙ্কিত চিত্রে কোন স্থান উচ্চ বা নীচ দেখায়, কিন্তু প্রকৃত উচ্চতা নীচতা তথায় নাই, ব্রহ্মধর্ম্মেও বিরোধ কেবল আভাস মাত্র। ব্রহ্মের সকল ধর্ম্ম অপ্রাকৃত। ব্রহ্মের শক্তি অসংখ্য। প্রকৃতি ও এক শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকৃত হয়। সূর্য্যও সূর্য্যালোক অভিন্ন। শক্তি শক্তিমতো ভেদো বস্তু বোধায় কেবলম। অভেদো বস্তুতো নাস্ত্যেব দৃষ্টি-শক্তিঃ পৃথক্ ভবেৎ॥ ভেদ কল্পনা কেবল বস্তুবোধার্থ। প্রকৃতিরূপা শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন। প্রকৃতি আগন্তুকরূপ ব্রহ্ম অনাগন্তুক কারণ, (কার্য্য কারণ) প্রকৃতি ব্রহ্ম হইল ক্ষর ও অক্ষর। ইহা ছাড়াও একরূপ আছে তিনি পুরুষোত্তম বা শ্রীকৃষ্ণ।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—বলহীন হইবে না, ভীষণ দুর্য্যোগে অটল থাকিতে হইবে, তবেই ইষ্ট সিদ্ধি। যাহারা সারবান্ তাহারা স্বপ্রকৃতি ত্যাগ করে না।

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনঃ চন্দনং চারুগন্ধম
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদুচৈবেক্ষুকাণ্ডম্।

দগ্ধ দগ্ধ পুনরপি পুন কাঞ্চন কান্তবর্ণম্
ন প্রাণান্তে প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে সজ্জনানাম ॥

বার বারে ঘৃষ্ট হইলেও চন্দন সুগন্ধি হয় টুকরা ২ কাটিলেও ইক্ষুদণ্ড মিষ্ট থাকে বার বার দগ্ধ হইলেও স্বর্ণ উজ্জ্বলই হয় প্রাণান্তেও সজ্জনেরা প্রকৃতির বিকৃতি প্রাপ্ত হন না। এইজন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ জগতে এত দুর্লভ। উপনিষদে আছে —আত্মার জন্যই সকলে প্রিয় হয়, পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নহে স্ত্রী স্ত্রীর জন্য প্রিয় নহে সবই আত্মার জন্য প্রিয়। তিনি জগৎ ছাইয়া আছেন তাই জগ সুন্দর আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে প্রিয়তম কেহ নাই। পুত্রস্থ কামায় পুত্র প্রিয়ো ন ভবতি পত্যু কামায় পতি প্রিয়ো ন ভবতি ইত্যাদি।

সাধারণ ভাবে উপনিষদ বা বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে কিছু বলা হইল এখন ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিশেষ আলোচনা হইবে।

বেদান্ত দর্শন একত্বের অনুসন্ধান করে বিশেষের প্রতি দৃষ্টি করে না, সামান্যের বা সর্বব্যাপী বা সার্বভৌম বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত। এমন কি পদার্থ আছে যাহা জানিলে সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়—যেমন, এক মৃত্তিকাকে জানিলে *সমস্ত মৃৎজাত বস্তুই জানা যায়—ইহার জন্যই সে সচেষ্ট। বিশ্লেষণ করিতে* করিতে,উপনিষদের ঋষিরা প্রথমে আকাশ নামক পদার্থে পৌছিলেন। এই আকাশ সর্বব্যাপী সমস্তই আকাশ হইতে উৎপন্ন। আকাশের সঙ্গে প্রাণ *নামক শক্তির সাহায্যে জগতের উৎপত্তি হয়। কল্প প্রারম্ভে প্রাণ আকাশ* সমুদ্রে লুপ্ত থাকে। প্রাণের প্রভাবে আকাশের শক্তি জন্মায় ও তাহা হইতে ক্রমশঃ বিশ্ব উৎপন্ন হয়। সর্বপ্রকার গতি প্রাণের ও সর্বপ্রকার ভূত আকাশের বিকাশ মাত্র। কল্পান্তে সমুদয় দ্রব হইয়া যায় তাহা বাষ্পে পরিণত হয় ক্রমে তাহা তেজরূপ প্রাপ্ত হয় ও শেষে আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। আকর্ষণ বিকর্ষণাদি গতি ও প্রাণে লীন হয় এবং প্রাণ পুনরায় সুপ্ত হইয়া পড়ে—যতদিন না আবার নব কল্পারম্ভ হয়। এইরূপ অনাদি কল্প আসিতেছে ও যাইতেছে।

চিন্তাশক্তি হইতে আবার আকাশ ও প্রাণের উৎপত্তি। আদিতে মহৎ বা সর্বব্যাপী মন ছিল। প্রথম, ইন্দ্রিয় সাহায্যে মন বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির কাছে অর্পণ করে, বুদ্ধি সুন্দর করিয় উহা সাজায় ও বাহিরে প্রতিক্রিয়া প্রবাহ প্রেরণ করে। পরে অনুভূতি হয়। মন ও বুদ্ধি দ্বারা বাহিত হইয়া বিষয়ানুভূতি যাহার উপর স্থাপিত ও একত্রীভূত হয়—তাহাই আত্মা। মনের পশ্চাতে আত্মা আছে। সমষ্টি মনের পশ্চাতে যে আত্মা, তিনি ঈশ্বর। বাহিতে ইহা মানবাত্মা। আত্মা নিগুণ। শরীর ধ্বংস হইলে ইন্দ্রিয় মনে লয় হয়। মনপ্রাণে লয় হয়। প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে। আর আত্মা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর ধারণ করে ও তাহাতে সমুদয় সংস্কার লাগিয়া যায়। এই সংস্কারগুলি আত্মার গতি নিয়মিত করে। যাঁহারা অতি ধার্মিক, তাঁহারা সূর্যরশ্মি ধরিয়া সূর্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও বিদ্যুৎলোকে যান শেষে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সর্বশক্তিমত্তা লাভ করিয়া ঈশ্বরতুল্য হন। যাঁহারা সকাম ভাবে সৎকার্য করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে যান দেব শরীর লাভ করেন ও স্বর্গ সুখ ভোগ করেন। জ্ঞানী প্রথমে অর্চি, ক্রমে ক্রমে শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয় মাসে গমন করেন। তাহার পর বৎসরের পর সূর্যলোকে তাহা হইতে চন্দ্রলোকে, সেখান হইতে বিদ্যুৎলোকে যান। ইহার নাম দেবযান। যাহারা জ্ঞানী নহে শুধুই সাধু—তাঁহারা প্রথমে ধূমে গমন করেন পরে রাত্রি পরে কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ছয় মাস তৎপরে বৎসর হইতে পিতৃলোকে যান। পিতৃলোক হইতে আকাশে পরে চন্দ্রলোকে দেবতাদের খাদ্য হইয়া দেবজন্ম লাভ করেন। পুণ্যক্ষয় হইলে আবার পৃথিবীতে আসেন। ইহা পিতৃযান। তাহারা আকাশে, পরে বায়ু পরে ধূম পরে মেঘাদিরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পড়ে, পরে শস্যাদি হইয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও জন্ম গ্রহণ করে। কর্মানুসারে নানা জাতিতে জন্ম হয়। যাহারা দেবযান ও পিতৃযান—কোন পথে যাইতে পারে না, তাহারা বারবার জন্মায় ও মরে,—জগৎ কখনো শূন্য থাকে না।

বেদে স্বর্গের কথা আছে কিন্তু এই স্বর্গবাস নিত্য নহে। স্বর্গ হইতেও পতন হয়। সমুদ্র ও তরঙ্গের মধ্যে প্রভেদ কি? মাত্র নামরূপ। তরঙ্গ মিলাইয়া গেলে ত সমুদ্রই রয়। তরঙ্গের অস্তিত্ব সমুদ্রের উপর নির্ভর করে সমুদ্রের অস্তিত্ব তরঙ্গের উপর করে না। এই নামরূপই মায়া। এই মায়াই একজনকে অপর হইতে পৃথক করে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। নামরূপের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার মায়া অসৎ এ কথাও বলা যায় না। কারণ মায়াই এই সকল ভেদ জন্মাইতেছে। ইউরোপীয় দার্শনিক ইহাকে দেশ কাল নিমিত্ত বলেন। এক অনন্ত সত্তা হইতে এই মায়া বিভিন্ন রূপ জগৎ-সত্তা দেখাইতেছে। ব্রহ্ম এই জগৎ এক অখণ্ড স্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণাম প্রাপ্ত হয়—আত্মা নহে। জন্ম মৃত্যু—প্রকৃতিতে আত্মাতে নহে॥ আমরা অজ্ঞ বলিয়া মনে করি যে জন্মাইতেছি মরিতেছি যেমন মনে করি—সূর্য্য ঘুরিতেছে, পৃথিবী নহে। স্বর্গাদি সব মানব কল্পিত। সবই রূপক। মানব জীবনও তাই। জীবন্ত ঈশ্বর ও মৃত ঈশ্বর—কোন্‌টি সত্য? যে ঈশ্বরকে দেখিতে জানিতে পারি না অথবা যে ঈশ্বরকে দেখিতে জানিতে পারি—কোন্‌টী ভাল? নির্গুণ ঈশ্বর একটি তত্ত্ব মাত্র, সগুণ ঈশ্বর মানব বিশেষ মাত্র। সগুণ নির্গুণেরই অন্তর্গত। একই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় এবং তদতিরিক্ত অগ্নিও আছে। নির্গুণও সেইরূপ। যখন তুমি বল—আমি আছি, তখনই তুমি আত্মাকে জানিতেছ সত্তাকে অনুভব করিতেছ। যাঁহাকে তুমি খুঁজিছ, তিনি জগতে বিরাজিত—চক্ষুমান্ হইয়া দেখ। তিনি যদি না থাকিতেন তবে সূর্য্যকেও আমরা দেখিতে পাইতাম না। আত্মাকে সরাইয়া লও সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে আত্মার ভিতর দিয়াই সকল জ্ঞান আসে। আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। আমাদের আত্মাই ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। হৃদয়ের দ্বারাই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়—বুদ্ধি দ্বারা নহে।

দেশ কাল নিমিত্তের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কাল আমাদের মনের

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতেছে।* স্বপ্নে কখনও মনে হয়—যেন আমি বহু বহু বর্ষ বাঁচিয়া আছি, আবার এক মুহূর্ত মধ্যে কত মাস অতীত হইল মনে হয়। কালের জ্ঞান সময় সময় থাকে না, সময় সময় আসে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। শুদ্ধ দেশ বা শুদ্ধ কাল কি—তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। দুই তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশই জানা যায়। কালের সম্বন্ধেও একটি পূর্ববর্ত্তী ঘটনা ও একটি পরবর্ত্তী ঘটনা লইতে হয়। ঐ দুইটী যোগ করিলেই কাল-জ্ঞান হয়। দেশ—বস্তু দুই তিনটি বস্তুর উপর, এবং কাল—দুইটী ঘটনার উপর নির্ভর করে। নিমিত্ত বা কার্য্য কারণ ভাব—ইহার ধারণা দেশ কালের উপর নির্ভর করে। দেশ কাল নিমিত্তই মায়া। উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। তরঙ্গ সমুদ্রের সহিত অভিন্ন হইলেও তরঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। নাম রূপই তরঙ্গকে পৃথক করে। নাম অর্থে, সেই বস্তু বিষয়ে মনের একটি ধারণা, এবং রূপ অর্থে আকার। দেশ কাল নিমিত্তের পশ্চাতে একটি অপরিণামী বস্তু আছে। সেইটি হইল কায়া, ইহারা ছায়া মাত্র। এক অন্তর্নিহিত গূঢ় শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আর বহিস্থ ঘটনাবলি উহাকে বাধা দিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। প্রকৃতি অনন্তেরই সীমাবদ্ধ ভাব। এমন এক সময় আসিবে যখন আমরা প্রকৃতিকে জয় করিতে পারিব। জয় করিবার উপায় বাহিরে নাই, আপনার ভিতরে রহিয়াছে। অশুভ ও দুঃখ দূর করিতে হইলে নিজের ভিতরেই খোঁজ করিতে হইবে—বাহিরের শত চেষ্টায়ও দূর হইবে না। আত্মা স্বপ্রকাশ। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। আত্মার

* একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ভাগবতের এই উক্তিটীর যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। প্রকৃতেগুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি। চেষ্টা যত স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিত ॥ ৩।২৬।১৭। হে মনুপুত্রি। প্রকৃতির বিশেষ—রহিত গুণসাম্যের চেষ্টা যাহা হইতে আরব্ধ হয় তিনি ভগবান্ কাল নামে অভিহিত হন।

অস্তিত্ব আছে বলা ঠিক নহে। আত্মাই সুখ স্বরূপ। সৎ চিৎ আনন্দ আত্মার ধর্ম্ম নহে—উহারা আত্মার স্বরূপ। মনের প্রকাশে দেহের প্রকাশ। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে কোন বস্তুই দেখা যায় না। সব ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই ঐরূপ। মন স্বপ্রকাশ নহে, আত্মাই স্বপ্রকাশ। যাহা স্বপ্রকাশ অপর বস্তুর নিরপেক্ষ তাহা কখনও শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় না। সর্ব্বদাই উহার অস্তিত্ব আছে ছিল ও থাকিবে। আত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে পূর্ণ বিকাশ করিতে সচেষ্ট।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদম্বিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমা প্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ (কঠ)

যিনি এখানে তিনিই সেখানে যিনি সেখানে তিনিই এখানে। যিনি এখানে নানা রূপ দেখেন তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। স্বর্গের জন্য স্পৃহা—বেদান্তে নাই। এখানে অন্য প্রকার জিজ্ঞাসার কথা আছে। তাহা আত্ম জিজ্ঞাসা। দুঃখবাদ ব সুখবাদই সর্ব্বপ্রধান কথা নহে। ইহারা একই বস্তুর বিভিন্নরূপ কখনও ভাল রূপে কখনও মন্দ রূপে প্রতিভাত হয়। বিভিন্নতা—প্রকার গত নহে পরিমাণ গত মাত্রার তারতম্যে। একই বস্তু কাহারও সুখ কাহারও বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু এক সময় সুখ জন্মায় অন্য সময় দুঃখ জন্মায়।

প্রতিকূল বেদনীয় দুঃখম অনুকূল বেদনীয় সুখম। যাহা প্রতিকূল বা অনুকূল ভাবে অনুভব যোগ্য হয় তাহাই দুঃখ বা সুখ। বাধা লক্ষণ দুঃখম। বাধাযুক্ত শক্তিই দুঃখ আপনাকে বাধাগ্রস্ত অনুভব করার নাম দুঃখ পাওয়া। দুঃখ একটা অতিরিক্ত পদার্থ নহে উহা আত্মারই বাধিত অবস্থা। দুঃখের পূর্ব্বাবস্থাতে আমাদের আজন্ম পরিচিত যে "আমির" জ্ঞান ছিল তাহা গ্রাহ্য করি নাই, এখন দুঃখাবস্থায় আত্মার অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য সেই পুরাতন অনুভূতিটা গ্রাহ্য করিলাম মাত্র। এইরূপ আত্মার অবাধিত অনর্গল অবিরোধ ভাবাপন্ন অবস্থাই সুখ। সুখ বলিয়া কোন গুণ বা শক্তি বাহির হইতে আসে

না। আত্মার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অবাধিত অবস্থা হইলেই আমার সুখ হইল বলা হয়। সুখ ও আত্মা—কথা দুটী ভিন্ন হইলেও উভয়ের বস্তুত কোন পার্থক্য নাই, দুইটী এক বস্তু, আত্মা স্বয়ই সুখ। আত্মার একটা চিরন্তন প্রসুপ্ত অবস্থা গুপ্ত ছিল এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই, এখন উহা জাগিয়া উঠিল। যদি সুখ দুঃখ বাহিরের বস্তু হইত তবে সকল প্রকার বস্তুর দ্বারা সকলের সমান ভাবে সুখ দুঃখ জন্মাইত এবং তাহা চিরস্থায়ী হইত, কোন বস্তুতে কিছুকাল সুখ দুঃখ জন্মিয়া উহা পুরাতন হইয়া যাইত না। আত্মার বাধিত অবস্থা দূর হইলে দুঃখ থাকে না অবাধিত অবস্থা দূর হইলে সুখও থাকে না। সুখ দুঃখ আত্মার গুণও নহে, কারণ তাহা হইলে আত্মার ন্যায় উহারাও নিত্য হইত। দুঃখ অনেক প্রকার আধিভৌতিকাদি দুঃখের উপর আমাদের কোন হাত নাই। আবার অনেক দুঃখ আমরা কল্পনা করিয়া বৃথা ভোগ করি। তুমি জ্যোতি স্বরূপ পূর্ব্ব হইতেই নিজ চক্ষুতে হাত দিয়াছ বলিয়া অন্ধকার দেখিতেছ, হাত সরাও, আলো দেখিবে। শরীর মন প্রভৃতি জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই অনন্ত নহে। অনন্তকে জানিতে হইলে অনন্তেরই সন্ধান লইতে হইবে। এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাই অনন্ত, তাহা তোমার বা আমার যাহারই হোক না কেন। মন্দও ত্যাগ কর, ভালও ত্যাগ কর, এই ভাল মন্দের পশ্চাতে যাহা আছে তাহা বাস্তবিক আমি ও তুমি, তাহা সব শুভাশুভের বাহিরে। আপাতত তাহা শুভাশুভরূপে প্রতীত হয়। শক্তি একই, বহুরূপে প্রতিভাত হয়। কঠোপনিষদে ৫ম বল্লীতে ইহা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। "হংস শুচিষদ্ "ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয় আত্মাই সূর্য্য বায় অগ্নি, সোম,—আত্মাই সমস্ত দেবতা যজ্ঞ। তিনি সত্য ও মহান্। "অগ্নির্যথৈকো ভুবন প্রবিষ্টো রূপং রূপং "ইত্যাদি "বায়ুর্যথৈকো ভুবন প্রবিষ্টো "ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয় যেমন একই অগ্নি বা বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনি এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে সেই সেই বস্তুর রূপ ধারণ করেন এবং

সেই সেই বস্তু সমূহের বাহিরেও আছেন। তিনি দুঃখানুভব করেন না। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয় যে সর্ব্বলোক চক্ষু স্বরূপ সূর্য্য যেমন বাহ্য অশুচি বস্তুর দ্বারা লিপ্ত হন না, তেমনি আত্মা লোক দুঃখে লিপ্ত হন না কারণ তিনি জগৎ হইতেও বাহিরে। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয় যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য তিনি চেতনদিগের মধ্যে চেতন যিনি একাকী অনেকের কাম্য বিধান করেন তাঁহাকে যে জ্ঞানীরা দর্শন করেন তাহাদেরই শান্তি নিত্য অপরের নহে।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম " ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয় সূর্য্য চন্দ্রাদি সেখানে প্রকাশিত নহে আত্মার দীপ্তিতেই সমস্ত প্রদীপ্ত। "ঊর্দ্ধমূলমবাক্ শাখম" শ্লোকে বলা হয় তিনি চিরন্তন অশ্বত্থ বৃক্ষ তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃত। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সকলেই আছে। কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য নথা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয়, ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় নহে। যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই অমর হন। যে সকল কামনা জীবকে আশ্রয় করে সে সব যখন বিনষ্ট হয় তখন মর্ত্ত্য অমর হয় ও হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয় এই হইল উপদেশ।

জগৎ যে দুঃখ পূর্ণ তাহা সকলেই স্বীকার করেন। প্রতিকারের উপায় কি? জগৎকে বিসর্জ্জন করা নহে, বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে আপনাকে শুকাইয়া মারা নহে। শাস্ত্র বলেন ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম" জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে এইরূপ সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন দ্বারাই দুঃখ নিবৃত্তি হয় আমাদিগকে অসুখী করে কেবল বাসনা। বাসনা দ্বারা অভাব জ্ঞান হয় অভাব পূর্ণ না হইলে দুঃখ আসে। যে নিকৃষ্টভাবে বাসনায় মগ্ন আর যে আপনাকে শুকাইয়া মারিতেছে, উভয়েই পথ ভ্রষ্ট। এই বাসনাগুলিকে ঈশ্বর ভাবে ভাবিত করিয়া ফলে সুফল প্রসব করে।

আত্মান রথিন বিদ্ধি শরীর রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথি বিদ্ধি মন প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুবিষয়া স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণ॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মন প্রগ্রহবান্ নর।
সোঽধ্বন পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণো পর পদম॥

(কঠ—১।৩।৩)

আত্মাকে রথী শরীরকে রথ বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলিয়া নিবে। জ্ঞানী ইন্দ্রিয় সমূহকে অশ্ব, রূপাদি বিষয়কে বিচরণ পথ এবং ইন্দ্রিয় নাযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া জানেন। বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, মন হার সংযম রজ্জু তিনি পথের শেষ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

কামান য কাময়তে মন্যমান
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্ত কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামা॥ (মুণ্ডক ৩।২।২)

-যিনি ভোগ কামনা করেন, তিনি সেই সেই কামনা-বলে দেহরূপ জন্ম লাভ রেন। যিনি পূর্ণকাম কৃতকৃত্য, তাঁহার সমস্ত কামনা এই জন্মেই বিলীন য়।

জ্ঞানীর ধারণা এই যে, আমি সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত আমার কর্তৃত্ব নাই, রব্ধানুসারে আমার লৌকিক, শাস্ত্রীয় বা অন্য যে কোন কর্ম ঘটে ঘটুক।

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়োঽপ্যন্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধ প্রবর্ত্ততাম॥ (পঞ্চদশী)

বাগ্মিতা, মেধা বা স্বাধ্যায় দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। এই আত্মা যাহার প্রতি প্রসন্ন হন সেই আত্মাকে জানিতে পারে। জানিলে আর শোক মোহ

থাকে না। যাহাদের হৃদয় মন ও কার্য্য পবিত্র ও সংযম তাহারাই জানিবার অধিকারী। জানিবার পথ অতি দুর্গম শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়। যাহাদের ভোগ বাসনা শেষ হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষেই এই পথ। প্রথমে ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হইবে যতদূর দৌড় দৌড়িতে হইবে। যখন দৌড় শেষ হইবে তখনি দৃষ্টি এই দিকে আসিবে। সমুদয় জীবনটি কেবল তৃষ্ণার্ত্ত যাচকের অবস্থা। ইহার তৃপ্তি নাই শেষ নাই, এইটুকু বুঝিলেই এই পথের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বুদ্ধদেব বাদ হইতে একেশ্বর বাদ, পরে উপনিষদে তাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সগুণ ধারণা মুছিয়া নিগুর্ণ ধারণায় যাওয়া। ঈশ্বর তখন শাসন কর্ত্তারূপ এক ব্যক্তি থাকেন না তিনি তখন ভাব মাত্র এক পরম তত্ত্ব। সকলের ভিতর সমুদয় জগতের ভিতর সেই তত্ত্বই বিরাজিত। আর মানুষের সগুণত্ব ক্রমে উড়িয়া যাইয়া নিগুণত্বে পরিণতি। মানুষও একটি তত্ত্বমাত্রে তখন পরিণত হয়। সগুণ ব্যক্তি তখন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। শেষে দুইটি ধারা আসিয়া একত্র মিলিত হয় এই মহা বাক্যে—"তত্ত্বমসি।"

শুদ্ধাদ্বৈত

শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যের বিষয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। সে সব বাদ দিয়া যাহা সঠিক জানা যায় তাহা উক্ত হইতেছে। চোরাশী বৈঠকী চরিত্র গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইনি পুরুষোত্তমের আধিদৈবিক রূপ অগ্নি তাঁহার স্বরূপ। ইনি গোপালের প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। ইহার পিতা লক্ষণ ভট্ট। পঞ্চম বৎসরে ইঁহার উপনয়ন হয়। ছয় বৎসরে পিতৃহীন হন। পনর বৎসরে মাতার আজ্ঞা লইয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেবপুরী হাঁটিয়া নদী পার হইতে পারিতেন তিনি বিদ্যানগরে (বিজয় নগরে) স্বমাতুলের গৃহে আসেন। সেখানে রাজার সভাতে নানাজাতীয় পণ্ডিতদিগকে

তর্কে পরাজিত করেন। সভায় মায়াবাদী নানক পন্থী, কবীর পন্থী, বৌদ্ধ ও জৈন সাধুরা ছিলেন এবং রামানুজ, নিম্বার্ক, কাশ্মীরী ও মাধ্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও ছিলেন। মাধ্ব সম্প্রদায়ের বৃন্দাচার্য্য ব্যাস তীর্থ এবং বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়ের শ্রীবিল্বমঙ্গল তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। শেষে বিল্বমঙ্গল তাঁহাকে বিষ্ণুস্বামী মত গ্রহণ করান। গোবর্দ্ধননাথ শ্রীবালগোপাল বহুদিন অপ্রকট ছিলেন ম্লেচ্ছ অত্যাচার ভয়ে গোবর্দ্ধনগিরি হইতে তাঁহাকে কোন কুঞ্জে লুকাইয়া রাখা হয়। "শৈল উপর হইতে আনা কুঞ্জে লুকাইয়া। ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥" (চৈতন্য চরিতামৃত চতুর্থ অধ্যায়) মাধবেন্দ্রপুরী স্বপ্নে আদেশ পাইয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরী মহাশয় পরে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে শিষ্য করেন এবং রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হন। তথায় তাঁহার সমাধি আছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তাঁহার পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ—গোপালজীর সেবা করিতে থাকেন। পরে সেবার সম্পূর্ণ ভার পুত্রের উপর পড়ে। 1457 শকে তাঁহার জন্ম ও শ্রীচৈতন্যের জন্ম 1400 শকে। দুইচার বার উভয়ের মিলন হইয়াছিল। 1436 শকে শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে আসিলে সেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্য কর্ত্তৃক তিনি বিচারে পরাজিত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট বালগোপাল মন্ত্রের দীক্ষা লন ও পরে পুষ্টি মার্গের প্রবর্ত্তন করেন। মাধ্ব সম্প্রদায়ের মূল মঠ হইল উডীপিতে স্থিত উত্তরাদি মঠ। রাধা সহ কৃষ্ণের উপাসনা মাধবেন্দ্র পুরীই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। আচার্য্যজী ভাণ্ডীরবনে কিছুদিন ছিলেন। এখানে তিনি সাত দিনে ভাগবতের পারায়ণ করেন। এখানে ব্যাস তীর্থ স্বামীকে নিজের শিষ্য করিয়া যান। আচার্য্যজী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবাদ এই যে উহাতে রাধিকার নিজ স্বাক্ষর ছিল। তিনি চৈতন্যদেবকে ঐ গ্রন্থ দান করেন। কিন্তু উহা অধুনা লুপ্ত। উদয়পুরের নিকট নাথদ্বারে তাঁহার প্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করাচার্য্যের

প্রচারিত দর্শনশাস্ত্রের ফলে বৌদ্ধ মত অন্তর্হিত হয় ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু অবৈদিক বৌদ্ধমতের প্রবল বন্যায় যখন ভারত প্লাবিত তখন সেই সুদারুণ সংরে আবির্ভূত হওয়ায় শঙ্করাচার্য্যের ক্ষুরধার বুদ্ধিও কাল ধর্মের প্রভাবে কথঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শুদ্ধাদ্বৈত-প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য আবির্ভূত হন। তাঁহার মত সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু বর্ণিত হইতেছে।

সকলেই জগৎকে অসৎ বা মিথ্যা বলেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে" নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতেসত"—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই—যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত —তৎবিনা নানা পদার্থ নাই। ব্রহ্মই মায়াবশতঃ নানা দৃষ্ট হন। অসৎ বস্তুর জগতের অস্তিত্ব বা ভাব নাই সদ্‌বস্তুরও (আত্মার) অভাব নাই—ইহাই উক্ত হয়। যেহেতু জগতের আদি ও অন্ত আছে সেইজন্য জগৎ অসৎ—ইহারা বলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ব্রহ্মই জগতের উপাদান সমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। ইহার প্রমাণ যথা—স বৈ সর্ব্বমিদং জগৎ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং ত্বয্যগ্র আসীৎ অরি মধ্য আসীৎ ইত্যাদি। ব্রহ্ম নিত্য সত্য বলিয়া জগৎকেও সত্য বলিতে হয়। কারণ গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়। ঘটের নাশ প্রত্যক্ষ হইলেও বাস্তবিক উহার নাশ নাই। অত্যন্তাভাব হইলে কিছুতেই ঘট আর হইতে পারিত না। শতাধিক চেষ্টা সত্ত্বেও কেহ আকাশকুসুম ফুটাইতে পারে না। কারণ উহা অলীক। উহার অত্যন্তাভাব হেতু উহার উৎপাদন অসম্ভব। "সর্ব্বং সর্ব্বময়"। সব বস্তু সর্ব্বময়। ঘট নষ্ট হইলেও হয় তৃণ রূপে—না হয় ভূতল রূপে—কোন না কোন রূপে থাকে। অত্যন্তাভাব হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না। এই নিয়ম জগতের পক্ষেও খাটে। দেখিতে পাই না বলিয়া তাহা নাই—মনে করা ভুল। না দেখার কারণ অনেক আছে,—অতি দূরাৎ সামীপ্যাৎ, ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ, মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ, সমানাভিহারাচ্চ॥ —ইত্যাদি সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে। এক আপত্তি হয় এই যে—সব বস্তু যদি সর্ব্বময় তবে ঘট

হইতে পট হয় না কেন ? ইহার কারণ ভগবান্ তাঁহার লীলা হইতে পৃথক পৃথক বস্তুতে বিশেষ বিশেষ শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মের ঐ উভয়বিধ কার্য্য জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব (জন্ম ও নাশ) নামে কথিত।

তদেতদক্ষর নিত্য জগন্মুনি বরাখিলম্।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম-নাশ বিকল্পবৎ॥

হে মুনিবর। এই নিখিল জগৎ অক্ষর ও সত্য, এর আবির্ভাব ও তিরোভাব রূপ জন্ম নাশ বিশিষ্ট।

পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তনে পৃথক্ পদার্থের উৎপত্তি হয় না নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হইলে পৃথক হইয়া যায় না। যাবতীয় পদার্থ যুক্ত এই জগৎ সত্য। গীতার শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই—যাহা অসৎ পদার্থ, তাহার ভাব বা অস্তিত্ব নাই, যেমন খ পুষ্প। এব যাহা সৎ বা সত্য, তাহার অভাব বা নাশ নাই, যেমন ব্রহ্মাত্মক জগত।

ইহাদের মতে সৎ, চিৎ, আনন্দ ছাড়াও নাম এবং রূপও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম পঞ্চক কর্ত্তৃক সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত। ইহার মধ্যে নামরূপ আগন্তুক ও আরোপিত বলিয়া কার্য্য এবং সচ্চিদানন্দ অনাগন্তুক বলিয়া কারণ। যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজত জ্ঞান অসত্য—জগৎকে জগৎ বলিয়া জ্ঞান সেইরূপ অসত্য নয়। জগৎ যে ব্রহ্মের অংশ তাহা মায়া বশতঃই আমরা বুঝিতে পারি না। একটি অঙ্কুরের মধ্যে লীন। অব্যাকৃত জগৎ ব্রহ্মে লীন। কার্য্য কারণেই প্রচ্ছন্ন থাকে, অসত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। "একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ, তদৈক্ষত বহু স্যাম প্রজায়েয়—"ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে বলা হয় যে এক ব্রহ্মই স্বেচ্ছায় নানা প্রকারে জগৎ রূপ ধারণ করেন। জগৎকে ব্রহ্মরূপে জানিতে না পারিবার কারণ—মায়া আসিয়া বাধা দেয়। ব্রহ্মজ্ঞ সবই ব্রহ্মময় দেখেন। ভাগবতে মায়ার লক্ষণ এই—

— ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥

—ইহার অর্থ এই যে বিষয় বা ভূতি যাহা কিছু প্রতীত হয় তাহা আত্মার (অন্যথা প্রতীতি হেতু করা) মায়া বলিয়া জানিবে এবং আত্মার (ভগবদ্ রূপ বিষয়ে) যে সদর্থ প্রতীত হয় না তাহাও ভগবানের (আচ্ছাদিকা) মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস (জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব) ও যেমন তমঃ বা অন্ধকার। প্রতিবিম্ব সদবস্তু না হইলেও যে প্রতীতি হয় তাহা মায়িক বা মিথ্যা। সূর্য্য কিরণের অভাবকে অন্ধকার বলিয়া মনে হয় সেই তমও মায়িক পদার্থ মায়া কখনও বিষয়তারূপ ধর্ম্মের, কোথাও বা বিষয়তারূপ ধর্ম্মীর ভ্রান উৎপাদন করে। ঘুরিবার সময় বৃক্ষগণকে ভ্রাম্যমাণ বোধ হয়— ইহা বিষয়তা ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত। সূর্য্যকিরণের অভাবকে পূর্ব্বস্বার বশে যে অন্ধকার বলিয়া মনে হয় ইহা বিষয়তা ধর্ম্মীর নিদর্শন। বিপরীত দর্শনের জন্য মানব ঠিক দেখিতে পায় না। সে জন্য তিন শ্রেণীর অধিকারীর কথা উক্ত হয়। প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানী সব ব্রহ্মময় দেখেন, দ্বিতীয় মুমুক্ষু যাঁহারা তাঁহাদের সম্যক্ দৃষ্টি না খুলিলেও কিছু কিছু সত্য উপলব্ধি করেন, এবং তৃতীয় অধম শ্রেণীরা মায়াবশতঃ নিরবচ্ছিন্ন আধারে ঘুরিয়া বেড়ায়—ব্রহ্মদর্শন ঘটে না।

বৈষ্ণবগণ ভাগবতের এই শ্লোকটীর অর্থ এ রূপ করেন যথা—পরম পুরুষার্থভূত সত্য বস্তু আত্মা ব্যতীত যাহা প্রতীত হয় আত্মার অশ্রয় ব্যতীত যাহার স্বত প্রতীতি হয় না তাহাকে আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে। ঐ মায়ার স্বরূপ আভাস ও অন্ধকার সদৃশ। আভাস স্থানীয় মায়ার নাম জীব মায়া এবং অন্ধকার স্থানীয় মায়ার নাম গুণ মায়া। জ্যোতির্বিম্বের স্বীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহিত প্রদেশে কথঞ্চিৎ উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবির নাম আভাস। উহা যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরে প্রকাশ পায় জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত উহার প্রতীতি হয় না, সেইরূপ জীব মায়া আত্মার বাহিরেই প্রকাশ পায় ও আত্মা ব্যতীত তাহার

প্রতীতি হয় না। অন্ধকার যেমন জ্যোতি প্রকাশের অন্তত্র প্রতীত হয় ও জ্যোতি বিশিষ্ট চক্ষু ব্যতীত তাহার স্বত প্রতীতি হয় না, সেইরূপ গুণ মায়া আত্মা হইতে অন্তত্র প্রতীত হয় ও আত্মাশ্রয় ব্যতীত তাহার স্বত প্রতীতি হয় না।

শ্রীভগবানের লীলা প্রধানত ত্রিবিধ। নিত্য লীলা, সৃষ্টি লীলা ও সংসার লীলা। নিত্য ধামের নিত্য ক্রিয়ার নাম নিত্য লীলা; বিশ্বোৎপাদন ক্রিয়ার নাম সৃষ্টি লীলা এবং জন্মাদি মোক্ষান্ত ক্রিয়ার নাম সংসার লীলা। তন্মধ্যে সংসার লীলা সামর্থ্যের নাম জীবশক্তি, সৃষ্টি লীলা সামর্থ্যের নাম মায়াশক্তি এবং নিত্যলীলা সামর্থ্যের নাম স্বরূপ শক্তি।

বুদ্ধির বৃত্তি বহু। বৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে ভাবেরও পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভাবের পরিবর্তনে পদার্থ বদলায় না, একই থাকে।

সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয় স্মৃতিরেব চ।

স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণ বৃত্তিত পৃথক্‌॥—ভাগবত।

সন্দেহ, বিপরীত দর্শন, নিশ্চয়, স্মৃতি ও নিদ্রা—বৃত্তির হেতু বলিয়া ইহারা বুদ্ধির লক্ষণ। বৃত্তি সকল সত্ত্ব, রজ তম —অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সদা পরিবর্তিত হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইলে প্রথমত বিষয়ের সামান্য জ্ঞান হয়। বৃত্তিতে সত্ত্ব গুণের আবেশ থাকিলে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়। রজোগুণের আবেশ থাকিলে সংশয়াত্মক জ্ঞান এবং তমোগুণের জন্য বিপরীত জ্ঞান হয়।

আস্তিক দর্শনে চারিটী মত প্রসিদ্ধ যথা—আরম্ভবাদ, প্রধানবাদ, বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ। আরম্ভবাদে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ ব্যোমের সূক্ষ্ম পরমাণুসকল আকাশে ব্যাপ্ত, ঈশ্বরকৃত ক্রিয়াবশত উহারা পরস্পর মিলিয়া দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি করে ও সৃষ্টির আরম্ভ হয়। ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ায় উহারা আবার বিচ্ছিন্ন হইলে প্রলয় হয়। পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌ আত্মা ও মন—ইহারা নিত্য পদার্থ। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। পরমাণু উপাদান কারণ। জগৎ সত্য। ঈশ্বর ও জীবে দ্বৈত বর্তমান।

প্রধান বা প্রকৃতিবাদ।—এই মতে প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি; পুরুষ নানা, প্রকৃতি শক্তি তত্ত্বাদি বহু বিষয় আছে। প্রকৃতি পুরুষের অন্তর জানিতে পারিলে মোক্ষ। অসৎ হইতে সৎ বস্তুর উদ্ভব হয় না।

বিবর্ত্তবাদ।—অদ্বৈতবাদীরা এই মতাবলম্বী। ত্রিগুণ ব্রহ্ম অনাদি মায়ার শক্তি সম্বন্ধ হওয়ায় জগৎরূপ বিবর্ত্ত প্রাপ্ত হন। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেইরূপ অজ্ঞানতা বশে ভ্রান্ত জগৎ বলিয়া ভ্রম জন্মে, বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া কিছু নাই। অনাদি সান্ত মায়াই জগতের উপাদান কারণ।

পরিণামবাদ। ইঁহারা বলেন জগৎ ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম। তত্ত্বের অন্যথা ভবন বিকার আর অন্যথা-ভাব না হওয়া বিবর্ত্ত। এইরূপে পরিণাম দুই প্রকারে হয়। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে বিকার হয় কারণ দধিকে আর দুগ্ধে পরিণত করা যায় না। বলয় গলিয়া গেলে সুবর্ণই থাকে—ঘট চূর্ণ হইলেও সেই মাটী দিয়া আবার ঘট করা যায়। একটীতে বিকৃতি হইয়া গেলেও পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে অন্যটীতে তাহা থাকে না। বিকৃতি না ঘটিয়া যে তত্ত্বের পরিণাম তাহা হইল অবিকৃত পরিণাম। জগৎ ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম, ইহারা বলেন। স্বীয় বহু ভবন শক্তি বশে ব্রহ্ম জড় ও চৈতন্যরূপে জগদ্রূপ অবিকৃত পরিণাম প্রাপ্ত হন। মৃত্তিকাদি কার্য্যাবস্থায় যেরূপ কারণাবস্থায় ও সেইরূপ, কোন অবস্থায় ইহাদের তত্ত্বের বা স্বরূপের অন্যথা হয় না। ঘটাদিরূপে যে মৃত্তিকাদির অবস্থান্তর, ইহা বিকৃতি বা ভেদ নহে। পট ভাঁজ করা অবস্থায় বা বিস্তৃত অবস্থায় সেই একই বস্ত্রপট। ব্রহ্মের এই জগদ্‌রূপ প্রাপ্তিও অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। ইঁহারা বলেন যে জগৎ ও সংসার একার্থ বাচক নহে। ভগবানের অবিকৃত পরিণামই হইল এই জগৎ; ইহা সত্য ও নিত্য। সংসার অবিদ্যাকৃত অহং বা মমতার আধার, জীবের জন্মমরণাদি দুঃখের আবাস। জগৎ দর্শনে জীবের আমি ও আমার বলিয়া যে প্রতীতি হয় ইহাই সংসার। এই প্রতীতি ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার জ্ঞান জন্মে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রম হইলেও জন্মায় তেমনি সংসার

প্রতীতিও ভ্রম হইলেও বুদ্ধির বিষয় হয়। "ইন্দ্রো মায়াভি" শ্রুতিতে ইঁহাদের এই মত যে, পরমাত্মা ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল অবলম্বন করিলে বহুরূপ দৃষ্ট হন। সেইরূপ জ্ঞানই মায়িক, পদার্থ মায়িক নহে। মায়াবাদীরা উহার অর্থ করেন যে অধিষ্ঠান কারণ ব্রহ্মই অজ্ঞানতা বশতঃ বহুরূপ দৃষ্ট হন। ইহাতে মায়াভি এই বহুবচনটী অনর্থক হয়। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি সকল মায়িক জ্ঞান, মিথ্যা ও তদ্বারা গৃহীত ভেদজ্ঞান ও মিথ্যা। ইহাতে ইহা বুঝায় না যে ভেদ জ্ঞান যখন মিথ্যা, তখন তদ্বারা গৃহীত বিষয় ও মিথ্যা। চশমা দিয়া অক্ষর দেখিলে অক্ষরগুলি স্থূল দেখায়, এজন্য কি বলিব যে অক্ষর স্থূল? তাহা হইলে চশমা ব্যতীত অক্ষরগুলি স্থূল দেখাইত—তাহাও হয় না। চশমাধারীর দৃষ্টিই ভ্রমসংকুল, মায়িক। যে কাল মায়িক তাহার বিষয়ভূত বস্তুও মায়িক—একথা বলা হঠকারিতা। আরও মায়াবাদের ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত তাঁহারা "তদনন্যত্ব মারম্ভণ শব্দাদিভ্য" এই ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা জগদ্রূপ কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। বরং এই সূত্র দ্বারা জগতের সত্যত্বই স্পষ্টত প্রমাণিত হয়। কারণ ইঁহা দ্বারা কারণ ও কার্য্যের অনন্যত্ব বা অভেদত্বই সূচিত হইতেছে। মিথ্যা ও সত্যে যখন অনন্য জ্ঞান হয় না, তেজস্তিমিরে অনন্য জ্ঞান বলা প্রলাপ। সত্যই সত্যের সহিত অনন্য হইতে পারে। ব্রহ্ম কার্য্য জগৎ সত্য ও তৎ কারণ ব্রহ্ম ও সত্য উভয়ের অনন্যত্ব বলাই সূত্রকারের উদ্দেশ্য।

যে শ্রুতিটীর উপর মায়াবাদীরা নির্ভর করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলিতে চাহেন তাহা এই —

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎ পিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময় বিজ্ঞাতং স্যাদ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয় মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"। হে সৌম্য যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমস্ত মৃন্ময় (ঘটাদি) জ্ঞাত হওয়া যায় সেইরূপ এক হইতে সমগ্রের জ্ঞান হয়। মৃত্তিকা অবস্থান্তর পাইলে ও নষ্ট হয় না—এটী স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছেন "বাচারম্ভণ" ইত্যাদি। মৃত্তিকার বিকার (ঘটশরাবাদি) যে

করিবেন না—নিশ্চয়। জীবকেই যজ্ঞ করিতে হয়। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য যজ্ঞ করিতে বলা হইতেছে। অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কর্ম করিবে। অজ্ঞদিগের বুদ্ধি ভেদ জন্মাইবে না স্বয় কর্ম করিয়া বিদ্বান অজ্ঞদিগকে কর্মাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবেন। এই সব কথা বলিবার পর প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—এই শ্লোকটি। ইহার অর্থ ইহারা এইরূপ করেন যে প্রকৃতির গুণ নিচয় দ্বারা কৃত কর্ম সকলের কর্ত্তা আমি—এইরূপ অহংকার বিমূঢ় জীব ভাবিয়া লয়।

প্রকৃতির গুণ নিচয়ের উত্তেজনা বশতঃ কর্ম করিয়াও জীব অহংকার বিমূঢ় হইয়া ভাবে যে আমি স্বাধীন ভাবে কর্ম করিলাম। প্রকৃতির গুণ চালিত হইয়াই করিতেছি—ইহা জীব ভাবিতে চায় না। অহংকার বিমূঢ় জীবের স্বভাব বর্ণনাই এইটি। জীব অকর্ত্তা—ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে।

পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

—এই শ্লোকটির ইঁহারা এইরূপ অর্থ করেন—এই অক্ষর ব্রহ্ম পূর্ণ। অর্থাৎ আকাশ সদৃশ ব্যাপক। এব এই পরিদৃশ্যমান স্বরূপ (জগৎ) ক্ষর ব্রহ্মও পূর্ণ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অক্ষর ব্রহ্মের ন্যায় আকাশ সদৃশ ব্যাপক। এব পূর্ণাৎ অর্থাৎ ঐ পূর্ণ রূপ দ্বয়ে (ক্ষরাক্ষরে) যিনি ব্যাপ্ত থাকেন, (পূর্ণম্ অতি ব্যাপ্নোতি য স পূর্ণাৎ) সেই পূর্ণমূৎ পূর্ণানন্দ (পুরুষোত্তম ভগবান) পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ ক্ষরাক্ষর দ্বারা (অচ্যতে পূজ্যতে) সেবিত হন। এখানে অচ্যতে পদটি পূজার্থক অচ ধাতুর কর্মবাচ্যে প্রয়োগ। পুরু[illegible] সেবিত হওয়ার কথা বলিয়া সেই সেবার ফ[illegible] ঐ পূর্ণদ্বয় সেবা সেই পূর্ণানন্দের পূর্ণ জ্ঞানাদি ধর্ম [illegible] পূর্ণানন্দের সাযুজ্য [illegible] এই সাযুজ্য [illegible]

হইয়া স্বীয় ধর্ম উহাদিগকে দান করিয়া উহাদিগের সহিত রমণ করেন। দ্বিতীয় অর্থটি এই—যখন পূর্ণানন্দ ভগবান্ অন্তর ক্রীড়া ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার বাহ্য ক্রীড়া অন্তর্হিত হওয়ায় সেই প্রলয় কালে সমাধিস্থ পুরুষবর্গ ভগবানের পূর্ণ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই পূর্ণানন্দের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ পর পুরুষ অক্ষরে এবং অক্ষর পুরুষ পুরুষোত্তমে বিলীন হন। এইরূপে এক ভগবৎ স্বরূপ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি ভগবানের শক্তি। অবিদ্যার পাঁচটি পর্ব। যথা দেহাধ্যাস, ইন্দ্রিয়াধ্যাস, প্রাণাধ্যাস, অন্তঃকরণাধ্যাস এবং স্বরূপ বিস্মৃতি। এইরূপ বিদ্যারও পাঁচটি পর্ব। যথা—সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ ও ভগবদ্ ভক্তি। বিদ্যা মোক্ষদায়িনী এবং অবিদ্যা বন্ধনকরী। অবিদ্যাবশে জীব দেহধর্ম, ইন্দ্রিয়ধর্ম, প্রাণধর্ম, অন্তঃকরণ ধর্মকে স্বীয় ধর্ম ভাবিয়া আমি কৃশ, স্থূল, আমি সুখী, দুঃখী প্রভৃতি ভাবাবিষ্ট হয় এবং বিদ্যার প্রভাবে জীব আত্মস্থ হয়।

শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদী হইলেও জগৎকে সৎ বলিয়াছেন।—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥—(মুণ্ডক)

—মাকড়শা যেমন দেহ হইতে তন্তু সৃজন করে ও পরে আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেরূপ ধান্যাদি উৎপন্ন হয় এবং প্রাণবান্ মানুষের কেশ লোম যেমন উদ্ভূত হয়—সেইরূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত বিশ্ব প্রাদুর্ভূত। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলেন যে, যেমন ঊর্ণনাভ অপর কারণের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্বদেহ হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি প্রসারিত করে, আবার তাহাকে স্বদেহে পরিণত করে,—পৃথিবী হইতে অপৃথক্ ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি উদ্ভূত হয়—জীবৎ পুরুষ হইতে তদ্বিলক্ষণ কেশ লোমাদিও জন্মে। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেরূপ কারণের

অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত নিরপেক্ষ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। এখানে তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন যে "স্বশরীরাদ্ব্যতিরিক্তান্ তন্তূন্" স্বদেহ হইতে অপৃথক্ তন্তু—জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। এখানে কোনও অধ্যাসের কথা নাই। পুনশ্চ—

"অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ "(বেদান্ত সূত্র ১।৭) তিনি ভাষ্য বলিতেছেন "যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ, এবং প্রাগুৎপত্তেরপি গম্যতে।"—যেরূপ কার্য্য জগৎ কারণরূপে সৎ, সেইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ। সৎ হইতে অসত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যে আরও বলেন "প্রতিষেধ মাত্র হীদং নাস্য প্রতিষেধ্যাস্তি।" অসৎ প্রতিষেধ কেবল "বাক্যতন্ত্র" নিষেধ। নিষেধ্য না থাকায়, উহা বাস্তব নিষেধ নহে। রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্ত দিয়াই তিনি মায়াবাদ খাড়া করিয়াছেন। অগ্নি স্ফুলিঙ্গাদি স্থলে ইহা প্রযুক্ত হয় না কারণ রজ্জু সর্পের গুণ ও ধর্ম্ম পৃথক পৃথক। এখানে স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি একই বস্তু ভিন্ন নহে।

"অসদ্ ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য শেষাৎ" ২।১।১৭ সূত্রে বলিতেছেন যে বেদে স্থান বিশেষে জগৎকে অসৎ বলিয়া বাক্য শেষে বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ সৎ (ব্রহ্মে অবস্থিত) এখনো ব্রহ্মাশ্রয়ে জগৎ সত্যরূপে প্রকাশিত।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ (শ্বেতাশ্বতর)। তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ তুমি কুমার কুমারী তুমি বৃদ্ধ, দণ্ডের দ্বারা ভ্রমণ কর—তুমি জগতে জাত হইয়াছ। যিনি জীব রূপে জগতে জাত তিনি সত্য জীব জগৎ মিথ্যা নহে। একো বহূ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এক রূপং বহুধা যঃ করোতি। (কঠ)। এ সকলের দ্বারা জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ভেদাভেদ বাদের কথা এই যে প্রত্যেক ধারণারই একটি বিপরীত ধারণা

আছে। ঘটের জ্ঞানে ঘটাভাব জ্ঞানও থাকে, নহিলে ঘট জ্ঞান পূর্ণ হয় না। ঘটাভাব পটাদিতে আছে। সেজন্য ঘট-জ্ঞানের বিপরীত ঘটাভাবেরই জ্ঞান হয় পটাভাবের জ্ঞান হয় না। ঘট শরাবে ঘটত্ব ও শরাবত্ব অংশেই ভেদ, মৃত্তিকা অংশে ভেদ নাই। যে ধর্ম্মে ভেদ, সেই ধর্ম্মেই অভেদ আছে—এমন কোনো দৃষ্টান্ত নাই। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই দুটি বস্তু একত্রে থাকিতে পারে না। ভেদের মধ্যে অভেদও প্রচ্ছন্ন থাকে। পুস্তকাদির জ্ঞানে লেখনী প্রভৃতির অভাব জ্ঞান থাকিলেও গ্রহনক্ষত্রাদির অভাব জ্ঞান আসে না। যখন যাহার জ্ঞান হয়, তখনই তদভিন্ন সমুদায়েরই জ্ঞান হয় না। আবশ্যকীয় কোন কোন পদার্থের জ্ঞান হইতে তদভাবের জ্ঞান হইতে পারে কিন্তু সমুদয় পদার্থই জ্ঞানগোচর হয় না। ন্যায়শাস্ত্রে বলে যে তদ্‌গত বস্তুর জাতি বা অন্যগত ধর্ম্মের দ্বারা তদ্বস্তুর জ্ঞানের পূর্তি হয়। ইন্দ্র ও অন্যের নির্দেশ সরস্বতী দেবীও শব্দের দ্বারা বুঝাইতে পারেন না। যেমন অবয়ব সকলের মধ্যে থাকিয়াও অবয়বী ভিন্ন হয় সমষ্টি যেমন ব্যষ্টির মধ্যে থাকিয়াও অতিরিক্ত হয় সেইরূপ ভাব ও অভাব এই উভয়ের মধ্যে থাকিয়াও একটি যে অতিরিক্ত বস্তুকে স্বীকার করা হয় তিনিই জগতের মূল কারণ—ব্রহ্ম। দেহরূপে বাম ও দক্ষিণ হস্ত অভিন্ন কিন্তু হস্তরূপে তাহারা ভিন্ন। বৃক্ষরূপে বৃক্ষাদি অভিন্ন হইলেও বৃক্ষাদি রূপে ভিন্ন। ইহা হইল অদ্বৈত বস্তুর স্বগত ভেদ। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম মধ্যে আছে, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও অনতিরিক্ত, কিন্তু ব্রহ্ম জীব জগত হইতেও অতিরিক্ত বা ভিন্নও বটে। সমষ্টি ব্যষ্টির সম্বন্ধ অংশাংশীর সম্বন্ধ আলোচনাকালে ইহা বেশ বুঝা যায়। সকল জ্ঞানে সকল বিষয়ে এই ভেদাভেদ বর্তমান। ইহাই হইল ভেদাভেদ-বাদ।

ইহার দ্বারা শ্রুতির অনেক বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা হয়। যে অতিরিক্ত বস্তু একই দেশে ও কালে একবার ভাব ও অন্য বার অভাব হয় তাহাকেই অনির্ব্বচনীয় বলে, তাহাকে আছে বলা যায় না, নাই বলা যায় না এবং আছে-

নাই একথাও বলা যায় না, তাহাকে সদসদ্ ভিন্ন অনির্বচনীয় বলা হয়। ইহাকে প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদ বলা যাইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মবাদ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একটি অখণ্ড নির্বিশেষ বস্তু, তাহা ভেদাভেদাত্মক নহে। সমষ্টি ব্যষ্টির মধ্যে অংশাংশীর মধ্যে যেমন অভেদ থাকিতে পারে সেরূপ ভাব ও অভাবের মধ্যে অভেদ থাকিতে পারে না; ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে বিরোধ নাই অংশ ও অংশীর মধ্যে বিরোধ নাই কিন্তু ভাব ও অভাবের মধ্যে বিরোধ আছে। পাশ্চাত্য দর্শনের ক্রমোন্নতি বাদ অভিব্যক্তি-বাদ প্রভৃতি নানা মত ক্রমে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে আসিতেছে। প্রাচ্য দর্শনের সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও মূল এক নহে। সাদৃশ্য ও অভেদ একবস্তু নহে সাদৃশ্যের মধ্যে অভেদের অংশ কিছু বেশী—এই মাত্র। "তদ্ভিন্ন ত্বে সতি তদ্গত ভূয়ো ধর্মবত্ত্ব সাদৃশ্যম্। পাশ্চাত্যের বাহিক চাকচিক্যে অনেকেই উহাতে আকৃষ্ট হয় বস্তুত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেশ কিছু শক্তি স্বার্থত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য ও যম নিয়মাদির প্রয়োজন।

কেহ বলেন আত্মা আছে কেহ বলেন নাই, কেহ বলেন আছেও বটে নাইও বটে। অস্তিনাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুন। চলস্থিরোভয়া-ভাবৈরাবৃণোত্যের বালিশ ॥ (মাণ্ডুক্য ৪।৮৩)। প্রথম পক্ষ ন্যায় বৈশেষিকদের মত। তাঁহারা বলেন দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আত্মা স্বতন্ত্র। সে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে জ্ঞাতা ও সুখদুঃখাদির অনুভবিতা। আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলে আত্মাতে বিষয় জ্ঞান হয় ও পরে উহা নষ্ট হয়। জ্ঞানসুখাদি আত্মার ধর্ম বা গুণ। দ্বিতীয় পক্ষ নাস্তিবাদী হইল বৌদ্ধ। ইঁহারা বিজ্ঞানবাদী ইঁহারা বলেন যে বুদ্ধি হইতে আত্মার পৃথক সত্তা নাই প্রতিক্ষণে উৎপত্তি বিনাশশীল বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, উহা ক্ষণিক উহার কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয় উহা একরূপ। জৈনদের মতে আত্মা অস্তি নাস্তি স্বরূপ বা সদসৎ স্বভাব। সকল বস্তুই অস্তি নাস্তি উভয়াত্মক বস্তু আছেও

বটে, নাইও বটে, কারণ যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহার সবটা প্রত্যক্ষ হয় না ও তাহাই বস্তুর নাস্তি ভাব প্রকাশ করে। যেটুকু প্রত্যক্ষ হয় তাহা বস্তুর অস্তি ভাব প্রমাণিত করে। কোনও প্রমাণই বস্তুর একান্ত ও পূর্ণ রূপ প্রকাশ করে না। আত্মাও তাহাই। আত্মা জ্ঞেয় বটে অজ্ঞেয়ও বটে, অস্তিও বটে নাস্তিও বটে।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই হইল বস্তুর শেষ পরিণাম। তাই আত্মা অভাবাত্মক ও এজন্য আত্মাকে 'নাস্তি নাস্তি বা শূন্য বলা হয়।

মাণ্ডুক্য কারিকায় গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি এই স্বপ্রকাশ আত্মাকে উক্ত নাস্তি নাস্তি প্রভৃতি কোটির বাহিরে বলিয়া অনুভব করেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে অভিন্ন বলেন। শূন্যবাদী বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদকে অসৎ বলিয়াছেন। জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয় বস্তু জানা যায় না বলিয়া জ্ঞেয় অসৎ—তাঁরা বলেন, কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুই জ্ঞানকে আকার দিয়া থাকে, জ্ঞেয় শূন্য জ্ঞান কিছু নাই সুতরাং জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানও অসৎ হইয়া পড়ে। ইহার উত্তর বেদান্তীরা দিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞান জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বা কাল্পনিক বলেন। এসব বিতর্ক না বাড়াইয়া এখানেই শেষ করিলাম।

যং শৈবা' সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটব কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকা।
অর্হন্নিত্যথ জৈন-শাসনরতা কর্ম্মেতি মীমা সকা
সোহয় বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফল ত্রৈলোক্যনাথো হরি ॥

যাঁহাকে শৈবরা শিব, বেদান্তিরা ব্রহ্ম বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকরা জগৎকর্ত্তা, জৈনরা অর্হন এব মীমা সকরা ("নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্য প্রভবতি" বলিয়া) কর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদের প্রার্থিতফল দান করুন।

আচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী সম্বন্ধে কিছু না বলিলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সেজন্য তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বিবৃত হইতেছে।—

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া নিবাসী শ্রীরাম মিশ্রের বংশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর জন্ম হয়। তিনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুসূদন নবদ্বীপে গিয়া পণ্ডিত শ্রীহরিরাম তর্কবাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া সরস্বতী উপাধি লাভ করেন। পরে কাশীতে গিয়া শ্রীরাম তীর্থের নিকট অদ্বৈতবাদ বা বেদান্ত ও শ্রীমাধব সরস্বতীর নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং মহা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি শ্লোক যথা—

মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
বেত্তি পারং সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী॥

রাজাকে 'আয়কর' প্রদান সম্পর্কীয় সাংসারিক ব্যাপারে বাল্যকালেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং পিতামাতা ও ভ্রাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংসার ত্যাগ করেন। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

মধুসূদন শান্তিপুরের নিকট গুপ্তিপাড়া গ্রামে পরমহংস শ্রীমদ্ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আজিও ঐ স্থান 'দণ্ডীর মঠ' নামে প্রসিদ্ধ। অদ্বৈত বেদান্তাচার্য্যগণের সম্প্রদায় মধ্যে মধুসূদন ৫৭তম শিষ্য।

দণ্ড গ্রহণের পর তিনি কাশীতে ৬৪ যোগিনীঘাটের নিকটে গোপাল মঠে অনেক দিন অবস্থান করেন। ইঁহারই সেবার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্য নিজ ব্যয়ে ৬৪ যোগিনী ঘাট ও বালগোপাল মন্দিরাদির সংস্কার করেন। এখানে শঙ্করের পূজার সহিত মধুসূদন বালগোপালের পূজাও করিতে থাকেন। মধুসূদন এই সময়ে প্রসিদ্ধ মহিম্ন স্তোত্রের টীকা এমনভাবে প্রণয়ন করেন যাহাতে স্তোত্রের অর্থ হরি ও হর উভয়ের পক্ষেই খাটে। টীকার শেষে তিনি লেখেন—

হরিশঙ্করয়োরভেদবোধো ভবতু স্ফুরদ্বিগ্রামপীতি যত্নাৎ।
উভয়ার্থতয়া ময়দমুক্তং সুধিয়ঃ সাধু বিচারয়ন্তু শোধয়ন্তু॥

মধুসূদনের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে প্রসিদ্ধ কবি তুলসী দাস গোস্বামী বারাণসী পরিত্যাগে বিরত হন ও অসি স্থিত আশ্রমে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা সম্পাদন করেন।

মধুসূদন কিছুদিন দিল্লীতে মোগল সম্রাট আকবরের সভায় পণ্ডিত ছিলেন। পরে তিনি যমুনা তীরে বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে এক সময়ে আকবর মহিষী শূল-রোগাক্রান্তা হইয়া বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা আর রহিল না। অবশেষে স্বপ্নাদেশে এক দৈববাণী পাইয়া মধুসূদন সরস্বতীকে রাজধানীতে আনাইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপ রাজমহিষী রোগ মুক্তা হন। সেজন্য যমুনাতীরে তাঁহার জন্য এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মধুসূদন পরে উদীচী মঠের অধ্যক্ষ হন।

মধুসূদন প্রায় ২৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অদ্বৈত সিদ্ধি, ভগবদ্ ভক্তি রসায়ন, ভাগবত টীকা (অসম্পূর্ণ), গীতার টীকা গীতানিবন্ধ, মহিম্নস্তোত্রের টীকা, সর্ব্বজ্ঞ মুনি কৃত সংক্ষেপ শারীরকের টীকা বেদান্ত কল্পলতিকা, সিদ্ধান্তবিন্দু আনন্দ মন্দাকিনী নামক শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। এই সমুদয় গ্রন্থ তাঁহার দণ্ড গ্রহণের পরবর্ত্তী কালে রচিত। তাই তাঁহার নাম গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না।

মধুসূদন সরস্বতীর জীবনের বিশেষ বিবরণ শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—কৃত "কাশ্যপ বংশ ভাস্কর" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মধুসূদন রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

জ্ঞানিনাংজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্।
তাবদ্ বর্ণাশ্রম প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম মুক্তয়ে ॥১॥

জ্ঞানীই হউক বা অজ্ঞানই হউক, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মুক্তির জন্য বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥২॥

হে নাথ! ভেদ দূর হইলেও তোমারই আমি কিন্তু তুমি আমার নও। সমুদ্রই তরঙ্গময় হয় তরঙ্গ কখনও সমুদ্রময় হয় না।

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥৩॥

হে কৃষ্ণ! তুমি হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি হৃদয় হইতে যাইতে পার তবেই তোমার পুরুষকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥৪॥

এই বিশ্ব জগৎ, আমি এবং সেই পরম পুরুষ বাসুদেব—একই বস্তু। হৃদয়গত অনন্তে এই অচলা মতি যেন আমার হয়।

তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ॥৫॥

সাধনের অভ্যাসের পরিপাক অনুসারে প্রথম তাঁহার আমি, দ্বিতীয় আমার তিনি, তৃতীয় তিনিই আমি—এই ত্রিবিধ ভগবানের শরণ হইয়া থাকে।

যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং নন্দনন্দনম্ ॥৬॥

যাঁহার প্রতি ভক্তি বিনা মুক্তি হয় না যিনি সকল যোগিগণের সেব্য, সেই নন্দ নন্দন পরমানন্দময় মাধবকে বন্দনা করি।

বংশী বিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥৭॥

যাঁহার হস্ত বংশী ভূষিত, যিনি নবজলধরকান্তি, যিনি পীতাম্বর, যাঁহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ বিম্বফলের ন্যায়, যাঁহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, যাঁহার চক্ষু পদ্মের ন্যায় সেই কৃষ্ণ হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না।

অদ্বৈত সাম্রাজ্য পথাধিরূঢ়া তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥৮॥

আমরা অদ্বৈত সাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইয়াছি এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যকেও তৃণজ্ঞান করিয়াছি। তথাপি কোন শঠ গোপবধূ লম্পট কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছি।

ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চির
কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহো ধাবতি॥৯॥

ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিয়া যোগিগণ যদি সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরম জ্যোতিঃ দর্শন করেন তবে করুন। কালিন্দীর পুলিন দেশে যে অনির্ব্বচনীয় নীলবর্ণ তেজ ধাবিত হইতেছে, সেই রূপই চিরকালের জন্য আমাদের লোচনদ্বয়ের আনন্দ বিধান করুক।

বেদান্তের মূল হইল বেদ। নানা উপনিষদে ইহা প্রমাণিত ও সমর্থিত হইয়াছে। বৃহদ ব্রহ্ম মহচ্চেতি শব্দাঃ পর্য্যায় বাচকাঃ।" মহাভারত। "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব—ব্রহ্মই, তদ্ভিন্ন নহে।

হাই হইল অদ্বৈতবাদের সার কথা। ভগবান শঙ্করাচার্য্যই ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক। অদ্বৈতবাদের বিরোধী আর চারিটী মত যথা —(১) দ্বৈতবাদ—এই মতে জগৎ কারণ বহু বস্তু আছে, আত্মা পরমাণু আকাশ কাল ইত্যাদি। ন্যায় বৈশেষিক মধ্ব পাঞ্চরাত্র মাধ্ব বৈষ্ণব প্রভৃতি ইহার সমর্থক। (২) বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ। রামানুজাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক। ইঁহার জীবন বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে সুবিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়াদি দ্বারা অধুনা তাহা সকলের সুপরিচিত। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই মতে জগৎ কারণ হইল চিৎ বা জীব এবং সূক্ষ্ম জগৎ বা অচিৎ—এতদুভয়াত্মক ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইহার অপর নাম চিদচিদ্ বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং এই জীবাত্মা ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেও এই অদ্বৈত বিশেষ রকমের অদ্বৈত। জীব ও জগদ বিশিষ্ট ব্রহ্ম হওয়ার ব্রহ্মের এই অংশ বিকারী ও অন্য অংশ অবিকারী। (৩) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতের অনুরূপ। কিন্তু জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয় না। নিম্বার্ক প্রভৃতি মনীষিদের ইহা মত। (৪) শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের অনুরূপ, কিন্তু শক্তিকে নিত্য বলা হয়। এক অচিন্ত্য ব্রহ্ম এক অচিন্ত্য নিত্য শক্তি বশতঃ এই জগদ্-বৈচিত্র্য হইয়াছে। আর সেই জগৎ মিথ্যা নহে। ইহা তান্ত্রিক শৈব ও শ্রীজীবাদি বৈষ্ণবদের মত।

অদ্বয়বাদ।—ইহা অদ্বৈতবাদের অনুরূপ। বৌদ্ধদের দর্শনেই এইটী বেশী প্রচলিত। সেজন্য বুদ্ধের নামগুলির মধ্যে অদ্বয়বাদী এই একটী নাম আছে। সকল বৌদ্ধই যে ইহা স্বীকার করেন তাহা নহে। নিম্নাধিকারী বা সর্ব্বাস্তিত্ববাদ (সৌত্রান্তিক বা বৈভাসিকবাদ) মধ্যম বা যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ এবং উত্তমাধিকারী বা শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক মত বাদ স্বীকার করেন। ইহারা পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মতস্থাপনে প্রয়াসী।

জৈনদের মন্দিরমার্গী তেরাপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণী ভেদ নাই। তেরাপন্থী শব্দের অর্থ যাঁহারা তাঁহারই (ঈশ্বরের) পথ অনুসরণ করেন অথবা

তেরটি পথ মানিয়া চলেন, যথা পঞ্চ মহাভারত—অহিংসা, মৃষাবাদ বিরমণ, অদত্তাদান বিরমণ, মৈথুন বিরমণ, অপরিগ্রহ, পঞ্চ সমিতি—ঈর্য্যা সমিতি (সাবধান পদনিক্ষেপ), ভাষা সমিতি (বাক্ সংযমন), এষণা সমিতি (খাদ্য পানীয় সংযমন) আদান নিক্ষেপন সমিতি (সাবধানে দ্রব্যাদি গ্রহণ ও স্থাপন), পরিষ্ঠবনীয় সমিতি (অব্যবহার্য্য খাদ্য ও পানীয়, মূত্রাদি নিক্ষেপে সাবধানতা), এবং তিনটি গুপ্তি যথা বাক্, মন, কায়-দণ্ড—এই সর্ব্বসমেত তেরটি পথ। এই তেরাপন্থী সাধুদিগের আদি প্রবর্ত্তয়িতা হ'লেন শ্রীশ্রীভিখণ্ডী স্বামী। তিনি 1726 খৃষ্টাব্দে মারবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পর আটজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, যথা—শ্রীভরিমলজী স্বামী শ্রীরায়চাঁদজী স্বামী, শ্রীজিতমলজী স্বামী, শ্রীমদরাজজী স্বামী, শ্রীমানিকলালজী স্বামী, শ্রীডালচাঁদজী স্বামী, শ্রীকালুরামজী স্বামী ও শ্রীতুলসীরামজী স্বামী। শেষোক্ত আচার্য্য এখনো বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারা সকলেই অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইহাদের রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ। ইঁহারা ধ্যানধারণাদি করিয়া থাকেন এবং পূজাদি করেন না। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়।

নিম্বার্ক মহর্ষি নারদের শিষ্য। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীনিয়মানন্দ স্বামী। কথিত আছে যে একদা সহ যতি অতিথিরূপে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহারা রাত্রে আহার করেন না। বেলাও তখন অবসান-প্রায়। তিনি আশ্রমস্থ নিম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুচক্রে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করেন ও যতিদিগকে আহার করান। এজন্য তিনি নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক বলিয়া খ্যাত। তিনি বিষ্ণুর চক্রাবতার। এই সম্প্রদায় হংস বা সনৎ সম্প্রদায় বলিয়াও প্রসিদ্ধ। প্রথম উপদেষ্টা ভগবান হংস ব্রহ্মপুত্র সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমারকে পরমার্থতত্ত্ব উপদেশ করেন। তাঁহারা নারদকে এ বিষয়ে উপদেশ দেন। যাহারা বিষ্ণুর উপাসক তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর

চারিটী রূপ আছে। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭—৪৭ শ্লোক)। ব্রহ্মই মনের আশ্রয়। উত্তমাদি ভেদে এই ধ্যেয়রূপ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত পর ও অপর এই চার প্রকার হয়। পর অমূর্ত্ত রূপ হইল নির্গুণ ব্রহ্ম ও অপর অমূর্তরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট ঈশ্বর। পদ্মনাভাদি লীলাবিগ্রহরূপ হইল পর মূর্ত্তরূপ এবং হিরণ্যগর্ভ বিশ্বরূপকে অপর মূর্ত্ত রূপ বলা হয়। এই বিশ্বকে ইঁহারা অলীক বলেন না। "বেদান্তকামধেনু" গ্রন্থে নিম্বার্কস্বামী বলেন—সর্ব্বং হি বিজ্ঞানময়তো যথার্থকং শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুন। ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্ মতং ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্রসাধিতা॥৭॥ সমস্তই বিজ্ঞানময় সেইজন্য যথার্থ, কারণ এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ করিয়াছে ইহাই বেদজ্ঞদিগের মত। ব্রহ্মের ত্রিরূপতা (প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরত্ব) শ্রুতিসূত্রের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিম্বার্কীয়দের গতি—নান্যা গতিঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দাৎ সন্দৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ ॥৮॥ ভগবানকে লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে—কৃপাস্য দৈন্যাদি যুজি প্রজায়তে যয়া ভবেৎ প্রেম বিশেষ লক্ষণা। ভক্তির্হ্যানন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ সা চোত্তমা সাধনরূপিকাপরা॥ দৈন্যাদিগুণযুক্ত পুরুষে ভগবানের কৃপা জন্মে এই কৃপা হইতে সেই সর্ব্বেশ্বরে প্রেম বিশেষরূপ ভক্তি উপজাত হয়। এই ভক্তি দুই প্রকার এক সাধনরূপিকা অপরাভক্তি, অন্যটী উত্তমা পরাভক্তি। ভাগবতে ১৮ অধ্যায়ে ৪৬—৫৫ শ্লোকে উক্ত ভক্তির বিষয় বর্ণিত আছে। যেমন ভক্তি দ্বারা তেমনি কাম ক্রোধ দ্বেষ ভয়াদি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবানে মনস লগ্ন হইলেও সদ্গতি লাভ হয়। ভাগবত ৭।১। ১৪ প্রভৃতি শ্লোকে আছে যে মনের একাগ্রতাই মুখ্য কারণ। "তস্মাৎ বৈরানুবন্ধেন ইত্যাদি ২৫টি শ্লোকে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যা তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতি ॥২৬॥ কীট পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। স যস্ত ভয় যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২৭ ॥

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংস দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপা। সম্বন্ধাদ্

বৃষ্ণয় স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥২৯॥ বৈরভাবে মানব যত সহজে ভগবানে তন্ময়তা লাভ করে ভক্তি দ্বারা তত সহজে লাভ করে না ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। ভ্রমর নিজ বাস গর্ত্তে কোন কীটকে যখন বদ্ধ করে তখন ঐ কীট দ্বেষ ও ভয় বশতঃ ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমরের রূপ প্রাপ্ত হয়। গোপীরা কাম বশতঃ, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি নৃপবা দ্বেষ নিবন্ধন, যাদবগণ নিকট কুটুম্বিতা বশতঃ তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহ বশতঃ এবং আমরা (ঋষিরা) ভক্তি বলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছি।

চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনই মুখ্য উপায়। গীতাতে ইহা বহুবার উক্ত হয়। যে কোন ভাবে হউক, হৃদয়ে ভগবদ্ ধারণা যে শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ ও সমধিক ফলপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। গোপীরা অবলা নারী—ভগবৎতত্ত্ব কিছুই জানেনা, কিন্তু কামবশতঃ ও আমাতে সদা চিন্তন পর হওয়াতে ক্ষীণ পাপ হইয়া আমাকে লাভ করে। ১২।১২।১২ ভাগবত। দুঃখভোগ দ্বারা সঞ্চিত পাপ ও সুখভোগ দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হয়। তখনই গোপীদের বুদ্ধনেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মতে প্রলয় চারি প্রকার। (১) নিত্য—নিদ্রাদি। (২) প্রাকৃত —মায়াত্মক প্রকৃতিতে লয়। (৩) নৈমিত্তিক—ব্রহ্মার দিবাবসান কাল। (৪) আত্যন্তিক—ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ।

মোক্ষের পরও আবার জন্মাইতে হয়—কেহ কেহ বলেন। প্রলয়ে প্রকৃতিস্থ জীবেরা দুঃখভোগ না করিলেও সেই দুঃখ সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। জন্ম (জাতি, আয়ু ও ভোগ)—কর্ম্মাশয়ের ফল। চিত্ত ভূমিতে অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। জাতি (গোত্রাদি,) আয়ু (জীবিত কাল), ভোগ (সুখদুঃখাদির অনুভূতি)।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

তুলসীদল ও এক গণ্ডুষ জল পাইলেই ভক্তবৎসল ভক্তের কাছে আপনাকে বিক্রয় করে।

সাধন দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তর পোষক ও পোষ্য। বাহ্য দ্বারা আন্তরও পুষ্ট হয়। পরে দুইটি এক হইয়া যায়। এই ভক্তির নাম রাগানুগা।

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেশ নন্দন॥
"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো"॥

ভক্তির আর একটী লক্ষণ—অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবন ভক্তি রুচ্যতে॥ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে পঞ্চ উপবায়ুও আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ন্যায় আমরাও প্রার্থনা করি—নারদবীণ জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস মাধুরীপূর। অয়ি কৃষ্ণ নাম মম রসনে স্ফুর রসেন সদা॥ —নারদ-বীণার জীবন সুধাতরঙ্গের ন্যায় নির্য্যাস মাধুরী-প্রবাহ—যে কৃষ্ণনাম—তাহা আমার জিহ্বায় সদা স্ফুরিত হউক।

সাংখ্য দর্শন।

ইহার আদ্য প্রবর্ত্তক আদি বিদ্বান মহর্ষি কপিল। সংখ্যা হইতে সাংখ্য নাম—২৫টী তত্ত্ব ইহাতে আলোচিত। সাংখ্য সংখ্যাত্মকত্বাৎ কপিলাদিভিরুচ্যতে। মৎস্য পুরাণ ৩।২৬। শান্তিপর্ব্বেও ঐ কথা আছে। ইহার আর এক অর্থ—সংখ্যান (জ্ঞান বা বিচারণা)। প্রখ্যা ও প্রসংখ্যানও ঐ অর্থে। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে অনয়া বস্তুতত্ত্বমিতি শ্রীধর স্বামী। "তত্ত্ব সমাস" হইল সাংখ্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। পরে ইহার বিস্তৃতি হয়। গৌড়পাদধৃত একটী প্রাচীন বচন এই—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে আশ্রমের হৌক—ব্রহ্মচারী গৃহী বা বাণপ্রস্থী তাহার মুক্তি নিশ্চিত। তত্ত্বসমাস

আদি গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার আনিরুদ্ধকৃত ভাষ্য ও নাগেন্দ্র কৃত টীকা আছে। সাংখ্য প্রবচনসূত্র কপিল কৃত। ইহা বিস্তৃত। ইহার অনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি ও বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্য প্রসিদ্ধ। পঞ্চশিখ-কৃত ষষ্টিতন্ত্র অধুনা লুপ্ত। এতদবলম্বনে ঈশ্বর কৃষ্ণ কৃত কারিকা (৭ টী), ইহার গৌড় পাদ কৃত ভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্র-কৃত সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী নামে (উৎকৃষ্ট) টীকা আছে। কারিকার মাঠর বৃত্তি নামে এক প্রাচীন ভাষ্য আছে। কারিকার আর দুইটী টীকা, নারায়ণ চন্দ্রের সাংখ্য চন্দ্রিকা ও রামকৃষ্ণের সাংখ্য কৌমুদী। বিজ্ঞান ভিক্ষুর আর এক গ্রন্থ সাংখ্যসার। পতঞ্জলি কৃত যোগ দর্শন ও সাংখ্য দর্শন। ইহার ব্যাস ভাষ্য নামে প্রাচীন ভাষ্য আছে। ভিক্ষুকৃত যোগ বার্ত্তিক নামে টীকা ও ভোজদেব কৃত বৃত্তি আছে। ভিক্ষু প্রবচন সূত্রের ভাষ্যে বলেন যে, *কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যং পূরয়িষ্যে বচোমৃতৈঃ।*—কালরূপ রাহু সাংখ্যরূপ চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহা পূরণ করিব। সাংখ্যমত অতি প্রাচীন। পাণিনির "নির্ব্বাণোবাতে" সূত্র দ্বারা 'নির্বাত শব্দসিদ্ধ, নির্ব্বাণকে বুঝায় না। "অরণ্যান্মনুষ্যে"—আরণ্যক অরণ্যবাসী বনচরকে বুঝায়—আরণ্যক বেদগ্রন্থকে বুঝাইত না। সুতরাং বুদ্ধ প্রভৃতির বহু পূর্ব্বে পাণিনি। রামায়ণ মহাভারতকারগণও পাণিনির পূর্ব্বে। কারণ পাণিনিতে "মহান্‌ব্রীহি" সূত্রে (৬।২।৩৮) মহাভারতের উল্লেখ আছে। রামায়ণে ও মহাভারতে কপিলাখ্যান আছে। পুরাণ ও বহু প্রাচীন। ভাগবতে কপিল-কথা আছে। মহাভারতে আছে—

"বাসুদেবেতি যং প্রাহু কপিলং মুনিপুঙ্গবা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক॥"

বেদান্তদর্শনের বহু পূর্ব্বে এই মত প্রচলিত ছিল। কারণ বেদান্তে সাংখ্য মত খণ্ডন আছে।

সকল দর্শনেরই প্রতিপাদ্য দুঃখ নিবৃত্তি। সাংখ্যেরও তাই।—"দুঃখত্রয়া

তিষাতো জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মাদিস্থাবরাণাম। জন্মজরামরণাদিক দুঃখ সাধারণম ইতি বিজ্ঞান ভিক্ষু। দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনাম। (পতঞ্জলি ২।১৫) বেদান্তও দুঃখবাদী। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" 'জন্ম জরামরণাদি দুঃখা নলদীপ্তশিরা।" (বেদান্তসার)।—দুঃখ জর্জরিত লোকের বৈরাগ্য আসিবার পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয়। এই দুঃখবাদ কিন্তু একটু বিশিষ্ট ভাবের। সুখ স্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সবাই দুঃখময় (আর্ত্তম্)। "অতোঽন্যৎ আর্ত্তম্"।

জৈগীষব্য জাতিস্মর মুনি ছিলেন। তাঁহাকে আবট্য ঋষি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে দুঃখই সার, সুখ দুর্লভ। দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যাজ্ঞানা নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদানন্তরাভাবাদপবর্গ (ন্যায় সূত্র ১।১।২)। নিশ্রেয়স্য আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি ইতি বৈশেষিকা"। স্বর্গকামো যজেত ইতি মীমাংসকা। যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্। যাহা দুঃখ সম্মিশ্র নহে যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না যাহা ইচ্ছামাত্রই উপস্থিত, সেই সুখের স্থানই স্বর্গ।

জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনও দুঃখবাদী। দুঃখ সমুৎপাদ দুঃখ দুঃখাতিক্রম দুঃখোপশমগামী মার্গ—এই চারিটি সত্য প্রসিদ্ধ। সাংখ্য তাই বলেন— কাকমাংস শুনোচ্ছিষ্ট স্বল্প তদপি দুর্লভম—সুখও তাই। জরাদি দৈহিক দুঃখ ও প্রিয় বিয়োগাদি মানসিক দুঃখ—এই দুই রকম আধ্যাত্মিক।—প্রাণী হইতে প্রাপ্ত দুঃখ আধিভৌতিক ও দৈবজাত দুঃখ আধিদৈবিক।

অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে আছে যে দুঃখ ২১ রকম। দুঃখহানির উপায় দুই রকম। প্রথম—দৃষ্ট বা লৌকিক। দ্বিতীয়—অদৃষ্ট বা বৈদিক। ঔষধ সেবনাদি দ্বারা তাৎকালিক দুঃখ দূর হয় কিন্তু তাহা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি নহে। বৈদিক উপায়ও পর্যাপ্ত নহে। স্বর্গাদি সসীম পরে বিচ্যুতি ঘটে। তবে উপায় কি? উত্তর—জ্ঞান। জ্ঞানান্মুক্তিঃ (সাংখ্যসূত্র ৩।২৩)। 'জ্ঞানেন চাপবর্গ।

এই জ্ঞান হইল প্রকৃতি পুরুষের বিবেকজ্ঞান। ইহাকে অন্যথা খ্যাতি বা বিবেক খ্যাতি বলে। এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি, নাহম ইত্যাদি (কারিকা ৩)। তত্ত্বসকলের পুনঃ পুনঃ চর্চ্চায় বিমল জ্ঞান জন্মে ও মোক্ষ হয়। কৈবল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজ নষ্ট হয়। ফল প্রসব করে না। "ক্লেশ সলিল সিক্তায়াং বুদ্ধি ভূমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাঙ্কুর প্রসূবতে তত্ত্বজ্ঞান নিপীত সলিলায়াম্ উষরায়াম কুত অঙ্কুর প্রভব ? —কৈবল্য জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানী প্রভৃতি পদ দুর্ব হইয়া 'কেবলী' পদ হইয়াছে। জৈন দর্শনেও এই পদেরই ব্যবহার। স্বর্গপ্রাপ্তি পুরুষার্থ নহে। কারণ তাহার পতন আছে। প্রকৃতি লয় ও পুরুষার্থ নহে। কারণ মগ্নের উত্থান আছে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ—এই তিন তত্ত্ব। ইহাদের বিবেকই হইল সার বস্তু।

অব্যক্ত ও প্রধান প্রকৃতির নাম। প্রকৃতি হইল অমূল মূল। ইহার আর মূল নাই। ব্যক্ত—মহদাদি, এবং জ্ঞ হইল পুরুষ। "সত্ত্বরজস্তম সাম্যাবস্থা প্রকৃতি"।—সাম্যে প্রলয়, বৈষম্যে সৃষ্টি। গুণত্রয় ক্ষুভিত হইলে সৃষ্টি হয়। সত্ত্বাদি—প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্ম নহে। "সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাত। (সূত্র ৬৩৯) অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাম। বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫)। অজা একা রক্তাদিবর্ণা সমানরূপা বহু প্রজার জননী। প্রকৃতি জাত সমস্তই স্বরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণশালী। এই প্রকৃতি রজ্জুতে পুরুষ বদ্ধ হয়। "অবধ্ন পুরুষং পশু"। সত্ত্ব রজ নিবধ্নন্তি দেহিনম্ (গীতা—১৪।৫)। (সত্ত্ব—Harmony of Rythm, রজ— Motion or activity, তম—Resistance or Inertia)

ঊর্দ্ধলোক সত্ত্ববিশাল, মধ্যলোক (পৃথিবী) রজোবিশাল, অধো লোক তমো বিশাল (কারিকা ৫৪)। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর ১৮টী। যথা—পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কার ও বুদ্ধি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি—এই তিনের সাধারণ নাম অন্তঃকরণ বা চিত্ত। সংকল্পাত্মক মন, অভিমানাত্মক অহংকার,

অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় জন্ম জ্ঞান মাত্রই আলোচনাত্মক ও নির্বিকল্প। পরে মন সংযোগ দ্বারা উহা সবিকল্প হয়। বিশেষ্য বিশেষণাবগাহিত জ্ঞান মন সংযোগের ফল। অহংকার বা অভিমানের ফলে "উহা আমার"—এই বৃত্তি জন্মে। "উহা আমারই বিষয় অন্য কাহারও নহে —এই জ্ঞান হয়। এব বুদ্ধি দ্বারা ঐ বৃত্তিগুলি নিশ্চিত আকার ধারণ করে। তখন এই জ্ঞান হয় যে—I know that I know, I know that I feel I know that I will এই বৃত্তিগুলি কখন ক্রমশ কখন বা যুগপৎ হয়। উৎপল শতপত্র ভেদ যেরূপ ক্রম থাকিলেও বুঝা যায় না—ইহাও সেই রকম। বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা আলোচিত মনের দ্বারা মত ও অহংকার দ্বারা "স্বীকৃত" হইলে, বুদ্ধি অধ্যবসায় দ্বারা তাহার বিনিশ্চয় করে। (বাচস্পতি)।

চিত্ত পুরুষয়ো অনাদি সম্বন্ধ (ভিক্ষু)। এ সম্বন্ধ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে। বিবেক খ্যাতি হইলে এই সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। জড় হইলেও চিত্ত সচেতনবৎ প্রতিভাত হয়। অগ্নি সংযোগে তপ্ত লৌহ যেরূপ পুরুষ সংযোগেও চিত্ত সেইরূপ সচেতন হয়। তখন চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত হয়। ইহাই উপরাগ। বিনিশ্চয় হইলেও বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুভূতি হয় না। বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অধিরূঢ় হয়। পুরুষ তখন উহাকে আপনার মনে করে। যদিও একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে ত্রিবিধ তথাপি যেমন এক বংশখণ্ড পর্ব্ব পর্ব্ব ভেদে ভিন্ন—প্রথম পর্বটী দ্বিতীয়ের কারণ বলা হয় এখানেও সেইরূপ।

তস্মিন্ চিদ্ দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তু দৃষ্টয়ঃ। ইমাস্তা প্রতিবিম্বন্তি সরসীর তটদ্রুমা॥" (যোগ বাশিষ্ঠ)। চিদবসানো ভোগ (সূত্র ১১)। বিষয়ের দ্বারা উপরোক্ত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্বরূপে যে চৈতন্য তাহাই ভান বা ভোগ।

পুরুষ বহু। এক এক পুরুষ এক এক চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত। পুরুষ স্বামী, চিত্ত তাহার স্ব। পুরুষ অপরিণামী দ্রষ্টা, চিত্ত পরিণামী ও তদ্দ্বারা দৃশ্য বিষয়কে দর্শন করে। চিত্ত দ্বারী, ইন্দ্রিয় দ্বার পুরুষ পুর স্বামী, বুদ্ধির ন্যায় পুরুষ পরিণাম নহে। বুদ্ধি অর্থাকারে পরিণত হয়। প্রতিবিম্ব গ্রহণই পুরুষের অর্থাকারতা স্বামীয়। ইহাকে "বৃত্তি-স্বারূপ্য" বলে। ভিক্ষুর মত এই যে, চিত্তের বৃত্তি পুরুষের, ও পুরুষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন চঞ্চল জলে চন্দ্র অচঞ্চল হইলেও চঞ্চল বোধ হয়, সেইরূপ নিষ্ক্রিয় চিৎ বা পুরুষ নির্ব্যাপার হইলেও তাহাতে চিত্ত সংক্রান্ত ক্রিয়া সংক্রামিত হইলে পুরুষকে সক্রিয়, সসঙ্গ ও ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। "পুরুষস্ত উপচরিত ভোগ।" "অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" (গীতা ৩।২৭)। ভোগ হয় বুদ্ধির, তাহা আত্মাতে উপচরিত হয়, তাত্ত্বিক নহে। গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে। (গীতা ৩।২৮)।

"গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।

অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

পরলোক বা জন্মান্তর-তত্ত্বকে 'সাম্পরায়' বলে। ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালং, প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।" (কঠ ২।৬)—বিত্ত মোহে মূঢ়াদির কাছে ইহা প্রতিভাত হয় না। এ বিষয়ে সাংখ্য বলেন, "সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ, মুক্তো ভবিষ্যতে। (কারিকা ৪৫)। জন্মায় কেন? যথা স্থূল শরীর ছাড়া লিঙ্গদেহ ভোগহীন, তাই সংসার অবশ্যম্ভাবী (কারিকা ৪০)। পুরুষ বিভু ও নিশ্চল। তাহার সংসৃতি হয় না। সংসৃতি হয় প্রকৃতির উপাধি ভূত লিঙ্গদেহের। 'নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্'। রঙ্গভূমিতে নটের ন্যায় লিঙ্গদেহ বিচিত্র স্থূল দেহ ধরিয়া কখন পশু, কখন মানব কখন উদ্ভিদ কখনো বা দেবতা হইয়া প্রকাশিত হয়। দেব মনুষ্য, নরক ও তির্য্যক—এই চারি জন্ম হইতে পারে। বৌদ্ধ মতেও ঐরূপ। কেবল একটী বেশী—পৈশাচ জন্ম। (মজঝিম

বিকার।। ইহার কি বিরতি নাই? আছে যত দিন লিঙ্গ শরীর না নিবৃত্ত হয়। লিঙ্গস্থাবিনিবৃত্তে (কারিকা ৫৫)।

বিবেকখ্যাতি না হইলে লিঙ্গদেহ যায় না। জ্ঞানী বা কেবলীরা মুক্ত হন। বুদ্ধদেব বলেন—যো মে দুক্খম্ উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম—(চর্য্যা পিটক) যাহারা আমায় দুঃখ বা সুখ দেয় তাহারা সবাই আমার সমান কারো উপর রাগ বা দ্বেষ নাই। এই চরম উপেক্ষার কথা গীতাতেও আছে। এই উদাসীনত্ব অবস্থিতি মোক্ষের পূর্বভাব। এখন অবিদ্যাদি ক্লেশ নষ্ট হয় জ্ঞান দগ্ধ কর্ম ভস্মীভূত হয় বাসনা লুপ্ত হয়। ঘট নির্মিত হইলেও কুলাল চক্র যেরূপ কিছুকাল ঘোরে সেইরূপ সংস্কার বশে দেহকর্মও কিছু কাল চলে। পরে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না। বুদ্ধের ন্যায় জীবন্মুক্ত বলেন গৃহকারক দিট্ঠোসি গেহং পুন ন কাহসি। (গৃহকারী তোমায় দেখেছি নূতন ঘর আর বাঁধতে পারবে না।) প্রেক্ষক যেমন রঙ্গালয়ে নটাদির নৃত্য দেখে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষও প্রকৃতির লীলা দেখে মাত্র। দ্বয়োরেকস্য বা ঔদাসীন্য অপবর্গ (সূত্র ৩।৬৫।) কুলবধূ কুলটা হইলে পরে লজ্জায় যেমন স্বামীর কাছে যায় না প্রকৃতিও নিজের বিকারাদি দোষ পুরুষ দেখিয়া ফেলিয়াছে জানিতে পারিয়া পুরুষকে ত্যাগ করে। প্রকৃতি জ্ঞাতদোষের লজ্জায় নিবর্তন। যেমন সাময়িক প্রয়োজনে পঙ্গু ও অন্ধ মিলিত হয় এবং প্রয়োজনান্তে যে যার কাজে যায়, সেইরূপ অন্ধ প্রকৃতি পঙ্গু পুরুষের মুক্তি সাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় পুরুষও প্রকৃতিকে চিনিতে পারিয়া মুক্ত হয়।

সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ভিক্ষু ও ব্রহ্মদাস ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন পরে উক্ত হইবে। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ আনন্দ সমুদ্র—ইহা সব উপনিষদের সিদ্ধান্ত। সুষুপ্তিতে জীব সে আনন্দের কিছু আভাষ পায়। বৃহদা ২।১।১৯। মোক্ষই ভূমানন্দ—সে আনন্দ বাক্ মনের অতীত অনির্দ্দেশ্য। সাংখ্যের মোক্ষ একরূপ নহে। ভিক্ষু ৫।১১৬ সূত্রে বলেন যে আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্ম ঔপাধিক

পরিচ্ছদ ও নাসিকাদি শূন্য, পূর্ণ চেতন পুরুষ মাত্র, বেদান্তের ব্রহ্ম নহে। ইহা
আর এক রকম মোক্ষ আছে, তাহার নাম প্রকৃতি লয়। জীবন্মুক্ত হইবার পর
নষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে চিত্তও নষ্ট হয়। ইহা হইল বিদেহ কৈবল্য। প্রাপ্ত হই
ন যায়। যে সব জীবের উৎকট বৈরাগ্য হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, তাদের কৈ
মুক্তি হয় না, প্রকৃতি লয় হয়। এই 'প্রকৃতি' অর্থে অষ্টী নহে, কেবল প্রধান ন
আর এ মুক্তি আত্যন্তিক নহে—ইহার অবধি আছে। যিনি যে তত্ত্বে লীন
তদনুসারে ঐ অবধির তারতম্য হয়। ইন্দ্রিয় তত্ত্বে লীনদিগের অবধি ১০ মন্ব
'পূর্ণং শতসহস্রং তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ' ইত্যাদি পরিমাণ বায়ু পুরাণে আ
পরে আবার ইহাদের সংসৃতি হয়।

প্রকৃতি নিবৃত্ত হইলে পুরুষ তখন নিজ চিৎস্বরূপে অবস্থান ক
(Developments of Prakriti lapse into the undeveloped
ইহাতে আনন্দ না থাকিলেও চৈতন্য থাকে। ন্যায় বৈশেষিকাদির মুক্তি
সুখ দুঃখাদি কিছুই থাকে না। সেজন্য বৈষ্ণব কাব্যে উক্ত আ
'মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ, গোতমং তং বিজানীহি॥ মুক্তি
শিলাত্ব প্রাপ্তির জন্য যে মুনি শাস্ত্র করিয়াছেন তিনি যথার্থই গোতম। সে
এক কবি বলিয়াছেন, 'বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং। নতু বৈশেষি
মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥ অন্য এক সুরসিক বলেন, 'অবিদিত সুখদুঃখ
নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ, জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষমিত্যাচচক্ষে। মম তু মতমনঙ্গ
নীবিমোক্ষো হি মোক্ষ॥ যে দশায় সুখ দুঃখ কিছু নাই, জড়বুদ্ধি লোক তাহা
মোক্ষ বলে। আমার মত, এই মদকলমদিরাক্ষীর নীবিমোক্ষই মোক্ষ।'

বেদান্ত মোক্ষকে আনন্দরূপ বলেন। সাংখ্য বলেন নানন্দাভিব্য
নির্ধর্মত্বাৎ মুক্তি ।৫।৭৪ সূত্র। কিন্তু আবার বলেন যে সমাধি সুষুপ্তি মুক্তি
তে ব্রহ্মরূপতা হয়। ৫।১১ সূত্র।

সাংখ্যের পুরুষ বহু ও নিত্য। অন্যান্য দোষ ঘটে। Maxmul

বলেন যে যদি বহু হয় তবে বিভু হইতে পারে না; আর যদি বিভু হয় তবে বহু হওয়া অসম্ভব। ইহাতে রামের আত্মা ও শ্যামের আত্মা এক হইয়া যাইবে ও উভয়ের সুখ দুঃখ সমকালীন অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা ত হয় না। সেজন্য এক পুরুষ বিশেষ কে স্বীকার করিতে হয়। গৌড়পাদ ৪৪ কারিকার ভাষ্যে বলেন যে মুক্তি হইলে সূক্ষ্ম শরীরও লুপ্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীর নিবৃত্ত হইলে পরমাত্মা উঠাতে। পরমাত্মাই ত ঈশ্বর। অনিরুদ্ধ বৃত্তিকার বলেন যে পুরুষ দ্বিবিধ পরশ্চ অপরশ্চ। নিত্যৈশ্বর্যাবিশিষ্ট স সার্বদৈব জীবরপি অসংস্পৃষ্ট পরো ভগবান্ মহেশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বিজ্ঞানা বিধাতা। অনন্ত জীবস্য স্বাতন্ত্র্যবাদের সিদ্ধি ।২।১ সূত্রের বৃত্তি। ভিক্ষুও বলেন যে স হি পর পুরুষ সামান্য সর্বজ্ঞানশক্তিমৎ ৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্য। উনিই ত পরমেশ্বর। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই মত থাকিলেও পরের গ্রন্থাদিতে নাই। ঈশ্বর অস্বীকৃত হয় নাই বটে কিন্তু মুক্তিতে তাঁহার দরকার নাই (অনিরুদ্ধ)। পতঞ্জলি কিন্তু বলেন ষড়বিংশ পরমেশ্বর। ভিক্ষু বলেন যে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অন্য দর্শনের সহিত ইহার বিরোধ নাই। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ১।৯২ সূত্র এবং ৫।৪৬ সূত্রাদিতে পরমেশ্বর স্বীকার না করিলেও জন্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। প্রকৃতিলয় প্রাপ্ত পুরুষ পরবর্তী সর্গে সর্ববিৎ সর্বকর্তা আদি পুরুষরূপে আবির্ভূত হন।"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (সূত্র ৩।৫৬)। ভিক্ষু কোন কোন সূত্রে ব্রহ্মাদি তিন মূর্তি স্বীকার করেন। যথা—অহংকারোপাধিক ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ সৃষ্টিসংহারকর্তৃত্ব প্রতিপাদিতম্। মহত্ত্বোপাধিক বিষ্ণো পালকত্বমুপপাদিতম্ (সূত্র ভাষ্য ৬।৬৬)। প্রকৃতের্মহান মহতোঽহংকার অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাদি—এইরূপ সৃষ্টি হয়। ইহা প্রাকৃতিক। ইহাকে প্রত্যয় সর্গ বা লিঙ্গ সর্গ ও বলে। ধর্মাদি ভাব ভিন্ন ভূত সর্গ হইতে পারে না। প্রাকৃত সর্গ হইল Objective এবং ভূত সর্গ হইল Subjective ষষ্টিতন্ত্র প্রত্যয় সর্গ বিষয়ক দশটি মৌলিক ও পঞ্চাশটি প্রত্যয় সর্গ বিষয়ক তত্ত্ব কথা বলিল।

প্রকৃতি জড় হইলেও পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য স্বয় প্রবর্তিত হয়। (Spontaneous evolution)। দুগ্ধাদি যেমন দুগ্ধাদির আকারে বৎসের পালনের জন্য প্রবর্তিত হয়, অচেতন জল যেমন পরোপকারার্থ প্রবর্তিত হয়—এও সেইরূপ। "স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ" (সূত্র ৩।৬১ কারিকা ৫৭।৫৭)। যেমন উষ্ট্র কুঙ্কুম ভোগ করিতে পারে না, স্বপ্রভুর জন্য বহন করে মাত্র, সেইরূপ পুরুষের ভোগও মোক্ষের জন্য,—জড় হইলেও প্রকৃতি স্বয় প্রবৃত্ত হয়। "ইক্ষতের্নাশব্দম" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

অন্ধ পঙ্গু লৌহ চুম্বক, বৎস বিবৃদ্ধি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত অনুপযুক্ত। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এক মহান অপূর্ব্ব কৌশল শৃঙ্খলা ও ইঙ্গিত বর্তমান। তাহা কেবল চেতন ব্যক্তির অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। সাংখ্যে ইহার উত্তর নাই। বাচস্পতি মিশ্র অনিরুদ্ধ ও ভিক্ষুর মত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বার্গেসো (Bergeso) প্রকৃতির অন্তরালে "Llan Vitıl"এর কথা বলেন। ইহা উপনিষদ্ কথিত "প্রাণ"। বিশ্বের চালকশক্তি চিন্ময়ী, ইচ্ছাময়ী।

এই যে বিচিত্র বিশ্ব—ইহা কি বৃথা? অলীক? ইহার বাস্তবিক সত্তা আছে, না ইহা কেবল বিজ্ঞান মাত্র? বাস্তবিকবাদ (Realism) ও বিজ্ঞানবাদ (Idealism)—ইহার কোন্‌টি সাংখ্য মানেন? সাংখ্য বাস্তববাদী। তাঁহারা পুরুষ ছাড়া প্রকৃতিরও সত্তা স্বীকার করেন। প্রকৃতিই বিশ্বের আদ্য উপাদান। (It asserts the ultimate reality of a primary substance, eternal and undestructible Plato has also a similar idea of a universal source of all material forms)—ইহা সাংখ্য হইতে গৃহীত হইতে পারে। নাস্তিক মত বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। "বিজ্ঞান ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক কেহ কেহ এই কথা বলেন। জগতের যথার্থ সত্তা নাই। প্রতীতিমাত্রেরই ভ্রান্তি বিশ্ব চরাচর। স্বপ্নবৎ ও প্রতীত হয়। বস্তু না থাকিলেও যাহা প্রতিভাত হয়—যেমন শুক্তিতে রজত—

রজ্জুতে সর্প। ইহা হইল ভ্রম। অস্মিন তদ্বুদ্ধি। অন্যদবস্তু অন্যরূপেণ ভাষতে। ইহা অন্যথা খ্যাতি। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াদি দ্বৈতের সত্তা থাকে না। কেবল বিজ্ঞান (idea) থাকে। জাগ্রতেও সেইরূপ। বিশ্ব মন কল্পিত। মন যদি অমন হয় তবে জগতের প্রতীতিই থাকে না।

ব্যাস ইহার খণ্ডন করেন। ন বিজ্ঞানমাত্র বাহ্যপ্রতীতেঃ (সূত্র ১।৪২)। বাহ্য নাই (অসৎ) তাঁহার বোধ হয় না। নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধি নৃশৃঙ্গবৎ।— (সূত্র ১।৭৮) যে হেতু জগজ্জ্ঞানের কোন বাধক নাই—ইহা ভ্রমও নহে। সেজন্য জগৎ অবস্তু নহে। বেদান্তের মায়াবাদম অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ (পদ্মপুরাণ)। নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা (সৌরপুরাণ)। ইহাই সাংখ্যের সদসৎখ্যাতি বাদ। সদসৎখ্যাতি বাধাবাধাৎ (সূত্র ৫।৫৬)। জগৎ মায়া নহে, মরীচিকা নহে, বিজ্ঞানও নহে। World is neither real nor unreal পাতঞ্জল বলেন—"বিজ্ঞান বিযুক্ত বস্তু থাকে না। কিন্তু বস্তু বিযুক্ত বিজ্ঞান থাকে যেমন স্বপ্নাদিতে। সেইরূপ বিজ্ঞানবাদই ঠিক"—এই উক্তি বিচার সহ নহে। কারণ বাহ্য বস্তু স্বমাহাত্ম্যে স্বীয় বাহ্য শক্তি বলে উপস্থাপিত হয়। বস্তুত বিজ্ঞানের গ্রাহক বিজ্ঞান বস্তুর গ্রাহক নহে। আরও একই বস্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে তখন বাহ্য বস্তুকে স্বপ্রতিষ্ঠ বলিতেই হয়। বিজ্ঞানের কল্পনা বলা চলে না।

এ বিষয়ে বেদান্তবাণী এই —তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন দেবাত্মশক্তি স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম (শ্বেতাশ্বতর)। পরমাত্মন আত্মভূতাম্ অস্বতন্ত্রাম সত্ত্ব সাংখ্যাদিবৎ স্বতন্ত্রাম শক্তিম্ অপশ্যন।

সাংখ্যীয় পুরুষ হইল গীতার ক্ষেত্রজ্ঞ। গীতার ১৩।২৭ শ্লোকে উক্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের সৃষ্টি হয়। দ্বৈতের পশ্চাতে এক অদ্বৈত আছে। ন এতং নানা (কৌষীতকী)। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (বৃহদারণ্যক)। স বা এষ অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ পশ্চাৎ ইত্যাদি (ছান্দোগ্য)। যাহাকে আমরা

স্থূড় বলি, উহা ঈশ্বর অপরা প্রকৃতি—(গীতা ।৪)। যেমন একই বাদ্যযন্ত্রের নানা সুর—প্রকার ভেদ মাত্র তেমনি এই বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মেরই প্রকার ভেদ। যিনি ব্রহ্ম, তিনি পরমাত্মা, ক্ষর ও অক্ষরের অতীত। তিনি পুরুষ নহেন, প্রকৃতিও নহেন তিনি পুরুষোত্তম। (গীতা ৫। ৮)।

সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্।
দ্বয়মন্যোন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ।

সুখ দুঃখ পরস্পর সম্বদ্ধ। যোগী দুঃখও চাহেন না, স্বর্গ সুখও চাহেন না। চাহেন কেবল বিবেকখ্যাতি দ্বারা পুরুষের স্বরূপে অবস্থান।

বৈষ্ণব দর্শন।

নিত্যং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপ প্রসূনচ্ছবিং
প্রোদ্বাহুকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরিহরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্বীতলং
গায়ন্তং নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং ভজে।

নিজ রূপ মাধুর্য্যে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ায় উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবোদ্ভব পুলক নিচয় দ্বারা যিনি প্রস্ফুটিত কদম্ব কুসুমের ছটাকে নিন্দা করিতেছেন, বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বার বার হরি হরি বলিতেছেন, চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতেছেন, কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব অনুকরণ করিয়া অশ্রুনির্ঝর ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন এবং যিনি কীর্ত্তনরত নিজ ভক্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, সেই স্বপ্রেমামৃত দানে ভুবনোন্মাদকারী শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা নমস্কার করি।

কাশীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক স্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার "শ্রীরাধারস সুধানিধি" গ্রন্থের প্রারম্ভে এই কথা লিখিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতজ্ঞ সকলে স্বামীজির ইতিবৃত্ত জ্ঞাত আছেন।

রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত নৌমি কৃষ্ণস্বরূপ —

রাধাভাবে বিভোর রাধার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি—এই বলিয়া বৈষ্ণবরা তাঁহাকে নমস্কার করেন। কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষা কৃষ্ণ ইত্যাদি ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্লোকটিকেও গৌরাঙ্গদেব অনুকূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অন্তঃকৃষ্ণ ত্বিষা অকৃষ্ণ অর্থাৎ বহিঃ গৌরবর্ণ—এইটিই শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ। তিনি রাধাকৃষ্ণের একাধারে যুগলরূপ। আরও একটি প্রসিদ্ধ ভাগবতশ্লোক এই—শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। অর্থ যুগে যুগে তিনি এই চারি বর্ণ ধারণ করেন। সত্যে শুক্ল বর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিতে পীতবর্ণ। যথাস্থানে বলিতে গেলে কৃষ্ণ পীতবর্ণ হইয়া পড়েন ও গৌরাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হন। ইহা লইয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে অনেক বিচার বিতর্ক আছে। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর (সন্তদাসবাবাজি) চক্রবর্তীর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমহাপ্রভু বলেন —

> নিগমতরো প্রতিশাখং বিচিতং ন মিলিতং পর ব্রহ্ম।
> অকস্মাৎ মিলিতং গোপবধূনাং বসনাঞ্চলেষু বদ্ধম্॥

—নিগম বৃক্ষের প্রতিশাখায় পরব্রহ্ম খুঁজিয়াছি পাই নাই গোপবধূদের বস্ত্রাঞ্চলে তাহা বদ্ধ দেখিয়া পাইলাম।

ফলত বৈষ্ণবদিগের গোপী প্রেমই কাম্য। তাঁহারা ঐশ্বর্য্য বা মোক্ষ কিছুই চাহেন না। কাম ক্রীড়া সাম্যে যাঁর স্বরূপ উপাসনা। কিন্তু ইহা সাদৃশ্য মাত্র। কাম ও প্রেম বহুধা বিভিন্ন। অলঙ্কারে রসের আস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শৃঙ্গার রসই অতি মধুর উজ্জ্বল ও হৃদয়স্পর্শী। গোপীরা চারিভাগে বিভক্ত। (১) রাধিকাদি গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা। (২) সাধনসিদ্ধা। (৩) শ্রুতিচরী (কতকগুলি শ্রুতি গোপীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন)।

এবং (৪) ঋষি চরী (রাম দণ্ডকারণ্যে যাইলে অনেক ঋষি তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন। রাম বলেন যে পরজন্মে তাঁহারা তাঁহাকে পাইবেন। এই ঋষিরাই পরে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন)। ['উজ্জ্বল নীলমণি' Bombay Ed P 53]

বৈষ্ণব বলেন, 'নানাশাস্ত্র সমুদ্র সার পরম প্রেমামৃত-স্রোতসা, সাদর নিরমায়ি নীরস রূপো দেশো নদীমাতৃক।' নানাশাস্ত্রের সারভূত পরম প্রেমামৃত নদীর স্রোতকে সর্বত্র বহাইয়া নীরস রূপ শাস্ত্র মরুদেশের (ভক্তিশূন্য শুষ্কজ্ঞানের বালুকাময় ও কর্ম কাণ্ডের কঙ্করময়) দেশকে শ্রীচৈতন্য নদী মাতৃক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর এক কবি বলেন, 'কর্ণানন্দি কলধ্বনি বহতু মে জিহ্বা মরুপ্রাঙ্গণে, শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লসল্লীলা সুধা স্বর্ধুনী॥ হে দয়ানিধে চৈতন্যদেব, তোমার কান জুড়ান প্রেমধ্বনি পূর্ণ উজ্জ্বল লীলা সুধাময়ী গঙ্গা আমার জিহ্বারূপ মরুপ্রদেশে প্রবাহিত হউক। বৈষ্ণবদিগের মূল সূত্র এই —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ বর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ভগবান কৃষ্ণই আরাধ্য, বৃন্দাবনই তাঁহার ধাম, ব্রজবধূ বর্গের দ্বারা রচিত রমণীয় উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, ভাগবতই নির্মল প্রমাণ শাস্ত্র, প্রেমই পুরুষার্থ, শ্রীচৈতন্য দেবের এই মত এবং তাহাতেই আমাদিগের বড় আদর। তাঁহাদের একটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর উপদেশবাক্য এই —

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি॥

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, মান ত্যাগ করিয়া, পর মান বর্দ্ধন করিয়া সদা হরিকীর্তন করিবে।

ভেদ জ্ঞান ছিল, শুকদেবের ছিল না। ধর্ম একটি প্রণালী নহে, মত বা সম্প্রদায় নহে, স্বয়ং ভগবানই ধর্ম।

ভক্তির লক্ষণ অনেক আছে।—

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ভাগবত (৩।২৯।১)

—শ্রীকৃষ্ণে অব্যবহিতা অহৈতুকী প্রেমই ভক্তি। সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা"—(নারদ ভক্তি সূত্র)। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে—(শাণ্ডিল্যসূত্র)। "ইষ্টে স্বারসিকী রাগ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ॥"—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

সৎসঙ্গাদি দ্বারা ভক্তির উদ্রেক হয়। নারদ এক দাসীর পুত্র ছিলেন। মাতার সহিত প্রভুর গৃহে থাকিবার সময় কতকগুলি সাধু সেখানে আসিয়া কিছুকাল থাকেন। পঞ্চম বর্ষীয় নারদ তাহাদের সেবাদি দ্বারা খুব তুষ্ট করিলে সাধুরা নারদকে ইষ্টমন্ত্র দেন। সর্পদষ্টা হইয়া মাতা মৃতা হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। সেবার প্রকার ভাগবতে ।৫।২৫ প্রভৃতি শ্লোকে উক্ত আছে। কথিত আছে যে নারদ বেদব্যাসকে নিজ মন্ত্র দান করেন। বেদব্যাস এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইলে ভাগবত রচনা করেন।

অধিকারী ভেদে ভক্তি দুই প্রকার। (১) রাগাত্মিকা অহৈতুকী বা মুখ্যা। (২) বৈধী হৈতুকী বা গৌণী। শ্রেষ্ঠ ভক্ত কিছু চাহেন না।

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

ব্যাধের কি সাবৃত্তি, ধ্রুবের শৈশবাবস্থা, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা, কুব্জার কি রূপ, সুদামার কি ধন, বিদুরের কি বংশ, যাদবরাজ উগ্রসেনের কি পৌরুষ,—মাধব ভক্তির দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হন গুণের দ্বারা নহে।

অন্য লক্ষণ যথা —ইষ্টা মহাপুরুষে সংস্থা ভক্তিঃ (ভক্তিসূত্র)।—মহাপুরুষে যে ইষ্টা সংস্থা ভাব, তাহাই ভক্তি। এই সংস্থা ভাব সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগ ভক্তি। নির্গুণ ব্রহ্মে সাক্ষাৎ অনুরাগ সম্ভব নহে। এজন্য ব্রহ্মে সংস্থা ভাবই ভক্তি। ইহাই হইল পরা ভক্তি। সগুণ ঈশ্বরে অপরা ভক্তি। অপরা ভক্তির শেষে পরাভক্তির উদয় হয়। অপরা ভক্তিতে ক্রমে সখ্য, দাস্যাদি ভাবের উদয় হয়। ঈশ্বর প্রণিধানাদবা" পাতঞ্জল সূত্রে আছে যে বিষয়াসক্তির হ্রাসের সহিত ঈশ্বরানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িলে তাহাতে অনুরাগ আসে। যাহার সহিত যাহার যত বেশী পরিচয়, তাহার উপর অনুরাগও তত বেশী হয়। ইহাই নিয়ম। পরাভক্তির উদয়ে তাহার স্বরূপ ক্রমে প্রকাশিত হয়। ভক্ত্যা মামভিজানাতি—ইত্যাদি গীতায় আছে। সুতরাং জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম—পরস্পর সাহায্যকারী, বিরুদ্ধ নহে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই সকলের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বোত্তম। গীতাও তাহাই বলেন। বুদ্ধদেব বলেন যে, মৃত্যুর স্থানই হইল প্রমাদ ও অমৃত পদ হইল অপ্রমাদ। (ধর্ম্মপদ)। পরা যাশ অমনস্কতা—তাহাই প্রমাদ। "অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্" —ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

"রসো বৈ সঃ লব্ধানন্দীভবতি"—এই উপনিষদবাণী বৈষ্ণবদিগের উপজীব্য। এই রসের পোষক বিভাবাদি অনেক ভাব আছে। স্বকীয়া

য় পরকীয়ার প্রহেলিকা আছে। পরকীয়ার মাধ্যমে অনে দিশাহারা হয়।

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাই বাস॥" [চৈতন্যচরিতামৃত]

শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলেন —

প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্ মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

—সেই প্রিয় কৃষ্ণ এই সেই আমি রাধা এই আমাদিগের মিলন। কি সখি, মুরলী মুখরিত যমুনা-কূল কাননের জন্য চিত্ত আমার ব্যাকুলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন —

শুধু বৈষ্ণবের তরে বৈকুণ্ঠের গান।
এ গীত উৎসব মাঝে—
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।
সত্য ক রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি --
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি ?
এত প্রেম কথা
রাধিকার চিত্ত দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ কার—আঁখি হতে ?
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয় জনে—প্রি জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

বৈষ্ণবদের প্রেমই পুরুষার্থ। তাহা ভক্তি-প্রাপ্য। পূজ্য অনুরাগই ভক্তি। কৃষ্ণই পরা পূজা।

প্রহ্লাদ নবধা গৌণী ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন —

> শ্রবণ কীর্ত্তন বিষ্ণো স্মরণ পাদসেবনম্।
> অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নবধা ভক্তির পৌরাণিক আদর্শ —

> শ্রীবিষ্ণো শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকি কীর্ত্তনে
> প্রহ্লাদ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মী পৃথু পূজনে।
> অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুন
> সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষা পরম॥

—শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ,—ভগবৎ-পাদসেবনে লক্ষ্মী অর্চ্চনে পৃথু রাজা বন্দনে অক্রূর দাস্যে হনুমান সখ্যে অর্জ্জুন, এবং আত্মনিবেদনে বলিরাজা দৃষ্টান্তস্থল। কৃষ্ণপ্রাপ্তিই ইহাদের পরম বস্তু।

ভক্তি গাঢ় হইলে রতিতে পরিণত হয় এবং রতি নিবিড় হইলেই প্রেম হয়।

ঐশ্বর্য্যশালী দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনের "গোপবধূটী ভুজঙ্গ চৌর" রাসেশ্বর কিশোর কৃষ্ণের জন্যই বৈষ্ণবেরা পাগল। কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেন,—

> শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী মৃগকুল শষ্পায় ন স্পন্দতে
> মূকা কোকিল পঙ্ক্তয় শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
> সর্ব্বে ত্বদ্বিরহেণ হন্ত নিতরাং গোবিন্দ দৈন্যং গত
> কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না নেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে॥

—গোকুল শীর্ণ, মৃগ গণ শষ্পের জন্য ব্যস্ত নয় ময়ূরেরা নাচে না, কোকিলগণ ডাকে না, সমস্ত বৃন্দাবন শোকাচ্ছন্ন, কেবল মৃগনয়না নীল যমুনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নেত্র জলের দ্বারা স্ফীত হইতেছে।

অথবা—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণ ক্রোড়-কড়ম্বিনী কলয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেত প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী স্থগয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

—কত অমৃত দিয়া 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ গড়া—তাহা জানি না। মুখে নৃত্য করিতে থাকিলে অসংখ্য বদনের জন্য ব্যাকুল করে, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে অর্বুদ কর্ণের স্পৃহা জন্মায়, চিত্ত ভূমিতে আসক্ত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য লুপ্ত করে।

এইরূপ শত শত মধুর শ্লোকের দ্বারা—কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলা সাহিত্য পরিপূর্ণ। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ এই অমর সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বৈষ্ণবদিগের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই জয়দেবের নাম করিতে হয়। তিনি কেন্দুবিল্ব গ্রামের লোক। পিতা ভোজদেব মাতা রামা বা রাধা দেবী পত্নী পদ্মাবতী বন্ধু পরাশর সমসাময়িক কবিগণ—উমাপতিধর ধোয়ী শরণ ও গোবর্দ্ধন। ইনি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। জয়দেব নামে এক ছন্দ সূত্রকার ছিলেন, (12th Cent A D)—ইহা অভিনব গুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষট এই ছন্দ সূত্রের টীকা করেন সুতরাং গীতগোবিন্দ কার এই জয়দেবের পূর্ববর্ত্তী। প্রসন্ন রাঘব-প্রণেতা আর এক জয়দেব আছেন। তার পিতা মহাদেব মাতা সুমিত্রা। তিনি চন্দ্রালোক নামে অলঙ্কার গ্রন্থ লিখেন। (12 57 A D) জহ্লণ তাঁহার সূক্তি মুক্তাবলীতে প্রসন্ন রাঘবের শ্লোক উদ্ধৃত করেন। সুতরাং ইনি গীতগোবিন্দ কারের কাছাকাছি সময়ের লোক হইলেও ইঁহার বঙ্গদেশে তেমন খ্যাতি নাই। নাভাজী দাসের ভক্তমাল গ্রন্থে (16th Cent A D) ও প্রিয়াজী দাসের (17th Cent A D) এই গ্রন্থের

টীকাতে জয়দেবের ও পদ্মাবতীর সম্বন্ধে বহু গল্প আছে। একটি এই যে,— পদ্মাবতী বুদ্ধমিশ্র নামে এক বৈদেশিক গায়ককে গানে পরাজিত করেন। শ্রীধরদাস তাঁহার সদুক্তি-কর্ণামৃত নামক সংগ্রহ গ্রন্থে ৩১টি শ্লোক "জয়দেবস্য" বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস লক্ষ্মণ সেনের প্রিয় পাত্র ছিলেন।

ঐ গ্রন্থে শিববিষয়ক ও অন্যান্য রসের শ্লোক আছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে তিনি বিদ্যাপতি কবির ন্যায় কেবল গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না, উভয়েই পঞ্চ দেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। গীত-গোবিন্দের প্রথম শ্লোকের অনুকরণে লক্ষ্মণ সেন ও তাহার পুত্র কেশব সেন দুইটি শ্লোক লিখিয়াছেন —

আহূতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদা গিরঃ
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

অদ্য মহোৎসবে আহূতা রাধা নিশাতে গৃহ মুক্ত রাখিয়া আসিয়াছে, পরিজন উন্মত্ত কুলবধূ একাকী কি করিয়া যাইবে, বৎস! তুমি ইহাকে রাখিয়া আইস—এইরূপ যশোদার কথা শুনিলে পর রাধাকৃষ্ণের মধুর স্মেরালস দৃষ্টির জয় হউক।—এটি কেশব সেনের লেখা। পরেরটি লক্ষ্মণ সেনের, যথা—

কৃষ্ণ ত্বদবনমালয়া সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জোদরে—
গোপী কুন্তল বর্হ দাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনা খ্যাতে ত্রপানম্রয়োঃ
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

হে কৃষ্ণ! কুঞ্জের ভিতর তোমার বনমালার সহিত গোপীর কুন্তল বর্হ দাম

পাইয়াছি, গ্রহণ করুন দুঃখ [illegible] থাকে কোনও পাপ নিশ্চ এই কথা বলিলে লক্ষ্য বর তাহাদের [illegible] মোক্ষ [illegible] হউক।

[illegible] এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের "[illegible] নির্ণয়" [illegible]। কণাদ সূত্র [illegible] পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার নামে [illegible]। প্রশস্ত [illegible] এক টীকা [illegible]। [illegible] নির্ণয় [illegible] নাই [illegible] আনন্দের উদ্ধৃত [illegible] উক্তি আধার [illegible] দিগের। বৈষ্ণবগণও উহা [illegible]। কিন্তু [illegible] জয়দেব নামে কতকগুলি পদ শিখদিগের গ্রন্থ সাহেবে" দেখা যায়।

ভক্তির রসত্ব আলঙ্কারিক। মানে নাই কিন্তু বৈষ্ণবগণ উহা স্বীকার করেন। বোপদেব তাঁহার মুক্তাফল গ্রন্থে বলেন — [illegible] দর্শিতস্য [illegible] হরিজ্ঞান চরিত্রস্য [illegible] শ্রবণাদিনা [illegible] ভক্তিরস। ১১২। ব্যাস প্রভৃতি দ্বারা বর্ণিত বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তদের [illegible] চরিত্রের শ্রবণ কীর্তনাদির দ্বারা জনিত যে চমৎকার তাহাই ভক্তিরস। হেমাদ্রি বোপদেব দ্বারা মুক্তাফল রচনা করান। (হেমাদ্রি বোপদেবেন মুক্তাফলমকরৎ।) তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। দেবগিরি রাজা মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী। তিনি মুক্তাফলের কৈবল্যদীপিকা টীকা করেন। চতুর্বর্গ চিন্তামণি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে এই স্মৃতিগ্রন্থের বহুল প্রচার। কৈবল্যদীপিকায় আছে — [illegible] পদনা প্রকর্ষ রেখামাপন্না রস। যথাহ ভাবা এবাতিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসতামমীতি। ভক্তি রসাস্বাদবাক্ত "[illegible] যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যাচ্যতে। ১ ২। সেই ভক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করিলে রস হয়। ভক্তি বিভাবাদি পুষ্ট হইয়া রসে পরিণত হয়। সেজন্য বলা হয় যে—ভক্তি রস অনুভব করে বলিয়াই ভক্ত যেমন তৃপ্তি অনুভবকারীকে তৃপ্ত বলা হয়। ভাগবতে আছে, যে কোন উপায়ে

কৃষ্ণে ন "নিবেশয়েৎ"। "নিবেশয়েৎ" এটি বিধিবাক্য নয়, ইহা সম্মতি মাত্র। (বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ)। যে বিষয়ে লোকের আদৌ প্রবৃত্তি নাই তাহাতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বিধি। কামক্রোধাদি ভাব লোকের স্বাভাবিক, কৃষ্ণে এই সব ভাব হওয়া বিচিত্র নহে।

শ্রবণাদি উদ্দীপন বিভাব, কৃষ্ণাদি আলম্বন বিভাব, স্তম্ভাদি অনুভাব বা রসের কার্য। ধৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব তাহারা স্থায়ীভাবকে বিশেষ পুষ্ট করে। মধুররসাত্মক ভক্তিরস অনধিকারিবিষয়, সকলের অনুভবযোগ্য নয়।—তাহা বলিয়া তাহার রসত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না। অন্য রসেরও তাহা হইলে উচ্ছেদ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। হাস্য করুণাদি রসই কি সকলে ঠিক অনুভব করিতে পারে? ষণ্ডেরা শৃঙ্গার বুঝে না, বিষয়ী শোক বা করুণ কি জানে না। সেইজন্য বলা হয় যে, যাহার রস সংস্কার আছে তাহারই রসাস্বাদ হয়।

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)
ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্। (সাহিত্য দর্পণ)

প্রাক্তন বা আধুনিক রতি প্রভৃতির বাসনা বিনা রসাস্বাদ হয় না। বেদে ভক্তি শব্দের উল্লেখ নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন, ইহা ঠিক নহে।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা সূত্রের ভাষ্যে 'প্রণিধানের অর্থ ভক্তি বলা হয়। ভক্তির সমানার্থক শ্রদ্ধা শব্দ বহু স্থলে আছে। বেদে শ্রদ্ধা সূক্তও আছে। ভক্তি আরোপসিদ্ধা হইলেই ফল হয়। সকল কর্মফল ঈশ্বরে অর্পিত হইলেই ভক্তি সিদ্ধ হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ ইত্যাদি (রসামৃত)।

যাহা শুদ্ধ সত্ত্বতে আত্মাকে ভূষিত করে তাহা প্রেম, সূর্য্যকিরণতুল্য। রুচি দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়।

স্বেদ রোমাঞ্চাদি আট রকম সাত্ত্বিক ভাব।—

ন শক্তিরূপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলো
ন গদগদ নিরুদ্ধ বাক্, প্রভুরভুহুপশ্লোকনে।
অমোহ ভনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রু পূর পুরো
মধুদ্বিষি পরিস্ফুরত্যবশমূর্তিরাসীন্মুনি ॥

নারদমুনি কৃষ্ণ দর্শন অশক্ত বীণা-বাদনে কম্পবশত অক্ষম বাক্য নিরুদ্ধ, গদগদ স্তব করিতে অশক্ত অশ্রুপ্রবাহে চক্ষু পূর্ণ। (ইহা সাত্ত্বিক ভাবেরই উদাহরণ)।

সম্যক্ মসৃণিত স্বান্ত ममত্বাতিশয়াঙ্কিত।
ভাব স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈ প্রেমা নিগদ্যতে (ভক্তিরসামৃত)॥
অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈ ॥ (নারদ পঞ্চরাত্র)

যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভক্ত স বৈ বণিক্। ভাগবত ৭ ১০। যিনি আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন তিনি ভক্ত নন তিনি বণিক্। নামকীর্ত্তনের ফল

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ
শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকাবিতরণ বিদ্যা বধুজীবন।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন প্রতিপদ পূর্ণামৃতাস্বাদন,,
সর্ব্বাত্মস্নপন পর বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ স কীর্ত্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসার দাবানল নির্ব্বাপিত হয়। ইহা মঙ্গল কুমুদ বিকাশক জ্যোৎস্না, ব্রহ্মবিদ্যার জীবন আনন্দ সমুদ্রবর্দ্ধক ও প্রতিপদে ইহাতে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হয়। তীর্থঙ্করের শ্রেষ্ঠতা এই জন্য যে —

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥ (কাশীখণ্ড)।
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদি স্থিতা।
অথ মর্ত্ত্যো মৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসন ॥
কামত্যাগ ও অহৈতুকী ভক্তি অমৃতত্ব লাভের কারণ।

৬

অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে (গীতা)। অভ্যাস ও বৈরাগ্যই হইল মুখ্য উপায়। কেহ কেহ বলেন, তবে সংসার হইতে পলায়ন ও নির্জ্জন সাধনা কাপুরুষতা; সংসারে থাকিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর।—ইহা ঠিক নহে। কামাদির জয়ই হইল বীরের কর্ম্ম, যথার্থ বীরমার্গই হইল মোক্ষমার্গ। এ পথ বড় দুর্গম। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। বুদ্ধ চৈতন্যাদি কাপুরুষ ছিলেন না। মহাবীর স্বামী ছিলেন জিন (Victor)। কেহ বলেন, যতটা বৈরাগ্য ধাতে সয় ততটা কর, বাড়াবাড়ি ভাল নয়। পঞ্চশিখের কাছে জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া জনক রাজা প্রথম প্রথম এইরূপই মনে করিতেন, ব্রহ্মবাদিনী সুলভা তাঁহার সে ভ্রম দূর করেন। শেষে অষ্টাবক্র ঋষি আসিয়া তাহাকে বুঝান যে সর্ব্বত্যাগই হইল মোক্ষের একমাত্র পথ দ্বিতীয় পথ নাই।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ (কঠ)

আত্মস্থ তাঁহাকে যে দেখিতে পায়, তাহারই সুখ শাশ্বত, অপরের নহে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য বলহীনেরা আত্মলাভের যোগ্য নহে। রূপরসাদির দ্বারাই তাঁহাকে পাইব এ আশাও দুরাশা। সম্পূর্ণ পাওয়া ইহাতে হয় না। তাই কবি ভর্তৃহরি বলিয়াছিলেন—

মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এষ ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি॥

হে মাতঃ বসুন্ধরে, হে পিতঃ বায়ু, হে অগ্নি, হে জল, হে আকাশ, তোমাদের কাছে প্রণামাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বিদায় চাহিতেছি। তোমাদের সঙ্গ লাভ পুণ্যফলে উদিত বিমল জ্ঞান দ্বারা সকল মোহ মলিনতা দূর হইয়াছে। আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি পরব্রহ্মে লীন হইব।

আবার কেহ কেহ বলেন বৈরাগ্যের মূলেই আমাদের এই অশান্তি। ইহাও সত্য নহে। বরং ইহার বিপরীতই সত্য। ধর্ম ও বৈরাগ্য যায় তাই ত অধর্মের প্রাদুর্ভাব সেই জন্যই এই দশা। সে বিচারের স্থান এ নহে।

পাপের মধ্যে বাহিরে নাই। বিশ্বামিত্র মুনি বিশ্বামিত্র বেশ্যা মেনকার দিন এক মোহ। এই বাক্য লিখিত সহ না। বিশ্বামিত্রাদি মহাপুরুষগণও পতন হইয়াছিল, আমরা তো নগণ্য। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা ছাড়িও না। পাপ হইতে রক্ষা কর। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন হে দেবগণ আমরা যেন ভদ্র শব্দই শুনি ভদ্র রূপই দেখি। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেম ইত্যাদি। অন্যের ছাড়াইওনা।

স তু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা।
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥
অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে॥
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি।

উপরে উপরে দেখিলে সকলেই দরিদ্র নীচে নীচে দেখিলে নিজের মহিমা হ্রাস হয় না।

সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হয় একটি ইন্দ্রিয় যদি আলগা হয় তবে সব বৃথা হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।

তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥ (মনু ২।৯৯)

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটি ইন্দ্রিয় স্খলিত হয় তবে তাহার প্রজ্ঞা নষ্ট হয় যেমন জলপূর্ণ পাত্রে একটি ছিদ্রের দ্বারাই সব জল বাহির হইয়া যায়। "তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়মারুতে।" মলয় বাতাস বহিলে পাখার দরকার হয় না সেইরূপ ভক্তির উদয়ে কিছুরই দরকার হয় না। এক এক ইন্দ্রিয় এক পশুর সর্বনাশ করে। কিন্তু মানুষ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই নিজ বিপদ ডাকিয়া আনে।

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ। (গরুড় পুরাণ)

হরিণ হস্তী পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন ইহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি একটির দ্বারা নষ্ট হয়। (হরিণ গানের দ্বারা, হস্তী স্পর্শের দ্বারা, পতঙ্গ রূপের দ্বারা, ভৃঙ্গ গন্ধের দ্বারা, ও মীন রসের দ্বারা)। যাহারা সমগ্র পঞ্চেন্দ্রিয় সেবা করে তাহারা কেন নষ্ট হইবে না? ভাগবতে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে, হে কৃষ্ণ, জিহ্বা আমাকে একদিকে টানিতেছে উপস্থ অন্যদিকে এইরূপ উদর, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু নানাদিকে টানিতেছে, যেমন বহুবিবাহকারীর স্ত্রীগুলি স্বামীকে টানাটানি করে। ৭।৯।৪০।

খৃষ্ট বলেন, Let not the sun go down upon your wrath ক্রোধকে ক্ষণস্থায়ী কর।

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।

বাচা দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্॥ (মহাভারত)

তীর বিদ্ধ বা কুঠার ছিন্ন বৃক্ষাদি পুনরায় অঙ্কুরিত হয় কিন্তু দুর্বাক্য বিদ্ধ হৃদয় ক্ষত শুকায় না।

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।

সুখঞ্চরতি লোকেঽস্মিন্ অবমন্তা বিনশ্যতি॥

অপমানিত ব্যক্তি সুখে শয়ন করে সুখে জাগরিত হয়, সুখে বিচরণ করে, অপমানকারী বিনষ্ট হয়।

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণং।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীব্রতরং মৃদু॥
(মহাভারত বনপর্ব ২৮)

মৃদুতার দ্বারা কঠোর ও মৃদু উভয়কে বশ করা যায় মৃদুতার অসাধ্য কিছু নাই এজন্য মৃদুতা কঠোরতা অপেক্ষা তীব্রতর।

মম পিতা মম মাতা মমেয় গৃহিণী গৃহম্।
এবং বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্তিত॥ (পদ্ম পুরাণ)

জ্ঞানের দ্বারাই মোহাদি দূর হয়। যোগ বাশিষ্ঠে (১৮।৫) ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। শুভেচ্ছা হইল প্রথম জ্ঞান ভূমি দ্বিতীয় বিচারণা তৃতীয় তনুমনসা, চতুর্থ সত্ত্বাপত্তি পঞ্চম অসংসক্তি ষষ্ঠ পদার্থভাবনা ও সপ্তম তুর্যাগা।

বহিঃ কৃত্রিম সংরম্ভো হৃদি সংরম্ভ বর্জিতে।
কর্তা বহিরকর্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব।

হে রাম হৃদয়ে আবেগ শূন্য হইয়া বাহিরে কৃত্রিম সংরম্ভ দেখাও ভিতরে অকর্তা থাকিয়া বাহিরে কর্তা সাজিয়া বিহার কর (যোগবাশিষ্ট ১৮)। কামই হইল ষড় রিপুর মধ্যে প্রথম ও প্রধান। শুকদেব যোগোপনিষদে বলিয়াছেন

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে স্বভাবদুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতা॥

অপবিত্র কৃমিজালপূর্ণ স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ ও বিনিন্দিতান্তর মূত্র পুরীষ বহুল এই দেহে মূর্খেরা আনন্দ পায় ও পণ্ডিতেরা ইহা উপেক্ষা করে।

সিহ্লন কবি বলেন —
সমাশ্লিষ্যাত্মাচৈর্ঘন পিশিত পিণ্ড স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষক সাসবমিব।

অমেধ্য ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শ রসিকো
মহা মোহান্ধানা কিমিব রমণীয় ন ভবতি ॥

লোকে উচ্চ স্তন মাংস পিণ্ডকে স্তন বুদ্ধিতে আলিঙ্গন করে, মদযুক্ত মদপাত্রের ন্যায় লালা ক্লিন্ন মুখ লেহন করে, স্পর্শ রসিক ব্যক্তি ঘৃণ্য ক্লেদার্দ্র পথে আনন্দ পায়, মহামোহান্ধদিগের কাছে কী বা মধুর না হয়।

ব্যাসদেব ১৮ খানি পুরাণের কর্তা। তিনি প্রথম ২৪০০০ শ্লোকে ভারত সংহিতা লেখেন। উগ্রশ্রবা সৌতী উহা লক্ষ শ্লোকে পরিণত করেন ও তাহাই মহাভারত। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে উভয়ের নাম পাই। সোমন্ত-জৈমিনী বৈশম্পায়ন পৈল-সূত্র ভাষ্য ভারত-মহাভারত ধর্মাচার্য্যাস্ত্যো যে চান্যো আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্ত।৩।৪।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হইল হরি বংশ। তাহাতে কৃষ্ণ চরিত সবিস্তারে বর্ণিত। ইহাতে হল্লীশ-ক্রীড়ার কথা আছে। কিন্তু রাস বা রাধার নাম নাই। ভাগবতে "অনয়ারাধিতো নূন ভগবান্ হরিরীশ্বর" এই শ্লোকে রাধার ইঙ্গিত মাত্র আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাধার বিষয় সবিশেষ উল্লিখিত।

"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।"

যম চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতেছে ভাবিয়া ধর্মাচরণ করিবে। অবসর মত শেষে করিব বলিয়া থাকা উচিত নহে, কারণ সে অবসর আর মিলিবে না।

সমাপ্য বিষয়ার্থান্ যঃ শ্রীহরিং স্মর্ত্তুমিচ্ছতি।
সমুদ্রে শান্ত কল্লোলে স মূঢ় স্নাতুমীহতে ॥ (রামানুজ)

বিষয় প্রয়োজন সকল মিটাইবার পর যে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই মূঢ় শান্ত-তরঙ্গ সমুদ্রে স্নান করিতে চেষ্টা করে।

ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা।
যস্ত্বেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ ॥

ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সমভাবেই সেব্য, যে ব্যক্তি কেবল একটিকে আসক্ত, সে জঘন্য।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি মধুর ও হৃদয় গ্রাহী। ইহার বিষয় কিছুই বলা হইল না, সামান্য আভাষ মাত্র দেওয়া হইল। এই বলিয়া শেষ করিতেছি —

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

হে অখিলগুরু জগদীশ ধ্যানের দ্বারা যে তোমার রূপ কল্পনা করি স্তুতি দ্বারা যে তোমার অনির্বচনীয়তা দূর করিয়া দিই তীর্থযাত্রাদি দ্বারা যে তোমার ব্যাপিত্ব দূর করি দুর্বলতা জন্য আমার এই দোষ ত্রয় ক্ষন্তব্য।

"অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলী লবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাম্।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥"

যাঁহার ইচ্ছায় সমুদ্র স্থল ও স্থল সমুদ্র ধূলিকণা পর্ব্বত ও পর্ব্বত ধূলিকণা, তৃণ বজ্র ও বজ্র তৃণবৎ ক্ষীণ অগ্নি শীতল ও হিম অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয় যাঁহার লীলা শক্তি দুর্জ্ঞেয় ও অদ্ভুত — সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

ন ধ্যাতোঽসি ন কীর্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো
নো জন্মান্তরগোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা।
তেনাহং বহুদুঃখভাজনতয়া প্রাপ্তো দশামীদৃশীং
ত্বং কারুণ্যনিধে বিধেহি করুণাং শ্রীকৃষ্ণ দীনে ময়ি॥ (শঙ্করাচার্য্য)

হে প্রভো আমি তোমার ধ্যান বা কীর্ত্তন অথবা কিঞ্চিন্মাত্র আরাধনা করি নাই, এবং জন্মান্তরে তোমার চরণ পদ্মে ভক্তিও করি নাই এই কারণে হে

করুণা-সাগর, আমি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত করিয়াছি। হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি অতি দীন, আমার প্রতি করুণা বিধান কর।

তন্ত্র।

কলিতে তন্ত্রের প্রাধান্য।

নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥ (মহানির্বাণ তন্ত্র)

যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
দেবীপদাম্ভোজসমাশ্রিতানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥

যেখানে ভোগ, সেখানে মোক্ষ নাই, যেখানে মোক্ষ, সেখানে ভোগ নাই; দেবীপদাশ্রিতগণের ভোগ ও মোক্ষ করস্থিত।

কলিকালে দুইটি আশ্রম—গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য। ব্রহ্মচর্য্য ও বাণপ্রস্থ নাই। ভৈক্ষ্য আশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড ধারণ বা সন্ন্যাস নাই। কারণ উহা শ্রৌত সংস্কার। বৃহন্নারদীয় পুরাণে কমণ্ডলুবিধারণ ইত্যাদি বিধি নিষিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্করই বৈদিক সন্ন্যাসের প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু বঙ্গদেশে তাঁহার প্রভাব সূক্ষ্ম। তান্ত্রিক সন্ন্যাসই এখানে প্রচলিত।

গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।
ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্ত-দণ্ডধারণম্॥
কলৌ নাস্ত্যেব ইত্যাদি। (মহানির্ব্বাণ)।

তন্ত্রশাস্ত্র বহু প্রাচীন। অথর্ব্ব বেদে ইহার উৎপত্তি। প্রথম প্রচার হইল গৌড়ে। প্রবাদ এই যে—

গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥

তন্ত্রের উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ। বশিষ্ঠ দেব মহাচীনে যাইয়া সিদ্ধ হন। এখনো সেখানে তাঁহার মন্দির আছে। একালেও বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধুদের দেখিতে পাই। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব প্রথম তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ হন। তন্ত্রের পন্থা গহন ও গূঢ়। গুরুমুখ হইতে জ্ঞাতব্য। সাংকেতিক শব্দ দ্বারা সংবৃত ও গভীর দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। ইঁহারা শব্দের নিত্যত্ব ও স্ফোট স্বীকার করেন। নাদ ও বিন্দু হইতে জগৎ উদ্ভূত। স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থ যেমন আছে সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দও আছে। উচ্চারিত শব্দ সূক্ষ্ম শব্দের বাহ্য রূপ।

> ভিদ্যমানাৎ পরা বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
> শব্দ ব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগম বিশারদাঃ ॥
> ক্রিয়াশক্তি প্রধানায়াঃ শব্দ শব্দার্থকারণং ।
> প্রকৃতের্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দ ব্রহ্মোঽভবৎ পরম্ ॥ (সারদা-তিলক)

শব্দের চারিটি অবস্থা —

> বৈখরী শব্দ নিষ্পত্তি র্মধ্যমা শ্রুতি-গোচরা।
> দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী ॥

বৈখরীতে শব্দ রচনা শ্রুতি গোচরা হইলে মধ্যমা অর্থ দ্যোতিত হইলে পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা বাক্ নিত্যা।

পরা শব্দের স্থান হইল মূলাধার—ইহা অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও অনপায়ী। পশ্যন্তীর স্থান হইল মণিপুর—নাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ। মধ্যমার (হিরণ্যরূপ) স্থান হইল অনাহত (হৃদয়)—বুদ্ধির সহিত ইহার সম্বন্ধ। বৈখরীর স্থান হইল বিশুদ্ধ (কণ্ঠ)—ইহা স্থূল।

ইহাতে পঞ্চ মকারের কথা থাকিতে অনেকে না বুঝিয়া বিরূপ হন। উপনয়ন বিবাহাদিতে বেদোক্ত বিধান পূজাদিতে পুরাণোক্ত বা তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি প্রচলিত। জড় বস্তুর সাহায্যেই হিন্দুরা সাধনা করেন। জড় বস্তুর দ্বারা একটা তত্ত্ববস্তুকে বুঝিতে যাওয়ার নামই—প্রতীক উপাসনা। পশু, বীর ও দিব্য—এই

তিনটি ভাব। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, ও কৌলাচার—এই সাতটি আচারের সাহায্যেই পূর্ব্বোক্ত ভাবত্রয়ের প্রকাশ হয়।

বৈদিক বৈষ্ণব শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।

সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং তৎ কৌলমুচ্যতে ॥ (বিশ্বসার তন্ত্র)

—বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ আচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং দিব্য ভাবই হইল কৌলাচার। পশুভাব বিধিমার্গ, বীরভাব বিধি পরিত্যাগের মার্গ ও দিব্যভাব সিদ্ধিমার্গ। ত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তিকে দমন করা বড়ই কঠিন। তন্ত্র ভোগের মধ্য দিয়া প্রবৃত্তিকে চালাইয়া লইয়া গিয়া শেষে নিবৃত্তিতে পৌছাইয়া দেয়। তমোগুণকে শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত করে। বীরাচারীর এই চরম সাধনা ও চরম বিজয়। এই সাধনাতে—

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতি সুকৃতায়তে।

মোক্ষায়তে তথা হি সা কুল ধর্ম্মে মহেশ্বরি ॥

বৈষ্ণবদের যে রাগমার্গ ইহা কতকটা তদ্রূপ। ভাগবতে আছে—

যদ্ ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিত সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।

এবং ব্যবায় প্রজয়া ন রত্যৈ ইদং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম ॥

সুরার ঘ্রাণ বিহিত আছে—পান নহে, পশুর আলভন যজ্ঞ বিহিত—হিংসা নহে, সন্তানার্থ স্ত্রীসংসর্গ বিহিত—রতির জন্য নহে। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম লোকে জানে না।

তন্ত্রে ও অধ্যাত্মরামায়ণে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম প্রায় একরূপ।

কুলার্ণবে আছে—

ঘৃণা লজ্জা ভয় শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।

কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

—এই অষ্টপাশ বিমুক্ত না হইলে সিদ্ধি হয় না।

বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ।—৬৪ খানি, অশ্বক্রান্তা, বিন্ধ্যের

ত্তরভাগে ৬৪ খানি রথক্রান্তা, বিষ্ণোর দক্ষিণে—৬৪ খানি —সর্বসমেত ১৯২ খানি মূলতন্ত্র সদাশিব রচনা করেন। ইহা ছাড়া অনেক আগম (শিব প্রোক্ত) ও নিগম (দেবী প্রোক্ত) আছে। প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক মন্বন্তর ধিকার।—৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। প্রতিকল্পে ১৪ মন্বন্তর। এক কল্পে এক হাজার মহাযুগ বা চার হাজার তযুগ। পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতি কল্পের ঘটনাবলী অনেকাংশে ঠিক হইলেও সর্ববিষয়ে একরূপ হয় না। কল্পভেদে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু মূলতঃ এক। প্রতি ত্রেতাযুগে স্মৃতি রচিত হয়, প্রত্যেক দ্বাপরে পুরাণ রচিত হয় প্রত্যেক কলিতে তন্ত্র রচিত হয় ইহাই প্রবাদ।

শবাসন দুই প্রকার। শবের স্থায় উত্তানভাবে শুইয়া যোগানুষ্ঠান ও চাণ্ডালাদি শবের উপর বসিয়া মন্ত্র জপ। অন্য মৃত চিতার উপর বসিয়া জপ করার নাম চিতা সাধন। এক মুণ্ড তিন মুণ্ড বা পঞ্চ মুণ্ড আসনে বসিয়া জপ করার নাম মুণ্ড সাধন। শক্তি লইয়া সাধন করার নাম লতা সাধন।

বিনা হ্যাগম মার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।
সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং স্মৃতম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবম্ শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥ (উত্তর তন্ত্র)।

কৌলাচারই সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ তাহার দ্বারাই দিব্যভাব সিদ্ধ হয়।

শিবলিঙ্গ পূজা যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। তন্ত্র মতে ইহাই আদি পূজা। সদাশিব—ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাহার উল্লেখ বহু তন্ত্রে ও পুরাণে আছে। লিঙ্গ পুরাণ শিব পুরাণ বায়ু পুরাণ প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু প্রমাণ প্রদান করিতেছি।

লিঙ্গপুরাণে উক্ত হয় যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে অগ্নিতুল্য এক দীপ্ত লিঙ্গ

উপস্থিত হয়। ইহা কি ও ইহার আদি বা অন্ত কোথায়—তাহা খুঁজিতে সচেষ্ট হইয়া উভয়ে বিফল হন। ব্রহ্মা হংসে চড়িয়া ঊর্দ্ধে ও বিষ্ণু কৃষ্ণ বরাহে চড়িয়া পাতালে যান। শিবপুরাণে এই বরাহ শ্বেত ও এই কল্পই শ্বেত বরাহ কল্প নামে খ্যাত। বিফল হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সেই লিঙ্গকে স্তব করেন। পরে লিঙ্গ হইতে এক নাদ উঠে—ওঁ ওঁ ওঁ। ইহাই শব্দ ব্রহ্ম।

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহু পৃথিবী তস্য পীঠিকা।

আলয় সর্ব দেবানাং লয়নাৎ লিঙ্গমুচ্যতে॥ (স্কন্দপুরাণ)

আকাশই লিঙ্গ—পৃথিবী তাহার বেদী, আকাশ সর্ব্ব দেবের আলয়, ও সকলের লয় স্থান বলিয়া আকাশ লিঙ্গ নামেই কথিত হয়। আকাশই সদাশিবের বিরাট মূর্ত্তি ও ব্রহ্মাদির লয় স্থান।

বামন পুরাণে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) আছে ব্রহ্মা বিবিধ পূজার জন্য চারিটি শাস্ত্র রচনা করেন। যথা—শৈব পাশুপত, কালবদন ও কপালিন্‌। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি শৈবমতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার শিষ্য গোপায়ন। ভারদ্বাজ ছিলেন পাশুপত; তাঁহার শিষ্য সোমকেশ্বর রাজা ঋষভ। আপস্তম্ব কালবদন মতানুসারী, তাঁহার শিষ্য ছিলেন ক্রাথরাজা বৈশ্য বক। ধনদ নামে ঋষি কপালিন্‌, তাঁহার শিষ্য মহাতপা শূদ্র কুন্দোদর। পদ্মপুরাণে আছে, "যোনিলিঙ্গ স্বরূপা বৈ রূপ তস্মাৎ ভবিষ্যতি'। কালিকা পুরাণে আছে, সতী দেহ লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দেখিয়া লজ্জায় প্রস্তরময় লিঙ্গ রূপ ধারণ করেন।

শিবপুরাণে বিদ্যেশ্বরসংহিতায় ৪র্থ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা শিবকে আবির্ভূত দেখিয়া সোপচার পূজা ও স্তব করিলেন। শিবও তাহাদিগকে বর দিলেন। সপ্তম অধ্যায়ে এই দিনকেই শিবরাত্রি বলিয়াছেন,

যথা— তুষ্টোঽহমদ্য বা যৎসৌ পূজয়াস্মিন্‌ মহাদিনে।

দিনমেতৎ ততঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তরম্‌॥

শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা তিথিস্তেষাং মম প্রিয়া ॥

ঈশান সংহিতায় আছে যে—

মাঘে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাম আদিদেবো মহানিশি।
শিবলিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্য সমপ্রভঃ ॥

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই শিবরাত্রি তিথিতেই শিবলিঙ্গের প্রথম আবির্ভাব। পরে এই মাঘ অকাল বসন্তাদেবে অপমানিত শিব ধ্যান অবস্থায় মদন ভস্মীভূত হন। ইহাও প্রসিদ্ধ।

বাণলিঙ্গোৎপত্তি সূত সংহিতায় বর্ণিত আছে। পরম-শৈব বাণাসুর শিবের বরে অনেক শিব নির্মিত লিঙ্গ প্রাপ্ত হন। বাণ সেই সব স্বপ্রভ লিঙ্গ প্রবাহ পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাস্থানে মানব কল্যাণের জন্য রাখিয়া যান। অন্য শাস্ত্রাদিতে আছে যে দেবতারা ইহাতে ভীত হন—পাছে বাণলিঙ্গ পূজায় সিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পদ লোকেরা কাড়িয়া লয়। সেইজন্য দেবতারা শিবের পূজাতে বর স্বরূপ শিব রচিত আরও বহু লিঙ্গ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ঐগুলি সশক্তি পূজা করিয়া বাণভয় দূর করেন। পরে পুলিনীতে ঐ লিঙ্গগুলি রক্ষিত হয়। এই লিঙ্গগুলি—ঐন্দ্রলিঙ্গ বায়ুলিঙ্গ অগ্নিলিঙ্গ প্রভৃতি নামে খ্যাত। এই সব লিঙ্গ নির্ণয় করিবার বিধি ও বাণলিঙ্গের শুভ্র পিঙ্গল স্বর্ণ অরুণ স্ত্রিগ্ধ অকৃত্রিম, স্থূল, সূক্ষ্ম বর্ত্তুল প্রভৃতি বিভাগ "বীর মিত্রোদয়" নামক গ্রন্থে আছে।

বাণার্চ্চকঃ স্মৃতঃ লিঙ্গ বাণলিঙ্গমনুত্তমং। (হেমাদ্রি)

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে আছে যে লিঙ্গ পূজাই শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। "লিঙ্গার্চ্চন বিহীনস্তু কৃতং নিরর্থকং প্রিয়ে —ইত্যাদি বিস্তৃত বিবরণ আছে।

"সারদা তিলকে" আছে নিগুর্ণঃ সগুণঃ শ্চেতি শিবো জ্ঞেয় সনাতনঃ। ইত্যাদি। পরম ব্রহ্ম কলা যুক্ত বা প্রকৃতিগত হইলে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) ও নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই। অন্যের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাই। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি নিত্য সম্বন্ধ। কেহ

ইহাকে প্রকৃতি যুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্য যুক্ত প্রকৃতি বলেন। সুতরাং কেহ কেহ ইহাকে শিবস্বরূপ বা পুং দেবতা কেহ কেহ শক্তিরূপা বা স্ত্রী-দেবতা, আবার কেহ কেহ নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এব ইনিই প্রকৃতিস্থ চৈতন্য, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু গোপাল প্রভৃতি শাক্তদের কালী তারা প্রভৃতি সৌরদের সূর্য্য, শৈবদের শিব ও গাণপত্যদের গণপতি বলিয়া খ্যাত। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতিস্থ চৈতন্য হইতে যে শক্তি জন্মে তাহাই আদ্যা শক্তি। প্রকৃতির সহিত আদ্যাশক্তির ভেদ এই যে, প্রকৃতি অবিকৃত, কিন্তু আদ্যাশক্তিব বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অদৃষ্ট নিবন্ধন প্রথমত এই আদ্যাশক্তিতে গুণ ক্ষোভ হইয়া সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টি চারি প্রকার। তন্ত্র মতে প্রলয়ের পূর্ব্বে যেরূপ সৃষ্টি ছিল বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেইরূপ সৃষ্টি হয়। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবী" ইত্যাদি সন্ধ্যা মন্ত্র দ্রষ্টব্য। সিবস্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, তখন ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশিত হয়। যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহীনতি পূর্ব্বং। (শ্বেতাশ্বতর)। সৃষ্টি অনাদি কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্তি, ঈশ্বর অপক্ষপাত, সৃষ্টির অন্তও নাই। বেদ উপনিষদ যাহা, রামায়ণাদিতেও তাহাই প্রতিপন্ন। ইহা হইল সনাতন, বৈদিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম। কিছু কিছু বিরোধ থাকিলেও, সকলে পরস্পরের সাহায্যকারী, বিরোধ আভাস মাত্র।

> সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামবর্ত্ততে।
> অদৃষ্টা জায়তে সৃষ্টি প্রথমে তু বরাননে॥
> বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিরুচ্যতে।
> তৃতীয়ে বিকৃতি প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা॥
> আরম্ভ সৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে॥

অদৃষ্ট-বশতঃ কর্ম্ম ভোগ কাল উপস্থিত হইলে প্রথম বা অদৃষ্ট সৃষ্টি হয়। বিবর্ত্ত সৃষ্টিকে মানস সৃষ্টি বলে।

আশ্রম—১। পূর্ব্বাশ্রম ২। দক্ষিণাশ্রম, ৩। পশ্চিমাশ্রম ৪। উত্তরাশ্রম, ৫। উর্দ্ধাশ্রম, ৬। গুপ্ত ৭। নিষ্ফল বা বদরিকাশ্রম।

গুরু—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, ঈশ্বর মহেশ্বর, পরশিব ও পরমশিব বা শক্তি।

সারদাতিলকে আছে কালের সাহায্যে শক্তির এবীভূত বিন্দুরূপ পরশিব (ব্রহ্ম) হইতে মহেশ্বর উৎপন্ন হন। তাহা হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিব।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট শিবা পরিকীর্ত্তিতা॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, ঈশ্বর সদাশিব পরশিব এই ছয়টি শিব। সপ্তম পরম শিব সহস্র দলে আছেন।

সপ্তাবয়ব চতুষ্পাদ ত্রিস্থান পঞ্চ দৈবত।
ওঙ্কারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

সপ্তাঙ্গ—অ উ ম নাদ বিন্দুকলা ও কলাতীত (এতৎ সমুদয়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য)

চারি পাদ—স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী।

ত্রিস্থান—জাগ্র স্বপ্ন সুষুপ্তি।

পঞ্চ দেবতা—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, ঈশ্বর মহেশ্বর।

প্রণব তিন প্রকার—অপরপ্রণব পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপ অপর প্রণব।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থে স্থূল যাহা তাহা নহে সে সূক্ষ্ম গুণমাত্রস্থিত যাহা তাহা বীজ নির্গুণ অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যমান জগৎ ও বিরাট হইল প্রণবের প্রথম স্থান। হিরণ্য গর্ভ বা স্বপ্নে দৃশ্যমান জগৎ ও তৈজস ইহার দ্বিতীয় স্থান। অব্যাকৃত বা সুষুপ্তিতে অনুভূয়মান অজ্ঞানাদিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ ইহার তৃতীয় স্থান। এই অপর প্রণবের বা শব্দব্রহ্মের হইল এই তিনটি স্থান। ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতা, ইহার স্বরূপ। ব্রহ্ম [illegible] উপস্থিত হইয়া যখন সৃষ্টি করেন

তখন তাহা অপর ব্রহ্ম বা শব্দ ব্রহ্ম। যখন অনুপহিত থাকেন তখন পরপ্রণব বলা হয়। এব উপহিত ও অনুপহিত উভয়াত্মককে মহাপ্রণব বলে। শব্দ ব্রহ্মই তিনি যাঁহার দ্বারা শব্দ ও শব্দার্থ প্রকাশিত হয়। শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগতে কোনও শব্দ বা শব্দার্থ নাই।

চৈতন্য সর্বভূতানা শব্দব্রহ্মেতি মে মতি। (সারদা) শব্দস্ফোট বাদিরা শব্দকে, অর্থস্ফোট বাদিরা অর্থকে শব্দ ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু তাহাতে ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, কারণ শব্দ ও অর্থ উভয়ই জড়। আমার মতে যিনি সর্বভূতের চৈতন্য তিনিই শব্দ ব্রহ্ম (সারদাতিলক)। শব্দ ও অর্থ শব্দ ব্রহ্মের বিরাট মুর্ত্তি। শব্দ ও চৈতন্য যুক্ত অর্থ এবং অর্থ ও চৈতন্য যুক্ত শব্দ হইল শব্দ ব্রহ্ম। শাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র কোথাও নিরাকার ভাবে কোথাও সাকার ভাবে কোথাও সাক্ষী ভাবে বা বীজ ভাবে কোথাও বা সূক্ষ্ম ভাবে ও বিরাট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সকল উক্তিই সত্য, যাঁহারা যে ভাবে বুঝিবেন তাঁহারা সেইভাবে দেখিবেন।

"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।" ইহা হইল ব্রহ্ম-গায়ত্রী। "ওঁ সচ্চিদেক ব্রহ্ম," ইহা বা ইহার অন্তর্গত যে কোন মন্ত্র হইল ব্রহ্ম মন্ত্র। ইহা লইবার কাল বা স্থানের বিচার নাই। কিন্তু অদীক্ষিত পূর্ণা ভিষিক্ত ভিন্ন কাহারও ইহাতে অধিকার নাই, ব্যতিক্রমে পাপ ও অনিষ্ট হয়। (প্রবাদ এই যে রাজা রামমোহন রায় হরিহরানন্দ ভারতীর কাছে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন)।

ব্রহ্মের ধ্যান —

> হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহ
> হরি হর বিধি বেদ্য যোগিভি র্ধ্যান গম্যম্।
> জনম মরণ ভীতি-ভ্রং শি সচ্চিৎ স্বরূপম
> সকল ভুবন বীজ ব্রহ্ম চৈতন্য মীড়ে ॥

ব্রহ্ম কবচ—

পরমাত্মা শির পাতু হৃদয় পরমেশ্বর।
কণ্ঠ পাতু জগৎপাতা বদন সর্ব্বদৃগ বিভুঃ॥
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়।
সর্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পর ব্রহ্ম সনাতনম্॥

গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের অভেদ চিন্তা করিতে হয়। মন্ত্র কেবল বর্ণ মাত্র নহে

বাচ্য বাচক ভেদেন অভেদো মন্ত্র দেবয়োঃ।
চিত্ত সংশুদ্ধিরেবাত্র মন্ত্রিণাং ফলদায়িনী॥

কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। ছয় রকম স্নানের বিধি আছে যথা — ব্রাহ্ম, আগ্নেয় বায়ব্য, দিব্য বারুণ ও যৌগিক। যৌগিক হইল আভ্যন্তর স্নান। পঞ্চতত্ত্বের সম্বন্ধে বলা হয় যে

আদ্য তত্ত্ব বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবন প্রিয়ে।
অপস্তৃতীয় জানীহি চতুর্থং পৃথিবী প্রিয়ে।
পঞ্চম জগদাধার বিয়দ্ বিদ্ধি বরাননে॥

প্রজ্বলিত বহ্নিতে হোম কর্ত্তব্য।

বহ্নির কর্ণ হইল কাষ্ঠ, ধূম হইল নাসা ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে যথা—

যত্র কাষ্ঠ তত্র শ্রোত্র যত্রো ধূমোহত্র নাসিকা।
যত্রাল্পজ্বলন নেত্র যত্রোহঙ্গার তত্র শির।
যত্র প্রজ্বলিত জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ॥

যেখানে অল্পজ্বলন তাহা অগ্নির নেত্র অঙ্গার হইল মস্তক ও প্রজ্বলিত শিখাই জিহ্বা।

গোত্রের অর্থ তাঁহারা এইরূপ করেন—গবতে শব্দয়তি পূর্ব্ব পুরুষান্— যে নামের দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষদের পরিচয় হয় তাহা গোত্র। প্রবর হইল—সেই গোত্র প্রবর্ত্তকদিগের অনুচর।

যোগের কথা পাতঞ্জল প্রভৃতিতে সবিশেষ বর্ণিত। তান্ত্রিকরাও যোগ-প্রক্রিয়ার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী। যোগ চার প্রকার*—মন্ত্র যোগ, হঠ যোগ, লয় যোগ ও রাজ-যোগ।

মন্ত্রযোগ—ইহা কেবল নাম ও রূপের অবলম্বনে অর্থাৎ মূর্তি এবং তদন্তর্গত বা তৎপ্রতিপাদক মন্ত্র কিম্বা মন্ত্রের ধ্যান সহযোগে চিত্ত স্থির করিবার সাধনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহা ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত। ইহাকে ভক্তিযোগও বলা যায়।

হঠযোগ—পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহের ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তি সকলের নিবৃত্তিপূর্ব্বক জ্যোতি দর্শনাদি সাধনার উদ্দীপনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহা সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত। ইহাকে ক্রিয়াযোগ বলা যায়।

লয়যোগ—নানাভাবে বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসমূহের মধ্যে সতত ভ্রাম্যমান চঞ্চল চিত্তকে কুণ্ডলিনী শক্তি সহযোগে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কোন কোন বিন্দুতে বা নবচক্রে লয় করিবার উপায় মাত্র। শাস্ত্রে ইহা নব অঙ্গে বিভক্ত। ইহা বিন্দু ধ্যানের অন্তর্গত। ইহাকেও ক্রিয়াযোগ বলা হয়।

রাজযোগ—যোগচতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহা মনের পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা চিত্তনিরোধের প্রণালী মাত্র। ইহাকে জ্ঞানযোগ বলা যায়। শাস্ত্রে ইহা ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত। ইহা দ্বারাই সাধকের নির্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ যোগই যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। স্বয় সদাশিব যাহার উপদেষ্টা যোগমায়া যাহার মূর্ত্তীভূতা, ভগবান বিষ্ণু যাহার রক্ষাকর্ত্তা সেই তন্ত্রই সমগ্র যোগ শাস্ত্রের সমাহার ক্ষেত্র।

তন্ত্রে বিবাহ দুইরকম, ব্রাহ্ম ও শৈব। শৈব বিবাহ সব সময় হয় না, মাত্র চক্র ও স্থলবিশেষে ইহার বিধি। পতি বিদ্যমানে স্ত্রীর শৈব বিবাহে অধিকার নাই, অনুলোম ক্রমেই বিবাহ হইবে। প্রতিলোমে হইলে তজ্জাত পুত্রাদি নীচ জাতি হইবে ও তাহাদের ধনাধিকার থাকিবে না। বিধবা বিবাহের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। যথা—

পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।

সাপ্যুদ্বাহ্যা পুন: পিত্রা শৈবধর্ম্মে স্থয়' বিধি ॥ (৩।৩৭ মহানির্ব্বাণ)।

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ যথা

অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদা মজ্ঞাত পতিসেবনাম।

নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম ॥ (৮।১০৯)।

পতিমর্য্যাদা পতিসেবা ধর্ম্মশাসন ইত্যাদির তাৎপর্য্য যে জানে না সে কন্যাকে পিতা বিবাহ দিবে না।

তন্ত্রে বেশ্যা শব্দের অর্থ অন্যরূপ। কালী তারাদির আবরণ দেবতাকে এব পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকে বেশ্যা বলা হয়। এইরূপ বেশ্যাগৃহের মৃত্তিকাই পূজাদিতে প্রশস্ত।

বৈদ্যশাস্ত্রে আছে —

বাযুর্বায়ুব ল বায়ুর্বায়ুর্বীর্য্য শরীরিণাম্।

বায়ু সর্বমিদ' বিশ্ব প্রভুবায়ু' প্রকীর্ত্তিত ॥

দিবারাত্রে ২১ বার নি শ্বাস ও প্রশ্বাস হয়। নাসিকা হইতে বায়ু স্বভাবত ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যায়। ছুটাছুটিতে আরও বেশি দূর যায়। সেজন্য প্রাণায়ামাদি দ্বারা নি শ্বাস প্রশ্বাসের পরিমাণ কিছু কমাইতে পারিলে দীর্ঘ জীবন হয়।

শক্তির ব্যক্তাবস্থাই ক্রিয়া। শক্তি জড়। চিৎ না থাকিলে জড়ে কার্য্য হয় না। তাই চিৎ বা আত্মার প্রয়োজন। সেজন্য িনি কর্ত্তা এব প্রকৃতির দ্বারা করান বলিয়া অকর্ত্তা। রাজা যেমন নিজে কিছু করেন া। তিনি অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তা। মন হইতে সর্ব্বদা স কল্প প্রবাহ ছুটিতেছে ও কর্ম্মরূপে পরিণত হইতেছে। মনকে বাঁধাই প্রথম কাজ। স্থূল দেহ ও মনো দেহ। মন আপনাতে সূক্ষ্ম ভূতের কল্পনা করে এব' স্বপ্ন শরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীরও গড়িয়া তুলে। ইহাই সূক্ষ্ম শরীর বা তৈজস পুরুষ। স কল্পাত্মক ক্রিয়াই কর্ম্ম ও মন তাহার আশ্রয়।

বুদ্ধি মনকে আত্মস্থ করিতে পারে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি। আমি এইরূপ বা এরূপ নহি—মনের সংকল্প বিকল্প জ্ঞান হয়। কিন্তু বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় যে আমি ইহাই।

আত্মা স্থির সমুদ্র প্রকৃতি তাহার তরঙ্গ। তরঙ্গ ও জল ভিন্ন নহে, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। প্রকৃতিতে ব্রহ্মের যে সত্তা তাহাই ঈশ্বর। ইনি প্রকৃতির অধীন নহেন, ইনি মায়াধীশ। মায়াহীন সাধক ধ্যান জপাদির দ্বারা আপনাকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হয়। এজন্য গুরুর প্রয়োজন। সামান্য বর্ণ শিখাতে যখন গুরুর দরকার, তখন এরূপ কঠিন বিষয়ে গুরুর আরও দরকার।

"জপাৎ শ্রান্তঃ পুন র্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্ত পুনর্জপেৎ।
জপ ধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ॥
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্ট স্তস্য তুষ্ট স্বয়ং হরিঃ॥"

তন্ত্রে প্রায় সর্বত্র সদাশিব পদ দৃষ্ট হয়। শিব ও সদাশিবের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সদাশিব হইলেন তমোগুণ বর্জ্জিত। প্রমাণ যথা—

"সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তি স্তমোগন্ধ বিবর্জিতা।"

সদাশিব বিষ্ণুর মূর্ত্তি তমোগুণ বর্জিত। তাঁহা হইতেই এই সৃষ্টি। সেইজন্য সৃষ্টিকে মাহেশ্বরী সৃষ্টি বলা হইয়াছে। সদাশিব হইলেন সর্ব্ব ব্যাপক, শিবরূপী, ব্রহ্মাণ্ড-স্রষ্টা। ব্রহ্ম সংহিতার ৮, ৯, ১০ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। তন্ত্র অতি গোপনীয়। বিশেষ বিবরণ গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

"দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥"

হে দুর্গে, তুমি দয়ারূপা করুণামাখা তোমার দৃষ্টি, তুমি দয়ার্দ্রা, হে দুঃখনাশিনী বিপত্তারিণী জগদ্ধাত্রী দেবী, তোমার নমস্কার।

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥"

পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা স্বেচ্ছায় অন্যকে বিবাহ করিয়া যে পুত্র প্রসব করে তাহা পৌনর্ভব। এইরূপ বিবাহ বৃহন্নারদীয় পুরাণ মতে নিষিদ্ধ। মনু বলেন যে সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। ঔরস ও দত্তক ভিন্ন কলিতে পুত্র নাই।

অদুষ্ট পতিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে। না করিলে পাপ হয়। যথা—"অদুষ্ট পতিতা ভার্য্যা যৌবনে য পরিত্যজেৎ। সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ এইরূপ স্বামীকে বারবার স্ত্রী ও বিধবা হইতে হয়। রক্ষা করিতে অসমর্থ পতির পরিত্যক্তা ধর্ষিতা স্ত্রীর নাম অদুষ্ট পতিতা। আজকাল এরূপ নারীর অসদ্ভাব নাই। 'প্রত্যুদ্বাহ" বা বদল-বিবাহ নিষিদ্ধ। ছেলেটী দিয়া মেয়েটী লওয়া চলিত ছিল না।

ঋগবেদের আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র সামবেদের গোভিল ও যজুর্বেদের পারস্করে পূর্ব্বে বিধি ছিল—বিবাহের পর এক বছর বা ছয় মাস বা বার দিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। অথবা চতুর্থ দিনে চতুর্থী হোম করিয়া সহবাস করিবে। এখন এ নিয়মও নাই। উপনয়নও সংক্ষেপ। পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিলে ভবদেব ভট্ট নূতন পদ্ধতি লিখিয়া এই সব সংস্কারের সংক্ষেপ করেন।

জীমূত বাহন কৃত দায়ভাগ বঙ্গে প্রচলিত, ইহা মরণ স্বত্ববাদী। পিত্রাদির মৃত্যুতেই পুত্রাদির স্বত্ব জন্মে। পরে বঙ্গেতর প্রদেশে মিতাক্ষরা প্রচলিত হয়। ইহা জন্ম স্বত্ব বাদী। জন্ম হইলেই পুত্রাদির স্বত্ব জন্মে। ইহা বিজ্ঞানেশ্বর কৃত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা। ইহাতে বিবাহ্য কন্যার লক্ষণ এই—

"অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীং ॥"

কন্যা অসপিণ্ডা লক্ষণ যুক্তা ও বয়সে ছোট হইবে এবং অনন্য পূর্ব্বিকা হইবে। অনন্য-পূর্ব্বিকার অর্থ "এই—দানেন উপভোগেন বা পুরুষান্তরাপরিগৃহীতা"। বিবাহের দ্বারা বা ভোগের দ্বারা যে কন্যা উচ্ছিষ্টা নয়। অন্য পূর্ব্বা দুই প্রকার—পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী। পুনর্ভূ দুই প্রকার—কৃতা ও অকৃতা।

কন্যার গোত্র সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যবস্থা কি, তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। "অস্তমিতা গুরু গোত্রেণ অভিবাদয়েৎ।" (গোভিল গৃহ সূত্র ২।৩।১৩) রঘুনন্দন গোত্র পদের পতিগোত্র এই ব্যাখ্যা করেন। ভট্ট নারায়ণাদিরও ঐ মত। ভবদেব ভট্টাদির পিতৃগোত্র এই মতকে হেয় বলেন। উচ্চ বরার মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ পর্যান্ত পিতৃগোত্র থাকে—এমতও খণ্ডন করেন।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার "উদ্বাহ চন্দ্রালোক" নামে স্ব টীকাতে রঘুনন্দনের এই মতের সমালোচনা করেন ও বলেন যে কেবল শিষ্ট ব্যবহারেই কোন রীতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। শাস্ত্রীয় যুক্তিও দিয়াছেন, যথা "স্ব গোত্রাৎ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে," হারীতের ঐ বচনার্থ এই যে সপ্তপদী গমনের পর নারী পতিগোত্রা হয়—ইহা ভ্রান্ত, কারণ এই বচন কেবল অপহৃতা কন্যার পক্ষেই খাটে যেহেতু হারীত পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে "পদে তু সপ্তমে যা তু কন্যা কাচিৎ হৃতা ভবেৎ। স্বামি গোত্র ভবেৎ তস্যা।" আরো কারণ এই যে পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারিকা"—বৃহস্পতির এই বচন পাণিগ্রহণ মন্ত্র বলিলেই যে নারী পিতৃগোত্র হারায় তাহা নহে। চতুর্থী হোম না হইলে পিতৃগোত্রই থাকে। পাণিগ্রহণ ও চতুর্থী হোম—দুইটিই পতিগোত্রস্থা হওয়ার কারণ। বৃহস্পতিই বলেন যে "চতুর্থী হোম মন্ত্রেণ ত্বঙ মাংস হৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ। ভর্ত্রা সংযুজ্যতে পত্নী তৎগোত্রা তেন সা ভবেৎ॥" মনুও বলেন "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তা দারলক্ষণ। তেষা নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভি সপ্তমে পদে॥" সপ্তপদী গমনের পর পাণিগ্রহণ মন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে। ইহার বহু বিচার আছে। বঙ্গদেশে স্ত্রী বিবাহে সপ্তপদী

গমনের পর পতিগোত্রা হয়। বঙ্গেতর কোন কোন দেশে স্ত্রী পিতৃগোত্রই থাকে।

বিবাহ ও পুত্রাদির বিচিত্র বিবরণ হইতে অনুমিত হয় হিন্দু ধর্মের উদারতা। হিন্দুধর্মের নমনীয়তা, সহনীয়তা ধারাবাহিকতা সকল শক্তি ও বয়কে এক করিবার শক্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র বা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। ঋষিরা মন্ত্রের দ্রষ্টা রচয়িতা নহেন। কারণ বেদ নিত্য, প্রলয়ের পূর্বেও ছিল। ব্রাহ্মণ কাণ্ডও বেদ। "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ম (আপস্তম্ব)। তদেতৎ সত্য মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্ (মণ্ডক)। মন্ত্রের মধ্যে ঋষিরা যজ্ঞ কর্ম দর্শন করিয়াছিলেন।

বেদের ছয় অঙ্গ—শিক্ষা (উচ্চারণ প্রণালী) কল্প (যজ্ঞ প্রণালী) ব্যাকরণ, নিরুক্ত (অভিধান) ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদ বুঝিবার জন্য স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের রচনা। বেদার্থ স্মরণ করিয়াই স্মৃতি রচিত। সেইজন্য স্মৃতি এই নাম। ইহার অন্য নাম ধর্মশাস্ত্র বা সংহিতা। যথা মনু সংহিতাদি। ২০ জন স্মৃতিকার আছেন—

"মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা।
যমাপস্তম্ব সম্বর্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খলিখিতা দক্ষ গোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

মন্বত্রি উশনঃ" ইতি সমাহারদ্বন্দ্বে একপদ্‌ভাব (নির্ণয়সিন্ধু)। নেয় পরিসংখ্যা যতো বৌধায়নাদয়োঽপি ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ। (মদনপারিজাত)। —এই ২০ সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। বৌধায়ন প্রভৃতি আরও আছেন। ইহাদিগের মধ্যে মনুই প্রধান।

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" ।—মনুর বিরুদ্ধ স্মৃতি প্রমাণ নহে। "যদ্ বৈ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্"। (তৈত্তিরীয়)। রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস। পুরাণ ১৮ খানি অগ্নি পুরাণাদি।

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি ॥ (মহাভারত ১।১।২৬)।

ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদার্থ বুঝিতে হয়। অল্প বিদ্‌ লোককে বেদ ভয় করে, কখন সে আমাকে প্রহার (অর্থাৎ কদর্থ) করে।

ব্রাহ্মণ অংশের শেষ হইল আরণ্যক, উপনিষদ বা বেদান্ত। তাহাতে জ্ঞানের কথা থাকিলেও যজ্ঞ বা ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। ইহাতে কোন কোন স্থানে যজ্ঞের অপ্রশংসা কেবল ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের প্রেরণার জন্য। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য " ইত্যাদি অনেক ভক্তি ও উপাসনার কথাও উপনিষদে আছে।

ব্রাহ্মণদের জীবিকা ধারণের উপায়—উঞ্ছ ও শিল, ইহাদের নাম ঋত ; মাঠ হইতে একটি একটি ধান খুটিয়া লওয়া ও মঞ্জরী শুদ্ধ লওয়া, অমৃত—অযাচিত দান, মৃত—ভিক্ষালব্ধ বস্তু, প্রমৃত—কৃষিলব্ধ বস্তু, সত্যানৃত—বাণিজ্যাদি, কিন্তু "ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।" কদাপি চাকরি করিবে না। ইহা পূর্বতন ব্যবস্থা।

পূজাদিতে স্বস্তিকাসন বিহিত। যথা—

জানূর্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদ-তলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেৎ অনিমিত্ততঃ। (মনু ৪।১৪৪)। পীড়িত না হইলে নিজের ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শ করিবে না।

হবিষ্যান্নের উপকরণ যথা—

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ...

সৈন্ধব কদলী ধাত্রী পনসাম্র হরীতকী।
গোক্ষীর গোঘৃতঞ্চৈব ধান্য মুদ্গ তিলা যবা ॥

পূজাদি রত ব্যক্তি কথা বলিবে না। কহিলে পুনরাচমন বিধি।

"ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রু পাতনে।
পঞ্চস্বেতেষু নাচামেদ্ দক্ষিণ শ্রবণ স্পৃশেৎ ॥"

এই সকল হাঁচি প্রভৃতিতে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই চলে। ইহার কারণ পরাশর বলিয়াছেন যে—

অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যানিলা তথা।
* * * কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে॥

শুদ্ধিদ্রব্য যথা—

জ্ঞান তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনোবার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ক কালৌ চ শুদ্ধে কর্তৃণি দেহিনাম॥

—জ্ঞান, তপস্যা অগ্নি, শুদ্ধাহার মৃত্তিকা, মন বারি, উপাঞ্জন (গোময় সুধালেপনাদি) বায়ু সন্ধ্যাদি কর্ম সূর্য্য ও শুদ্ধকাল—এই সব শুদ্ধির হেতু।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে রৌচ্য মন্বন্তর অধ্যায়ে এই গল্পটি আছে কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের সাত পুত্র ছিল। যথা—ক্রোধন বাগদুষ্ট হিংস্র পিশুন, কবি, মস্বন ও পিতৃবর্ত্তী। গুরু গর্গের গাভী চরাইতে গিয়া তাহারা গাভীটি বধ করে ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া প্রসাদরূপে তাহা ভক্ষণ করে ও গুরুর কাছে "শ্বাপদে লইয়া গিয়াছে" বলিয়া মিথ্যা কথা বলে। গুরু সরল চিত্তে উহা বিশ্বাস করিলেও তাহাদের ইহার ফল ভোগ করিতে হয়। তাহারা দশার্ণ নামক গ্রামে ব্যাধ হইয়া জন্মায়। কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম জ্ঞান থাকায় সাধুভাবে বাস করে। পর জন্মে কালাঞ্জর পর্বতে তাহারা মৃগ হয় ও পূর্ব্ববৎ থাকে। পর জন্মে তাহারা শরদ্বীপে চক্রবাক হইয়া জন্মে। চতুর্থ জন্মে মানস সরোবরে সাতটি হংস হয় এবং যোগাবলম্বন করিয়া কাল কাটায়। কাম্পিল্য দেশের রাজা সেথায় মৃগয়ার্থ আসিলে তাহাদের মধ্যে এক জনের—রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজা হইতে ইচ্ছা হয়। তখন আর দুই ভাই বলে—আমরা তোমার মন্ত্রী হইব। পরে তাহাই হইল। তখন যোগের দ্বারা তাহাদের জাতিস্মরতা

লুপ্ত হয়। বাকী চারি ভাই ঐ দেশের এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া জন্মে। শেষ বয়সে তাহারা বাণপ্রস্থে যাইবার সময় দরিদ্র পিতাকে একটি শ্লোক লিখিয়া দিয়া বলিল, রাজাকে উহা দেখাইলে পিতা ধনী হইবেন। যথা সময়ে পিতা তাহাই করিয়া ধনী হইলেন। শ্লোকটি এই—

> সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগা: কালাঞ্জরে গিরৌ।
> চক্রবাকা শরদ্বীপে হংসা সরসি মানসে॥
> তেঽভিজাতা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদ পারগা।
> প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥

শ্রাদ্ধ কালে ইহা অবশ্য পাঠ্য।—আমরা দর্শানে সপ্তব্যাধ, কালাঞ্জর পর্বতে মৃগ, শরদ্বীপে চক্রবাক ও মানসে হংস ছিলাম। কুরুক্ষেত্রে আমরা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়াছি। এখন দূর পথে যাইতেছি। তোমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ।—ইহা পাঠ করিয়া রাজার পূর্ব্ব জ্ঞান আসিল ও পরে তাহারাও বনে প্রস্থান করিল। বংশ লোপ ভীত পিতৃগণের কাতরতায় ও ব্রহ্মার অনুরোধে মালিনী নাম্নী কন্যাকে রুচি বিবাহ করেন। ব্রহ্মাই সম্প্রদাতা। পরে গৃহী হইয়া বংশ রক্ষা হইলে রুচি বানপ্রস্থ লন। বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা—বনগমন একাকী বা সস্ত্রীক বিধি। অধুনা Goldsmith কবির মতে আমাদের to die at home at last হইয়াছে। চিরকৌমার্য্য কলিতে নিষিদ্ধ। গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। বরুণ পুত্র পুষ্কর। তাহার পুত্র রুচ্য প্রজাপতি। মালিনী বরুণের পৌত্রী। রুচি ভাবিতেছিল যে, বৃদ্ধ আমাকে যে কন্যা দিবে? তখন তিনি অযাচিত ভাবে ঐ কন্যা পান।

গরুড় পুরাণে (৬। ৪৪ উত্তর খণ্ডে) উক্ত হইয়াছে যে —

> একাদশেঽহ্নি সংপ্রাপ্তে বৃষা ভাবো ভবেদ্ যদি।
> দর্ভৈ: পিষ্টৈশ্চ সংপাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্ বুধ:॥

বৃষালম্ভনবেলায়াং বৃষাভাবে কথঞ্চন ।
মৃত্তিকাপিষ্টদৈর্বা বৃষং কৃত্বা বিমোচয়েৎ ॥

নির্ণয় সিন্ধু ৩ (P 46) আছে যে—

বৃষালম্ভন বেলায়াং বৃষাভাবে কথঞ্চন ।
মৃৎপিষ্টজ দর্ভৈর্বা বৃষং কৃত্বা বিমোচয়েৎ ॥—দেবং নির্ণুং ।

আজ কাল এই প্রমাণের প্রভাবে মাটির বৃষ চলিতেছে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

পরাশরের এই বচন প্রামাণ্যে বিধবা বিবাহ দিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বেগ পাইতে হয়। "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তি মধুপর্কে পশোর্বধঃ॥" ইত্যাদি বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচনে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলেও এখন পূর্ব্বের মত ইহার কড়াকড়ি নাই। সবই কালে শিথিল হয়। আত্মহত্যার জন্ত সমুদ্র-যাত্রা ভৃগুপতন মহাপ্রস্থান প্রভৃতি নিষিদ্ধ—ইহা কেহ কেহ বলেন।

শঙ্খ ও লিখিত সম্বন্ধে অমরকোষের ভরতটীকায় এক কিম্বদন্তী আছে যে, শঙ্খ ও লিখিত দুই ভাই। শঙ্খের অনুপস্থিতিতে তাহার আশ্রমস্থ বৃক্ষের সুমধুর ফল লিখিত খাইয়াছিল। শঙ্খ আসিয়া জানিতে পারিয়া লিখিতকে বলিল এ কাজ ভাল হয় নাই, তোমাকে পাপ স্পর্শ করিয়াছে রাজার কাছে বিচার প্রার্থী হও। লিখিত রাজাকে সব জানাইলে রাজা বলিলেন এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার ভাইকে ক্ষমা করিতে বল। লিখিত কহিল চৌর্য্যাপরাধ আমার হইয়াছে চোরের দণ্ড আমার প্রাপ্য। বার বার উপরুদ্ধ হইয়া রাজা হস্তচ্ছেদন শাস্তি বিধান করেন। ছিন্ন হস্ত লিখিতকে তখন শঙ্খ বলিল এখন তুমি নিষ্পাপ হইয়াছ। বাহুদা নদীতে স্নান করিয়া পূজাদি করিয়া আইস। আমি

তপোবলে তোমার ছিন্নহস্ত জুড়িয়া দিব। লিখিত শ্রাদ্ধে পূর্ব হস্ত ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত মনে গৃহে ফিরিল।

'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' নামক নিবন্ধ গ্রন্থ প্রণেতা হলায়ুধ স্মৃতিকার, তাঁহার তাৎকালিক প্রসিদ্ধি এই শ্লোক দ্বারাই প্রমাণিত হয়—

গুরোর্বচ' সত্যমসত্যমন্যৎ
বিষ্ণো পদ, সেব্যমসেব্যমন্যৎ।
গঙ্গাজল পেয়মপেয়মন্যৎ
হলায়ুধ' পাত্রমপাত্রমন্য ॥

গুরুর বাক্যই সত্য, অন্য অসত্য, হরির পদই সেব্য, অন্য অসেব্য, গঙ্গাজলই পেয়, অন্য অপেয়, হলায়ুধই সৎপাত্র, অপরে অপাত্র।

জনশ্রুতি এই যে হলায়ুধ বিমাতা হইতে দূরে থাকিবার জন্য কাশীতে যান। তথায় কোন গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি নিষেধ করেন। তিনি গার্হস্থ্য পালন করিতে বলেন। বহু অনুরোধের পর তিনি সন্ন্যাস দেন। কিছুকাল পরে বিমাতা ছদ্মবেশ ধরিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর তাঁহার স্ত্রী-ভ্রম জন্মে। কেহ কেহ বলেন স্বককে শয্যায় মাতা ও স্ত্রীকে শয়ান দেখিয়া মাতাতে স্ত্রী-ভ্রম জন্মে। তিনি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ঐ শ্লোকটি বলেন, "গুরুবাক্যই সত্য। হরিপদই সেব্য। গঙ্গাজলই পেয়।" সে সময় আকাশবাণী হয় যে "হলায়ুধই পাত্র অপরে অপাত্র।"

ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে যথা চক্ষুর সূর্য্য, কর্ণের দিকপাল, নাসার অশ্বিনীকুমার, জিহ্বা ও মনের চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা, চিত্তের বাসুদেব ও অহংকারের শিব। তদ্ দুষ্ট ভোজনে বিষ্ণুতে। দুষ্ট হিংসায় ইত্যাদি ৬।১।৭৮ সূত্রে বৈশেষিক দর্শনে দুষ্ট আহারের নিষেধ আছে। "মূলে নষ্টে নৈব পত্র ন পুষ্প।" মূল নষ্ট হইলে পত্র পুষ্প হয় না। শুদ্ধাহারই মূল।

ধর্ম কাহাকে বলে? মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ধৃ+মন্—যাহা সকলকে ধরিয়া রাখে রক্ষা করে। যাহা না থাকিলে বস্তু থাকে না যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি, যাহা বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ, তাহাই ধর্ম। যে সূক্ষ্ম গুণ থাকাতে সব মানুষ এক হয়, সেই বীজভূত সূক্ষ্ম গুণবিশেষই মনুষ্যত্ব ধর্ম। ইংরাজীতে ধর্ম আবার Religion কে বুঝায়। Re+Logare = Religion —which binds man by a common bond

দেশ কাল নিমিত্তানাং ভেদাৎ ধর্মো বিভিদ্যতে।
অন্যো ধর্ম সমস্থানাং বিষমস্থস্য চাপরঃ॥

দেশ কাল নিমিত্ত ভেদে ধর্ম ভিন্ন হয়, সমস্থ ব্যক্তির এক ধর্ম বিষমস্থ ব্যক্তির অন্য।

অপসু দেবা মনুষ্যানাং দিবি দেবা মনীষিনাং।
বালানাং কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু বুদ্ধস্যাত্মনি দেবতা॥

মানুষেরা জলে দেবতা দেখে মনীষিরা আকাশে বালকেরা কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রে ও জ্ঞানীরা আত্মাতে দেবতা দেখেন। আচার প্রথমো ধর্ম (মনু)। আচারস্থ মধ্যদেশাদি প্রমুখেভ্যো বিজ্ঞেয়। প্রয়াগের প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশ প্রকীর্তিত। প্রয়াগের পশ্চিম মধ্যদেশ। আদি শব্দের দ্বারা আর্য্যাবর্তকেও বুঝায়।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধা॥

কৃষ্ণ মৃগো যাবৎ চরতি তাবৎ আর্য্যাবর্ত।— যেচ্ছায় কৃষ্ণসার মৃগ যেখানে চরে তাহার নাম আর্য্যাবর্ত।

মৎস্যপুরাণে আছে—

জ্ঞানযোগসহস্রাদ্ধি কর্মযোগঃ প্রশস্যতে।
কর্মযোগোদ্ভবং জ্ঞানং তস্মাত্তু পরমং পদম্॥

কর্ম্মযোগোৎপন্ন জ্ঞানই পরমপদ প্রাপ্তির হেতু।

কর্ম্মের বিষয়ে বলা হয়—

যৎ যৎ পরবশং কর্ম্ম তৎ তৎ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশং কর্ম্ম তদ্ তদ্ সেবেত যত্নতঃ॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥
যদ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তদ্ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥ (মনু)।

যে কর্ম্ম করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় তাহাই করিবে, অবশ্য শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ ভাবে। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম কখনও কখনও নিষিদ্ধ হয়, যথা,

কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্না ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্ম্যমপ্যাচরেন্ন তু॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)।

ধর্ম্ম্য কর্ম্মও লোকবিদ্বিষ্ট হইলে ত্যাজ্য, উহা অস্বর্গ্য যেমন মধুপর্কে গোবধ।

গ্রামাচারাঃ পরিগ্রাহ্যা যে চ বিদ্যাবিরোধিনঃ।
যুগধর্ম্মাঃ পরিগ্রাহ্যাঃ সর্ব্বএব যথোচিতম॥ (সারসংগ্রহ)।

সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম এই গুলি—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম॥

বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে একই শক্তি হইতে নানা ধর্ম্ম বিকশিত হইয়া আত্মাতে সঞ্চিত হয়। এই বীজভূত ধর্ম্মটি কি? আত্মার যে শক্তি বিশেষ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির চঞ্চলতা নিরুদ্ধ হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সেইটি হইল বীজধর্ম্ম বা নিরোধ শক্তি। নব্য ন্যায়ে গুণ ও শক্তির পার্থক্য থাকিলেও প্রাচীন ন্যায়ে তাহা নাই। জল সেকাদির দ্বারা বৃক্ষ হইতে ফল হয়, সেইরূপ যজ্ঞাদির দ্বারা নিরোধ শক্তি হইতে বহুবিধ ধর্ম্ম বিকশিত হয়। ইহারা "কার্য্য ধর্ম্ম"। আত্মার

আর এক শক্তি আছে তাহার নাম 'ব্যুত্থান শক্তি'। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বাহ্য বিষয় পরিচালিত হয়। ইহা হইতে নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানের দ্বারা কতকগুলি কুৎসিত গুণ বা অনির্বচনীয় পাপ উৎপন্ন হয়। ইহা সাধারণ প্রাণীর ধর্ম কেবল মানুষের নহে। (পাতঞ্জলে ব্যুত্থান নিরোধয়োঃ স্বাবির্ভাব প্রাদুর্ভাবৌ ইত্যাদি নবম সূত্র হইতে ত্রয়োদশ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয় শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং ॥ মনু ৬।৯২

এই দশটি ধর্মের স্বরূপ। এই দশটি বৈরাগ্যাদি ও অপূর্ব—ইহারা 'কার্য্য ধর্ম'। পূর্বে যে নিরোধ শক্তি উক্ত হইয়াছে তাহা হইল 'কারণ ধর্ম'। ইহা মনুষ্যের ধর্ম ইতর প্রাণীর নহে। ধর্মের এক বিকশিত অবস্থা ও আর এক লীন অবস্থা আছে। প্রথমটি প্রবৃত্তি বা বৃত্তি, দ্বিতীয়টি সংস্কার বা বাসনা। অধর্মেরও এইরূপ দুইটি অবস্থা। নাসদুৎপাদ নৃশৃঙ্গবৎ নাশ কারণ লয়। যাহা নাই তাহা উৎপন্ন হয় না। যাহার নাশ হয় তাহা কারণে লীন হয়। ধর্মাধর্ম এক মূল হইতে বিকশিত হইয়া আবার সূক্ষ্মভাবে লীন থাকে। যদি উহারা সংস্কাররূপে না থাকিত তবে আমার আমিত্বই থাকিত না। "সংস্কার সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতি জ্ঞান"। ইহার ভাষ্যে বলা হয় আমাদের মনে যে শক্তি বিকশিত হয় তাহা হইতে বিবিধ সংস্কার সঞ্চিত হয়। যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ বা অবিদ্যাদির কারণ তাহাদের নাম বাসনা। আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি জন্ম আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম ও অধর্ম। জীবনীশক্তির ন্যায় এই সংস্কারগুলির প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্দীপক কারণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে ইহাদের অস্তিত্ব জানা যায়। ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন ধর্মাধর্মই হইল অদৃষ্ট বা অপূর্ব। বেদান্তদর্শন বলেন যে "কর্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্মাধর্মস্বাপূর্ব।" বিহিত বা অবিহিত কর্মের সংস্কারই ধর্মাধর্ম স্বরূপ অদৃষ্ট বা অপূর্ব। কুৎসিত ও কষ্টদায়ক গুণের (অধর্মের) সংস্কার দুরদৃষ্ট আর সুন্দর সুখদায়ক গুণের (ধর্মের) সংস্কার শুভাদৃষ্ট

আর এই অবস্থাদ্বয়ের নামই হইল পাপ পুণ্য। ঐহিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক গুণের সংস্কার অবস্থার নাম পাপ এবং সুখ ও উন্নতিদায়ক অবস্থার নাম পুণ্য। অধর্ম প্রবৃত্তি যত নিম্নাভিমুখী হয় তত বলবতী হয় এবং ধর্ম প্রবৃত্তি যত উর্দ্ধাভিমুখী হয় ততই বলপুষ্ট হয়। "ধর্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্মেণ।" (সাং৩)। নিরোধ শক্তির অনুশীলনে ব্যুত্থান শক্তি ক্ষীণ হয়। "চিত্ত নদীনামোভয়তো বাহিনী কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। (পাতঞ্জল ১।১২)। মনের দুইটী প্রবাহ, একটী কল্যাণ বা ধর্মপ্রবাহ উর্দ্ধগতি, অন্যটী পাপপ্রবাহ অধোগতি। বৈরাগ্যাদি দ্বারা নিরোধ শক্তি প্রবল হয় ও ব্যুত্থান শক্তি ক্ষীণ হয়।

উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানে ভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ॥

(উচ্চার=মলত্যাগ।)

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী স্বং ততং স্মৃতা॥
রুদ্রাক্ষ শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।
শালগ্রামং নার্মদঞ্চ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মং বিশিষ্যতে॥ (মেরুতন্ত্র)।

—রুদ্রাক্ষ ও শিবলিঙ্গ স্থূল এবং শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ সূক্ষ্মই প্রশস্ত।

মনু অত্রি বিষ্ণু প্রভৃতি রচিত সংহিতাগুলি প্রাক্ খৃষ্টীয় যুগের। তাহার পর মাধবাচার্য্যের কাল মাধব, বিবাদ রত্নাকর, মদন পারিজাত, শূলপাণির বিবেক গ্রন্থ, হেমাদ্রির চিন্তামণি, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি রচিত হয়। এই গুলি প্রাচীন স্মৃতি।

হেমাদ্রির ন্যায় এত অধিক নানাবিষয়ক গ্রন্থ আর কেহই লেখেন নাই। ইঁহার কথা পরে বলা হইবে। তাহার পর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব, নির্ণয় সিন্ধু ও অনেক টীকা টিপ্পনী রচিত হয়। এই গুলি নব্য স্মৃতি। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। আধুনিক কালে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার চন্দ্রালোক নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি

রঘুনন্দনকেও সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। এই দুই ব্যক্তি ময়মনসিংহবাসী ও বন্দ্য বটীয়। এইবার মদন পারিজাতের বিষয় কিছু বলা হইতেছে।

মদন পারিজাত রাজা মদন পাল রচিত। যমুনাতীরে দিল্লীর উত্তরে কাষ্ঠা নামে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৪০১ বিক্রমাব্দ তাঁহার রাজত্বকাল। গ্রন্থ রচনাতে বিশ্বেশ্বর ভট্ট পণ্ডিত রাজাকে সাহায্য করেন। মদীয় অধ্যাপক ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন Asiatic Society হইতে ইহা প্রথম মুদ্রিত করেন। অধুনা ইহা দুষ্প্রাপ্য।

আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণের পার্থক্য এই যে যৎ প্রত্যাখ্যানাৎ প্রত্যবায় তৎ নিমন্ত্রণ —যাহার প্রত্যাখ্যানে পাপ হয় তাহা নিমন্ত্রণ এবং "যৎ প্রত্যাখ্যানে কামচার তদ্ আমন্ত্রণ"—যাহার প্রত্যাখ্যান ইচ্ছাধীন তাহা আমন্ত্রণ। গোত্রেষ্টিকৃৎ বংশের আদি ঋষিদের সাহায্যকারী ব্যক্তিরা প্রবর বলিয়া খ্যাত। মৌন দ্বারা বাগ দণ্ড, কর্ম ত্যাগ দ্বারা দেহ দণ্ড ও প্রাণায়ামের দ্বারা মনোদণ্ড করিতে হয়। এই ত্রিদণ্ডের অধিকারী হইল ত্রিদণ্ডী। দণ্ডীরা চতুরাশ্রমী, সগুণ ও মায়াধীন। পরমহংসরা আশ্রমাতীত, নিগুণ ও মায়ামুক্ত, কোন বিধি নিষেধের অধীন নহেন।

মানুষ মরিবার পর আদ্য শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আতিবাহিক (বায়ুভূত নিরালম্ব) দেহ পায়। পরে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত এক বৎসর প্রেত দেহে পৃথিবীতে থাকে। তার পর পিতৃলোকে (চন্দ্রে) যায় এবং চন্দ্রলোক হইতে শিশির বিন্দুরূপে ধান্যাদিতে পতিত হয়। সেই শস্য উদরস্থ হইয়া রেতঃরূপে পরিণত হয় এবং তৎসাহায্যে স্বকর্মানুসারে তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। তাহা নর দেহও হইতে পারে বা অন্য দেহও হইতে পারে।

প্রলয় নানাপ্রকার। প্রথম—নিত্য প্রলয়, যথা—জীবের নিদ্রা, মৃত্যু ও যোগীদের সমাধি। দ্বিতীয়—আত্যন্তিক প্রলয় (Destruction)। ভূ, ভুব, স্ব —এই তিনটী লোক ধ্বংস হয়। মহ, জন তপ, সত্য—এই চারিটী লোক ধ্বংস

হয় না। ইহাতে মুমুক্ষুগণ নির্বাণ লাভ করেন, আর জন্মিতে হয় না। ইহাতে দুই মত আছে। সায়ন শঙ্কর প্রভৃতি বলেন যে, আর জন্মান্তর হয় না, অপরে বলেন যে, বহু পরে জন্ম হয়। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৃতীয়— প্রাকৃতিক প্রলয় (Dissolution)। ইহাতে সমস্ত লোকই ধ্বংস হয়, কিছু থাকে না। আবার সৃষ্টি হইলে তাহা ব্রাহ্ম কল্প। আবার প্রলয় হইবার পর সৃষ্টি হইলে তাহা পাদ্ম কল্প হয়। পুনরায় প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টি হয় তাহা বরাহ কল্প। এই সৃষ্টি চক্র চিরকাল হইতেছে ও হইবে। এখন বরাহ কল্প এবং বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। এক এক প্রলয়ান্তে ইন্দ্রাদি দেবগণের, সপ্তর্ষির ও মনুর পরিবর্ত্তন হয়। ব্রহ্মার রাত্রি হইল প্রলয় আর দিন হইল সৃষ্টি। কলিযুগ বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণে বিশেষভাবে আছে। শেষ কলিতে মানুষ আরও স্বল্পজীবী ও ক্ষুদ্রাকৃতি হইবে। ৮, ৯, ১০ বৎসরের পুরুষদের সংযোগে ৫, ৬, ৭ বছরের মেয়েরা সন্তান প্রসব করিবে।

ভবিত্রী যোষিতা সূতি পঞ্চ ষট্ সপ্ত বার্ষিকী।

নবাষ্ট দশ-বর্ষাণা মনুষ্যাণাং তথা কলৌ। বিষ্ণুপুরাণ ৬।১।৪১

পূর্ব্বে আহারাদি বিষয়ে কিছু উদারতা ছিল। মুনিরাও ক্ষত্রিয়দের হাতে [illegible]তেন। দ্রৌপদী দুর্ব্বাসাকে খাওয়াইয়াছেন—মহাভারতে আছে। অন্য [illegible]ও আছে।

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচি ব্রতৌ।

তদ্ গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্য কব্যেষু নিত্যশঃ ॥ (পরাশর)।

"In olden times the Brahmana, Kshatriya and Vaishya [illegible]ld eat the food cooked by each other Manu says, the [illegible]ahmana could not eat the food cooked by Sudra (4 223) [illegible]t the food cooked by a Sudra may be taken, if that [illegible]dra is his barber, milkman, slave, family friend,

co sharer in the profit of agriculture, and one who has attached himself to him with a better interest '

আৰ্দ্ধিক কুলমিত্রক গোপালো দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মান নিবেদয়েৎ ॥ (মনু ২৫৩)।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণ'।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মান' নিবেদয়েৎ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য ১৬৮)।

পরাশর ও যম স হিতারও এই মত। কালক্রমে এ রীতি এখন লুপ্ত হইলেও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ভরদ্বাজ ভৃগুকে বলিয়াছেন যে, বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। ইহা সত্যযুগের কথা। ইহা আর্য্যদের আদিম অবস্থার নিদর্শন। ত্রেতাতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয়। বেদ পাঠ মুখের কার্য্য ও রাজ্য রক্ষা বাহুর কার্য্য। বর্ণও শুক্র এব রক্ত—দুইটী হইল। ঋগ বেদে বিশ শব্দের বহু উল্লেখ—বৈশ্য জাতিবাচক অর্থে নহে—মনুষ্য সাধারণ অর্থে। "বৌ বিশৌ বৈশ্য মনুজৌ" (অমর)। ত্রেতাতে ও দ্বাপরের প্রথমে বৈশ্য জাতির উদ্ভব। উরুই তাহাদের প্রধান ভরসা। এজন্য তাহারা উরু জাত। কলির প্রারম্ভে শূদ্রের প্রাধান্য হয়। মানবগণ স্ব কর্ম্ম বশে ত্রেতাদি তিন যুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হইতে লাগিল। বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। বিবাহ তখন এরূপ ছিল না। রাজকন্যাদের সহিত ঋষিদের বিবাহ হইত। তাহাদের পুত্রও ব্রাহ্মণ হইত। চ্যবন পুলস্ত্য, গৌতম ক্ষেত্রজ-পুত্র দীর্ঘতমা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। ব্যাস কর্ণাদির কথা সকলে জানেন। জগৎকারু মুনি রাজা বাসুকীর ভগিনীকে বিবাহ করেন পুত্র আস্তীক মুনি।

অক্ষ মালা বশিষ্ঠেন স যুক্তাধম যোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্চনীয়তাম্ ॥
উৎকর্ষ যোষিত প্রাপ্তা' দৈ' দৈ'র্ভর্ত্তৃ গুণৈ' শুভৈ ॥
(মনু ৯ অধ্যায়)।

জাতির উৎপত্তি বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে ভগবান কোন নির্দিষ্ট সময়ে জাতি প্রথা প্রচলিত করেন নাই। প্রয়োজনের খাতিরেই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

বেদের সময় ও তৎপূর্বে এখনকার মত জাতি ভেদ ছিল না, আর্য্য ও অনার্য্য, কৃষ্ণ ও গৌর—এইরূপ ভেদ ছিল। Caste system seems to have developed about the end of the Vedic period (R G Vandarkar) ঋগ্‌বেদের সূক্ত-সংখ্যা ১০২৮। কেবল দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তেই জাতির কথা দেখা যায়। অনেকের মতে এইটা প্রক্ষিপ্ত। ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি বিচার করিয়া রমেশ দত্ত ইহাকে আধুনিক বলেন। Elphinstone বলেন যে, The 10th hymn of the 10th book is modern, both in character and diction MaxMuller বলেন This verse is of later origin and contains modern words such as Sudra and Rajanya which are not found elsewhere কেবল এই সূক্তটীই যে আধুনিক তাহা নহে, সমগ্র দশম মণ্ডলটীই পরবর্তী কালের—তাঁহারা বলেন। ইহাতে বর্ণের কথা আছে, কিন্তু জাতির কথা কোথায় নাই। এই সূক্তটীর অর্থ এই যে, পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনা করিয়া যজ্ঞীয় বহ্নিতে বলি দেওয়া হয়। তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল ও শরৎ হব্য হইল। তখন পুরুষ খণ্ডীকৃত হইল, উঁহার মুখ হইল ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য, উরু বৈশ্য ও পাদ শূদ্র। রমেশ দত্ত বলেন যে ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভূতি। বর্ণ শব্দের অর্থ জাতি নহে, র অর্থে উহা ব্যবহৃত। Max Muller বলেন It was pro duced at a time when the ceremonial of sacrifice was fully developed Its poet has thought it no profanity to represent the supreme Purusa himself as forming the victim মৎস্য পুরাণে ৯১ জন বৈদিক ঋষির নাম আছে। প্রথম ও দশম

মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন ঋষি। দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ ঋষি, ইনি ও শৌনক একই বলিয়া প্রবাদ। তৃতীয়ে বিশ্বামিত্র চতুর্থে বামদেব পঞ্চমে অত্রি ষষ্ঠে ভরদ্বাজ, সপ্তমে বশিষ্ঠ ও অষ্টমে অঙ্গিরা। দশম মণ্ডল আধুনিক, নানা বিষয়ে পূর্ণ যেন বেদের পরিশিষ্ট। মহাভারত (শান্তিপর্ব ১৮৮ অধ্যায়ে) আছে —

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ ইত্যাদি।

আদিতে একবর্ণই ছিল—কর্ম্মের দ্বারা চাতুর্বর্ণ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে — ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্র অগ্রে ব্রাহ্মণই ছিল, সে একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিল। ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণ বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের বহু অর্থ। উৎকলখণ্ডে ৩১।৪৪ শ্লোকে বলে —

> সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ।
> সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥

ব্রহ্মা অগ্রে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন পরে সেই বংশে পৃথক পৃথক জাতি হয় প্রকৃত জাতিত্ব জন্মাধীন নহে, উহা সদাচারাধীন। মহাভারতে আছে — ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্র যচ্চৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প-বৃত্ত স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ বৃত্ত বা সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের হেতু। তাহা হইলে জন্মাধীন জাতির বৃথা হয় তাই যুধিষ্ঠির বলেন যে জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে তস্মাৎ শীল প্রধানেষ্ট শীল না থাকিলে কিছু নয়।

> চণ্ডালোঽপি ভবেদ্ বিপ্রঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
> হরিভক্তি-বিহীনস্ত দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাচকঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একাগ্নির্বর্ণ এব চ॥

এক বেদ, এক প্রণব, এক দেব নারায়ণ এক অগ্নি ও এক বর্ণ পূর্ব্বে ছিল। অত্রি সংহিতায় আছে —

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্য শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোহপি চাণ্ডালঃ বিপ্রা দশবিধা স্মৃতাঃ॥

দেব ব্রাহ্মণ, মুনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি দশ প্রকার ব্রাহ্মণ আছে। যিনি দেবপূজাদি করেন তিনি দেব ব্রাহ্মণ যিনি বনবাসী, শ্রাদ্ধাদিতে রত তিনি মুনি ব্রাহ্মণ, যিনি শস্ত্রোপজীবী তিনি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, কৃষিকার্য্যরত বৈশ্য ব্রাহ্মণ, লবণ মাংসাদি বিক্রয়ী শূদ্র-ব্রাহ্মণ, তস্কর মৎস্য মাংসাশী নিষাদ ব্রাহ্মণ, যে কেবল উপবীতের গর্ব্ব করে, কিছু জানে না, সে পশু ব্রাহ্মণ, যে কূপাদির জল ও আরাম নষ্ট করে সে ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ, ক্রিয়াহীন মূর্খ অতি নিষ্ঠুর চণ্ডাল ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে জাতি জন্ম গত ছিল না। ব্রাহ্মণের পুত্রও অন্য জাতি হইত, যথা —

পুত্রো গৃৎসমদস্যৈব শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যা শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশ সম্ভূতা বিচিত্রৈ কর্ম্মভি র্দ্বিজা॥ (বায়ুপুরাণ)।

বিষ্ণুপুরাণ ও হরি বংশেও ঐরূপ আছে। এই গৃৎসমদ ও গৃৎসমদ একই ব্যক্তি। বেদের ঋষিও বলিতেছেন যে "আমি সূক্তকার, পিতা চিকিৎসক মাতা যবতণ্ডুলকারিণী"।—এই উক্তি তখনকার জাতির অস্তিত্ব বিরোধী। পুরুষকে পশুরূপে কল্পনায় উদ্দেশ্য পরে বিবৃত হইবে।

পুরাণ।

বেদ অপৌরুষেয়, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। শবরভাষ্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। মদীয় "ছায়া" নামক পুস্তকে এবিষয়ে কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ

কেহ বলেন যে পুরাণ গ্রন্থও বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়। পুরাণ পঞ্চমো বেদ°। পূরণাৎ পুরাণ°। সর্গ (সৃষ্টিতত্ত্ব) প্রতিসর্গ (সাধারণ সৃষ্টির পরে বিশেষ সৃষ্টি) বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পাঁচটি লইয়া পুরাণ (পুরাণ পঞ্চ লক্ষণম্)। সকল পুরাণে সৃষ্টি বিবরণ কিন্তু এক নহে। মহাভারতে ও মনুতে আছে যে পুরাণাদির দ্বারা বেদার্থকে উপবৃংহিত করিবে। যে সব স্থান অস্পষ্ট তাহা পুরাণাদির দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যাহা অপৌরুষেয় তাহার পূরণ—কেবল অপৌরুষেয় কিছুর দ্বারাই সঙ্গত। অসম্পূর্ণ কনক বলয়াদি ত্রপু বা সীসার দ্বারা পূরিত হওয়া যুক্তি-যুক্ত হয় না। মানুষ ভ্রমাদি দোষ দ্বারা দুষ্ট। তাহাদের রচিত কোন কিছুর দ্বারা বেদ পরিপূরিত হওয়া অন্যায়। ভ্রম, প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়াদির অসামর্থ্য)—এই চারিটি দোষ মনুষ্য সুলভ। ভাগবতে আছে যে, মহর্ষি নারদ চারিটি শ্লোক বেদব্যাসকে স্মরণ করাইয়া দেন ও ঐগুলি বিস্তৃত হইয়া ভাগবত গ্রন্থরূপে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে বালকাণ্ডে আছে যে সীতা বলিতে-ছেন যে রাম বিনা সীতা কবে বনে গিয়াছে? ইহা কোন্ স্থানে আছে—তাহা তুমি বল। আমি পিত্রালয়ে রামায়ণ পাঠ বহুবার শুনিয়াছি। তাহাতে ইহা নাই। "সীতা বিনা বনং রামো গত কিং কুত্রচিদ্ বদ।" ইহাতে সূচিত হয় যে যুগে যুগে পুরাণাদি স্মৃত হইয়া রচিত হয়। ইহা প্রাচীনদের মত। শ্রীজীব গোস্বামী 'ষট সন্দর্ভ' গ্রন্থে এই কথাই বলেন যথা —

ইতিহাস পুরাণাভ্যাম্ বেদ সমুপবৃংহয়েৎ। পূরণাৎ পুরাণ°। পুরাণ পঞ্চমো বেদ। মত বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ বেদো যজুর্বেদ সামোবেদোহথর্বাঙ্গীরস° ইতিহাস পুরাণমিতি মাধ্যন্দিন শ্রুতৌ। ন পুন অসম্পূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পরিপূরণ যুজ্যতে ইত্যাদি। (Page 7)

স হোবাচ ঋগ বেদ ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদ সামবেদমাথর্বণ° চতুর্থম্ ইতিহাস° পুরাণ° পঞ্চম বেদানা বেদম্। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১।২)

নারদ বলিলেন,—"ভগবন, আমি চারিটি বেদ পড়িয়াছি ও পঞ্চম—বেদের বেদ—ইতিহাস পুরাণও পড়িয়াছি"। ইহাতে পুরাণকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বেও পুরাণের বহুল প্রচার ছিল—জানা যায়। পাশ্চাত্যদিগের 'বৈদিক' 'পৌরাণিক' প্রভৃতি যুগের বিভাগ কাল্পনিক, যুক্তিসহ নহে। সেই জন্য পুরাণ নিত্য বলিয়া কথিত।

আরও আদর্শ চণ্ডীতে দেখিতে পাই, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে চৈত্র বংশীয় রাজা ছিলেন। স্বারোচিষ হইলেন স্বায়ম্ভুব মনুর পর দ্বিতীয় মনু। চারি যুগের পরিমাণের ৭১০০০ গুণ হইল এক মন্বন্তরের বর্ষ পরিমাণ। সুতরাং স্বারোচিষ মন্বন্তর বহু প্রাচীন। ইহা লক্ষ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল। তখন পৃথিবী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কারণ মধু-কৈটভের মেদের দ্বারাই উহা রচিত হয়। সেজন্য পৃথিবীর নাম মেদিনী। বিষ্ণু পুরাণে প্রথম উদ্ভিদের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে এবং উহা ভস্মীভূত হইলে মনুষ্য উৎপন্ন হয়। এই দগ্ধ বৃক্ষ-শ্রেণী হইল ভূগর্ভ স্থিত কয়লার খনি সমূহ। এইরূপ অনেক গূঢ় রহস্য পুরাণে গুপ্ত রহিয়াছে। অপক্ষপাত নির্ম্মল বুদ্ধি ও আর্য প্রজ্ঞা দ্বারা উহা বিচার্য্য।

স্মৃতি শাস্ত্র বেদ প্রতিষ্ঠ। আশ্বলায়ন, পারস্করাদি গৃহ্যসূত্র হইতে উহা সংগৃহীত। স্মৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং ব্যবহার-শাস্ত্র। গৃহস্থের কর্ত্তব্য ও দায়ভাগাদির বিচার ইহাতে সন্নিবিষ্ট। কালভেদে ইহার ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। বেদ বিরোধি স্মৃতি অগ্রাহ্য। মনু প্রভৃতি ২ জন সংহিতাকার তন্মধ্যে মনু প্রধান। "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে"। মনুবিরোধি স্মৃতি অপ্রশস্ত। আমরা বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু উল্লেখ করিলাম। বিস্তৃত বিবরণ মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮৭ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকের "দীপনী" নামক টীকায় এই কথা আছে:—ভাগবতের দুইটী সম্প্রদায়, একটির নাম শেষ, অপরটির নাম নারায়ণীয়। শেষ সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে এই শিক্ষা দেন, যথা—

সম্প্রদায়া ভাগবতে বিবিধাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
শেষে নারায়ণস্তত্র শেষো বিস্তৃতঃ ॥
শেষ সনৎকুমারায় উপদিষ্টবান্ স তু ।
সোঽপি স পারাশরায় বদতে সাংখ্যায়নিঃ ॥
সাংখ্যায়ন সোঽপি পরায় মৈত্রেয়ায় জগৌ চ সঃ ।
বিদুরায় মৈত্রেয়ো বিশেষাংশঃ নিগদ্যতে ॥
নারায়ণস্তু বিধয়ে উপদেশতঃ স্ম জগৌ ।
নারদায় বিধিঃ প্রাহ ব্যাসায় নারদো [illegible] ॥
ব্যাস শুকায় শুকো ততঃ প্রাহ পরীক্ষিতঃ ।
তস্মাৎ সূতঃ শ্রুত্বা শৌনকাদ্যায় প্রোক্তবান্ ॥

দুই সম্প্রদায়ে গুরু-শিষ্য ক্রম এইরূপ —

১। ব্রহ্মা, সনৎকুমার, সাংখ্যায়ন পরাশর মৈত্রেয় বিদুর। ২। নারায়ণ বিধি নারদ ব্যাস, শুক, পরীক্ষিৎ। সূত ইহা শুনিয়া শৌনককে বলিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে ভাগবতের বীজ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেও ছিল। ব্যাসদেব তাহা পরে সংহিত করেন। আরও পুরাণাদি যুগে যুগে এইভাবে চলিয়া আসিতেছে—ইহাও সূচিত হয়।

বেদ মূলক হইলেও স্মৃতি পৌরুষেয়। শিক্ষাদি [illegible] বেদ সহ পঠিত হয়। বেদের পরিশিষ্ট গৃহ্যসূত্রাদি গৃহ্য-সূত্রে ক্রিয়াসহ নানা কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। তাহাই স্মৃতি সংকলিত হইয়া রচিত। প্রাত্যহিক কর্তব্য বিবাহাদি সংস্কার অশৌচ প্রায়শ্চিত্ত শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় ইহাতে উল্লিখিত আছে। স্মৃতি ধর্ম-শাস্ত্র এবং ব্যবহার শাস্ত্রও বটে। দায়ভাগে দত্তাদির কথাও আছে।

বেদে যে সকল আচার পদ্ধতি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে থাকে। স্মৃতি সেজন্য কলিতে অনেক বিষয় নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যেমন গোমেধ দেবর কর্তৃক সুতোৎপাদন প্রভৃতি।

ঋতুমতীর বিবাহ পূর্ব্বে ছিল, মধ্যে বন্ধ হইয়াছিল। আবার ১৪ বছরে বিবাহের আইন হওয়াতে উহা প্রচলিত হইয়াছে। সগোত্র সপ্রবর বিবাহ আইনও সম্প্রতি পাশ হইয়াছে। "অদুষ্ট পতিতা" নারীর পুনগ্র হণের ব্যবস্থা পূর্ব্বে বাধ্যতা মূলক ছিল। এখন উহার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। এ বিষয়ে মনু ও অত্রির বচন উদ্ধৃত হইল যথা —

বলাদ্দত্তং বলাদ্ ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্।
সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥ (মনু ৮।১৬৮)
স্বয়ং বিপ্রতিপন্না বা যদি বা বিপ্রতারিতা।
বলান্নারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপি বা।
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা বিধীয়তে॥ (অত্রি স্মৃতি ১৯৩/৯৪)

বলপূর্ব্বক দত্ত, ভুক্ত বা লিখাইয়া লওয়া প্রভৃতি সমস্ত বল কৃত বিষয় অকৃত বা অসিদ্ধ জানিবে। প্রতারিতা, দস্যু ভুক্তা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষিতা নারীর পুনগ্র হণ বিধেয়।

সমাজে আজকাল যেরূপ পরিস্থিতি, তাহাতে সমাজ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা—যদি নূতন করিয়া স্মৃতি ব্যবস্থা না হয়।

স্থানাভাব বশতঃ স্মৃতি ও পুরাণ বিষয়ে মাত্র দুই চারিটি কথা বলা হইল। Law বা আইন ঘটিত বিষয় আমরা বিস্তার ভয়ে বাদ দিলাম। এই বলিয়া শেষ করিতেছি—

সর্ব্বে তরন্তু দুর্গাণি সর্ব্বো ধর্ম্মেষু তিষ্ঠতাম্।
রাজানঃ ক্ষেমদাঃ সন্তু সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু॥

সকলে যেন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান, সকলে ভালরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করুন। রাজারা মঙ্গল দায়ক হউন, এবং সকলে ভদ্রই পরিদর্শন করুন।

ীকৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা মূর্ত্তি আরসি চিরুনী, স্নানাগার ইত্যা
ভ্যতার লক্ষণও দৃষ্ট হয়। এখানকার নর কঙ্কাল পরীক্ষাতে জানা যায়
ারতীয় আধুনিক লোকদের পূর্ব্ব পুরুষরা তথায় থাকিতেন। ইঁহারা ধা
ান, সুপারি হলুদ কলা, সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার জানিতেন। এই সব দ্র
অতি প্রাচীন।

Ethnology বা জাতিতত্ত্বে বলা হয় যে মানুষ দুইটি শ্রেণীর-
নিগ্রোবটু ও আষ্ট্রিক। প্রথম শ্রেণীদের দাক্ষিণাত্যে আন্নামালাইে
আসামে ও রাজমহলে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় শ্রেণীরা ইন্দোচীনে, মালয়াল
ও ছোট নাগপুরে রহিয়া গিয়াছে। Geology বা ভূতত্ত্বে জানিতে পারি
পৃথিবীর একটি একটি স্তর গঠিত হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে। এই বিষ
পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় মন দিয়া পড়িলে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হই
পারে। প্রাচীন কালে ভূপৃষ্ঠ বৃক্ষাদি পূর্ণ ছিল। বিষ্ণু পুরাণে আছে যে,
সকল বৃক্ষ হইতে বার্ক্ষেয়ী নামে স্ত্রীগণ জন্মে, পরে বৃক্ষ সকল দগ্ধ হয়।—
উক্তির মধ্যে কিছু রহস্য গুপ্ত আছে। হিন্দু সভ্যতা কেবল আর্য্য সভ্যতা নহে
তদতিরিক্ত আরও কিছু ইহাতে আছে। হিন্দু সভ্যতাতে সহনীয়তার, নমনীয়তা
ধারাবাহিকতার, সময় শক্তির ও বহুকে এক করিবার সামর্থ্যের নিদর্শন অপূর্ব
নীল নদের সভ্যতার ন্যায় ইহা হারাইয়া যায় নাই। সহস্র সহস্র বর্ষ ধ্বং
মধ্যেও ইহা আপনাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। প্রবাহ ক্ষীণ হইয়াছে মাত্র শুষ্ক
নাই। ইহার মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপ নষ্ট হয় নাই।

আর্য্য সভ্যতা ও পল্লী সভ্যতা অভিন্ন। গ্রাম ও নগর উভয়কেই আ
করিয়া সভ্যতার বিকাশ হয়। পূর্ব্বে শ্রেণী ভেদ ছিল, এখন বর্ণ-ভেদ হইয়াছে
"Brahmans, Kshatriyas &c are names of classes rather th
of castes" পূর্ব্বে নারীর স্থান উচ্চে ছিল। তখন Matriarchy বা নারী
কর্তৃত্ব ছিল। এখনও হিমালয়ের স্থানে স্থানে ও মালাবারে তাহার চিহ্ন আছে

পূর্ব্বে নিরামিষের এরূপ বালাই ছিল না। হিন্দু সংস্কৃতি বুদ্ধের আবির্ভাবে বিঘ্নিত হয়। তিনি ঈশ্বরকে টানিলেন না। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া দেখিলেন কর্ম্মের দীপ্ত শিখা জ্বলিতেছে, সব পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইলে হয় নির্ব্বাণ। এখন হইতে অহিংসার ও ক্ষমার জয়-ঘোষণা হইতে লাগিল। ইহাই হইল জীবনের পাথেয়। ইহাই হইল মধ্য পথ—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথ নহে বা সংযমেরও পথ নহে। বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অনেকের—বিশেষ ক্ষত্রিয়দের—বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। শক হূন প্রভৃতিরা ইতিমধ্যে রাজপুত ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই এখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিল। বুদ্ধদেব শাস্তার আসন হইতে মুক্তিদাতার আসনে উঠিয়া পরে অবতারে পরিণত হইলেন। মঠ বিহার, স্তূপে দেশ ছাইয়া গেল। শেষে ইহা বর্দ্ধিত হইয়া মহাযান ধর্ম্ম সৃষ্টি করিল। সাত আট শত বর্ষ এইভাবে চলিল। পরে নানা অনাচারে উহার পতন ঘটিল। শেষে বৌদ্ধ সঙ্ঘ গুলি শোষণের যন্ত্র হইয়াছিল ও পরে শক হূণাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিলুপ্ত হইল। গুপ্ত সাম্রাজ্য কালে উহা অদৃশ্য হয়।

গুপ্ত রাজত্ব কালই হিন্দু সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল কাল। জ্ঞান বিজ্ঞানে শিল্পকলায় ইহা সমৃদ্ধ। নালান্দার ৮ ফিট তাম্র নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি ও দিল্লী লৌহ স্তম্ভ এই সময়ে রচিত। কালিদাস বরাহমিহির আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ মনীষীরা এই যুগের। এই সময় কাশ্মীরের গুণবর্দ্ধন যবদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া চীনের নানকিন সহরে মৃত হন। ফাহিয়েন বলেন যে এ সময় দেশ সুসমৃদ্ধ চৌর্য্য অজ্ঞাত ও মাংস অস্পৃশ্য ছিল। বৌদ্ধ বসুবর্দ্ধন সমুদ্রগুপ্তের বিশিষ্ট বন্ধু। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সম সমর্দ্ধিত। এই সময় তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। পরে শকাদির উপদ্রবে সে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় ও পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত শশাঙ্ক সম্রাট হন—যাঁহার কাছে হর্ষবর্দ্ধনও পরাজিত হইয়াছিলেন। এতকাল "কাঞ্চন কৌলিন্যের" প্রভাব ছিল না। পরে ধীরে

ব্যাড়ি কৃত বল চরিত্র।

"রসাচার্য" কবি ব্যাড়ি" শব্দ ব্রহ্মৈকবাব্‌ মুনি ।

দাক্ষী পুত্র বচো ব্যাখ্যা পটুর্মীমা সকাগ্রী ॥

দেবক-কৃত ইন্দ্র বিজয়। পতঞ্জলি—ভাষ্যকার, চরকস হিতার প্রতিস'স্কর্ত্তা ও যোগদর্শন রচয়িতা—একই ব্যক্তি ছিলেন। যোগদর্শন নামে এক কাব্যও তিনি লেখেন। উহা অধুনা লুপ্ত।

"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচা মল শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।

যোঽপাকরোৎ ত প্রবর মুনীনা পতঞ্জলি প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥"

ভাস সম্বন্ধে ইনি বলেন যে ভাস রসের দ্বারা অগ্নিকেও শীতল করেন। বর্দ্ধমান কৃত ভীম-জয় কাব্য। চীনদেব—

"বাহোপাহো ইহাগত্য কবি সন্মানমাপ্তবান্।

অববোধ বুদ্ধচরিত মাগধ্যামুবিরাচাপি ॥

"পীযুষ লিপ্ত বচনশ্চীনদেবো ব্রতী কবি ।

বশ' শরীবেণ সদা জীবত্যেব মহামতি ॥"

চীন দেশীয় কবি স স্কৃতে বুদ্ধ চরিত কাব্য লেখেন। রাজ কবি অশ্ব ঘোষও বুদ্ধ চরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি।

মিহির দেব পার্শী ছিলেন। ইনি আনন্দ মন্দির কাব্য রচনা করেন। অধুনা লুপ্ত। সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত এই দশজন কবির নাম করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বতে পূর্ব্বে ছিল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় রূপতি নামা এক কৌরব রাজকুমার পলায়ন করিয়া তিব্বতে লুকান। ইনি প্রথম রাজা। পরে কোশল রাজ প্রসেনজিতের পঞ্চম পুত্র রাজা হন (৪১৬ খৃষ্টাব্দ)। জন্মাইবার সময় দুই পাটি দাঁত দেখিয়া অনিষ্টাশঙ্কায় তিনি পরিত্যক্ত হন ও পরে বড় হইয়া তিব্বতে যান। তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম্মের নাম বোন ধর্ম । ইহা ভূত প্রেত পিশাচাদি বিষয়ক বিদ্যা লইয়া গঠিত। পরে তন্ত্রোক্ত আচার পদ্ধতিও

তাহাতে প্রবেশ করে। ১০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতাপ হয়। তখনও বোন ধর্ম লুপ্ত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম এব তিব্বতীয় ও ভারতীয় ভৌতিক ও যাদুবিদ্যার স মিশ্রণে বোন ধর্মের আরও পুষ্টি হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করে। তিব্বতে কোনো ভাষা বা অক্ষর ছিল না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট ষোল জন লোককে ভারতে পাঠান। তাঁহারা স স্কৃত শিক্ষা করিয়া তিব্বতে ভারতীয় বর্ণমালা, ব্যাকরণ প্রভৃতির অনুকরণে তিব্বতীয় লেখ্য ভাষা প্রবর্তিত করেন। তখন বহু শাস্ত্র অনূদিত হয়। ইঁহার প্রপৌত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে খুব সচেষ্ট হন। বুদ্ধগুপ্ত ও বুদ্ধশান্তি নামক কৈলাস বাসী দুই পণ্ডিতের কাছে মহাযান সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাজ প্রেরিত লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া তিব্বতীয় ভাষায় উহা লেখেন। শান্ত রক্ষিত ও পদ্ম সম্ভব—দুই জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া তাঁহাদিগকে দার্শনিক শিক্ষা ও তান্ত্রিক দীক্ষা দেন। তাঁহাদের পরামর্শে রাজা তথায় ওদন্তপুরীর অনুকরণে এক বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন। আচার্য্য দীপঙ্কর ঐ বিহারে বহু স স্কৃত গ্রন্থ দেখিয়াছেন। পরে অগ্নিতে উহা দগ্ধ হয়। এই সময় চীনের এক প্রসিদ্ধ দার্শনিক তিব্বতে আসেন এব ভারতীয় পণ্ডিত কমল শীল বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। বা লার গৌরব অতীশ নামক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া সদ্ধর্ম্মের প্রচার করেন। ১ ৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি তিব্বতেই মারা যান।

হিন্দু স স্কৃতি বিষয়ে বলিতে গেলে সাহিত্যাদিরও বিষয় কিছু কিছু বলিতে হয়। উপদেশ তিন প্রকার—প্রভু সম্মিত, মিত্র সম্মিত ও কান্তা সম্মিত। বেদের উপদেশ প্রভু সম্মিত। রাজার পিতার, বা গুরুর উপদেশ না মানিলে অপরাধ হয়। পুরাণাদির উপদেশ মিত্র সম্মিত, কখনও লোভ দেখাইয়া, কখনও বা ভয় দেখাইয়া লোককে সৎপথে চালিত করে। সৎসাহিত্যের উপদেশ কান্তা সম্মিত। ইহাতে জোর জবরদস্তি নাই। অলক্ষ্যে ম ন সৎপথে আকৃষ্ট হয়। তাই সাহিত্যের এত

মূল্য। কবিরা ক্রান্ত দর্শী—তাঁহারা বস্তুর শেষ তত্ত্ব দেখিতে পান।

'কবীনা ঘটনা চৈব চরাচর বিলক্ষণা।
অকর্তুমন্যথা কর্তুং কর্তুং বা ক্ষমতে জগৎ॥'

কবিদের ঘটনা চরাচর বিলক্ষণ, জগৎকে সৃষ্টি করিতে লোপ করিতে বা ভিন্ন প্রকার করিতেও তাঁহারা পারেন।

সাহিত্য বলিতে কেবল কাব্য নহে, নাটককেও বুঝায়। ভরত বলেন—

'দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞা লোকস্য চৈব হি।
পূর্ব্বান্যবৃত্তচরিত নাটক নাম তদ্ভবেৎ॥"

দেবতাদির পূর্ব্বচরিতাঙ্কনই নাটক।

অবস্থান কৃতি নাট্য রূপ দৃশ্যতয়োচ্যতে।
রূপক তৎ সমারোপাদ্ দশধৈব রসাশ্রয়ম্॥ (ধনঞ্জয়।)

অবস্থা অনুকরণের নাম নাট্য। তাহা দৃশ্য হইলে রূপ, নটাদিতে রূপ আরোপিত হইলে রূপক। রূপক রসাশ্রিত ও দশ প্রকার। উপরূপক আঠার প্রকার। তাহা নাট্য নহে, তাহা নৃত্য।

সাহিত্য দর্পণে আছে—

'ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকার স চতুর্বিধ।"

অভিনয় হইল অবস্থার অনুকরণ। তাহাই নাট্য। নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণে আছে যে, নাট্য (নটন বা গাত্রবিক্ষেপ) তিন প্রকার—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। সমস্ত নাট্য (রূপক) মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ রূপক। বিবাহাদি উৎসবে নৃত্য হয়। যাহাতে ইতিহাসের সমাবেশ আছে তাহা নাট্য বা নাটক, এবং যাহা রস ভাবাদির দ্যোতক তাহা নৃত্য।

নাটকে পঞ্চ সন্ধি প্রসিদ্ধ—যথা—মুখ, প্রতিমুখ গর্ভ বিমর্শ ও উপসংহৃতি। ইংরাজীতে ইহারা এই নামে উক্ত—Five divisons of Dramatic plots are —exposition, complication or rising

action, climax or crysis catastrophe and denouement

নৃত্য গীত বাদ্য একত্রে সংগীত নামে খ্যাত হয়। বীণা প্রভৃতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে আছে, কিন্তু বেহালার নাম নাই—যাহা এখন সভ্য জগতে আদৃত। সংস্কৃতে বেহালার নাম রাবণাস্ত্র। রাবণ উহার উদ্ভাবয়িতা। রাবণ এই বেহালার সাহায্যেই শিবকে বন্দনা করিতেন। বাল্মীকি ঋষি ভীল জাতীয় ছিলেন—তাহার পূর্ব্ব নাম রত্নাকর। ভীলদের মধ্যে এখনও রাম ও হনুমানের পূজার প্রথা আছে। (Indian weekly 1942)

নৃত্য ও নৃত্তের মধ্যে ভেদ আছে। "ভবেদ্ ভাবাশ্রয় নৃত্য, নৃত্ত তাললয়াশ্রয়ম্।" নৃত্য is that form of dance which has flavour, mode and suggestion নৃত্ত is void of them নৃত্য is of two kinds—মার্গ and দেশী। মার্গ is performed before Gods and দেশী entertains kings and people মার্গ is of two kinds—তাণ্ডব and লাস্য। The first portrays intense excitement and the second amorous expressions গুজরাটের গার্বা নৃত্য, পাঞ্জাবের কাজরী নৃত্য, মালাবারের কথকালী নৃত্য মনিপুরের রাস নৃত্য, বঙ্গের ব্রতচারী নৃত্য, উত্তর ভারতের কথক নৃত্য। শান্তিনিকেতনে কবি নব নৃত্য প্রচার করিয়াছেন। নৃত্যের সঙ্গে হস্ত ও চক্ষুরাদির বিক্ষেপকে মুদ্রা বলে। মুদ্রা ২৪ প্রকার। দৃষ্টিভঙ্গি ১১ প্রকার। ব্রহ্মা প্রথম নাট্য বেদ রচনা করেন। Rig Veda furnished the words, Sama Veda the melody, Yajur Veda the jestures and Atharva Veda the flavour ভরত মুনিকে তিনি তাহা দেন ও "লক্ষ্মী স্বয়ম্বর" নাটক দেবগণের নিকট প্রথম অভিনীত হয়। প্রাচীন ভারতে নৃত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। নৃত্য রাজাদেরও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। অর্জ্জুন তাহার দৃষ্টান্ত। পরে উহা নর্ত্তকী ও দেবদাসীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

নাটকে রসই প্রধান। শৃঙ্গার করুণাদি রস। রস ব্যাপার অতি গহন। সামান্য কিছু বলিতেছি।

অনেকে বলেন শৃঙ্গার হইতে সকল রসের উৎপত্তি। ভবভূতি বলেন— করুণ রস হইতেই সকল রস হইয়াছে। (Cf একো রস করুণ এব ইত্যাদি)। 'কামস্য সকল জাতি সুলভতয়া অত্যন্ত পরিচিততেন সর্ব্বান্ প্রতিহৃদ্যতা ইতি পূর্ব্বং শৃঙ্গার, তদনুগামী চ হাস্য। নিরপেক্ষ-স্বভাবত্বাৎ তদ্বিপরীত করুণ। তন্নিমিত্ত রৌদ্র স চার্থপ্রধান। কামার্থয়ো ধর্ম্মমূলত্বাৎ বীর স হি ধর্ম্মপ্রধান, তস্য চ ভীতা ভয় দান সারত্বাৎ। তত ভয়ানক।' (অভিনব ভারতী)

বীর ও রৌদ্রের ভেদ এই যে বীর রসে বিবেকিত্ব ভাব আছে। বীর উৎসাহ স্থায়প্রধান। বীর রসের স্থায়ী ভাব উৎসাহ।

> উৎসাহ সর্ব্বকার্য্যেষু সত্বরা মানসী ক্রিয়া।
> সহজাহার্য্যা ভেদেন স দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা॥"

সর্ব্বকার্য্যে ত্বরা যুক্ত মানসিক ক্রিয়ার নাম উৎসাহ। সহজ ও কৃত্রিম ভেদে ইহা দুই প্রকার। যুদ্ধবীর রামচন্দ্র ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির, দানবীর কর্ণ দয়াবীর বুদ্ধ ও জীমূতবাহন ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দর্শিত হয়।

গানের বিষয় কিছু বলিতেছি। আকাশ শব্দ গুণ শব্দের বাহক হইল বায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু দেহ স্থিত। বৈষ্ণশাস্ত্রে ৪৯ বায়ুর কথাও উক্ত হয়। আবহ প্রবহ পরিবহাদি নামে বায়ুও জ্যোতিষে বর্ণিত। আকাশ হইল Ether বৈজ্ঞানিকেরা আকাশ স্পন্দন (Etherial vibration) হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়—বলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সূক্ষ্ম শব্দ-জগৎ হইতে নামিয়া আসিলে সঙ্গীতের দেখা পাই। সঙ্গীতের বড়ো হয় ভাব ও ভাষা। ভাব ও ভাষা সুরকে আশ্রয় করিলে সঙ্গীত হয়। 'গীত বাদ্য-

নৃত্যঞ্চ ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে।" ভাবের প্রকাশ হয় সুরে। গভীরতম ভাব সুরে লীন থাকে, তাহার অবচ্ছ অভিব্যক্তি সুরে দেখা যায়। যে সঙ্গীত শুনিয়া আমরা আনন্দ পাই, তাহাতে নিবিড়তম ভাবের প্রকাশ নাই। সুর ও ভাষাতেই আমরা মুগ্ধ হই। সঙ্গীত অপেক্ষা সুরের আলাপ বড় জিনিষ। এখানে ভাষা নাই—ভাবের স্ফূর্তি আছে।

"অনিবদ্ধ ভবেদ্ গীত বর্ণাদি নিয়ম বিনা।
নিবদ্ধঞ্চ ভবেদ গীত তাল মান রসান্বিতম॥"

যেখানে বাক্যাদি নিয়ম কানুন না মানিয়া ইচ্ছামত সুর যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় সেই সঙ্গীত অনিবদ্ধ। ইহাকে আলাপ বলে। সরস তাল মান-যুক্ত সুর যুক্ত সঙ্গীতের নাম নিবদ্ধ। আলাপে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রসার। তাই গান হইতে ইহা বড়। এই জন্য রাগ রাগিণীর স্থান উচ্চে। উহাই হইল বিশ্বের ছন্দ লহরী। উহাই বিশ্বের অন্তর তলে স্বত উত্থিত অশরীরী বাণীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

বৈদিক মন্ত্রগুলিও সুর যুক্ত। সুর যখন স্থূলরূপ প্রকাশিত হয়, তখন হয় ভাষার সৃষ্টি। সুর জগৎ সূক্ষ্ম জগৎ।

"পুনশ্চতুর্ণা বেদানা, সারমাকৃষ্য পদ্মভূ।
ইদন্ত পঞ্চম বেদ সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥"

স্বরারম্ভককে শ্রুতি বলে। "শ্রুতি নাম স্বরারম্ভকাবয়ব শব্দ বিশেষ"। স্বর বিকাশের আরম্ভে শব্দ যে রূপ গ্রহণ করে, তাহাই শ্রুতি। সূক্ষ্ম সুরের স্থূল রূপ হইল সঙ্গীত। যাঁহারা সুরের রূপ দেখিতে পান, তাঁহারা রাগরাগিণীর রূপও দেখিতে পান এবং এই দেখাতেই তাঁহাদের আনন্দ। যেখানে সুর সংঘাত উদ্ভূত হয় সেখানেই রাগাদির সৃষ্টি। অনাহত সুরের মূর্তি নাই, রাগাদিও নাই—আছে কেবল অনাহত অবারিত সুর গতি বা ধ্বনি। এই জন্য ধ্বনি বা শব্দ মূর্চ্ছনা নিত্য।

সুর ও ধ্বনির মধ্যে প্রভেদ আছে। সুরের দেহ বিকাশ ও প্রকাশ আছে। উহা ছাড়া সুর থাকিতে পারে না। ধ্বনির তাহা নাই। ধ্বনি অব্যক্ত, সুর ব্যক্ত। সুরের ঠিক পর পিছনে থাকে অব্যক্তের রেশ। যদি কখন আমরা এই রেশ অনুসরণ করিতে পারি তবে অব্যক্ত ধ্বনির সন্ধান পাইব। তন্ত্র ও সঙ্গীত ইহাকে নাদ বলে।

"আকাশ মণ্ডলে নাদস্থানাহত উৎপন্ন।
আহতো নাদনাক্রম্য তথাহিত ন জনাং॥

আকাশে অনাহত নাদের স্থিতি এবং সেই অনাহত নাদ হইতে আবির্ভাব হইল শব্দে আহত নাদ।

আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
সোঽয় প্রকাশতে পিণ্ড তস্মাৎ পিণ্ডোঽভিধীয়তে।
নাদো ব্রহ্মমাথ্যাতশ্চতুর্বর্গদঃ প্রদ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

নাদের উৎপত্তি ব্রহ্ম শক্তি হইতে। প্রজাপতির ইহা হইল প্রথম বিবর্ত। সৃষ্টির প্রাথমিক তরঙ্গে ইহার সঞ্চার। ইহাই অনাহত সুর বা ধ্বনি। ইহা নিঃশব্দের শব্দ (Voiceless sound)। ইহা Pythagoras এর Music of the Universe ইহা যোগীদের অধিগম্য। "অনাহত নাদন্ত যোগিন সমুপাসতে।" ইহা মানস প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে, ইহা পর সম্বায়ানুভূতি। দণ্ডীর এই উক্তি সার্থক—

ইদমন্ধ তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবন ত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয় জ্যোতিরাসংসার ন দীপ্যতে॥"

যদি শব্দাখ্য জ্যোতি না থাকিত তবে জগৎ অন্ধতামিস্রে ব্যাপ্ত হইত।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরুদ কাব্য দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ইহার আদি প্রবর্তক। ইহা শ্রব্য কাব্যের অন্তর্গত। সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ

এই—"গদ্য পদ্যময়ী স্রাবস্তুতি বিশদ মতাতে। যথা বিরুদ মণিমালা।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই ইহার প্রবর্ত্তন করেন। উদাহরণ যথা—

পদ্মঃ করাঙ্ঘ্রি ঘণবান নবরোমরাজি
বন্ধু বিধুর্ভ্রমরকা ভ্রমিতালকান্তে।
মুক্তা রদা ইতি পবর্গময়ী মুরারে
মূর্ত্তিস্তথাপি ভজতামপবর্গ দাত্রী॥

কৃষ্ণের মূর্ত্তি পবর্গময়ী, যথা—শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-পদ পদ্ম, লোমরাজি ঘণবান্ বন্ধ বিধু, কোঁকড়ানো চুলগুলি ক্ষুদ্র ভ্রমর, দন্ত মুক্তা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সেবনকারীদের অপবর্গ লাভ হয়।

কর্ণে কল্পিত কর্ণিকার কলিকা কন্দর্প-কেলিক্রিয়
কল্যাবল্যবিকল্পনাতি-কুতুকী কৈশোর কান্দ্রম।
কিঞ্চিৎ-কুঞ্চিত কোমলালকদুল কাদম্বিনী কন্দল
কৃষ্ণ কেকি কলাপ কীলিত কচ ক ব ক্রিয়াৎ কামদ॥

যাঁহার কর্ণে কর্ণিকার কলিকা যিনি কিশোর কুঞ্চিতালক, মেঘ শ্যাম বর্হ বদ্ধ কেশ, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন।

"সর্কেবা পাস স্বারী" এবং "অস্মাকৃণা নৈয়ায়িকানা" ইত্যাদি বাক্যোক্তি বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকগণের পরস্পরের প্রতি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, এক বৈয়াকরণ একটি শ্লোকের দ্বারা কোন নৈয়ায়িককে পরাস্ত করেন। শ্লোকটি এই—

বাশ্চারেড় ঝম্ভবক্ ধ্বাতাড়্ধিপতি ক্ষুধেড় ঙ জানির্গণেট
গোরাড়ার রড়বরবকুরুতস্ত গ্রেবেয়ব-ভ্রাডন।
উড্ডীড্র নরকাম্বিতৃ নিদৃগ্বিভেডাদ্র জিনাচ্ছচ্ছদ
শস্তাদম্বদম্বুদাদি গলকুক্ দেবো মুদে বো মৃড॥

ই ার যথাসম্ভব অর্থ লিখিত হইল—বারি চরন্তি ইতি বার্চারা বাশ্চারা বা মীনা েষাম ঈট্ (ঈশ + কিপ) ইতি বাশ্চারেট্ মকর ইত্যর্থ, স ধ্বজে যস্য স মকরধ্বজ দন ম দ.তি (দহ + কিপ) য স স্মরহর (শিবের বিশেষণ)। যুন উড়ুনা ন্‌ক্ষত্রাণাম্ অধিপতি চন্দ্র যেন স চন্দ্রমৌলি। ক্ষু (মহী) ধ্র (ধৃ + ক) মহীধর পর্ব্বত েষাম্ ঈট্ (ঈশ + কিপ) পর্ব্বতরাজ হিমালয় তস্মাৎ জায়তে য. অপত্য (পার্ব্বতী); তৎ জায়া যস্য স পার্ব্বতী পতি। গেট গণানা প্রমথগণানাম ঈট্।

গোরাট্ বৃষরাজ েম আরুরুট্ আরোহণেচ্ছু (আ + রুহ + সন্ + কিপ)। অম্বরেট্ ম্ব ধন ন বেট্টতে যাচতে (বেট্ + কিপ) ধনমিতি উপলক্ষণম পূর্ণকাম। উরুতর সর্প রত্নাঙ্কাদিভি বিপুলতর যৎ ভৈরবেরক কণ্ঠভূষণ তে ভ্রাজতে শোভে (ভ্রাজ + কিপ) য। অত্র ভূশ তূর্ণ বা ইতি অব্যয়ম্।

উড্ডী (উৎ + ডীঙ + কিপ) উর্দ্ধগতি স্বর্গপ্রাপ্তি তস্য ঈট্ (ঈশ + কিপ) প্রভু নিয়ামক। র কামবহ্নি ইন্দ্রিয়লৌল্যম্ ইতি কর্ম্মপদ। শম্ভ মাশ্যতু ইত্যর্থ। (শম্ হি সায়াম তাতঙ)। নরস্য ক শির তস্য অস্থি কপালধারী। ত্রিদৃক্ ত্রিলোচন। ইভানা গজানা ঈট্ গজরাজ তস্য আ অজিনমেব অচ্ছ স্বচ্ছ চদ আচ্ছাদন যস্য স।

অমুমতা সজলানা অম্বুদানা মেঘানা আলি সমূহ, তদ্বৎ গলরুক্ কণ্ঠশোভা যস্য স নীলকণ্ঠ। দেব মৃড় ব যুষ্মাক হৃদে কল্যাণায় স্ম কাম বহ্নি শমাৎ নাশয়তু।

মানুষ ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে—পাশ্চাত্যদের এই ক্রম বিকাশ বাদ শাস্ত্র হ েও কিছু কিছু জানা যায়। জাত্যন্তর পরিণাম প্রকৃত্যা পূরাৎ (যোগ ৪।২)—এই স্বত্রে বলা হয় যে, আন্তর ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট রূপ পরিবর্তন হইলে শরীর গঠন উৎকৃষ্ট রূপে পরিণত হয় এবং অপকৃষ্ট রূপ পরিবর্তনে আকৃতি

অপকৃষ্ট রূপ পরিণত হয়। সুতরাং এই মতে উৎকৃষ্ট প্রাণীও অপকৃষ্ট প্রাণী হইতে পারে এবং অপকৃষ্টও উৎকৃষ্ট হইতে পারে।

এখানে দুইটী মত আছে যে, প্রথমতঃ মনুষ্যেরই এই পরিবর্তন হয়। অথবা দ্বিতীয়ত সর্ব প্রাণীরই এই পরিবর্তন হইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে * এইরূপ আছে,—"তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্, ন বৈ নোঽয়মলমিতি, তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন ন বৈ নোঽয়মলমিতি, তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতম ।"—বিধাতা তেজ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শক্তিগণ আপন আপন আধার প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তাহাদিগকে গো শরীর দিলেন। তাহারা বলিল, আমাদের ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। পরে অশ্ব শরীর দিলেও তাহারা ঐরূপ বলিল। পরে পুরুষ শরীর দিলে তাহারা বলিল, ইহাই আমাদের পর্য্যাপ্ত ও কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে।

পূর্ব্বে মণিপুর প্রভৃতি দেশে সুসভ্য লোক থাকিত, ইহা মহাভারতে পাই। এখন সেখানে নাগারা আছে। অঙ্গ দেশের রাজা কর্ণ। অঙ্গ দেশ হইল ভাগলপুর অঞ্চল। সেখানে এখন সাঁওতালরা বাস করে। চেদী দেশ হইল ত্রিপুরা। পূর্ব্বে শিশুপাল ইহার রাজা ছিলেন। এখন কুকিরা এখানে আছে। কেহ কেহ জাত্যন্তর পরিণামের ইহা উদাহরণ বলেন।

নানা অপূর্ব্ব স্থাপত্য শিল্প ভারত ছাইয়া আছে। রামেশ্বর, দাক্ষিণাত্যের শব্দায়মান মন্দির স্তম্ভ ইলোরা, দ্বারিকা, কোনার্ক, পুরীর মন্দির—কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা বলিব ?

বেদ উপনিষদ, দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি বিশ্ব বিশ্রুত। কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ জ্যোতিষ—ইহাদের খ্যাতিও সর্ব্ব বিদিত। ইহা ছাড়া এত অসংখ্য

* ঐতরেয় নাম নিরুক্তি। ইতরা পুত্র শূদ্রাগর্ভ-সম্ভূত, নাম মহীদাস। পিতৃ পরিত্যক্ত হইলে মাতা পৃথিবী তাহাকে আশ্রয় দেন, সেজন্য তাঁহার নাম মহীদাস

সুন্দর সুন্দর উদ্ভট শ্লোক আছে যাহা জগতের অন্য কোন ভাষাতে নাই। দুই একটি বলি—

কোন ভণ্ড যোগী বলিতেছেন—

হৃদাকাশে চিদাভাস প্রতিভাতি নিরন্তরম।
উদয়াস্তং ন পশ্যামঃ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥

হৃদয়াকাশে চিদালোক নিরন্তর স্ফুরিত উদয়াস্তই দেখিতে পাই না সন্ধ্যা করি কি করিয়া?

কোন দরিদ্র স্তাবক ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিতেছেন—

উত্তমর্ণ ধনদান শঙ্কয়া পাবকোর্থশিখয়া হৃদি স্থয়া।
দেব! দগ্ধবসনা সরস্বতী নাস্মতো বহিরুদেতি লজ্জয়া ॥

উত্তমর্ণের টাকা কি করিয়া দিব—এই চিন্তাগ্নি সদা হৃদয়ে জ্বলিতেছে। তাহার শিখায় সরস্বতী দেবীর কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে। সেজন্য তিনি আমার মুখ হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছেন না।

কোন পণ্ডিত বলিতেছেন—

গুণবন্তোঽপি সীদন্তি গুণগ্রাহী ন চেদ্ ভবেৎ।
সগুণ পূর্ণ কুম্ভোঽপি যথা কূপে নিমজ্জতি ॥

গুণ গ্রাহী না থাকিলে গুণবান্ ব্যক্তিও অবসন্ন হয়। দেখ সগুণ (রজ্জু-যুক্ত) পূর্ণ কুম্ভও গুণ গ্রাহী (দড়ি টানিবার লোক) না থাকিলে কূপে ডুবিয়া যায়।

সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর সম্রাট আকবর শাহের সময় হিন্দু সংস্কৃতি আবার জাগিয়া ওঠে। সে সময় শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র প্রভৃতির বহু উন্নতি দেখা যায়। বহু কবি সম্রাটের দরবার উজ্জ্বল করিয়া থাকিতেন, হিন্দু কবিও অনেক ছিলেন। একজন কবি বলিয়াছেন—

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথান্ পূরয়িতুং সমর্থ।
অন্যৈ নৃপা যদ্ দদতীং তদ্ ভেং (কালে ইতি বা পাঠং)
শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥"

দিল্লীশ্বর কি বা জগদীশ্বর মনোরথ পুরণে সমর্থ। অন্য রাজারা যাহা দেয় তাহা কালে শাকের জন্য কি বা লবণের জন্য মাত্র ব্যয়িত হয়।

অন্য কবি বলিয়াছেন —

"দিল্লী বল্লভ পাণি পল্লব তলে নীত নবীন বয়।"

— দিল্লী বল্লভের পাণি পল্লব ছায়ায় নবীন বয়স কাটাইয়াছি।

ফলতঃ এইরূপ বহু কবির উক্তি উদ্ধৃত হইতে পারে। তানসেনের কথা কে না জানেন? ১২ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জৈন ও হিন্দু চিত্রকলার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। জৈন ও হিন্দু পুঁথিগুলির ভিতর সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণ ভক্তির স্তোত্র গ্রন্থে প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে এই রূপ চিত্র দেখা যায়। বৌদ্ধদিগেরও পুঁথির মধ্যে বৌদ্ধ দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত আছে।

হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি থাকিলেও তাহা বড় হইয়া কখনও বিপজ্জনক হয় নাই। মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের ন্যায় সুদক্ষ মন্ত্রিবৃন্দের দ্বারা চালিত হইয়াও শেষ বয়সে পুত্রকে রাজ্য দিয়া জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে বহু দিন পরিভ্রমণ করেন ও মহীশূরে জৈন সাধুর ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কালাতিপাত করেন ও প্রায়োপবেশনে মৃত্যু বরণ করেন। *

তখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয় নাই। পরে তদ্ বংশীয় বিখ্যাত সম্রাট

---

* সে সময় জৈন ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ছিল বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে—ইহার দ্বারা সূচিত হয়।

(১) মালবেন্দ্রামাত্য কবিকল্পলতা প্রণেতা (২) ছন্দানুশাসন ও কাব্যানুশাসন প্রণেতা নেমিকুমার-পুত্র জৈন (৩) রসরত্নসমুচ্চয় কর্ত্তা, (৪) কোষ কর্ত্তা বাগভট (৫) বাগভটালঙ্কারাদি কর্ত্তা জয়সিংহামাত্য সোমপুত্র জৈন (৬) নেমিনির্বাণ কর্ত্তা (৭) লঘুজাতক কর্ত্তা, (৮) প্রাকৃত পিঙ্গল সূত্র কর্ত্তা।

অষ্টাঙ্গ হৃদয় কর্ত্তা ভিষক্ শ্রেষ্ঠ বাগভটই প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধ বাগভট বলিয়া তাঁহার পূর্ববর্ত্তী একজন ছিলেন। অনেকে বলেন এই দুই ব্যক্তি একই। বাগভটের পিতামহের নামও বাগভট, পিতার নাম সিংহগুপ্ত। তিনি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

প্রবাদ এই যে পূর্ব্বে ধন্বন্তরি একটি সুন্দর পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া পরিচিত প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণের কাছে গিয়া কোঽরুক্‌" বলিয়া তিনবার শব্দ করেন। কেহ উহার অর্থ না বুঝিলে পক্ষী সিন্ধুদেশে বাগভটের কাছে গিয়া ঐরূপ 'কোঽরুক্‌" বলিতে থাকিলে বাগভট উহার এই উত্তর দেন যথা—"হিতভুক্ মিতভুক্ অশাকভুক্ চ'। —অর্থ এই যে কঃ অরুক্ কে অরোগ?' ইহাই প্রশ্ন। উত্তর এই "যে হিতভুক বা অপথ্য খায় না যে মিতভুক বা পরিমিতভোজী ও যে অশাকভুক বা শাক (ব্যঞ্জন) খায় না, সেই রোগহীন। পক্ষি-রূপী ধন্বন্তরি প্রীত হইয়া বর দেন তুমি শ্রেষ্ঠ ভিষক্ হইবে'।

তারাদেবীর ও অবলোকিতেশ্বরের বন্দনা তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায় তাহাতে তিনি বৌদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তারা যেমন বৌদ্ধদের দেবতা, তেমনি তান্ত্রিকদেরও দেবতা। জৈনরা তারাকে পদ্মাবতী বলেন।

তারা ত্বং সুগতাগমে ভগবতী গৌরীতি শৈবাগমে
বজ্রা কৌলিক শাসনে জিন মতে পদ্মাবতী বিশ্রুতা।
গায়ত্রী শ্রুতি শালিনা প্রকৃতিরিত্যুক্তাসি সা খ্যাগমে
মাতর্ভারতি কি প্রভূতভণিতৈর্ব্যাপ্তং সমস্তং জগৎ॥

(পদ্মাবতী স্তুতি)

বাগভটের বহু বৃত্তি আছে। প্রধান হইতেছে অরুণ দত্তের সর্বাঙ্গ সুন্দরা ও হেমাদ্রির আয়ুর্বেদ রসায়ন। হেমাদ্রি যে অসাধারণ ব্যক্তি তাহা তাঁহার বহু গ্রন্থ গুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে, যথা—(১) চতুর্বর্গ চিন্তামণি, (২) কৈবল্য দীপিকা (মুক্তাফলের টীকা), (৩) শৌনক কৃত প্রণব কল্পের টীকা, ৪, শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, (৫) হেমাদ্রি প্রয়োগ (৬) নানা শাস্ত্র (৭ হেমাদ্রি নিবন্ধ, (৮) হেমাদ্রি দান খণ্ড সার, (৯) ত্রিস্থলী বিধি, (১) প্রায়শ্চিত্ত স গ্রহ (১১) অর্থ কাণ্ড (১২) কাল নির্ণয়, (১৩) কাল নির্ণয় স ক্ষেপ, (১৪) তিথি নির্ণয়, (৫) দান বাক্যাবলী, (১৬) পর্জন্য প্রয়োগ (১৭) প্রতিষ্ঠা, (১৮) লক্ষণ সমুচ্চয় (১৯) বোপদেব কৃত হরিলীলা গ্রন্থের বিবেকাখ্য নামক টীকা ও ২) আয়ুর্বেদ রসায়ন।

ভট্ট হেমাদ্রি ভিন্ন ব্যক্তি—রঘুব শের রঘুবংশ দর্পণ নাম্নী টীকাকার। মুক্তা ফলে "হেমাদ্রি' গণকাগ্রণী " বলিয়া উক্ত আছে। অর্থ এই, তিনি রাজমন্ত্রী ও আয় ব্যয় বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন। ১১২৪ শকের তাম্রফ কে জানা যায় যে তিনি দেবগিরির যাদবরাজ রামচন্দ্রের হস্তিসেনা নায়কও ছিলেন (১২৭১—১৩০৯ খৃষ্টাব্দে)। যজ্ঞে স্বর্বৈদ্য অ'শ্বনীকুমার দ্বয়ের নিমন্ত্রণ কিছু কালের জন্য বন্ধ হয় পরে চলে, কারণ চিকিৎসা ব্যবসায় কিছুটা অপবিত্র ছিল, ইহা স্মৃতিতেও দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ, অঙ্গিরা, কাশ্যপ প্রভৃতির নাম আছে। অনার্য্যও অনেক বৈদ্য ছিল। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের কাছে পাঠ করিত—ইহাও জানা যায়।

এখন আমরা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কিছু বলিব। ভাষার আলোচনাতে ব্যাকরণের কথা আসিয়া পড়ে। জগতে যত ভাষা আছে তাহার মধ্যে স স্কৃতই হইল সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। বেদের সময় (১০০ খৃ পূ) ও তৎপূর্বেও অনেক ব্যাকরণ ছিল—জানা যায় কিন্তু অধুনা লুপ্ত। তাহার পর শাকটায়ন যাস্ক ও আপিশলি প্রভৃতি বৈয়াকরণছিলেন (১ —৭ ০ খৃ পূ)। তাহার পর

পাণিনি (৭ —৬ খৃ পূ)। পরে ব্যাড়ি কাত্যায়ন প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব কাল (৬ —২ খৃ পূ)। ইঁহার পরে পতঞ্জলি (১৫ খৃ পূ)। পরে চান্দ্র ও জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের প্রাদুর্ভাব (৪ —৫ খৃষ্টাব্দ)। তৎপরে ভর্ত্তৃহরি কাশিকা ন্যাসগ্রন্থ (৬ —৭৫ খৃষ্টাব্দ); জৈন শাকটায়ন ও দুর্গাসিংহ (৭৫ —৮৫ খৃষ্টাব্দ), কৈয়ট, হরদত্ত ও কাতন্ত্র (১০ —১১৫ খৃষ্টাব্দ), উজ্জ্বলদত্ত সোমদেব (পঞ্চতন্ত্রকার) বালাববোধ (সিংহলে প্রচলিত) সারস্বত বোপদেব ক্রমদীশ্বর (১২৫ খৃষ্টাব্দ) সুপদ্ম মাধবীয় ধাতুবৃত্তি ও প্রক্রিয়াকৌমুদী (১৩ খৃষ্টাব্দ) প্রবোধ প্রকাশ (৪ খৃষ্টাব্দ) হরিনামামৃত, চৈতন্যামৃত ও ভোজ ব্যাকরণ (১৬ খৃষ্টাব্দ) শেষকৃষ্ণ ভট্টোজি নাগেশ বরদারাজ (১৬ —১৭৫ খৃষ্টাব্দ)। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য টীকা বৃত্তি ভাষ্য টিপ্পনী প্রভৃতি আছে। বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি কেবল বর্ণিত হইব।

পাণিনির সময় নিরূপণ করা কঠিন—ইহা ৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বের পরে নহে, ৮৫ খৃ পূ ও হইতে পারে। তাঁহার অপর নাম শালাতুরীয়। শালাতুর (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) তাঁহার নিবাস স্থান। হিউয়েন্ সাঙ ইহাকে সুন্দর উদ্যান বলিয়াছেন। পতঞ্জলি তাঁহাকে দাক্ষীপুত্র বলিয়াছেন। "সর্ব্বে সর্ব্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।" কথা সরিৎ সাগরের চতুর্থ তরঙ্গে আছে যে উপাধ্যায় বর্ষের কাছে পাণিনি ব্যাড়ি ও কাত্যায়ণ পড়িতেন। পাণিনির কিছু শিক্ষা হইল না দেখিয়া তিনি তপশ্চরণ করেন ও শিব তাঁহাকে বর স্বরূপ ১৪টী সূত্র প্রদান করেন। পঞ্চতন্ত্রে দ্বিতীয় ভাগে উক্ত হয় যে পাণিনি সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। "সিংহো ব্যাকরণস্য কর্ত্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনেঃ।" কাত্যায়ণ ঐন্দ্র ব্যাকরণ পাঠক, পতঞ্জলি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বলিয়াছেন। প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যা। পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দীয় ও গোণিকাপুত্র। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন, এই কথা বাৎস্যায় নয়

কাম সূত্রে আছে। তিনি পুষ্পমিত্রের সম সাময়িক। "পুষ্পমিত্রমিহ যাজয়াম"। অরুনদ্ যবন সাকেতম্।"—এই বচনের দ্বারা Miander এর অবরোধের বিষয় জানা যায়।

কাশিকা-প্রণেতা জয়াদিত্য ও বামন—উভয়কেই এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত, কিন্তু বস্তুত ইঁহারা ভিন্ন। উভয়েই বৌদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে, জয়াদিত্য কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়, এবং এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

ভর্ত্তৃহরি—বাক্যপদীয়, ভট্টিকাব্য ও বৈরাগ্যাদি তিনটি শতকের প্রণেতা। প্রবাদ এই যে, ভর্ত্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ছিলেন। একটি দুর্লভ ফল পাইয়া তিনি তাহা স্ত্রীকে দেন। পরে পাঁচ ছয় হাত ফিরিয়া সেই ফল তাঁহার হাতে আসে। তাহাতেই "যা চিন্তয়ামি সততম্ " ইত্যাদি শ্লোকের উৎপত্তি। উজ্জয়িনীতে শিপ্রা তীরে তাঁহার গুহা আজিও বর্ত্তমান। লোকে উহাকে ভর্ত্তৃ গুহা বলে। তিনি সাত বার সংসার ত্যাগ করেন ও প্রত্যেক বার গার্হস্থ্য অবলম্বন করেন।

ভর্ত্তৃহরির গুরু ছিলেন বসুরাত। তিনি চন্দ্র-গোমিনের ছাত্র ছিলেন। চান্দ্র ব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রাচার্য্য বা চন্দ্র গোমিন বৌদ্ধ ছিলেন (৪৭০ খৃষ্টাব্দ)। চান্দ্র ব্যাকরণ দুর্লভ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক কপি নেপাল হইতে আনেন। লিপ জিগে' ১৯ ২ খৃষ্টাব্দে উহা ছাপা হয়। তিব্বতী ভাষায় চান্দ্র ব্যাকরণ আছে। স্থিরমতি নামক এক তিব্বতী ১০ ০ খৃষ্টাব্দে ইহার এক অনুবাদ করেন। নেওয়ারী ভাষাতে লিখিত পুঁথি নেপালেই আছে। সিংহলে তিব্বতী ব্যাকরণের প্রচলন আছে।

জিনেন্দ্র বুদ্ধি 'ন্যাস (কাশিকা ব্যাখ্যা) রচনা করেন। তিনি বৌদ্ধ। বোধিসত্ব 'দেশীয়াচার্য্য" তাঁহার উপাধি ছিল। হরদত্ত কাশিকা-টীকা পদমঞ্জরী প্রণেতা। তাহাতে মাঘ ভারবি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত আছে। মল্লিনাথও ইঁহার

উল্লেখ করেন। কৈয়টের প্রদীপ বিখ্যাত। তিনি কাশ্মীরী—পিতার নাম জৈয়ট। কেহ কেহ বলেন যে কাব্য প্রকাশ প্রণেতা মম্মটের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামচন্দ্রের প্রক্রিয়া কৌমুদী ইহাই ছিল ভট্টোজি দীক্ষিতের আদর্শ পুস্তক। তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। শেষ কৃষ্ণের প্রক্রিয়া প্রকাশ ইহার টীকা। ভট্টোজির পিতার নাম লক্ষ্মীধর। ইহারা প্রসিদ্ধ বংশ। সম্রাট সাজাহানের সভা পণ্ডিত জগন্নাথ—তাঁহার মনোরমা কুচমর্দিনী' গ্রন্থে বলেন যে শেষ কৃষ্ণ ভট্টোজির গুরু ছিলেন। জগন্নাথ শেষকৃষ্ণের পুত্রের কাছে পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ১৬০ খৃষ্টাব্দ হইল ভট্টোজির কাল। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর দুই টীকা—প্রৌঢ়মনোরমা ও বালমনোরমা—ভট্টোজি লিখেন। প্রৌঢ়মনোরমার টীকা জগন্নাথ লেখেন ও নাগেশ এক টীকা লিখিয়া গুরু হরি দীক্ষিতের নামে প্রকাশ করেন। নাগেশ বা নাগোজি ভট্ট বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি যোগশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র, বাল্মীকির রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণ সপ্তশতী গীতগোবিন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও অনেক গ্রন্থ লেখেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল—উদ্দ্যোত পরি ভাষেন্দু শেখর লঘু শব্দেন্দু শেখর প্রভৃতি। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। কাশীবাসী শিবভট্ট ও সতী ইহার পিতা মাতা। জয়পুর রাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি ক্ষেত্র সন্যাস লইয়াছেন বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। চান্দ্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহা বৌদ্ধ ব্যাকরণ, এখন তিব্বতে ও সিংহলে ইহার প্রচার আছে। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণও জৈনদিগের ব্যাকরণ। ইহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কাতন্ত্র ব্যাকরণ কাচ্চায়ন প্রণীত। পালি ব্যাকরণ ইহার আদর্শ। শর্ববর্মা ইহার প্রণেতা। ইহার অপর নাম কৌমার বা কলাপ। দাক্ষিণাত্যে শাতবাহন নামক রাজা রাজ্ঞীর সহিত জলক্রীড়ার সময় "মোদক দেহি রাজন" বাক্যে প্রবঞ্চিত হইয়া ব্যাকরণ পড়িতে থাকেন। রাজ্ঞী বলিলেন আর উদক বা জল দিও না। রাজা না বুঝিয়া মোদক আনিয়া রাজ্ঞীকে দেন ও লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করেন। সভাপণ্ডিত

শর্ব্ববর্ম্মা ব্যাকরণ রচনা করিয়া রাজাকে পড়ান। তিনি কুমার কার্ত্তিকেয়ের অনুগ্রহে শিখি পুচ্ছে কতক গুলি লিখিত সূত্র দেখিতে পান। দুর্গ সিংহ ইহার প্রধান টীকাকার। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার বহুল প্রচার। পূর্ব্বে কাশ্মীরে ইহার প্রচলন ছিল। কিন্তু দুর্গ সিংহের সূত্র পাঠ ও কাশ্মীরের সূত্র পাঠ বিভিন্ন। ৮০ খৃষ্টাব্দ দুর্গ সিংহের কাল। ইহাতে অনেক প্রক্ষিপ্তাংশ যোজিত আছে —ইহা অনেকের মত। দুর্গ সিংহের বৃত্তির উপর অনেক টীকা আছে। কাশ্মীরে দুর্গ সিংহের বৃত্তি পরে প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে ভণ্ডরের বালবোধিনী ও উগ্র ভূতির ন্যাস পঠিত হইত।

সারস্বত ব্যাকরণ।—ইহা মুসলমান নবাবদিগের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। হিন্দুদের শাস্ত্র বুঝিতে হইলে ব্যাকরণ প্রয়োজন, অন্যগুলি কঠিন ও বৃহৎ, তাই একখানি সহজ ও ক্ষুদ্র ব্যাকরণ লিখিত হয়। তিন চার হাজার সূত্রের কম কোন ব্যাকরণে নাই। কাতন্ত্রে ১৫ , মুগ্ধবোধে ২ , কিন্তু সারস্বতে মাত্র ৭ সূত্র। গিয়াসুদ্দীন খিলজী, সালেম সাহ, যিনি হুমায়ুনের অনুপস্থিতিতে রাজ্য চালাইয়াছিলেন (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ) জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সম্রাটগণের অনুগ্রহে ইহার পুষ্টি হয়।—উদয়পুরের মহারাণা এবং অনেক হিন্দু রাজা জমীদারগণও ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া উঠেন। ইহার প্রচার প্রধানতঃ পাঞ্জাব গুজরাট, প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম দেশ সমূহে নিবদ্ধ ছিল। পরে সুদূর বাঙ্গালাতে প্রচারিত হয়। ইহার রচয়িতার বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন—অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য ইহার প্রণেতা। তিনি তপোবনে দেবী সরস্বতীর নিকট হইতে সূত্রগুলি পাইয়াছিলেন। তাই সারস্বত নাম। কেহ কেহ বলেন যে ইহার প্রণেতা নরেন্দ্রাচার্য্য। টীকাকার ক্ষেমেন্দ্র ইহা স্পষ্টই লিখিয়াছেন। অমৃত ভারতী নামক আর এক টীকাও ঐ কথাই বলে। পুঞ্জরাজ ইহার টীকা লিখেন। তিনি মালাবারের শ্রীমাল বংশীয় ও গিয়াসুদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন (৪৯২ খৃষ্টাব্দ)। তিনি শিশু-প্রবোধ ও ধ্বনি প্রদীপ

নামক অলঙ্কারের দুই খানা বই লিখেন। অমৃত ভারতী সুবোধিকা—আ এক টীকা। চন্দ্রকীর্ত্তির দীপিকা ও আর এক টীকা। তিনি জৈন ছিলেন। সালেম সাহ কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। রামভট্ট নামক আর এক টীকাকার তাঁহা নিজের দেশের নানা বিষয় বা বর্ণনা দ্বারা প্রসিদ্ধ হন। তিনি ৭৭ বর্ষ বয়ে পত্নী পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূদের সহিত অঙ্গ দেশের বাসস্থান হইতে তীর্থ পর্যাটনে বাহির হন। পথে থাকিতে থাকিতেই তিনি এই টীকা লিখেন।

থারিক পুত্র তর্ক তিলক ভট্টাচার্য্য ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজ্য কালে সারস্বতের এক টীকা লেখেন।

নয়ন মুনিক্ষিতিপাঙ্কে (১৬৭২) বর্ষে নগরে চ টোড়াখ্যে।

বৃত্তিরিয়ং সিদ্ধা ক্ষিতিভবতি শ্রীজহাঙ্গীরে ॥

ই রাজেরা ভারত অধিকার করিলে সারস্বত ব্যাকরণের সাহায্যেই Wil kin s Grammar রচিত হয়।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।—বোপদেব কেবল মুগ্ধবোধই রচনা করেন না বহু গ্রন্থ তাঁহার রচিত। Berar এর নিকট বরদা নদীর ধারে সার্থ নামক গ্রামে তাঁহার বাস। তিনি বৈদ্য বংশজ হইয়াও গোস্বামী উপাধি ভূষিত ছিলেন। তিনি হেমাদ্রির বিশেষ আশ্রিত। হেমাদ্রি দেবগিরির যাদবরাজা মহাদেবের মন্ত্রী (১২৬ পৃষ্ঠায়)। বোপদেবের গুরু ধনেশ।

বিদ্বদ্ ধনেশ শিষ্যেণ ভিষক্ কেশব সূনুনা।

হেমাদ্রিবোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ ॥

মুক্তাফল শত শ্লোকী হরি লীলা বিষয়ক একখানি ধর্ম গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার রচিত, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ নামক গ্রন্থে এই শ্লোক দৃষ্টে তাহা খণ্ডিত হয় —

উক্তোবধূন্মার্গশ্চ কৃষ্ণেনৈবোদ্ধব প্রতি।

শ্রীভাগবতসংজ্ঞে তু পুরাণে দৃশ্যতে হি সঃ ॥

বোপদেব প্রণীত হইলে শঙ্করাচার্য্যের তাহা জানিবার নহে। মুগ্ধবোধ মহারাষ্ট্রাদি দেশে এত প্রচলিত ছিল যে ভট্টোজি দীক্ষিত মনোরমাতে লিখিয়াছেন —

বোপদেব মহাগ্রাহ গ্রস্তো বামন দিগ্গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥

মুগ্ধবোধ বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়। রাম তর্কবাগীশের টীকা অতি প্রসিদ্ধ। বোপদেব হর ও হরির ভক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের উদাহরণ সকল এই দুই দেবতার নাম দিয়া রচিত। অন্যান্য টীকাকার যথা দুর্গাদাস (১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ রামানন্দ, দেবীদাস কাশীশ্বর বিদ্যাবাগীশ, নন্দকিশোর ভট্ট (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ) ভোলানাথ ও রাম ভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। বোপদেবের অন্য গ্রন্থ কবিকল্পদ্রুম ও টীকা কামধেনু। রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কৃত পরিভাষা-বৃত্তি (শক ৮১০), তর্কবাগীশ-কৃত উণাদি-কোষ ইহার পরিশিষ্ট।

জৌমর ব্যাকরণ।—বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি ক্রমদীশ্বর এই ব্যাকরণের যথার্থ রচয়িতা। মহারাজ জুমর নন্দী ইহাকে সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ করিয়াছেন। নিন্দকেরা বলেন যে তিনি তাঁতী ছিলেন। তিনি রসবতী নামক বৃত্তিও লিখেন, সেজন্য এই ব্যাকরণ "রসবত" নামেও খ্যাত। প্রসিদ্ধ টীকা হইল গোয়ীচন্দ্রের। তাহার "ঔত্থাসনিক" উপাধি ছিল। ইহার অর্থ এই যে— "উত্থায় আসন দীয়তে রাজাদিভিঃ। অষ্টমুনিমুদ্রিণা রাজ্ঞা নাত্মাদীয়তে। অতৈব আসনমপি দীয়তে ইত্যাধিক্যমিতি।' ন্যায় পঞ্চানন, তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যাদির টীকাও বিখ্যাত (১৮৩৪ শক)। পশ্চিম বঙ্গে ইহার খুব প্রসার। অভিরাম বিদ্যালঙ্কারের কারক টীকা বিশেষ আদৃত। অন্যান্য টীকাকার ভরত মল্লিক ইঁহার অনুসরণ করেন।

সুপদ্ম ব্যাকরণ।—দামোদর দত্তের পুত্র পদ্মনাভ দত্ত নামক এক মৈথিল ব্রাহ্মণ ইহার প্রণেতা। শ্রীপতি-পৌত্র আর এক পদ্মনাভ দত্ত আছেন—

লিপি পৃষোদরাদি বৃত্তি লিখেন (৩৭৫ খৃষ্টাব্দ)। উভয়ে সম সাময়িক। পদ্মনাভ সুপদ্ম পঞ্জিকা নামক বৃত্তি লিখেন। ই। ছাড়া বিষ্ণু মিশ্রের সুপদ্ম মকরন্দ টীকা বিখ্যাত। কাশীশ্বর শ্রীধর রামচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারও আছেন। পদ্মনাভ ভূরি প্রয়োগ গ্রন্থে লিখেন —

বিশ্বপ্রকাশামর কোষ টীকা ত্রিকাণ্ডশেষোজ্জ্বল দত্ত বৃত্তী ।
হারাবলী মেদিনি শোভমচ্ছালোক্য লক্ষ লিখিত ময়ৈতৎ ॥

যশোহর খুলনা ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাকরণ প্রচলিত। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দুই খানি। এক খানি রূপ গোস্বামী কৃত অন্য খানি জীব গোস্বামী কৃত। চৈতন্যামৃত নামক আর একখানি অপ্রচলিত গ্রন্থ আছে। এই সব পুস্তক বৈষ্ণবদিগের। শৈব ও শাক্তদিগেরও ব্যাকরণ আছে। একখানির নাম প্রবোধ প্রকাশ বালরাম পঞ্চানন কৃত। ইহাতে শিব সন্নিপাৎ শক্ত্যাম্ব পু লিঙ্গ পাদ প্রভৃতি স জ্ঞা আছে। স্বরবর্ণের নাম শিব। একটী উদাহরণ যথা—শম্ভুবর্ণানাং স্থানে প্রথম স্থাৎ বক্রে পরে।

বিজ্জল ভূপতি কৃত প্রবোধ চন্দ্রিকা ৫ বৎসরের পুরাতন। রামের নাম দ্বারা উদাহরণগুলি দত্ত ও অনুষ্টুভ ছন্দে লিখিত। বিনয় সুন্দরের ভোজব্যাকরণও ছন্দে লিখিত এবং ভোজরাজার জন্য রচিত। নরহরির বালাববোধ ব্যাকরণ। তিনি বলেন, দশভি দিবসৈ" বৈয়াকরণো ভবতি॥" এইরূপ আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আছে।

যাস্কের নিরুক্ত ঠিক ব্যাকরণ নহে—ব্যাকরণের স জ্ঞাদির কথা ইহাতে নাই সর্বনামের লক্ষণ এই —সর্বাণি নামানি যস্ত , সর্বেষু ভূতেষু নমতি গচ্ছতি বা। সর্বব্যাপি। নিষ্ক্রাদির নাম—কারিত চর্করীত চিকীর্ষিত ইত্যাদি। যাস্কের পূর্বে যে প্রাতিশাখ্য ছিল তাহা—এখন যাহা দেখি তাহা নহে তাহা লুপ্ত। যাস্কের নিরুক্ত পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। শেষ অধ্যায় বৈদিক দেবতা বিষয়ক। ইহার পূর্বেও যে ব্যাকরণ ছিল—তাহা তাঁহার পুস্তকে ধৃত নাম হইতে জানা

যায়। যথা—আগ্রায়ণ গার্গ্য গালব, শাকল্য ইত্যাদি। পরে ঐন্দ্র ব্যাকরণকে স্থান চ্যুত করিয়া পাণিনির প্রতিপত্তি। তিব্বতীয় তারানাথ পণ্ডিত বলেন যে, চান্দ্র ব্যাকরণ সদৃশ হইল পাণিনি এবং ঐন্দ্র ব্যাকরণ তুল্য হইল কলাপ। তারানাথ বলেন যে, কুমার কার্ত্তিক সপ্ত বর্ম্মাকে (শর্ব্ববর্ম্ম নহে) ঐন্দ্র ব্যাকরণের মর্ম্ম বলিয়া ছিলেন। বোপদেবও আটটি ব্যাকরণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্র কাশ কৃৎস্নাপিশলী শাকটায়না।
পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকা॥"

আরও কয়েকটি ব্যাকরণ যথা—কাতন্ত্র কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণ, তামিল দেশীয় ব্যাকরণ প্রতিশাখ্য—সবই প্রাচীনতম ঐন্দ্র ব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পতঞ্জলি দেবের মহাভাষ্য হইতে অনেক কিছু জানা যায়। ইহা কেবল ব্যাকরণের শেষ গ্রন্থ নহে—বেদ বিষয়েও অনেক তথ্য ইহাতে আছে। তিনি বলেন, "পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকাল ব্রাহ্মণা ব্যাকরণ স্মাধীয়তে।"—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা উপনয়নের পর ব্যাকরণ পড়িত। "অদ্যত্বে ন তথা, বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি।"—এখন আর তাহা হয় না, ব্যাকরণে অনেক সময় যায়, তাই বেদ পড়িয়া শীঘ্র শিক্ষক হইতে চাহে। তিনি বলেন, ব্যাকরণ হইল "বেদানাং বেদ, বেদানাং মুখম।" বেদে যে পদ পাঠ প্রণালী আছে তাহাতে বেদকে ব্যাকরণের উপর নির্ভর করিতে হয়—ইহা বুঝা যায়। ব্যাকরণই বেদকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। অনেকগুলি পদ পাঠ গ্রন্থ ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত, কেবল শাকল্যের গ্রন্থই ঠিক আছে। গোপথ ব্রাহ্মণে ব্যাকরণের সব সংজ্ঞাগুলিই আছে। যথা—ওঁকার পৃচ্ছামঃ। কো ধাতুঃ, ক স্বর কি নাম, কি লিঙ্গ ক প্রত্যয় ইত্যাদি।—যদিও পূর্ব্ব রচিত গ্রন্থাদিতে বচন, বিভক্তি, পদ প্রভৃতি দুই একটী শব্দ কখন কখন দেখা যায়।

কথিত আছে যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা দেন। "বৃহস্পতি রিন্দ্রায় দিব্য বর্ষ সহস্র প্রতিপদোক্তানা শব্দানা শব্দপারায়ণ প্রোবাচ নান্ত" জগাম। (ম-ভাষ্য)। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (৬।৪।৭) ঐ কথা আছে। ইন্দ্রই প্রথম বৈয়াকরণ। তাহার পর অন্যান্য দিগের নাম, যথা —

ঐন্দ্র চান্দ্র কাশকৃৎস্ন কৌমার শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশল শাকল পাণিনায়কম্॥

কেহ কেহ শিবকে প্রথম বৈয়াকরণ বলেন। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম চতুর্দশটী সূত্রকে মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। এ সম্বন্ধে উক্ত আছে—

নৃত্তাবসানে নটরাজ রাজো ননাদ ঢক্কা নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্তুকাম সনকাদিসিদ্ধান এতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

চতুর্দ্দশ বার ঢাক্কা বাজানতে চতুর্দ্দশটী সূত্র হইল।

আবার—

"শঙ্করস্য মুখাদ্ বাণী শ্রুত্বা চৈব ষড়ানন"।
লিলেখ শিখিন' পুচ্ছে কলাপ ইতি কথ্যতে॥

শিব বাণী শুনিয়া কার্ত্তিক ময়ূর পুচ্ছে তাহা লিখিয়া লন; তাই কলাপ ব্যাকরণ নাম।

ব্যাকরণ যে বেদকে অনেক রক্ষা করিয়া ছিল তাহা ঠিক। বেদ ক্রমে এত দুর্ব্বোধ হইয়াছিল যে কৌৎস ঋষিও "মন্ত্র সকল নিরর্থক এই কথা বলিতে পাড়েন নাই। যাস্ক তাই নিরুক্ত রচনা করেন। "ইদমন্তরেণ মন্ত্রেষর্থ প্রত্যয়ো ন ভবতি।' নিরুক্ত কার বৈয়াকরণ, ও মীমাংসকেরা বেদকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। 'রক্ষার্থ বেদানামধ্যের ব্যাকরণম। অনেক প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দও সংস্কৃতে প্রবেশ করে। কুমারিল বলেন যে অনেক দ্রাবিড়ীয় শব্দও নাকি ঢুকিয়াছে। এই জন্য রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যাড়ি ও বাজপ্যায়ন নামক প্রাচীন বৈয়াকরণ দ্বয়ের নাম শোনা যায়। যাস্ক—গার্গ্য ও শাকটায়নের নামও করিয়াছেন। যাস্ক ১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে বা তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক নিরুক্তকার ছিলেন। যথা—গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব প্রভৃতি। ইঁহাদের নাম যাস্কই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাতিশাখ্যগুলিও অতি প্রাচীন। শাকটায়ন অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্যের নাম করিয়াছেন ও তাহাতে বেদের পদ পাঠ কিরূপ সন্ধিচ্ছেদ করিয়া করিতে হয়, তাহা বলিয়াছেন।

শাকটায়ন সকল শব্দকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, যথা—নাম, ধাতু, উপসর্গ (Preposition) ও নিপাত (অব্যয়)। তিনি—সকল শব্দ যে প্রকৃতি প্রত্যয়-জাত—তাহা বলেন এবং উপসর্গের নাম ও ধাতুর সাহচর্য্য ভিন্ন যে কোন স্বতন্ত্র অর্থ নাই তাহাও বলেন। যাস্কও এই মত গ্রহণ করেন। পাণিনি অবতীর্ণ হইলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয় এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য অসাধ্য সাধন করে। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে লইয়া "ত্রিমুনি ব্যাকরণ' বলা হয়। শেষে ভর্ত্তৃহরি তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে—যে টুকু বাকি ছিল তাহা সম্পন্ন করেন। তিনি পতঞ্জলির অনুগত। তিনি ব্যাকরণকে স্মৃতি বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদিও শিষ্ট ব্যবহার হইতেই পদাদির শুদ্ধ জ্ঞান হয় তথাপি ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা লোককে অপভ্রংশাদি শব্দ হইতে রক্ষা করে। আরও সম্যক শব্দ-জ্ঞান জন্মিলে মোক্ষও লাভ হইতে পারে, কারণ শব্দই ব্রহ্ম।

"সাধুত্ব জ্ঞান বিষয়া সৈষা ব্যাকরণ স্মৃতি।
অবিচ্ছেদেন শিষ্টানামিদং স্মৃতিনিবন্ধনম্ ॥
তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে।
তদ্‌দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্‌মলানাং চিকিৎসিতম্।
পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রকাশতে ॥" (বাক্যপদীয়)

অর্থা দিতেও বলেন না, বারণও করেন না। প্রেরক সম্প্রদান যথা—বিপ্র
গাং দদাতি—বিপ্র গো-প্রার্থনা করায় এই দান। অনুমন্তৃ সম্প্রদান যথা
গুরবে ধন দদাতি, শিষ্য প্রীত হইয়া ধন দান করিলে গুরু তাহা অনুমো
করিলেন। পতঞ্জলি দান অর্থ ব্যাপক ভাবে ধরিয়াছেন যথা—শিষ্যায় চপে
দদাতি—ছাত্রকে চড় মারিতেছে।

অপাদান—বিয়োগে যাহা ধ্রুব তাহা অপাদান। ধ্রুব বস্তু সচল বা অ
হইতে পারে। যথা বৃক্ষাৎ পর্ণানি ধাবতঃ অশ্বাৎ পততি। ভর্তৃহরি তিন প্র
অপাদান বলেন। নির্দিষ্ট বিষয়ক যথা—গ্রামাৎ আগত। উপাত্ত বিষ
যথা—অশ্বাৎ পততি—এখানে অন্য কোন ক্রিয়ার আশ্রয় চাই, যেমন অশ্বমারু
অপেক্ষিত ক্রিয় যথা—কুতো ভবান্? কোথা হইতে?—বলিলেই 'আসিতেছে
কথাটি মনে আসে।

আধার অধিকরণ। আধার আধেয় সম্বন্ধ অনেক প্রকার হইতে পারে
যেমন সংযোগ সমবায় প্রভৃতি। সংযোগ সম্বন্ধ অধিকরণে আধার-আধেয় ভা
সব সময় ঠিক নির্ণীত হয় না। ব্যাপক যথা—তিলেষু তৈলম্। ঔপশ্লেষি
যথা—গৃহেষু বাস। বৈষয়িক যথা—মোক্ষে ইচ্ছা। কেহ কেহ বলেন—আকাশে
পক্ষী—ইহাও বৈষয়িক অধিকরণ।

বর্ণ স্বর ও ব্যঞ্জন—এই দুই ভাগে বিভক্ত। স্বর রাজতে ইতি স্বর
ব্যঞ্জন অব্যক্ত। পর সন্নিকর্ষ সংহিতা—সন্ধির এই সংজ্ঞাটী বহু প্রাচীন
যাস্কও উহা গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দাবিরাম সংহিতা। দুইটী বর্ণ এক সঙ্গে
উচ্চারণ করা যায় না। মূলাধার হইতে উত্থিত নাদ উচ্চারণ স্থান স্পর্শ
করিলে শব্দ বাহির হয়। সেই শব্দ বর্ণে পরিণত হয়। প্রাতিশাখ্যে সংহিতার
পদপ্রকৃতি। পদের প্রকৃতি—এই ষষ্ঠী সমাস করিলে সংহিতাই প্রধান
'পদ প্রকৃতি যস্যাঃ—এই বহুব্রীহি সমাসে পদই প্রধান হয়।
এ পদ ও সংহিতার সম্বন্ধ বিষয় [illegible]

(নিরুক্ত)। সংহিতাই প্রকৃতি, পদ বিকৃতি। বৈদিক মন্ত্র সংহিতাকারেই পাওয়া যায়, বিসন্ধি অবস্থায় নহে। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বাচকতা আছে। "অনাদিরর্থৈঃ সম্বন্ধঃ শব্দানাং" (বাক্যপদীয়)। এই সম্বন্ধ নানা প্রকার যথা—বাচ্য বাচক, ভেদ্য ভেদক প্রকৃতি প্রত্যয় বা কার্য্য কারণ। মীমাংসকেরা এই সম্বন্ধকে নিত্য বলেন। ন্যায় বলেন যে, ইহা সংকেত ইহা ঈশ্বরেচ্ছা প্রাপ্ত। এই সম্বন্ধ নানা প্রকারে হয়। শেষে ষষ্ঠী—এই সূত্রে যে কোন সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়। সামীপ্য, সমবায়, অবয়বাবয়বী। প্রত্যেক পদের প্রকৃতিই হইল মূল। ভর্তৃহরি জগৎকে শব্দ ব্রহ্মের বিবর্ত বলেন।

এইখানেই শক্তিবাদ আসিয়া পড়ে। ভর্তৃহরি বলেন যে শক্তি ও শক্তিমানের একত্র অবস্থান নিয়ত। দাহিকাশক্তি ও অগ্নি নিয়ত অবিচ্ছিন্ন। দিক্ সাধন (*agent*), *ক্রিয়া ও কাল—এই শক্তির স্ফুরণ। পতঞ্জলিও শক্তি শক্তিমানের* অভেদ স্বীকার করিলেও বলেন যে, শক্তি ও গুণ পৃথক্‌ভাবে অনুভব করিতে পারা যায়। যথা—শর্করা মিষ্ট, মিষ্টতর, মিষ্টতম—এইরূপ বলা হয়। দিক্ ও কালকে নৈয়ায়িকগণ দ্রব্য বলেন। সাধনের অর্থ হইল—সামর্থ। "ক্রিয়াণামভিনিষ্পত্তৌ সামর্থ সাধনং বিদুঃ" (বাক্য পদীয়)। কালও শক্তি। "কালো হি জগদাধার কালাধারো ন বিদ্যতে।" যেন মূর্ত্তীনামুপচয়াপচয়াশ্চ লক্ষ্যন্তে, তং কালমাহুঃ। সৈব্য চ কালবিভাগা (মহাভাষ্য)। কেহ কেহ বলেন, বর্তমান কাল নাই।

ন বর্ত্ততে চক্রমিষুর্ন পাত্যতে, ন স্যন্দতে সরিত সাগরায়।
কূটস্থোঽয়ং লোকো ন বিচেষ্টিতাস্তি যো হ্যেব পশ্যতি সোঽপ্যনন্ধঃ ॥

"চক্র ঘোরে না ইষু নিক্ষিপ্ত হয় না, নদী সাগরে ছোটে না, এই লোক কূটস্থ, গতি নাই, যে এইরূপ দেখে সেও অন্ধ নহে।

"অনাগতমতিক্রান্তং বর্তমানমিতি ত্রয়ং।
সর্বত্র হি গতির্নাস্তি গচ্ছতীতি কিমুচ্যতে। (মাধ্যমিক কারিকা)।



"পরং পরতরং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দবিলক্ষণম্।
প্রকর্ষেণ নব যস্মাৎ পরং ব্রহ্ম স্বভাবত ॥
অপর প্রণব সাক্ষাৎ শব্দরূপ সুনির্মল।
প্রকর্ষেণ নবত্বস্য হেতুত্বাৎ প্রণবং স্মৃত ॥ (সূতসংহিতা)।

ওঁকার এব সর্বা বাক্, স হি সর্বশব্দার্থপ্রকৃতিঃ। হৃদয়মধ্যে অষ্ট দল পদ্মে অবস্থিত প্রণব। প্রণবের তুরীয় অংশ নাদ স্ফোট (অর্দ্ধমাত্রা) উচ্চারিত নহে। যোগিরাই ইহা অনুভব করেন। "অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা ইত্যাদি (চণ্ডী)। প্রণবের আন্তর রূপ স্ফোট। "স চায়ং স্ফোট আন্তর প্রণবরূপ এব (মঞ্জুষা)। উপনিষদে স্ফোট শব্দ না থাকিলেও প্রণব বহু উল্লিখিত। ওঁমিত্যেদক্ষরমুপাসীত" (ছান্দোগ্য)। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারি অবস্থায় ভিতর দিয়া স্ফোটের প্রকাশ।

"পরা বাক্ মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভি সংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা ॥"

—মধ্যমা বাক্ স্ফোট। বৈখরী শ্রুত শব্দ। মধ্যমা ও বৈখরীর সাহায্যেই নাদ উৎপন্ন হয়। কর্ণ বন্ধ করিলে বা জপের সময় মধ্যমার আভাস পাওয়া যায়। "মধ্যমা নাদশ্চ কর্ণপিধানে জপাদৌ চ" (মঞ্জুষা)। স্ফোট নিত্য অক্রম বাচক অবিভাজ্য ধ্বনিব্যঙ্গ্য। 'রাম' শব্দে যেমন র্ আ ম্ অ অক্ষরগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞাত হয় না—একত্র যুগপৎ অর্থ প্রকাশ করে, সেইরূপ বাক্যেতেও পদগুলি সব একীভূত হইয়া স্ফোটে প্রতিভাসিত হয়।

প্রাকৃত ও বিকৃত ধ্বনি ভেদে শব্দ দুই রকম। প্রাকৃত ধ্বনিই স্ফোটের বিষয়। স্ফুটতি অর্থো যস্মাৎ স স্ফোট।' স্ফোটে সমস্ত বিষয় অর্থযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায়। ক ও চ ভিন্ন হইলেও যে স্থানে নাদ উৎপন্ন হয় তাহা এক, ভিন্ন নহে। পতঞ্জলিও স্ফোটকে প্রাকৃত নিত্য বলেন। তিনি শব্দের লক্ষণ করেন

"শ্রোত্রোপলব্ধ বুদ্ধি গ্রাহ্য প্রয়োগে নাভিজ্বলিত আকাশ দেশ শব্দ।— শ্রোত্রের দ্বারা উপলব্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বরের দ্বারা প্রকাশিত আকাশ বিষয়ক হইল শব্দ। আকাশদেশবিশেষস্থ শ্রোত্রত্বাৎ আকাশদেশস্থ শব্দস্য।" শব্দ আকাশ গুণ। আকাশ যে বিশেষ হইল শ্রোত্র, তাই শব্দও আকাশ দেশ হইবে।

মীমাংসকেরা শব্দকে নিত্য বলেন, যদিও স্ফোট স্বীকার করেন না।

স্ফোট শব্দের দ্বারা প্রকাশিত বলায় তাহার নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না— পতঞ্জলি বলেন। ঘটাকাশ ও মঠাকাশ বলিলে যেমন আকাশের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না, আকাশ শব্দেও সেইরূপ কতকগুলি উপাধি সংযুক্ত হইলেও স্ফোট প্রকাশমান হয়।

স্ফোট দুই প্রকার—বাহ্য ও অন্তর। "তত্র আন্তরস্য মুখ্য বাচকত্বম্। আভ্যন্তর স্ফোট বাচক"। (মঞ্জুষা)। পদ বা বাক্য উচ্চারণ করিতে অল্প বা দীর্ঘ সময় লাগিতে পারে কিন্তু ধ্বনি বা স্বর অল্প বা দীর্ঘ হইলেও তাহার দ্বারা স্ফোটের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

স্ফোট অখণ্ড নিত্য ও এক। ধ্বনি, শব্দ বা স্বর তাহাকে বাহিরে ব্যক্ত করে মাত্র। তাহাকে বুঝিতে হইলে অনুমানাদি যথেষ্ট নহে—ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান প্রয়োজন। তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম, অনুচ্চার্য্য যোগিদের অনুভবগম্য। ভেরী বাজাইলে স্বর একই রকম হয় কিন্তু বাদনের তারতম্যে স্বর কখনও ২ পদ কখনও ৪ পদ পঁহুছিতে পারে। স্ফোটও তদ্রূপ। সূক্ষ্ম শব্দ নিত্য অখণ্ড। বাহিরের শব্দই আমরা শুনিয়া থাকি।

স্ফোট হইল সর্ব শব্দার্থ প্রকৃতি—ইহার ক্রম নাই বা বিভাগ নাই। সঙ্গীত শাস্ত্রেও স্ফোট স্বীকৃত হয়।

কতকগুলি অনুকরণ শব্দ। কতকগুলি অপভ্রংশ। গাবী, গোনী প্রভৃতি অপভ্রংশ। কাক কোকিল প্রভৃতি অনুকরণ শব্দ। গোশব্দমুচ্চারয়িতুকামেন কেনচিদশক্ত্যা গাবীমুচ্চারিতম্। (শবর ভাষ্য)।—

'গো' উচ্চারণে অসমর্থ কেহ কেহ 'গাবী' বলে। সাধু ভাষায় ইহা নিষিদ্ধ। "ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ হ বা এব যদপশব্দ।"—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা দ্বারাও অর্থ নির্ণীত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় শব্দার্থ সম্বন্ধিত। গঙ্গায় ঘোষ গৌর্বাহীক ইত্যাদিতে লক্ষণা করিতে হয়। পাঞ্জাবের স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তির নাম বাহীক। ন্যায় দর্শন ব্যঞ্জনা স্বীকার করেন। "মুখ বিকশিত স্মিত"—হাস্য বিকশিত মুখ বলিলে ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধও মনে আসে, ইহাই ব্যঞ্জার্থ—আলঙ্কারিকেরা বলেন। ন্যায় বলেন যে, চমৎকারিত্ব আছে—সন্দেহ নাই, কিন্তু চমৎকারিত্ব মানস-বোধ ছাড়া আর কিছু নহে।

নিরুক্তকার শব্দ সকলকে নাম, ধাতু, উপসর্গ ও নিপাত—এই চারি ভাগে বিভাগ করেন। "সত্ত্ব প্রধানানি নামানি ভাব প্রধানমাখ্যাতম্" (নিরুক্ত)। উপসর্গগুলি দ্যোতক (indicative) ও নিপাতগুলি বাচক (expressive)। ন্যায় বলেন, শব্দ ব্রহ্ম ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। পূর্ব্ব শব্দ ধ্বংস হইলেও তাহার সংস্কার মনে থাকে, শেষ শব্দ হইতেই সমস্ত জ্ঞান হয়। স্ফোটের প্রয়োজন নাই।

ব্যাকরণের বিষয় অতি অল্পই বলা হইল। ছন্দ ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না।

ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিস্তৃতি ভয়ে উল্লেখে বিরত হইলাম।

অতীতে গৌরবোদ্দীপ্তে শ্রদ্ধামূলং শুভায়তে।
অন্ধম্মন্যস্য স্বস্থস্য চক্ষুষ্মত্তা বৃথৈব হি॥

গৌরবোজ্জ্বল অতীতের উপর শ্রদ্ধা শুভ ভবিষ্যতের মূল। সুস্থ ব্যক্তি যদি আপনাকে সদা অন্ধ মনে করে, তবে তাহার চক্ষু থাকা বৃথা।

নব-বর্ষ।

এইবার নব বর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

“জ্যৈষ্ঠেন শরদাং শতম্” ইত্যাদি বহু বাক্য বেদে দৃষ্ট হওয়ায় শরৎ শব্দ বৎসর বাচক হইয়াছে। বৎসরের আদি বিষয়ে নানা মতভেদ বিদ্যমান। স্মৃতি সংহিতায় মলমাস তত্ত্বে “মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু”—ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত কাল। এই ক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষাদি ছয় ঋতু। ভাগবতেও “শারদোৎফুল্ল মল্লিকা” বচন পরত্বে যে রাস লীলা হইয়াছিল তাহা জানা যায়। হেমন্তের প্রথম মাস অগ্রহায়ণে ব্রজকুমারীগণ কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন। তাহার পর বৎসর কার্ত্তিক মাসে তাঁহারা রাস লীলা করিবার যোগ্যা হন। সুতরাং এই মতে আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত মাঘ ফাল্গুন শীত চৈত্র বৈশাখ বসন্ত—এই ক্রম ছিল। এখন অবস্থান্তর হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসই বহু পূর্ব্বে বৎসরের আদি মাস ছিল। পাণিনি “হায়ন ব্রীহি কাল্যেষ্টঃ” (৩।১।১৪৮) সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, জহাতি উদকং, জহাতি ভাবান্ ইতি হায়না। যে ধান জলের উপরে থাকে সেই ধান হায়ন। যা (ভাবকে (পদার্থ সকলকে) ত্যাগ ক'রয়া যায় তাহা হায়ন বা বৎসর। (হা+ণ্যুট্)। অগ্রে যে মাসে ধান্য পক্ক হয় তাহা অগ্রহায়ণ। প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দেখিয়াও মাসের নাম হয়। যথা শষ্টোতি শীকিত বচন যস্মিন্ কালে মযূরা কলাপিনা ভবতি স উন্মত্তঃ কলাপী। যস্মিন কালে অথবা ক্রমন্তি তত্র দোষা ব আষাঢ়ক ইত্যাদি। যে সময় ময়ূর পুচ্ছ মেলে, সেই কাল কলাপী (বর্ষা)। যে কালে অশ্ব অশ্বান বলে সে কালে দেহ রূপের নাম আশ্বিন। সেইরূপ যে মাসে ধান্য উৎপন্ন হয় তাহার নাম অগ্রহায়ণ।

বহু পরে বৈশাখ মাস বৎসরের প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা পণ্ডিত সমাজ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধ যুগ হইতে বৈশাখের

প্রাধান্য হইয়াছে। কারণ বৈশাখী পূর্ণিমার বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব ও মহা পরিনির্ব্বাণ উৎসব হইত। জৈন-দেবগণের উৎসবও চৈত্র বৈশাখে হইত।

পূর্ব্বে ই রাজ্যীতে March মাসই প্রথম মাস ছিল। January, February পরে আসিয়াছে। রোম সম্রাট্ Romulus বর্ষকে March, April ইত্যাদি দশ ভাগে ভাগ করেন। ইহাতে ৩৬৫ দিন হয় না। পরে Numa Pompelius January ও February মাস যোজনা করেন। রোমকদের দেবতা Janusএর নামানুসারে January হয়। জুলিয়স্ সীজর Julian Calendar প্রচলন করেন। তাঁহার নামানুসারে July নাম হয়। এবং সম্রাট্ Augustusএর নামানুসারে August মাসের নাম হয়।

মুসলমান অধ্যুষিত দেশে পয়লা মহরমে নব বর্ষ আরম্ভ হয়। প্রাচীন মিশরে ফিনিসে ও পারস্যে ২১শে সেপ্টেম্বর হরিপদীতে (Autumnal Equinox) বর্ষারম্ভ হইত। গ্রীসে খৃ পূ ৫০ পর্য্যন্ত মকর সংক্রান্তিতে ২১শে ডিসেম্বর (Winter Solistrice) বর্ষারম্ভ হইত। রোমেও তাহাই হইত। পরে সম্রাট্ জুলিয়স সীজর জানুয়ারীতে নব বর্ষ প্রচলন করেন। ইহুদীগণ তিস্‌রী মাসের পয়লা তারিখে নব বর্ষ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে তাহা পরিবর্ত্তিত হয়। মধ্যযুগে খৃষ্টানগণ মার্চ মাসই ধর্ম্মবিষয়ক প্রথম বৎসর বলিয়া গণ্য করিতেন। পরে নর্ম্মাণ বিজয়ের পর রাজা উইলিয়াম ১লা জানুয়ারীতে রাজ্যে অভিষিক্ত হন ও সেই হইতে জানুয়ারী মাসই প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইতেছে। জার্ম্মানী, ডেনমার্ক ও সুইডেনে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ও ইংলণ্ডে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১লা জানুয়ারী নব বর্ষ হইয়া আসিতেছে। নব বর্ষে রোম সম্রাটগণ প্রজাদের কাছ হইতে প্রায় আধ সের স্বর্ণ (Strenna) উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। Strenna রোমক দেবতা, পরে উহা কর স্বরূপ গণ্য হইয়া যায়। ক্রমে ইহা লোপ পায়।

—ারতে নব বর্ষে কর প্রথা না থাকিলেও বিপণিতে কিছু কিছু দিতে হয়। ঐ দিন কাল কুমার দেবের হালখাতা পূজা হয়। বৈশাখ মাস পুণ্য মাস।

> তুলায়াং মকরে মেষে প্রাতঃ স্নানং বিধীয়তে।
> হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতক নাশনম্॥
> সর্ব্বেষামেব মাসানাং বৈশাখং প্রবরং স্মৃতং।
> তত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধং দানাদি যৎ কৃতম্।
> তৎ সর্ব্বং অক্ষয়মুচ্যতে॥ (পদ্মপুরাণ)

বেদ।

আমরা এ পর্য্যন্ত উপনিষদ দর্শন, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদির বিষয় অতি স্থূল ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন বেদের বিষয় কিছু বলিব।

বঙ্গে বেদের পঠন পাঠন বিরল প্রায়। বেদই সকল শাস্ত্রের প্রভব। (মনুসংহিতার ২।১৯ শ্লোকে মেধাতিথি দ্রষ্টব্য।) বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। তাহা করিতে হইলে বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়াও সব কথা বলা যাইবে না। বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি বিভাগের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদ শব্দের নাম অনেক যথা—ব্রহ্ম ছন্দ বাক্ সূক্ত মন্ত্র ঋক্ বাণী অর্ক গির্ স্তোম শ্রুতি উক্থ শব্দ সরস্বতী আগম নিগম ও আম্নায়। বেদে আগম নিগম আম্নায় শব্দ ও শ্রুতি পদ ব্যবহৃত হয় নাই। উহা পরে স্মার্ত্ত ও দার্শনিকেরা প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্+ঘঞ—বেদ। বিদ্ ধাতুর রূপ অনেক।

> সত্তায়াং বিদ্যতে জ্ঞানে বেত্তি বিন্তে বিচারণে।
> বিন্দতে বিন্দতি প্রাপ্তৌ শ্যন্-লুক্ শ্নম্-শেষু চ ক্রমাৎ॥ (মাধব)।

চুরাদি বিদ্ ধাতুও আছে। বেগ-বেদ বেষ্ট বন্ধ' করণে। (বার্ত্তিক ৩)। বিন্দন্তি যেন স বেদ'। বেত্তি যেন স বেদ। বেষ্টতে যেন স বেষ্ট। বধ্নাতি যেন স বন্ধ'।—অধিকরণে বা। That by means of which or in which all persons know (বিদন্তি), acquire mastery in (বিন্দন্তি), deliberate the various lores (বিন্দতে) or live or subsist upon them (বিন্দন্তে, বেদয়ন্তে)। বেদেন বৈ দেবা অসুরাণাং বিত্তং বেদ্যমবিন্দন্ত তদ্ বেদস্য বেদত্বম। (তৈত্তি—১।৪।১২) By means of the Vedas the enlightened obtain from the unrighteous their wealth worth acquiring, hence they are called the Vedas In the Taityiriya Brahmana (3 3 9 69) a story is told conceiving বেদি as a living being, hiding from the enlightened who found her out by means of the Vedas

বেদিং দেবেভ্যোঽনিলয়ন্ত তাং বেদেনান্ববিন্দন্। বেদেন বেদিং বিবিদুঃ। (তৈত্তি—৩।৩।৯।৬৯)

The Vedas alone form a valid means to realise Brahma, to know whom, neither perception nor inference can be of any use নেন্দ্রিয়াণি নানুমানং বেদাহ্যেবৈনং বেদয়ন্তি। তস্মাদাহু বেদা —ইতি পিপ্পলাদশ্রুতি। মনু বলেন, বিদন্ত্যাস্তপ্রমাণবেদ্ধং ধর্ম্মলক্ষণ মর্থমস্মাদিতি বেদ ॥ নিশ্রেয়সকরাণি কর্ম্মাণ্যাবেদয়ন্তি বেদা' (আপস্তম্ব সূত্র)।

ঋষ্টাবিংশতি কৃত্বো বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভি।

বৈবস্বতেঽন্তরেঽস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৩)

ইত্যাদি শ্লোকে বেদে শাখাদি বিভাগ কর্ত্তা ও বেদ বিভাগ কর্ত্তাদের নাম বলা হইয়াছে।

বেদ জগতের আদি গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি প্রাচীন ও কঠিন। ইহা বুঝিতে হইলে কেবল পাণিনি পড়িলেই চলিবে না। সায়ন যাস্ক, প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের পরিচয় আবশ্যক। ইহা হইতেই জগতের সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে যদিও পাশ্চাত্যেরা ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বেদকে তিন চারি হাজার বৎসরের প্রাচীন বলেন। বেদের কাল নির্ণয় করা অসম্ভবধৃষ্টতা মাত্র। কারণ বেদ অপৌরুষেয় নিত্য ও অনাদি কল্পে কল্পে স্মৃতিতে আবির্ভূত হয়। বেদের ভাষা এক সময় কথিত হইত। পরে তাহার প্রধান দুহিতা হইল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষাও যে এক সময়ে সাধারণ ভাষা ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পতঞ্জলি দেবের মহাভাষ্যে (পৃ পৃ২)।

তিনি বলিতেছেন—মনীষা প্রভৃতি শব্দ নিপাতন সিদ্ধ (irregularly formed)। এই নিপাতন চারি প্রকারের হইতে পারে।

ভবেদ্ বর্ণাগমাদ্ধ স' সিংহো বর্ণবিপর্য্যয়াৎ।

গূঢোত্মা বর্ণবিকৃতে বর্ণনাশাৎ পৃষোদরম্ ॥

১। বর্ণের আগম হয় যথা হ স। ২। বর্ণের বিপর্য্যয় হয় যথা—হিন্‌স্ ধাতু হইতে সিংহ। ৩। বর্ণের বিকৃতি হয় যথা—গূঢ় আত্মা—গূঢাত্মা—আ না হইয়া ও হইল। ৪। বর্ণনাশ হয় যথা - পৃষদ্+উদর = পৃষোদর। পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং। পা ৬।৩।

এই সূত্রের মহাভাষ্য এই—পৃষোদরাদি আকৃতিগণ। যেমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই সিদ্ধ বুঝিতে হইবে। 'কানি পৃষোদরাদীনি ?—(পৃষোদরাদি কাহারা ?) পৃষোদর প্রকারাণি—। (যাহারা এই প্রকারের।) কানি পুন পৃষোদর প্রকারাণি ? (পৃষোদর প্রকার কাহারা ?)—যে লোপাগম বর্ণ বিকারা' শ্রূয়ন্তে—ন চ উচ্যন্তে। (যাহাদের বর্ণ বিকার লোপাদি শোনা যায় কিন্তু শাস্ত্রে উক্ত হয় না।) অথ যথেতি কিমিদম্ ? (যথা কেন বলা হইল ?) প্রকার বচনে থাল্ (যৎ+থাল্ প্রকারার্থে।) অথ কিমিদমুপদিষ্টানি ইতি ? (উপদিষ্ট—বলা

হইল কেন ?) উচ্চারিতানি—(কথিত হইয়াছে—এই অর্থ।) কুত এতৎ (ইহা বলিবার তাৎপর্য্য কি ?) দিশিরুচ্চারণ ক্রিয়। (দিশ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ।) উচ্চার্য্য হি বর্ণান্ আহ উপদিষ্টা ইমে বর্ণা ইতি (বর্ণ উচ্চারণ করিয়াই বলা হয় যে—ইহারা উপদিষ্ট হইল।) কৈঃ পুনঃ উপদিষ্টাঃ ? (কাহার দ্বারা উপদিষ্ট ?)—শিষ্টৈঃ (শিষ্টদিগের দ্বারা by men of authority)। কে পুনঃ শিষ্টাঃ (কাহারা শিষ্ট)—বৈয়াকরণাঃ (ব্যাকরণজ্ঞ)। কুতঃ এতৎ ? (এর মানে কি ?) শাস্ত্রপূর্ব্বিকা হি শিষ্টিঃ বৈয়াকরণাশ্চ শাস্ত্রজ্ঞাঃ (শিষ্টতা শাস্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করে—বৈয়াকরণগণ শাস্ত্রজ্ঞ)। যদি তর্হি শাস্ত্রপূর্ব্বিকা শিষ্টিঃ শিষ্টিপূর্ব্বকঞ্চ শাস্ত্রং, তৎ ইতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইহাই যদি তবে শিষ্টতার কারণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রের কারণ শিষ্টতা—এইরূপ ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে। Authority is preceded by learning and learning by authority)। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ ন প্রকল্পন্তে (ইতরেতরাশ্রয় গ্রাহ্য নহে।)—এবং তর্হি নিবাসতঃ আচারতশ্চ—(তবে বলিব—নিবাস ও আচার হইবে, Understand then that authority springs from residence and usage) স চাচারঃ আর্য্যাবর্ত্তে এব (সে আচার আর্য্যবর্ত্তের।) কঃ পুনঃ আর্য্যাবর্ত্তঃ। (আর্য্যবর্ত্ত কি)—প্রাক্ আদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তং উত্তরেণ পারিযাত্রং, (আদর্শ নামক পর্ব্বতের পূর্ব্বে, কালকবন নামক অরণ্যের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে, পারিযাত্রের উত্তরে স্থিত ভূখণ্ড।) এতস্মিন্ আর্য্যনিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুম্ভীধান্যা অলোলুপা অগৃহ্যমান কারণা কিঞ্চিদন্তরেণ কস্যাশ্চিৎ বিদ্যায়াঃ পারগাঃ তত্রভবন্তঃ শিষ্টাঃ। (এই আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা অলোভী, ছয় দিনের বেশী ধান্য সংগ্রহ করেন না, কোন ক্রমেই দানগ্রহণ করেন না, যে কোন বিদ্যাই বল, তাহার পারঙ্গম,—তাঁহারাই শিষ্ট।) যদি তর্হি শিষ্টাঃ শব্দেষু প্রমাণং, কিম অষ্টাধ্যায্যা ক্রিয়তে ? (যদি এই শিষ্টেরা শব্দ শাস্ত্রের প্রমাণ হন তবে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির প্রয়োজন কি ?) শিষ্ট জ্ঞানার্থা অষ্টাধ্যায়ী। (অষ্টাধ্যায়ী

শিষ্টদের চিনিবার জন্য।) অথ পুনঃ অষ্টাধ্যায্যা শিষ্টাঃ কথং বিজ্ঞায়েরন্। (অষ্টাধ্যায়ী হইতে শিষ্টদের কিরূপে চিনিতে পারা যায়?) অষ্টাধ্যায়ীং অধীয়ানঃ অয়ং শিষ্ট অনধীয়ান যে অত্র বিহিতাঃ শব্দাস্তান্ প্রযুঞ্জানম্। (অষ্টাধ্যায়ী দেখে যে উক্ত গ্রন্থ পাঠ না করিয়া উহাতে বিহিত শব্দ প্রয়োগ করিতেছে।) নূনং অস্য দৈবানুগ্রহঃ স্বভাবো বা—যোঽয়ং নাষ্টাধ্যায়ী অধীতে—যে চাত্র বিহিতাঃ শব্দাঃ তান্ চ প্রযুঙ্ক্তে (ইহার খুব দৈবানুগ্রহ বা স্বভাব, যে পুস্তক না পড়িয়াও বিহিত শব্দগুলির প্রয়োগ করিতে পারে।) অয়ং নূনং অন্যানপি জানাতি (নিশ্চয় উনি অন্য শব্দগুলিও জানেন)—এবমেষা শিষ্টজ্ঞানার্থা অষ্টাধ্যায়ী (শিষ্টদিগকে এইরূপ চিনিবার জন্যই অষ্টাধ্যায়ীর প্রয়োজন হইয়াছে।)

ইহা দ্বারা সংস্কৃত যে আদর্শ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কথিত হইত—ইহা প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্যেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করেন।

বেদের ভাষায়ও লোকে এক সময় কথা কহিত। ইহা প্রমাণ করা এত সহজ নয়। তবে সকল ভাষাই যে বেদ হইতে সম্ভূত—তাহা প্রায় প্রমাণিত। সংস্কৃত হইতে নানাবিধ প্রাকৃত ও পালি ভাষা—তাহা হইতে হিন্দি বা উড়িয়া গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত হইতে Latin Greek, Anglo Saxon প্রভৃতি আগত—তাও স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, পামীর অক্সাস পর্যন্ত তীরে আর্য্যগণ বাস করিতেন ও পরে নানা দেশে তাঁহারা ছড়াইয়া পড়েন—সেজন্য ভাষারও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। (Max Muller এর Science of Language দ্রষ্টব্য)।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি অন্য দেশ ভোগভূমি। ভারত হইতেই জগতের সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য তখন ভারতের আয়তন এরূপ ছিল না। মহাভারতে গান্ধারের (Kandaher) উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে ভারত আরও বিস্তৃত ছিল—সম্ভবতঃ তাতার পর্য্যন্ত। রাজপুতানার অনেক স্থান

সমুদ্র ছিল। ভারত সমুদ্র স্থল ছিল—ব্রহ্মদেশও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত আলোচিত হইলে একটী স্বতন্ত্র পুস্তক হয়। Sumarian, Egyptian, Dravidian সমস্ত ভাষাই বৈদিক সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। ভবিষ্যতে ভূগোল ও ভাষাতত্ব (Philology) বিষয়ক গ্রন্থ নূতন করিয়া লিখিবার দিন আসিবে।

বেদের প্রতি মন্ত্রে দেবতা, ছন্দ ও ঋষির উল্লেখ আছে। এই দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ বা ৩৪। অষ্টৌ বসব, একাদশ রুদ্রা দ্বাদশ আদিত্যা, ইমে এব দ্যাবাপৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশৌ। ত্রয়স্ত্রিংশং বৈ দেবা, প্রজাপতি চতুস্ত্রিংশ, (শতপথ ৪।৫।৭।২)। (তাণ্ড্য ১।৬।১৬)।

অষ্টৌ বসব, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যা, বাক্ দ্বাত্রিংশী, স্বর ত্রয়স্ত্রিংশঃ, (গোপথ ২।১।১৩।)

অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা, সূর্য্যো দেবতা চন্দ্রমা দেবতা, বসবো দেবতা, রুদ্রো দেবতা, আদিত্যো দেবতা, মরুতো দেবতা বিশ্বেদেবা দেবতা, বৃহস্পতি দেবতা ইন্দ্রো দেবতা, বরুণো দেবতা (যজুর্বেদ ১৪।১০)। অদিতি উষা, অরণ্যানী সরস্বতী, রাত্রিও দেবতা বলিয়া কখনও কখনও উল্লিখিত। মন্যু (wrath) ও শ্রদ্ধা (faith) দেবতা হন। কখন কখন যুগ্ম দেবতার উল্লেখ আছে—যথা মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী অশ্বিনীদ্বয় ইত্যাদি। এইরূপে দেখা যায় দেবতার স্বরূপ ও সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে আদি দেবতা কে? বেদে এই বিষয়ে একটি ঋক্ আছে। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" —বেদে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্যেরা সুবিধা পাইয়া বেদের দেবতা তত্বকে Polytheism বলেন। ইহা ঠিক নহে। বেদকে বুঝিতে হইলে অনেক কিছুই জানা দরকার।

যাস্ক নিরুক্ত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও কৌৎস, শাকল্য প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা ছিলেন। পরে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে সায়ণাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা

অধ্যায়ে এই পদ্ধতি লইয়াছেন এই পদ্ধতি না লইলে ঋক ১।১১৯ বুঝা যায় না। ৬। Ritualistic method—যজ্ঞের ব্যাপারে ইহা প্রযুক্ত হয়। চূড়াকরণে কতকগুলি মন্ত্র কাহার উদ্দেশে কথিত (ক্ষুরকে না নাপিতকে) তাহা এই পদ্ধতি দ্বারা সিদ্ধ হয়।

দেবতা নির্ণয় প্রসঙ্গে কৌশিক ঋষি 'বৃহদ্দেবতা' নামক এক গ্রন্থ লেখে কেহ কেহ বলেন তিনি উহার রচয়িতা নহেন। কৌশিকের মূল গ্রন্থ লুপ্ত আধুনিক গ্রন্থ খণ্ডিত। ইহা ঋগ বেদের দেবতা বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার অবিকল কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।—

মন্ত্রদৃগ ভ্যো নমস্কৃত্য সমাম্নায়ানুপূর্বশ।
সূক্তার্দ্ধর্চ্চপাদানামৃক্ বক্ষ্যামি দৈবতম্ ॥ ১ ॥
বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নত।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রার্ণা তদর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২ ॥
তদ্বিদাং তদভিপ্রায়ান ঋষীণা মন্ত্রদৃষ্টিষু।
বিজ্ঞাপয়তি বিজ্ঞান কর্ম্মাণি বিবিধানি চ ॥ ৩ ॥
ন হি কশ্চিদবিজ্ঞায় যাথাতথ্যেন দৈবতম্।
লৌকিকানা বৈদিকানা কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪ ॥
প্রথমো ভজতে ত্বাসা বর্গোঽয়মিহ দৈবতম্।
দ্বিতীয়ো বায়ুমিন্দ্রং বা তৃতীয় সূর্য্যমেব চ ॥ ৫ ॥
অর্থমিচ্ছন্নৃষির্দে ব ং যমাহায়মস্ত্বিতি।
প্রাধান্যেন স্তবন্ ভক্ত্যা মন্ত্রস্তদ্দেব এব সঃ ॥ ৬
প্রত্যক্ষ দেবতা নাম যস্মিন্ মন্ত্রেঽভিধীয়তে।
তামেব দেবতা বিদ্যান্মন্ত্রে লক্ষণ সম্পদা ॥ ১১ ॥
তস্মাত্তু দেবতা নাম্না মন্ত্রে মন্ত্রে প্রয়োগবিৎ।
বহুত্বমভিধানা চ প্রযত্নেনোপলক্ষয়েৎ ॥ ১২ ॥

When a seer wishing to unfold the purport of a particular Vedic text, lays down something to be the subject thereof extolling it with devotion and giving it prominence, that should be the theme of that text. (6) (ষষ্ঠ শ্লোকের অনুবাদ।)

'Vedic law, though eternal, is garbed in human speech, revealed through human agencies in a fashion appealing to the human nature and intelligible to its in perfect reasons, hence comes the human odour about certain Vedic texts'

কিরূপে বেদের অর্থ বুঝিতে হইবে, বেদই তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। যথা ঋগবেদ ১০।৭১ সূক্ত, ঋষি বৃহস্পতি বিষয় জ্ঞান বা স জ্ঞান।

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানা।

যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ ॥ ১ ॥

Oh protector of the Vedic speech, when the Almighty God infuse into the hearts of the worthy sages the Vedic speech, that assigns to all things, names that divine act became the initiative to all the right conduct of human beings That revealed knowledge itself deposited in the hearts of the seers was revealed by the impulse of that truthful God (1)

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥ ২ ॥

Great good fortune favours the speech of those wise

men who like sifting flour with a sieve, properly sift their words in interpreting the Revealed Word, rightly realising and valuing the opinions of their colleagues with whom they take counsel in the matter

যজ্ঞেন বাচ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধু পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে ॥ ৩ ॥

The intelligent, by associating with the wise, have access to the path of the Vedic speech, and attain her who inheres to the conclave of sages wherefrom they carry her all over the world That speech is resorted to by all the seven poetical metre, as bird resorts to a tree (3)

উত ত্ব পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উত ত্বস্মৈ তন্ব বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা ॥ ৪ ॥

One seeing her (the written word) does not behold (understand) her true nature Another hearing about her does not listen A third there is whose mind is

Such a one the wise with the right teaching call ignorant but yet they befriend him, till he is firm in the truth (5)

প্রথম খণ্ডে বেদ ভাষা যে এক সময় কথিত হইত তাহার [illegible] আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে লিখন পদ্ধতির বিষয়ও সূচিত হয়। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি বিস্তৃতি ভয়ে দেওয়া হইল না।

বেদকে Revealed scripture বলে। ইহা inspired writing. "Revelation is not so much the disclosure of truth as the presentation of facts on which truth can be discerned The great inspired men of the past have felt more at home with the Higher Intelligence than with the things of daily life The Revelation is not done through dictation, but by inspiring the eternal principles of divine law into the heart of such men as are able to receive it. Such a huge universe must have been created according to some law, and when everything is guided by statute rules, bye laws, regulations, it would be foolish to think that God creates His universe without law. Hence divine revelation is nothing but the everlasting law according to which He creates and runs on the universe and which He hands down to humanity for guidance These inspired men "pathfinders of humanity" who receive divine revelation are the Vedic seers or Rishis and the revealed laws are the four Vedas"

সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও অঙ্গিরা—এই চারি জন প্রধান মন্ত্র দ্রষ্টা ছিলেন। ইহার পরে আরও অনেকে মন্ত্র-দ্রষ্টা হন।

বেদে অনেক জিনিষ জানিবার আছে, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বেদে ছয় ঋতুর কথা আছে। (অথর্ব্ব বেদ ১২।১।৩৬)—

গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।

ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্॥

'যাপ সর্প বিজমানা ইত্যাদি (অথর্ব্ব ১২।১।৩৭) এই মন্ত্র হইতে পৃথিবীর গতির কথাও জানা যায়। That earth who *moves along gliding*, in whom different types of heat exist, that motherland who casts away the wicked is established for the power ful and vigourous

বেদে জ্যোতিষ ও গণিতের কথাও জানা যায়। (ঋক্ ৮।১২।৩২, অথর্ব্ব ১৪।১৬)। বেদে আয়ুর্বেদের কথাও আছে। অথর্ব্ব বেদ ১২।১ হইতে আরম্ভ ঋক্‌গুলি নানা বিষয় বর্ণনা করে। পৃথ্বী বিষয়ক ঋক্‌গুলি চমৎকার। ৯ ও ১০ ঋক্ কাল বিভাগের কথা, দুগ্ধ ঘি ননী শাক শবজি শস্যাদি নানা বিষয়ক কথায় পূর্ণ। পৃথিবী সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইবার পর ভূমির (motherland) বিষয় অনেক কথা আছে। শত্রুদিগকে উচ্ছেদ না করিয়া তাহাদের ভাল বাসিয়া বশ করিবার ইঙ্গিত আছে। (৫৭ ঋক্)

বেদে মাংস ভক্ষণের কথা নাই। পুরুষ সূক্তে 'অশ্বান্ পুরুষ পশু' প্রভৃতি বাক্যে হিংসার ইঙ্গিত আছে। আর যজ্ঞাদিতে "পশুমালভেত" ইত্যাদি বচনের দ্বারা হিংসা সমর্থিত হয়। গোমেধ অশ্বমেধ প্রভৃতির কথা বহু বহু বার উল্লিখিত। রন্তিদেব শত শত গোমেধ করিয়াছিলেন। সেই রক্তের দ্বারা চর্ম্মণ্বতী (Chambal) নদীর সৃষ্টি হয়। এ সব কি নিছক রূপকমাত্র?

হিংসার দোষ আট জনকে স্পর্শ করে।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয় বিক্রয়ী।
স স্কর্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকা ॥

He who advises chops kills buys sells cooks, serves and eats is killer

"মনে দীর্ঘশ্চ" (উনাদি ৩ ৪৬)—এই সূত্রানুসারে মন ধাতু হইতে মা স শব্দ সিদ্ধ। মন্ ধাতুর অর্থ মনন, To meditate It literally means something that helps to develop rational faculty মা স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মা সমিহাদ্ম্যহমিতি মা সস্য মা সত্বম।'—যাহার মা স আজ আমি খাইতেছি সে আমাকে পরে খাইবে—ইহাই মা সত্ব। 'মৎস্যাদ' সর্ব্ব মৎস্যাদ"—মৎস্যখাদক সর্ব্বভক্ষক—ইত্যাদি বচনে আমিষ ভোজনের নিন্দা আছে। কিন্তু এই স্মার্ত্তরা আবার দেশাচারকে ধর্ম্ম বলিয়াও থাকেন। অথর্ব্ব বেদ প্রভব তন্ত্র বচনাদি প্রামাণ্য না হইলেও রামায়ণ মহাভারতাদি বিধানও কি বেদ বহির্ভূত? ধর্ম্ম ব্যাধ কথা স্মর্ত্তব্য। বহু পূর্ব্বে ঋষি প্রোক্ষিত মৃগ মা স শুদ্ধ বলিয়া কথিত। আরো "শশক শল্লকী গোধা" ইত্যাদি বচনও কি প্রক্ষিপ্ত?

বেদে অতিশয়তা নাই। মানবের আয়ু এক শত বৎসর। শতায়ুবৈ পুরুষ" "জীবেম শরদা শতম্" ইত্যাদি বহু ঋক আছে (ঋক্ ১ ১৫৮ ১ ৮৫, যজু ২৫ ২২ ইত্যাদি)। বেদ মানবকে সৎ হইতে উপদেশ দেয় (ঋক্ ৭,১০৪)। প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ ব্যবহার করিতে বলে (ঋক্ ১ ১৯১)। পুরুষ সূক্ত, দেবী সূক্ত, রাত্রি সূক্ত প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর মন্ত্র বেদে আছে।

নাসদীয় সূক্ত সূক্তদের অন্যতম। ইহা অপেক্ষাকৃত কঠিন, প্রাক্ সৃষ্টি বিষয়ক। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি। ইহা অতি প্রসিদ্ধ সূক্ত। সকল দার্শনিকেরা ইহাই উপজীব্য এবং ইহা বহু তর্কের বিষয়ীভূত। সেইজন্য কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে।—

ওঁ নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীব কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহন গভীরম্ ॥ ১ ॥

Nor aught existed then nor nought existed There was no air, no heaven beyond What covered all ? Where in ? In whose shelter was it ? Was it the water deep and fathom less ?

সৎ ও অসৎ ছিল না বলায় কিছুই ছিল না—ইহা অভিপ্রেত নহে। কারণ প্রলয়ের বিষয় তৈত্তিরীয় বলেন যে 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" (৩।১) তখন সব লুপ্ত হইলেও ব্রহ্ম থাকেন।

'অভিসংবিশন্তি' পদে বুঝা যায় যে সর্ব্ব বস্তু ব্রহ্মে লীন থাকে। ছান্দোগ্য বলিতেছেন —এবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ (৬।৮।৪)। Oh Swetaketu ! distinguish water as the original cause from its effect earth water as effect from heat its cause and heat as effect from Sat – the real cause the root and mainstay of all this world

We find in Yajur veda —The wise behold Him who lies hidden in a sphere of existence difficult of access and in Whom the whole universe resumes one aggregate form In Him all this evolved world merges at Pralaya and from Him it is evolved at creation He fills all created beings through and through like the warp and woof in the cloth

যেনস্তৎ পশ্যন্নিহিত গুহা সদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড ।
তস্মিন্নিদ সঞ্চ বিচৈতি সর্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূ প্রজাসু। য ৩২।৮
'নাসদাসীন্নোসদাসীৎ' মন্ত্র সর্বাভাব ব্যক্ত করে না কিন্তু প্রলয়ে সমস্ত বস্তু অপ্রজ্ঞাত অলক্ষ্য রূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে—ইহাই সূচিত করিতেছে।

ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীত প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাৎ হ অন্যন্ন পর কিঞ্চনাস॥ ২॥

There was no death then nor was there life There was also no sign to distinguish day from night That Supreme one then with His Energy of creation lived breathless and nothing else distinct from Him was manifest Amrita does not deny anything immortal for it would be contradiction but it denies life in embodied forms অবাত denies the existence of air (প্রাণ) as a separate entity before creation The supreme Being breathed—' means—all elements exist in Him after Pralaya কিছুই ছিল না—ইহার অর্থ নহে। জীব, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—এই ত্রিতয়ের ধ্বংস নাই। ইহা একীভূত হইয়া তখনও ছিলেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি॥ ঋক্ ১৬৪।

ইহাতে জীবই ভোগ করে, পরমাত্মা সাক্ষী কূটস্থ—ব্রহ্ম সর্বব্যাপক—সকলকে ধারণ করেন। প্রলয়েও এই তিনই বর্তমান থাকে অব্যক্ত ভাবে। অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃত মুচ্যতে। (তৈত্তি ২ ৭)। There was chaos in the beginning Sat came out of it It made Itself, hence It is called well

Griffith "মনস রেত" কে Germ of spirit বলেন কিন্তু মন spirit নহে। মন অতি সূক্ষ্ম হইলেও matter ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক হইয়া কার্য্য করে।

"মনো হি সর্ব [illegible] [illegible]।
[illegible] ॥

মন শরীর মধ্যে [illegible] সম্পাদন করে। অতএব [illegible] তাহাকে [illegible] অর্থে প্রয়োগ করে। অথর্ববেদও বলে ( ) "Mayst then man progresses onwards and not downwards Ride in this car (body) leading to immortality and when thou art gray haired with age recount thy experience to the young traveller on the path" শরীর ও মনের [illegible] কিছু হয় না। তাই আত্মার বন্ধু বলিয়া মন [illegible]। কাম নিশ্চয় sexual desire নহে—কেহ কেহ বলিয়াছেন।

তিরশ্চীনোবিততো রশ্মি[illegible] [illegible]স্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ।
রে[illegible] আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

The slanting ray of light of these ([illegible] [illegible] বা স্বধা and রেতোধা মহিমান) had spread wonderfully both below and above There were unliberated souls waiting to be reborn and liberated souls This side worked the Divine Force and that side the influence of past actions of individual souls

রেতোধা means souls awaiting [illegible] [illegible] joy the fruit of their past actions [illegible]

কর্ম্মা

বিধাতার কর্তারো ভোক্তারশ্চ জীবা। Those souls who had not attained liberation before deluge

মহিমান means liberated souls who are waiting to be reborn as their state of lileration had ended, সায়ণ বলেন, মহান্তো বিরদাদয়ো ভোগ্যা the huge enjoyable objects as space &c এখানে মহিমান' পদ লইয়া গোল। সায়ণ সম্প্রদায় মোক্ষকে চিরমোক্ষ বলেন। বৌদ্ধ ও জৈনরাও নির্বাণ অর্থে তাহাই বলেন। মোক্ষ বা নির্বাণ হইলে আর কদাপি জন্মাইতে হয় না। কিন্তু অপরেরা বলেন যে মোক্ষ নিত্য (eternal) নহে। মোক্ষেরও নির্দিষ্ট কাল আছে। কল্পে কল্পে সকলকেই আবার জন্মাইতে হইবে। আবার বুদ্ধ, জিন, শঙ্কর আসিবেন। এজন্য এ শ্লোকটীর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। 'মহিমান শব্দ Liberated souls অর্থে বেদে বহু প্রযুক্ত (গুরুবৃক্ষ মহিমান সচন্ত ৬৮ ১৩০)। 'স্বধা শব্দ লইয়াও গোল। সায়ণ 'স্বধা' শব্দ পূর্বে মায়া অর্থে প্রযুক্ত বলেন, এখানেও তাহাই বলেন। স্বস্মিন ধীয়তে ক্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ততে ইতি স্বধা মায়া। That which exists depending upon God's own self i e Maya (illusion) the incomprehensible mighty of God প্রভৃতি শব্দের অর্থ নেই। [illegible] God [illegible] ar to stanza, Swadha in 2nd and Swadha in the 5th [illegible] বলো অবিদ্যাকামকর্মাণি সৃষ্টি[illegible]। False [illegible] desire and actions are here spoken of as cause of [illegible] কিন্তু ইহা অতি দুরাহর দুই অর্থ।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত

মন্ত্র

বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ঐ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা ঋষি। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ঋক্ যজুঃ ও সাম বেদের মন্ত্রগুলি তিন শ্রেণীর। ঋক্ মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ। যজুঃ গদ্যে রচিত। ঋক্ মন্ত্রই গীত হইয়া সাম নাম হয়। মন্ত্রাত্মক এই বেদ বিদ্যাকে 'ত্রয়ী' বলে। যাজ্ঞিকরা নিগদ ও প্রৈষ নামে আর দুইটি মন্ত্রের উল্লেখ করেন। অথর্বকে পরে বেদ বলিয়া ধরা হয়। বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণীর কিন্তু বেদ মন্ত্রের সংহিতা চারিখানি। ঋক্ মন্ত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ সংকলিত তাহা ঋক্ সংহিতা। যে সকল ঋক্ যজ্ঞে গীত হয়, তাহা সংগৃহীত হইয়া সাম সংহিতা হইয়াছে। যজ্ঞে ব্যবহার্য যজুঃ মন্ত্রগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া যজুঃ সংহিতা হইয়াছে। এ সকল মন্ত্র ছাড়াও আরও অনেক মন্ত্র ছিল যা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে প্রযুক্ত হইত। তাহা সংগৃহীত হইয়া অথর্ব সংহিতা হয়। অথর্বের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্ মন্ত্র।

যিনি যে মন্ত্র প্রচার করেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। প্রত্যেক মন্ত্র কোনো না কোনো কর্মের অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইত। অকেজো মন্ত্রের সার্থকতা নাই। এজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবশ্যকতা। ব্রাহ্মণে দেখান হয় কোন্ মন্ত্র কি কর্মের উপযোগী, অন্য মন্ত্র কেন প্রযুক্ত হয় না এই সব বিচার ও তাৎপর্য লইয়াই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঋষিরা প্রচার করিয়াছেন। ভিতরের প্রেরণা (Inspiration) দ্বারা এ সমস্ত তাঁহারা জানিয়াছিলেন। সেজন্য মন্ত্র যেমন বেদ বাক্য ব্রাহ্মণও তেমনি বেদ বাক্য। ব্রাহ্মণে যে সব বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, সমুদয় ধর্ম শাস্ত্রের মূল সেইখানে। ব্রাহ্মণ বাক্য স্বতঃ প্রমাণ। ধর্ম শাস্ত্র যদি উহার বিরোধী হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ঋষিদের মধ্যে যদি মত ভেদ হয়, তবে কর্ম মীমাংসা নামক শাস্ত্রে উহার বিচার হয়। কিন্তু প্রত্যেক ঋষির মত উপেক্ষণীয় হয় না বলবৎই থাকে কারণ উহা বেদ বাক্য।

ব্রাহ্মণে যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ আছে। যজ্ঞ শব্দের অর্থ—দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগ করা। বেদে ইন্দ্রাদি নানা দেবতা। তাহাদের উদ্দেশে নানা দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, যথা—আজ্য, পুরোডাশ, চরু মাংস, সোম ইত্যাদি। ত্যাগ কর্মের নাম আহুতি। যাহা ত্যক্ত হয় [illegible] হব্য, পিতৃগণের পক্ষে কব্য। যাজক বা ঋত্বিকরা যজ্ঞ করেন, [illegible] ভেদ আছে অসংখ্য। প্রধান ভেদগুলি এই—কেহ উচ্চৈঃস্বরে ঋক্ মন্ত্র [illegible], কেহ নিম্ন স্বরে যজুঃ মন্ত্র পাঠ করেন কেহ বা সাম গান করেন। [illegible] পড়েন তিনি হোতা হোম কর্তা নহেন। যিনি দেবতাকে [illegible] ডাকিয়া আনেন—তিনি হোতা (হ্বে ধাতু নিষ্পন্ন।) যিনি [illegible] তিনি অধ্বর্যু। তিনি যজ্ঞের হব্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন ও [illegible] করেন। সাম গানের প্রধান ঋত্বিক্ হন উদ্গাতা। [illegible] ভিন্ন ভিন্ন কর্মে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সকলের [illegible] থাকেন, তাহার নাম ব্রহ্মা। তিনি সকলের [illegible] ত্রিবেদজ্ঞ।

যজ্ঞ নিত্য ও কাম্য। সমাবর্তনের পর অগ্নি [illegible] লাজ হোমাদি হইয়া থাকে ইহার নাম গৃহ্য, আবসথ [illegible] পূজাদিতে আমরা গৃহ্যাগ্নিতে পাক যজ্ঞ করিয়া থাকি। [illegible] শ্রৌত অগ্নির অধিকারী নহেন। বিবাহের পর এই [illegible] হয়, ইহাই অগ্ন্যাধান। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ [illegible] গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি। আহবনীয় [illegible] স্থান পূর্ব দিকে। পিতৃদিগের অগ্নি দক্ষিণাগ্নি [illegible] অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ শ্রৌতাগ্নিতে হয়। শ্রৌত [illegible] নাম শ্রৌত সূত্র। গৃহ কর্মোপদেশের নাম [illegible]

পূর্বে নারীরাও ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনী [illegible]

বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ঐ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা ঋষি। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ঋক্ যজুঃ ও সাম ভেদে মন্ত্রগুলি তিন শ্রেণীর। ঋক্ মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ। যজুঃ গদ্যে রচিত। ঋক্ মন্ত্রই গীত হইয়া সাম নাম হয়। মন্ত্রাত্মক এই বেদ বিদ্যাকে 'ত্রয়ী' বলে। যাজ্ঞিকরা নিগদ ও প্রৈষ নামে আর দুইটি মন্ত্রের উল্লেখ করেন। অথর্ব্বকে পরে বেদ বলিয়া ধরা হয়। বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণীর কিন্তু বেদ মন্ত্রের সংহিতা চারিখানি। ঋক্-মন্ত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ সংকলিত তাহা ঋক্ সংহিতা। যে সকল ঋক্ যজ্ঞে গীত হয় তাহা সংগৃহীত হইয়া সাম সংহিতা হইয়াছে। যজ্ঞে ব্যবহার্য্য যজুঃ মন্ত্রগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া যজুঃ সংহিতা হইয়াছে। এ সকল মন্ত্র ছাড়াও আরও অনেক মন্ত্র ছিল যাহা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে প্রযুক্ত হইত। তাহা সংগৃহীত হইয়া অথর্ব্ব সংহিতা হয়। অথর্ব্বে অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্ মন্ত্র।

যিনি যে মন্ত্র প্রচার করেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। প্রত্যেক মন্ত্র কোনো না কোনো কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইত। অকেজো মন্ত্রের সার্থকতা নাই। এজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবশ্যকতা। ব্রাহ্মণে দেখান হয় কোন্ মন্ত্র কি কর্ম্মের উপযোগী অন্য মন্ত্র কেন প্রযুক্ত হয় না এই সব বিচার ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঋষিরা প্রচার করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেরণা (Inspiration) দ্বারা এ সমস্ত তাঁহারা জানিয়াছিলেন। সেজন্য মন্ত্র যেমন বেদ বাক্য ব্রাহ্মণও তেমনি বেদ বাক্য। ব্রাহ্মণে যে সব বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, সমুদয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল সেইখানে। ব্রাহ্মণ বাক্য স্বতঃ প্রমাণ। ধর্ম্ম শাস্ত্র যদি উহার বিরোধী হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ঋষিদের মধ্যে যদি মত ভেদ হয় তবে কর্ম্ম মীমাংসা নামক শাস্ত্রে উহার বিচার হয়। কিন্তু প্রত্যেক ঋষির মত উপেক্ষণীয় হয় না, বলবত্তই থাকে, কারণ উহা বেদ বাক্য।

ব্রাহ্মণে যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ আছে। যজ্ঞ শব্দের অর্থ—দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগ করা। বেদে ইন্দ্রাদি নানা দেবতা। তাহাদের উদ্দেশে নানা দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, যথা—আজ্য, পুরোডাশ, চরু, মাংস সোম ইত্যাদি। ত্যাগ কর্ম্মের নাম আহুতি। যাহা ত্যক্ত হয় তাহা হব্য পিতৃগণের পক্ষে কব্য। যাজক বা ঋত্বিকরা যজ্ঞ করেন, ইহাদের শ্রেণী ভেদ আছে অসংখ্য। প্রধান ভেদগুলি এই—কেহ উচ্চৈ স্বরে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করেন কেহ নিম্ন স্বরে যজু: মন্ত্র পাঠ করেন কেহ বা সাম গান করেন। যিনি ঋক্ মন্ত্র পড়েন তিনি হোতা হোম কর্ত্তা নহেন। যিনি দেবতাকে আহ্বান করেন, যজ্ঞে ডাকিয়া আনেন—তিনি হোতা (হ্বে ধাতু নিষ্পন্ন।) যিনি অগ্নিতে আহুতি দেন তিনি অধ্বর্যু। তিনি যজ্ঞের হব্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন ও যজু: মন্ত্রের দ্বারা হোম করেন। সাম গানের প্রধান ঋত্বিক্ হন উদ্গাতা। ইহাদের সহকারীদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সকলের উপরে একজন অধ্যক্ষ থাকেন, তাহার নাম ব্রহ্মা। তিনি সকলের পরিদর্শক সুতরাং ত্রিবেদজ্ঞ।

যজ্ঞ নিত্য ও কাম্য। সমাবর্ত্তনের পর অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। ইহাতেই লাজ হোমাদি হইয়া থাকে ইহার নাম গৃহ্য, আবসথ্য বা স্মার্ত্ত অগ্নি। এখনও পূজাদিতে আমরা গৃহ্যাগ্নিতে পাক যজ্ঞ করিয়া থাকি। যিনি অবিবাহিত, তিনি শ্রৌত অগ্নির অধিকারী নহেন। বিবাহের পর এই শ্রৌত অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, ইহাই অগ্ন্যাধান। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ ভেদে অগ্নি তিন (ত্রেতা)। গার্হপত্য-অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি। আহবনীয়—দেবতাদিগের অগ্নি। ইহার স্থান পূর্ব্ব দিকে। পিতৃদিগের অগ্নি দক্ষিণাগ্নি দক্ষিণ দিকে স্থাপিত। অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ শ্রৌতাগ্নিতে হয়। শ্রৌত কর্ম্মের এক প্রস্থ গ্রন্থ আছে, তাহার নাম শ্রৌত সূত্র। গৃহ্য কর্ম্মোপদেশের শাস্ত্রগুলির নাম গৃহ্য সূত্র।

পূর্ব্বে নারীরাও ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনী হইতে পারিতেন। পরে সে প্রথা

মুখ হইলেও যজমানকে স্বপত্নীকে দিয়া যজ্ঞে কয়েকটি অনুষ্ঠান করাইতে হইত। স্ত্রীও যজ্ঞফলের ভাগ পান।

অগ্নি দেবগণের ও পিতৃগণের প্রাপ্য পৌছাইয়া দেন। তিনি স্বয় দেবতা হইলেও দেবগণের পুরোহিত। (অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ স্বয় দ্রষ্টব্য)। অগ্নি দেবগণের মুখ। স্থূল দ্রব্য দেবতারা গ্রহণ করেন না। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত আহুতির সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করেন। আর্য্যদের কাছে অগ্নি মাহাত্ম্য খুব বেশী। ইহাতে বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি পণ্ডিতরা মনে করেন যে প্রথমে আর্য্যেরা হিমেরুবাসী ছিলেন। অন্যেরা বলেন যে তাহারা মধ্য-এশিয়া দেশ বাসী। Caspian Seaর নিকটস্থ স্থানে অগ্নি মন্দির এখনও আছে। গ্রীক ও রোমকগণ পূর্বে অগ্নির পূজক ছিলেন। ইরাণীরা (পার্সিরা) এখনও অগ্নি পূজা করে।

অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ নিত্য কর্ম। আহিতাগ্নি গৃহস্থ প্রাতে সূর্য্যের উদ্দেশে ও সন্ধ্যায় অগ্নির উদ্দেশে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেন। সপত্নীক গৃহস্থ ইহা করিবেন। বিপত্নীক হইলেও ইহা কর্ত্তব্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে ঋণ পরিশোধের জন্য ইহার নিত্যতা। সকলেই তিনটি ঋণে বদ্ধ। ঋষি ঋণ ব্রহ্মচর্য্য বা বেদাধ্যয়নের দ্বারা দেব ঋণ যজ্ঞের দ্বারা ও পিতৃ ঋণ পুত্রোৎপাদনের দ্বারা শোধ করিবে। ঋণী হইয়া লোকান্তরে যাওয়া পাপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে যদি আজ্যাদি কিছুই না মিলে তখন শ্রদ্ধা হোম করিবে। ইহাতে কোন দ্রব্য বা দক্ষিণার দরকার নাই। শ্রদ্ধাই যজমানের পত্নী এবং সত্যই যজমানস্বরূপ। সকল যজ্ঞে কিছু হুত শেষ রাখিতে হয় এবং উহা ঋত্বিক্‌দিগের সহিত একত্রে খাইতে হয়। ইহাই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। উহা না করিলে যজ্ঞ সফল হয় না। এই হুত শেষ ভক্ষণেই যজমানের দেবগণের সহিত একাত্মতা ঘটে। ইহা সবিস্তারে পরে বলিব।

অমাবস্যায় ইষ্টিযাগের নাম দর্শ যাগ ও পূর্ণিমাতে যাগ পৌর্ণ যাগ। ঋত্বিক্‌দিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এই সব যজ্ঞে বাড়িতে থাকে। পশু যাগ নানা রকম। একটির

নাম নিরূঢ় পশু যজ্ঞ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় ইহা করিতে হয়। ইহাতে যাজ্যা মন্ত্রের নাম আপ্রী মন্ত্র। ঋক্ বেদে অনেক গুলি আপ্রী সূক্ত আছে। দেবতাকে প্রীত করিবার জন্য আপ্রী' এই নাম। পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য। তাহা বাহিরে রাখা হয়। ঐ স্থানের নাম উৎকর। পশুর হৃদয় জিহ্বাদি এগারটি মেধ্য। ঘাতকের নাম শমিতা স্থানের নাম শামিত্র, অগ্নির নাম শামিত্র অগ্নি তাহাতেই আহুতি হয়। এগারটি অঙ্গ এগারটি দেবতার প্রাপ্য ৭ এগারটি আপ্রী মন্ত্র আছে যাবতীয় শ্রৌত যজ্ঞ—ইষ্টি যাগ, পশু যাগ ও সোম যাগ—এই তিন ভাগেই বিভক্ত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে দেবতাকে খুসী রাখিবার জন্যই ধর্ম্মের (Religion) উৎপত্তি। ইহার মূলে মানুষের স্বার্থ বুদ্ধি। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মহত্তর উদ্দেশ্য ক্রমে আরোপিত হয়। পুরাতন অনুষ্ঠান গুলি কিন্তু ত্যক্ত হয় না তাহাদের তখন নূতন নূতন অর্থ করা হয়। Taylor সাহেব Animism theoryতে বলিয়াছেন —ইহাতে তিনটি স্তর আছে, (১) Gift theory — দেবতা যাহা পাইলে খুসী হন দেবতাকে তাহাই দাও। যাজ্যা মন্ত্রে দেবতাকে ডাকিয়া বলা হয়, "অগ্নে বীহি বৌষট্" অগ্নি তুমি খাও ও দেবতার জন্য বহন কর। (বহ ধাতু হইতে বৌষট্ হয়)। (২) Homage theory —দেবতার লাভের জন্য দেবতাকে দেওয়া হয় না দেবতা না লইতেও পারেন, আমি কিন্তু দেবতাকে দিতে প্রস্তুত আছি। ইহা জানিয়া নিজের অধীন ভাব বা বশ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন রাজাকে বা জমিদারকে নজর দিতে হয় তিনি গ্রহণ করিতে পারেন অথবা স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হন। দেবতাও সেইরূপ গ্রহণ করুন বা না করুন আমি উপহার দিয়াই কৃতার্থ। ইহাতে কিছু পরার্থপরতা (Ethical element) আছে। জেহোবার মন্দিরে ইহুদিরা ভেড়া প্রভৃতি বহু পশু বলি দিত, উচ্চ বেদিতে আগুণ জ্বলিত। দেবতা উদর পূর্ত্তির জন্য এত বলি খাইতেছেন—ইহা তাহারা মনে করিত না। কারণ জেহোবা তাহাদের কাছে খুব বড় দেবতা।

তাঁহার লোভ মোহ নাই। এই যজ্ঞের নাম Sin offering ইহুদীরা আপনাদিগকে পাপী মনে করিত। দুঃখ শোকাদি, সব তাহাদের পাপের ফল ভাবিয়া সেই পাপ স্বীকার করিয়া পাপ ক্ষালনের জন্য কিছু চেষ্টা করিত মাত্র। ইহা দেবতাকে ঘুষ দেওয়া নয় ইহা দেবতার কাছে দৈন্য স্বীকার করা। (৩) Abenegation theory —ইহা নিছক স্বার্থ ত্যাগ ইহাতে ধর্ম ভাবটাই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবতার লাভ হউক বা না হউক আমাকে ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে আমার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। যাহার ত্যাগে আমার সমূহ ক্ষতি হয় সেইরূপ ত্যাগই করিতে হইবে। নর বলি সকল দেশেই এক সময়ে ছিল। ইহুদী গ্রীক রোমান, ফিনিক সকলেই পূর্ব্বে নর বলি দিত দেবতা নর মাংস ভালবাসেন বলিয়া নহে আমরা তাঁহার কাছে সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিব—এই বলিয়া।

শুনঃশেফের কাহিনী সকলে জানেন। ঐতরেয় ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও বিষয়ে উল্লিখিত আছে। অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের কাছে পুত্রের জন্য মানসিক করিলেন যে পুত্র হইলে তাঁহাকেই দিবেন। পুত্র হইল। রাজা কিন্তু বাৎসল্যের জন্য পুত্র দিলেন না বরুণের কোপে রাজার উদরী হইল। পুত্র রোহিত একটু বড় হইয়াই বনে পলাইল ও অজীগর্ত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইল। তাহার তিন পুত্র ছিল। রোহিত ভাবিল এই ব্রাহ্মণের পুত্রদের একটিকে কিনিয়া রাজার কাছে পাঠাইব। সেটিকে বলি দিলে বরুণ খুসী হইবেন ও রাজাও সারিবেন। পিতা জ্যেষ্ঠকে ও মাতা কনিষ্ঠকে ছাড়িল না। মধ্যম শুনঃশেফকে রোহিত কিনিয়া রাজার কাছে পাঠাইল। তখন যজ্ঞের যোগাড় হইল, কিন্তু বধ করিবার লোক পাওয়া গেল না। অজীগর্ত্ত অর্থলোভে বধ করিতে স্বীকার করিল। তখন শুনঃশেফের মুখ হইতে নানা দেবতার উদ্দেশে ঋক্ মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। ঋগ বেদের দশম মণ্ডলে এই গুলি আছে। পিতা পুত্রকে ডাকিতে লাগিল। ঋত্বিক্ বিশ্বামিত্র পুত্রকে কোলে

লইয়া বলিলেন, তুমি ঐ পাষণ্ডের কাছে আর যাইও না। আজ হইতে তুমিই আমার পুত্র। তদবধি তিনিই ঋষি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে তিনি গাধিবংশের দৈব কর্ম্মের অধিকারী হইলেন।

নর মেধ তখন প্রচলিত ছিল না। বেদে পুরুষ মেধের কথা আছে কিন্তু তাহা নর-যজ্ঞ নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও তাহা স্বীকার করেন। নর মেধ চলিত থাকিলে বধের জন্য লোকের অভাব হইত না। শুনঃশেফের গল্প ইতিহাস নহে, পরবর্ত্তী কালের কাল্পনিক উপাখ্যান মাত্র। একের বদলে প্রতিনিধি রূপে অপরকে প্রদান—ইহার নাম নিষ্ক্রয় (vicarious offering)। যজ্ঞের এই নিষ্ক্রয় প্রথা বহু দেশে প্রচলিত। খৃষ্ট-ধর্ম্ম এই নিষ্ক্রয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহুদীরা পাপ ক্ষালনার্থ পশু বলি দিত। যীশু খৃষ্ট আসিয়া বলিলেন, পশু বলি দিও না। মানুষ আপনাকে বলি না দিলে পিতা তুষ্ট হইবেন না। ঈশ্বর স্বয় মানুষ রূপী খৃষ্ট হইয়া নিষ্ক্রয় স্বরূপ মানব জাতির প্রতিভূরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন। এই মহা যজ্ঞের পর জেহোবার মন্দিরে আর বলির প্রয়োজন রহিল না। বেদের সময় নর বলি ছিল না নিষ্ক্রয় রীতি ছিল। ঐতরেয় বলেন দেবগণ মানুষকে যজ্ঞে বধ করিতে চাহিলেন, তখন মানুষ হইতে যজ্ঞ ভাগ পলায়ন করিল ও অশ্বে প্রবেশ করিল। অশ্ব মেধ্য হইল। দেবগণ তখন অশ্বকে বধ করিতে উদ্যত হইলে অশ্ব হইতে যজ্ঞ ভাগ পলাইল ও গরুতে ঢুকিল। গরু হইতে যজ্ঞ ভাগ আবার পলাইয়া গবয় হইল ও পরে মেষে প্রবেশ করিল। মেষ হইতেও যজ্ঞ ভাগ পলাইয়া ছাগে প্রবেশ করিল ও ছাগে বহুকাল রহিল ও পরে ছাগকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে ঢুকিল। তখন পৃথিবী হইতে ব্রীহি জন্মিল ও মেধ্য হইল। ব্রীহি ধান্যে প্রস্তুত পুরোডাশ সেজন্য যজ্ঞে দেওয়া হয়। ইহাতে পশু-দানেরই ফল হয়। শতপথ ব্রাহ্মণেও এই কথা আছে।

সোম যাগ—ইহা বৃহৎ ব্যাপার, ঋত্বিক্ বহু অনুষ্ঠান অসংখ্য ব্যয়ও যথেষ্ট সকলের পক্ষে সাধ্যের অতীত। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সোম যাগের

অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় রাজাদের এ সব যজ্ঞ ও বিশেষ সৌত্রামণি-যজ্ঞে সুরার প্রচলন ছিল। কিন্তু সাধারণত যজ্ঞে সুরা চলিত না। তাহার পরিবর্তে সোম ব্যবহৃত হইত। এই সোম কি? সোম দেবতা পরে সোম রাজা হন বেদে ইহার বহু উল্লেখ। রাজা সোম দ্যুলোকের অধিপতি। পার্থিব সোম তাঁহার প্রতিনিধি। ইহা হিমালয়ের উত্তরে মুঞ্জবান পর্বতে জন্মে। মুঞ্জবান রুদ্র দেবতার বাসস্থান (হয়তো কৈলাশ)। বোধ হয় মহাদেব এজন্য ললাটে সোম কলা ধারণ করেন। ইহা পুরাণের কথা। ব্রাহ্মণেও সোম ও চন্দ্র একার্থ। পার্সিরা এখনও সোম যাগ করে। তাহারাও সোমকে হোমা বলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদক হৌগ (Haug) সাহেব পার্সিদের সোম রস পান করিয়া বলেন ইহা বিস্বাদ ও মাদকতা শূন্য। সোম এখন দুর্লভ, প্রাচীন কাল হইতেই ইহা দুষ্প্রাপ্য হইতেছিল। পর্বত হইতে সোম সংগ্রহ করিয়া রাখা একদল লোকের ব্যবসা হইয়াছিল। যাগের সময় সোম বিক্রেতা যজ্ঞ-শালার বাহিরে বসিত, এবং যজমান মূল্য দিয়া তাহা খরিদ করিত। গাভী দিয়া বহু ধুম ধামে সোমকে আনা হইত ও রাজার ন্যায় তাহাকে উচ্চাসনে রাখা হইত। ক্ষত্রিয় বৈশ্যরা ক্রমে সোম যাগে বঞ্চিত হয় ও তৎপরিবর্তে বট অশ্বত্থাদির রস এবং দধি ভক্ষণ বিধি হয়। দুইদিন হইতে বারো দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন। তাহার অধিক দিন হইলে সত্র হয়। একদিনে সম্পাদ্য যজ্ঞ অগ্নিষ্টোম উকথ ষোড়শী অতিরাত্র বাজপেয়াদি ভেদে সাত প্রকার। গৃহ স্থিত অগ্নিতে কুলাইত না বলিয়া গ্রামের বাহিরে যজ্ঞশালা নির্মিত হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বনে আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র ও শতপথ ব্রাহ্মণের কাত্যায়ন কৃত শ্রৌত সূত্র প্রসিদ্ধ। উহাতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। যজ্ঞ ভূমিতে এক মহা বেদি (সৌমিক বেদি) করা হয়। তাহাকে ঘিরিয়া খুটি পুতিয়া আচ্ছাদন দিয়া যজ্ঞ শালা নির্মিত নাম প্রাগ বংশশালা। পশ্চিমের মণ্ডপটি সদ শালা। বেদির দুইদিকে আরো দুইটি ছোট মণ্ডপ থাকিত। অরণীর দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি (গার্হপত্য) হইতে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালিতে

হইত। অগ্নি স্থাপনান্তে যজমানের দীক্ষা গ্রহণ। সপত্নীক যজমান ক্ষৌর কর্ম করিয়া স্নান করেন, নবনী মাখেন, কুশের দ্বারা গাত্র মার্জনা করেন, কাজল পরেন ও মুষ্টি বদ্ধ করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন। যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাহির হইতে নাই। পরে দীক্ষণীয় ইষ্টি, তৃণ ও শণ নির্মিত মেখলা পরিধান ও কৃষ্ণাজিনে উপবেশন মাথায় উষ্ণীষ ও বস্ত্রান্তে হরিণের শিং বাঁধিবেন ও ডুমুরের দণ্ড ধরিবেন। দীক্ষান্তে নব জন্ম লাভ। যাগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুবেলাই দুগ্ধ পান। আসল সোম যাগের দিন দুগ্ধও নিষিদ্ধ, কেবল হবি শেষই ভক্ষ্য। চতুর্থ দিনে পশু যাগ করিতে হয় পশুর নাম অগ্নিষোমীয়। পঞ্চম দিনে সোমলতা ছেঁচিয়া রস বাহির করা হয়। উহার নাম অভিষব। উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে, ও অপরাহ্নে 'সবন' করিতে হয়। এ দিনেও একটি পশু বধ, পশুর নাম সবনীয়। তাহা ভাগ করিয়া তিন সবনে আহুতি দান। পুরোডাশ তো আছেই, ইহা ছাড়া ধানাদি দ্বারাও আহুতি দিতে হয়। ধান (ঘিয়ে ভাজা যব), করম্ভ (ঘৃতপক্ব যবের ছাতু) (পরিবাপ ঘি দিয়া চাল ভাজা) পয়স্যা (দুধে দধি মিশান পানীয়), ইহাই হবি। সকলকেই হবি-শেষ গ্রহণ করিতে হয়। ভোজের বিধান ইহাতে মনে আসে।

সোম হইতে রস বাহির করিবার নানা পদ্ধতি আছে। ছাঁকা সোমের নাম পবমান সোম। প্রধান আহুতি তিনটি, ইহার পূর্বে কতকগুলি ঋক্-পাঠ হয়, এই মন্ত্র গুলির নাম শস্ত্র মন্ত্র। দেবতাদের প্রশংসা করা হয় বলিয়া উহাদের ঐ নাম। এছাড়া যজু মন্ত্রও পঠিত হয়, এগুলির নাম নীবিৎ। যাগান্তে ঋত্বিক্‌রা যজমানের সহিত সাম গান করিতে করিতে অবভৃথ স্নানার্থ জলাশয়ে যান। যজ্ঞের সরঞ্জাম সব জলে ফেলা হয়। 'গবাময়ন নামক যজ্ঞ সংবৎসর ব্যাপী। কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—পুরাণে আছে।

সোম ওষধি বিশেষ। বর্ষজীবী উদ্ভিদকে ওষধি বলে। সোম রস অরুণ বর্ণ ও শুক্র (উজ্জ্বল বর্ণ)। সোম ওষধি পর্ণ, ইহার স্বাদ মিষ্ট। এজন্য ইহাকে মধু

বলা হয়। ইহাতে মাদকতা আছে। দেবতারা কৌশলে অমরতা লাভ করেন। স্বর্গের কোন গুপ্ত স্থানে সোম ছিল। সুপর্ণ বা শ্যেন দেবতাদের জন্য তাহা আনয়ন করে। পুরাণে ইহা গরুড় কর্তৃক অমৃত হরণের কাহিনীতে পরিণত। এইরূপ বহু আখ্যায়িকা বেদে ও ব্রাহ্মণে আছে। গন্ধর্ব দিগের কাছে সোম গুপ্ত ছিল। সুপর্ণী বা গায়ত্রী কৌশল করিয়া তাহাকে আনেন। গ্রীকরা বলে যে দেবরাজ Zeus এর জন্য ঈগল পক্ষী মধু আনিয়া ছিল ঋগ বেদের দশম মণ্ডলে আছে—নক্ষত্রগণের কাছেই সোম থাকেন। ব্রহ্ম গ্রন্থে আছে যে সূর্য্য তেজ সন্ধ্যায় কতকটা চন্দ্রে যায় কতকটা ওষধিতে যায় তাই তাহারা উজ্জ্বল হয়। দেবগণ চন্দ্রকে (সোমকে) পান করেন। সেজন্য চন্দ্র ক্রমেই ক্ষীণ হয়, কিন্তু সে মরে না আবার বৃদ্ধি পায়। (অমা কলার নিত্যত্ব বিষয়ে অনেক বিচার আছে।) ওষধি সোমও সেইরূপ সে বর্ষজ্ঞী। বৎসরের মধ্যে জন্মে বাড়ে ও শুকায় আবার গজাইয়া উঠে। সোমের মহিমা গানে বেদ পূর্ণ। ইনি অমর্ত্ত্য, চির নবীন শিশু জ্যোতির্ম্ময় গন্ধর্ব অতি পাবন জগতের আয়ুস্বরূপ কৃপাদ্ বিশ্বজয়ের জন্য জন্মিয়াছেন ইত্যাদি।

পূর্ব্ব মীমাংসকগণ বলেন যে দেবতার কোনো স্থূল শরীর নাই বা রূপ নাই। যে কোনো পদার্থের একটা নাম দেওয়া যায় ও তাহাকেই দেবতা মনে করা যায়। যাহা কিছু মনন যোগ্য (object of thought) তাহাই দেবতা এবং যে দেবতাকে যে নাম দেওয়া হয় সেই নামই সেই দেবতার শরীর। দেবতা মাত্রই শব্দময়ী ও বর্ণময়ী। ভক্তিশাস্ত্র বলে যে নাম ও নামী অভিন্ন। তান্ত্রিকরা নামকে একটা রূপ দিয়া রূপের জগতে টানিয়া আনিয়া রস সংযোগ করেন। বাগদেবীকে (গায়ত্রীকে) শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি "পঞ্চাশল্লিপিভি বিভক্ত মুখ দো পন্মধ্য বক্ষস্থলা"—অকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ দ্বারা ইহার দেহ নির্ম্মিত। ইনি ভাস্বন্মৌলি নিবদ্ধ চন্দ্র শকলা— ইহার মস্তকে চন্দ্র কলা শোভমান। এই সোম বাগদেবী আবিষ্কার করিয়া

আনিয়াছিলেন। মুদ্রা, অক্ষমালা, বিদ্যা ও অমৃত ঘট—ইহার চারি হস্তে আছে।

ইহা সেই সোম বা অমৃত রসপূর্ণ কলস। ইনি সর্ব্বদেবময়ী। কবি-শেষ স্তবে ইহার সহিত যজমানের জীবের সহিত ঈশ্বরের একতা সাধিত হয়। বাস্তার। ঋষিরা সাধ্যগণ, পিতৃগণ সকলেই যজ্ঞ করিতেছেন এমন কি গাভী গ বৃক্ষগণও যজ্ঞ করেন। প্রজাপতি যজ্ঞ করিলেন। ইচ্ছা- একা আছি, বহু হইব। ইন্দ্রও যজ্ঞ করিলেন। এই বিশ্ব সৃষ্টি রূপ ব্যাপার একটা যজ্ঞ। স্বয় বিরাট পুরুষও স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দেবোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগই যজ্ঞ। সৃষ্টি ব্যাপারে বিরাট পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন আহুতি দিয়াছিলেন। সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি, ত্যাগের জন্যই ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই লীলা কৈবল্য। পুরুষ সূক্তে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। বিশ্ব ব্যাপিয়া তিনি আছেন। তিনি সহস্র-চক্ষু সহস্র পাদ। এ বিশ্ব ভুবন তাঁহার এক পদ, আর তিন পদে এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। তিনি অগ্রজন্মা যখন কোথাও কেহ ছিল না, তখন সাধ্যগণ পিতৃগণ দেবগণ প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে লইয়া যজ্ঞ করিলেন। এখানে বর্ত্তমানের সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলিয়া গেল। এই বিরাট পুরুষকেই তাঁহারা পশু করিলেন। অবধ্নন্ পুরুষ পশু। সেই যজ্ঞ সর্ব্ব হুত যজ্ঞ। যাহা কিছু আছে সে সমস্তই এই বিরাট পুরুষ। ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আহুতি দেওয়া হইল। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ পদ হইতে ভূমি মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য প্রাণ হইতে বায়ু—ইত্যাদি ক্রমে জন্মিল। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণও আবির্ভূত হইল। জীবগণের হিতার্থেই তিনি আপনাকে আহুতি দিয়াছিলেন। ইহাই হইল প্রথম যজ্ঞ। অন্য সব যজ্ঞ এই যজ্ঞেরই অনুকরণ। ঋষি বলেন,—পশ্যন মন্যে মনসা চক্ষুষা তান্ য ইমম্ যজ্ঞম অযজন্ত পূর্ব্বে—পূর্ব্বে যাঁহারা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন এখনও যেন মানস চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতেছি। এই সৃষ্টি কখনও সমাপ্ত হইবার নয়। সর্ব্ব কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সকল জাগতিক ব্যাপার ইহার অঙ্গ স্বরূপ। সমস্ত জগৎটাই এই

যজ্ঞের পশু দেহ। যাবতীয় জীবের [তাপে ইহা ভোগ্যরূপে (অগ্নির
নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সকল জীব সেই চর্ম শেষ আয়ত্ত করিয়া তাহার
মিশিতেছে ও ধ্বস্ত হইতেছে।

সনো দূরাচ্চাসাচ্চ
নি মর্ত্ত্যাদঘায়োঃ ।
পাহি সদমিদ বিশ্বায়ু ॥ (ঋক্ ১ ৩ ২)
[বিশ্বায়ু বিশ্বগমনঃ, অঘায়োঃ
পাপং কর্ত্তুমিচ্ছত সদমিৎ সর্ব্বদৈব
নিপাহি নিতরাং পালয়।]

হে অগ্নি। সর্ব্বত্র গমনশীল তুমি দূর হইতেই হউক বা নিকট হইতেই হউক পাপকারী মনুষ্য হইতে সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইমমূষুত্বমস্মাক
সনিং গায়ত্রং নব্যাং স ।
অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ ॥ (ঋক্ ১ ৩ ৩)
[সনিং হবির্দ্দানং নব্যাং স
নবতরং গায়ত্রং স্তুতিরূপং বচ উষু অপি]

হে অগ্নি। তুমি আমাদিগের হবির্দান এবং নূতন স্তুতিরূপ বাক্য দেবতা দিগের নিকট বিজ্ঞাপিত কর।

সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়।

জগতে অধুনা যে সকল ধর্ম আছে তাহারা এই—(১) জাপান ও চীন দেশের Shintoism, Taoism and Confucianism (২) ভারতবর্ষের Vaidic সনাতন * বা হিন্দুধর্ম (৩) ইহার শাখা—Jainism Buddhism, Sikhism (৪) পারস্য দেশের Zorosthruism or Persism (৫) Judaism, Hebruism or Jewish Religion, (৬) প্যালেষ্টাইন ও ইউরোপের Christianity, (৭) আরব দেশের Islam

আফ্রিকা, সিরিয়া ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ধর্ম এখন লুপ্ত, তদ্বিষয়ে আমরা অল্পই জানি। সে সব দেশে প্রাচীন কালে যে সভ্যতা ছিল তাহার চিহ্ন পিরামিড প্রভৃতিতে বিদ্যমান। টুটান খামেনের মামি এখনও অবিকৃত আছে। তাহা খনন পূর্ব্বক উদ্ধৃত হইলে কি কাণ্ডই ঘটিয়াছিল আমরা কিছু পূর্ব্বে তাহার সংবাদ পাইয়াছি। Pharaoh, নেবুকেডনেজার প্রভৃতি রাজাদের ইতিহাসও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। হরপ্পা ও মহেনজোদারোর খনন কার্য্য হইতেও অনেক তথ্য বাহির হইয়াছে। ইহাকে প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, বেদের পূর্ব্বেও সিন্ধুতে সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল। বেদের পূর্ব্বে কেন বলা হয় জানি না। প্রাক্ সিন্ধু সভ্যতা তিন-চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার। বেদ যে তাহার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। এ সভ্যতার নিদর্শনগুলি বেদেও আছে।

---

* অথর্ব বেদে আছে—"সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণব।"—অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম যে হেতু অপূর্ব্ব বল সঞ্চয় করিয়া নিত্য নূতন বলিয়া বোধ হয় এইজন্য ইহাকে সনাতন ধর্ম বলা হয়।

এই বৈদিক সভ্যতা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। বেদের সময় নদ নদী ভূপরিবেশ বিপর্য্যস্ত ছিল। সব বেদ মন্ত্রই যে পঞ্চ নদের তীরে রচিত হইয়াছিল—তাহা নহে।

পরমহংস রামকৃষ্ণ-দেব বহু ধর্ম্ম আচরণ করিয়া সকল ধর্ম্মের মূলের ঐক্য দেখিয়াছেন। আমরা সে সকল ধর্ম্মের মূলের ঐক্যের কথা কিছু কিছু লিখিব।

The Doctrine of the Mean —সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।

> যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে নৈবোষ্ণং ন চ শীততা।
> তথাস্থিতং পদং শান্তং মধ্যে বৈ সুখদুঃখয়োঃ ॥ (মহাভারত)

—শীত ও উষ্ণতার মধ্যে মধ্য ভাব নাই সুখ দুঃখেরও মধ্যে শান্তি নাই। মধ্য ভাবই শান্ত পদ। গীতার ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন যেষাং অন্তগত পাপম্ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের মজ্ঝিমপটিপদা প্রসিদ্ধ। জৈনদের অনেকান্তবাদও এইরূপ :—

> একেনাকর্ষন্তী শ্লথয়ন্তী বস্তুতত্ত্বমিতরেণ।
> অন্তেন জয়তি জৈনী নীতি মন্থাননেত্রমিব গোপী ॥ (অমৃতচন্দ্রসুরী)।

—As the diary maiden pulling and slackening the churning string by turn churns out the golden butter so the sage working at two sides of any question finds out the truth This is Jain policy

বাইবেলে আছে —Be not righteous over much give me neither poverty Oh Lord! nor riches

Shinto ধর্ম্মে আছে —If one oversteps the limit of modera tion he pollutes his body and mind

কোরাণ বলে – God loves not those who go beyond due bounds

Zorosthrian (Persian Gathas, by J M Chatterji) বলেন — These ancient two in mutual play gives birth to twin desires, love and hate Oh Mighty Mazda! grant me power to control this mind

জগতে এই দ্বন্দ্ব চির বর্তমান—আলো আঁধার, সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি। ঈশ্বরও তাই শিব এবং রুদ্র। তাঁহার গুণ বিভূতি ও দ্বন্দ্বযুক্ত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, দয়া কাঠিন্য। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ (Heraclitus) বলেন, – God is might and day love and hate, death and life, heat and cold waking and sleep

পারস্য দেশীয় প্রবাদ — Every virtue has its vice and every vice has its virtue

নাত্যন্ত গুণবৎ কিঞ্চিৎ নাত্যন্ত দোষবৎ তথা। (মহাভারত)।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা। (গীতা)।
যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবিমৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥—

যাহারা মূঢ়তম ও প্রাজ্ঞতম—তাহারাই সুখী। মধ্যস্থ ব্যক্তিরা কষ্ট পায়। তাই ধর্ম্মের প্রয়োজন। ধর্ম পূত ও নিষ্পন্ন হইলে কোনও বালাই থাকে না।

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ। (শঙ্করাচার্য্য)।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা। (শ্রীমদ্ভাগবত)।

ত্রিগুণাতীতের বিধি নিষেধ কি? তেজীয়ানের সর্ব্বভুক্ বহ্নির ন্যায় কোন দোষ নাই। Jesus put many cloths of many hues but

after washing all is white, as the seven coloured rays merge in one white hue (Bible)

ধর্ম সকলের বিভিন্নতা কেবল স জ্ঞার জন্য। মূলত ইহারা এক। আবার—

দেশ কাল নিমিত্তানা ভেদাদ্ ধর্মো বিভিদ্যতে।

অন্যো ধর্ম সমস্থস্য বিষমস্থস্য চাপর ॥

—সমস্থ ও বিষমস্থ ব্যক্তির ধর্ম ভিন্ন। দেশ কাল নিমিত্ত-ভেদে ধর্ম ভি হয়।

অপ সু দেবা মনুষ্যাণা দিবি দেবা মনীষিণাম্।

বালানা কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু বুদ্ধস্যাত্মনি দেবতা ॥

~ মানুষেরা জলে দেবতা দেখে মনীষীরা আকাশে বালকেরা কাষ্ঠে ও লোষ্ট্রে এব নিত্য বুদ্ধেরা আত্মাতে দেবতার দর্শন পায়।

ধর্ম শব্দ ই রাজীতে এইরূপ ব্যাখাত হইয়াছে। Re+Ligore= Religion It mens to bind Religion is that which bind men by love together and to God It is th power to bind men by the common bond o God ধর্ম—ধৃ (to hold and bind together)+মন্ Holding together of men is not possible in society with out self sacrifice, Yagna (যজ্ঞ) or কোর্বাণী।

ইসলাম শব্দে ধর্মের মর্ম নিহিত। 'Islam is derived from Salt (peace) It means the peaceful acceptance of God Thy will be done not mine Surrender (প্রপত্তি শরণাগতি,) is the essence of ধর্ম It is also a triple way—path of Knowledge (জ্ঞান) devotion (ভক্তি) and action (কর্ম) বৌদ্ধেরা ইহাকে মধ্য পথ বলেন। যীশু খৃষ্ট বলেন I am the way চীনের দার্শনিক বলেন The

idea of the middle path lies between the opposites in the form of Tao Tao is Way, the Eternal Law, the Prima Cause, the Good and the Right In Buddhistic religion the three most important paths are—সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সঙ্কল্প সম্যক্ ব্যায়াম। জৈনদেরও "সম্যক্‌দর্শন জ্ঞান চারিত্রাণি মোক্ষমার্গা" (তত্ত্বার্থ-সূত্র।

বাগ দণ্ডোঽথ মনো দণ্ড কায় দণ্ডস্তথৈব চ।

যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥ (মনু)

Control of speech, thought and action—একই ব্যবস্থা এই তিনটি একরূপ হওয়া উচিত।

মনস্যেক বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেক মহাত্মনাম।

মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনাম্ ॥ (মহাভারত)

এই তিনটি সম্যক্ অনুশীলিত হইলেই ধর্ম্মের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

একটি বচন আছে, "সর্ব্ব ত্রৈরাশিক পাতি।" Rule of three is contained in whole Arithmetic ত্রৈরাশিকই অঙ্কের সার। ধর্ম্মের এই ত্রয়ী। ব্রহ্ম, প্রকৃতি, জীব—তিনই এক, একই তিন। প্রবৃত্তি (অবারোহ Path of Descent) ও নিবৃত্তি (আরোহ, Path of Ascent) দ্বারা ইহ সাধিত হয়।

Ye cannot serve God and Mammon both Few are chosen among many (Bible) তাঁহাকে জানিলেই সব জানা হয় পাওয়া হয়। "এতদেব বিদিত্বা তু যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" (উপনিষৎ)। If ye attain to God, all else shall be added unto you (Bible) তাঁহা হইতে আসিয়া আমরা বৃথা ঘুরি, সেখানে যাইবার যে আশা আছে, অধিকার আছে তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। অথচ আমরাই যে অমৃতের পুত্র। Behold the man has become as one of us (Bible) Ye are Gods

all of you are children of the Most High (Psalms) সুফিরা বলেন Nearer am I to thee than thy throat vein, my eyes blinded saw not না হেরাইল আল্লা"। There is no God but God (Quoran) অন্যদেব ন মত্তাহতরদিতি বুবাপ্রমন্থুদা (শাস্ত্র)।

এ শাস্ত্রশিক্ষা অনধিকারীর জন্য নহে। Jesus বলেন Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine lest they trample them and turn again and rend you (Bible Mathew VII 6) তন্ত্রাদি সর্বশাস্ত্রে ইহা ভূয়োভূয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনধিকারীর নিকট বলা বৃথা। Hear ye but understand not (Issaih vi 9) শৃন্বন্তোঽপি ন শৃন্বন্তি জানন্তোঽপি ন জানতে। (উপনিষৎ)।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ পরোক্ষ জ্ঞানমেব তৎ।
অস্মি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ চাপরোক্ষ তদুচ্যতে॥ (উপনিষৎ)

সুফিরা বলেন A touch stone God hath placed in every heart which separates false from truth খৃষ্টানগণ ইহাকে Conscience Intuition Inner Monitor Voice of God বলেন। হিন্দুগণ ইহাকে বলেন অন্তর্যামী পুরুষ। সাক্ষিণং বং কল্যাণপাপানামবমন্যসে। ন হৃৎশয় বেৎসি মুনি পুরাণম্ (মহাভারত)।

জ্ঞান—প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্র—আপ্তবাক্য দ্বারা জন্মায়। ইহা ছাড়াও যোগজ সমাধিজ বা প্রাতিভ জ্ঞান আছে। ইহাই আত্মজ্ঞানের উপায়। তত্ত্বমসি সোঽহং হৃদি অয়ম্। That thou art that I am the heart of man the abode of God (cf Ye are temple of God, Bible) এই সব জ্ঞান শাস্ত্রগম্য নহে। Zorosthrian বলেন My first name is Ahmi (I am)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ ভাবমাত্মন।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম ॥ (ভাগবত)

শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিন।
আত্মস্থং যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম ॥ (শিবপুরাণ)

সর্ব্বেষামেব জন্তুনাং বিষ্ণুরভ্যন্তরে স্থিত।
তং পরিত্যজ্য যে যান্তি বহির্বিষ্ণু নরাধম ॥ (যোগবশিষ্ঠ ৫।৩৪)

নাসাগ্রযুগকল্পেষু গতাগামিষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমভ্যেষা সম্বিদেকা স্বয় প্রভা ॥

ত্রিকাল ব্যাপী এই স বিৎ—আত্মা। নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ। (ভাগবত)। ইহা জন্মায় না মরে না, বাড়ে না। তদপরিণামি তদকারণ —যাহার পরিণাম নাই তাহার কারণও নাই। Neither begetter nor begotten is He (Quoran) আত্মা স্বয় প্রভ। Eyes do not see Him but He sees the eyes (Quoran) "শ্রোতস্য শ্রোত্র মনসো মনো যদ্ বাচোঽবাচ স উ প্রাণস্য প্রাণ। চক্ষুষশ্চক্ষু।" (উপনিষৎ)। ন তত্র বাগ গচ্ছতি ন চক্ষুন। মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তৎ বিদিতাদথো বিদিতাদধি।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্ বেদ তদ্ বেদ নো ন বেদেতি বেদ সঃ ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ (উপনিষৎ)

যিনি বলেন—জানি, তিনি জানেন না। যিনি জানেন না—বলেন তিনি জানেন। ইয় বিসৃষ্টি যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন (ঋক্)

অনিরুদ্ধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম।
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্ ॥

all of you are children of the Most Hi h (Psalms) শ্রুতি
বলেন Nearer am I to thee than thy throat vein, [illegible]
blinded saw not [illegible] । There
God (Quoran) [illegible]

এ [illegible] অনধিকারীর জন্য নহে। Je
which is holy unto the dogs neithe[illegible]
before swine lest they trample the[illegible]
rend you (Bible Mathew VII 6) [illegible]
জ্ঞান নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনধিকারীর নিকট

र

ন সন্ নাসন্ ন সদাসন্ ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্।
চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥

(নাগার্জুন-মাধ্যমিক কারিকা)

আবর্তি আমাতি আবর্তি চ নাস্তি চ।
আবরাক্ত আবর্তি চাবাক্ত আমাস্তি চাসকলং
আস্তি চ নাস্তি চাসকলং। (আদ্বোধ)।

Thou hast no place in any place, yet what wonderous Thou art in every place (Sadi) Tao hath no beginning, no end Thou hast no mark sign, caste or creed form or outline or color Lord of worlds, waking, dreaming sleeps all not this, not this can declare, every name and every work is thine All merge in Thee at the end (গুরুগোবিন্দ সি—গ্রন্থ)। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—সমানং বিবিধং শ্লোক—অন্তক কামকে বহু তত্ত অপ-বিনশিনম। (উপনিষৎ)। Zend-শাস্ত্রের উক্তি—Our two selves, the lower one and the other higher, the higher point to Right, the lower to Wrong তব সর্বব্যাপী তিষ্ঠতি তত্ত আত্মা সর্বনিয়ন্ত্রিত বিবাদি। Alla surrounds and encircles all (Quoran) In Him all things move and have t' (Bible).

কেচিৎ ত তপ ইত্যাহু স্তম কেচিৎ জড় পরে।
জ্ঞান মায়া প্রধানঞ্চ প্রকৃতি শক্তিমপ্যজা॰।
বিমর্শ ইতি বা শৈবা অবিদ্যামিত্যরে জনা ॥ (দেবী ভাগবত)

'দীর্ঘনিকায়' গ্রন্থেও ব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত আছে। হিব্রুরা Jehova
লন। সামবেদে 'ওহো' ও 'হোওঁ' পদ দৃষ্ট হয়। ফিনিসিয়ানরা 'ঙ্গাও
লন। সকলের ভিতর এক অনাহত শব্দের unuttered sound) সাদৃশ্য
াছে। শেষে ওঁকারে ইহা পর্যবসিত। The word was with God
ıd the word was God (Bible) চীনেরা Yı (changeless
ne) বলেন। জৈনদের অমিতশক্তি কৃত সাময়িক পাঠে আছে —

যো দর্শন জ্ঞান সুখ স্বভাব সমস্ত-স সার বিকার বাহ্য।
সমাধিগম্য পরমাত্মস জ্ঞ' স দেবদেবো হৃদয়ে মমাস্তাম্॥

ঈশ্বরের নাম ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন, যথা—পরমাত্মা ব্রহ্ম, আল্লা,
ালিক, মৌলা, ইসলাম, খোদা (Persian), God (Christian),
.hura Mazda (Zorosthrian), Jehova (Hebrew) সৎশ্রীআকাল,
Sikh), আত্মা ব্রহ্ম অমিতাভ (Buddhist) আত্মা নিরঞ্জন (Jain)
'ao Tie chi (Chinese)।

"আল্লা" শব্দটির ইতিহাস কৌতুকাবহ। হজরত মহম্মদের বহু পূর্বে শক হূন
বনাদি বহু অহিন্দু ভারতবর্ষে বাস করিত। তখন 'মুসলমান' নাম প্রসিদ্ধ হয়
াই। মুসলমানদের প্রধান মন্ত্রটি মিত্র বরুণাদি দেবগণকে বাদ দিয়া অথর্ব
বদে কিরূপে স্থান পাইল ইহা ভাবিবার বিষয়। মন্ত্রটি 'শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টে
ষ্টব্য। মন্ত্রটি এই —

ওঁ তৎসৎ ওঁ পরমেশ্বর। এতন্নাম্না যবনা উপাসতে। যথা —ওঁ অল্লা
ন্মে মিত্রাবরুণো দিব্যানি ধত্তে। ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দদুঃ। হয়ামি মিত্রো
ল্লা ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লা॰ বরুণো মিত্রো তেজকামাঃ। হোতারমিন্দ্রোহোতারমিন্দ্রো

মাতামুরিপ্রা। অস্না জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পরম পূর্ব প্রমাণাস্মা অস্মোরসুর মহমদরবা বরবন্ অস্মো অস্না আদমাবুকমেকস্ম। অস্না বুক নিখাতক। অস্মোবজেন হুতহুত অস্না সূর্য্য চন্দ্র সর্বনক্ষত্রাঃ অস্মো ঋষীণা সর্বিদ্যা ইন্দ্রায় পূর্ব্ব মায়া পরমন্ত অন্তরীক্ষা অস্মো পৃথি যা অন্তরীক্ষ বিশ্বরূপ দিব্যানি ধন্ত ইল্লে বরুণো রাজা পুনর্দত্ত। ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লেতি ইল্লা ইল্লা ইল্লা অনাদি স্বরূপা অথর্বণা শাখা হ্রং হ্রী জনান্ পশূন্ সিদ্ধান জলচরান্ অদৃষ্ট কুরু কুরু ফট্ অসুর সংহারিণী চ অস্মোরসুর মহমদরক বরস্ত অস্মো অস্না ইল্লেতি ইল্ল। ইত্যাথর্বণ সূক্তম॥

জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মে প্রসিদ্ধ—প্রমাণ অপেক্ষ করে না। ইসলাম বা খৃষ্টান স্পষ্ট না বলিলেও অস্বীকার করে না। Elija পুনর্ব্বার John the Baptist হইয়া আসিয়াছে—বাইবেলে এইরূপ উল্লেখ আছে (Mathew)। From the earth I have given birth to you and I will send you to it again and again and bring you forth again repeatedly till the end (Quoran) Rum বলে Like grass I grow again and again I have seen 760 bodies from universal I passed to vegetable and from it to animal and again from it to man Why shall I fear if I die once more? I may become an Angel (Masnawi P 334) শাস্ত্রে আছে—

> উদ্ভিজ্জা স্বেদজাশ্চৈব অণ্ডজাশ্চ জরায়ুজাঃ।
> ইত্যেব কথিতা যাস্তে ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধা॥

The Jew say A stone becomes a plant the plant a beast the beast a man the man a spirit and the spirit a God" ভাগবতেও—সৃষ্টা বৃক্ষ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্

তৈতৈরভূতৈর্দদয়ো নয়ন বিধায় মুদমাপদেব। ইত্যাদি শ্লোক আছে। বৃহৎবিষ্ণুপুরাণে—

স্থাবর বিংশতে লক্ষ জলজ নবলক্ষকম।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষ স্যাদ দশলক্ষ পক্ষিণ ॥
ত্রিংশল্লক্ষ পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষ বানরা।
ততো মনুষ্যতা প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ ॥

ইহা কি Evolution নহে? ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতর হি কিঞ্চিৎ। (গহা)।
"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—চণ্ডীদাস।

মুক্তিরাও পুনর্জন্ম বাদী। কর্মবাদ, পাপ পুণ্য ফল শাস্তি ও পুরস্কার প্রায় সর্ব ধর্মে আছে। As we sow so we reap (Bible)

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
স্বয় কৃত যেন ফলেন যুজ্যতে শরীর হে নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম ॥

(গরুড় পুরাণ)

সুখ দুঃখ কেহ দেয় না। ইহা কৃত-কর্মের ফল। হে দেহ! ভোগের দ্বারা তাহা হইতে উদ্ধার পাও। Men do not gather grapes of thorns The wages of sin is death He shall reward according to merit Give and it shall be given to you (Bible) Misfortune is the result of one s own doings Thou shalt have requital and reward in just return for what you do (Quoran)

হৃদি স্থিত কর্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞস্তরপুরুষ।
যম বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈব হৃদি স্থিত।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গা মা কুরূন্ গম ॥ (মহাভারত)

কর্মসাক্ষী অন্তর পুরুষের সহিত যদি বিবাদ না থাকে তবে তোমাকে গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্রে যাইতে হইবে না। According to thy fixed eternal

ws Thou dost award to each his just desert ill unto ill d good unto the good (Gatha Zend) Those who do il in open day men will punish them those who do it secret God will punish Who fears both man and God : is fit to walk alone (Kwang Se) The result of good ıd evil follows as the shadow follows the figure (Ta ai shang) ধর্ম পদে আছে, The man who hurts the innocent at hurt returns to him as dust flung by a boy against e wind অত্তা হি অগুণো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া।

অত্তা হি অগুণো গতি" ইত্যাদি।

গীতার "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ শ্লোকটি স্মরণ করাইয়া দেয়।

অত্যাগ্র পুণ্য পাপানামিহৈব ফলমশ্নুতে।

হৃদয়ে সর্বভূতানামন্তর্যামী যম" স্থিত" ॥ (মনু)

বালকেও যদি বিষ পান করে, তবে মরিবে। আগুনে হাত দিলে পুড়িবে। ানিয়া শুনিয়া করিলে ত কথাই নাই।

পূর্ণমিদ পূর্ণমদ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

That spirit world is full this matter world is full also f from the full the whole is taken out the whole remains he full I am that I am (Bible)

যক্ষ রক্ষ" গন্ধর্ব দৈত্যাদিও অন্য ধর্মে বিভিন্ন নামে আছে—দেখা যায়। Seraphin, Cherabin Cibrail Mikail, Ghoul Ghost প্রভৃতি আতিবাহিক দেহও সূক্ষ্ম শরীরের কথাও অন্য ধর্মে আছে। পাতালাদি সপ্ত লোকও আছে। I knew a man either in body or outside body'

rapt into paradise I know a man caught up to the third heaven (Bible Paul) Neither can they die for they are equal to angels (Luke) Die before you die (Quoran)

শ ীর ৺ কর্তৃ ৺ত্বশক্তি নিম্নমাত্মানমপারোদরম।
ছিনেন্দ্র। কোবাদিব ধড় প্য রুই তব প্রসাদন স্মাত্র শক্তি ॥
(যোগসূত্র ৩৪৩)

Law of Analogy – ক্ষুদ্র বিরাট ও মহা বিরাট– as in the atom so in solar system

যাবানয় বৈ পুরুষ যাবন্মা স স্বয়া মিথ।
তাবানসাবপি মহা পুরুষো লোকস স্বয়া ॥ (ভাগবত)

The wise see in the camel s frame the same laws manifest as in the beautiful Chinese dame (sufi) As above so below (Kabal) The mystery of the earthly man is after the mystery of the heavenly man (In Tabar II) যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে (বেদান্ত)। No atom is lost, then how can man's soul be lost ? (Talmud)

বিষ্টতে স চ সর্বস্মিন সর্ব তস্মি শ্চ বিষ্টতে।
তস্মাৎ স বিবিতি প্রোক্ত পরমাত্মা মহাঋষি ॥ (বায়ুপুরাণ)

The Emperor descends to earth one hundred times to become the companion of the people and endure suffering and give life again and again (Taoism Carpenter) ইত্থ যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি (চণ্ডী)। Mahammad says, To every race great teachers have been sent to purify and teach the

people Buddha says, In due time another Buddha will arise to be known as Maitreya I will come again and receive you unto myself (Bible) Huxley Wallace Sir Oliver Lodge -- একই কথা বলেন। Two things I am impressed with— first, the reality and activity of powerful helpers to whom we owe guidance and next, with the fearful majesty of higher aspects of the universe culminating in Unity which transcends our utmost possibility of thought

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান -- শাস্ত্রে তার বহু প্রমাণ পদে পদে। Stand fast in the liberty and be not entangled again with the yoke of bondage (Bible Paul) খুদী becomes খোদা— The drop becomes the ocean (Quoran) যদগ্নে স্যাম ত্ব ত্ব বা ঘা স্যা অহ (ঋক্ ৮ ৪৪) Lord Agni! Ordain that I be Thou and Thou be I

যথা সং পুরুষাৎ কে লোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতিহ বিশ্বম্ (উপনিষৎ)। As hairs to the man so the cosmos is to Him সুফি বলেন I am none else than Thee and Thou than I I am thy body and thou my soul তত্রক শোক কো মোহ একত্বমনুপশ্যত ।

By force of knowledge and thought we shall return to Thee that state which was at the beginning of our life (Z Gatha 28) বহুনা জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ না প্রপদ্যতে। গীতা। মিত্রস্য চক্ষুষা পশ্যেম। See with the eye of our friend God ন বা পত্যু কামায় পুত্রস্য জায়ায়া বিত্তস্য বা কামায় সর্ব্ব প্রিয় ভবতি আত্মনস্তু কামায় প্রিয় ভবতি (উপনিষৎ)। Not for its own sake is the

wife dear to us—as for the sake of self Who art thou? Whose art thou? Why art thou here and what for, and doing what? (Z) Gatha 13) শঙ্করাচার্য্যের "কোহং কস্ত্বং কুত আয়াতঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলি মনে পড়ে। স্ব তু ভূমিপতেঃ পুত্রো ন কাঙ্গালিক সন্ততি। (যোগবাশিষ্ঠ)।—তুমি রাজার ছেলে, কাঙ্গালীর নও। Though king of all the world I begged from door to door, I knew me not (Sufi) শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্তু অমৃতং মর্ত্ত্যেনাহ ক্রীতবানস্মার্ত্ত্যং। (উপ)।

এষা বুদ্ধিমতা বুদ্ধি র্মনীষা চ মনীষিণাম।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম॥ (ভাগবত ১১,২৯,২২)

Best trade is mine—that I have sold my mortal things and bought immortal soul সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যম। (ভাগবত)। Work out your own salvation for it is God which worketh in you (Bible Phillipine

জীবন্মুক্ত অবতার অন্য ধর্মে যথা—

বোধিসত্ত্ব অর্হন তীর্থকর (ferry man) Sons of Gods Messaih Insamul Kamil Be ye perfect Truth will make you free Ye are Gods (Bible) ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ। (ভাগবত)। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব (গীতা)।

সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য, সাযুজ্য—সিদ্ধি ভেদ। আরোহ মার্গে তিন অবস্থা —দ্বৈত (Deism), বিশিষ্টাদ্বৈত (Pantheism) ও অদ্বৈত (Monism)। (1) The popular view of causation personal God created cosmos (2) Scientific view of causation, force and matter, thought and extension are aspects

ot the same thin, (3) Metaphysical view of causation the cosmos is the dream—illusion of the one spirit or self or consciousness

(১) কণাদ প্রণীত বৈশেষিকের আরম্ভবাদ (২) সাংখ্য ও যোগের পরিণামবাদ (৩) মায়া ম ও বেদান্তের বিবর্ত বা অধ্যাসবাদ।

সুফিরা তিনটী কলমা (মহাবাক্য) দিয়া ঐ কথা বলেন —All is by Him all is in Him all is He

যস্মিন্ যস্ত যতো যস্মাৎ যেন ব য ইদং স্বয়ন।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্ত প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥
নাহন্ত সখা। ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥

(ভাগবত)

My friends! I run away from you my lovers in order that you may seek me as a poor man getting riches and losing it, broods over it inactive

Chinese proverb —To journey hopefully is better than to arrive It is the trying that is the real prize—the race not the winning the battle, not the victory

সৃষ্টি তাঁহার লীলা। লীলা নিরর্থক নহে—আনন্দের পরিপোষক পরিবর্দ্ধক। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। একাকী ন রমতে সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। I desired to see myself I therefore did create this world of forms that I may realise myself therein love it and be loved in return (হাদিস্)

সকল ধর্মে প্রায় এক কথা—Trinity in Unity—Being Bliss and Knowledge I am nourisher, knower, evolver (z 1 12) Plato s mysticism—The principle of Goodness (action) Beauty, Desire and Truth

Jewish —চোচমা, বিণা হাকাম। Buddhist মঞ্জুশ্রী অমিতাভ and অবলোকিতেশ্বর। The five principal virtues —অহিংসা সত্যমস্তেয় শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহ। (মনু)। প্রাণাতিপাতা (হিংসা) মৃষাবাদা (মিথ্যা অদিন্নাদানা (অদত্তদান), সুরামজ্জপমাদট্ঠানা (মদ্যাদি) কামেসু মিচ্ছাচারা (কামাদি মিথ্যাচার)।

জৈন ধর্মে স্থূলত —প্রাণাতিপাত বিরমণ ব্রত অদত্তদান বিরমণ ব্রত, মৈথুন বিরমণ ব্রত মৃষাবাদ বিরমণ ব্রত, এবং পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত।

> মদ্যমাংসমধুত্যাগৈঃ সহাণুব্রতপঞ্চকম।
> অষ্টৌ মূলগুণানাহুর্গৃহিণাং শ্রমণোত্তমাঃ॥ (সমন্তভদ্র)।
> হিংসায়ামনৃতে স্তেয়ে মৈথুনে চ পরিগ্রহে।
> বিরতির্ব্রতমিত্যুক্তং সর্বসত্ত্বানুকম্পকৈঃ॥ (শুভচন্দ্র)

Thou shalt not kill nor bear false witness nor steal nor commit adultery nor covet anything of others (Moses) Slay none, avoid false words Men who steal, lose their hands Intoxication is Satan s device Whoever control senses and unlawfulness in sex attain success (Mahammad)

Buddhists have five more শীলs —Avoidance of (1) eating except at fixed hours , (2) seeing or hearing dance

song and play, (3) garlands perfumes (4) high luxurious seats (5) gold and silver

Still higher they have to reach the ten পারমিতা ৪—শান্তি উপেক্ষা মৈত্রী অধিষ্ঠান, প্রভৃতি Give what thou hast to the poor and follow me (Bible) Money perish with thee The gift of God cannot be purchased with money (Bible) ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ (শঙ্কর)। ন যোগসিদ্ধিরপু ... ব (ভাগবত ১১ ১৫) ইন্দ্রিয় সংযম—কাম ক্রোধাদি যেমন শত্রু বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থও তেমনি। তার প্রধানতম বাক্ও জিহ্বা—সেজন্য প্রথম নির্দেশ। That which cometh out of the mouth defileth man that which procedes from the mouth comes out of the heart for out of the heart procede evil thoughts (Bible) Many have fallen by the edge of the sword but not so many as have fallen because of the tongu Men can tame serpents but the tongue can no man tame it is an unruly evil full of poison (Bible—St James)

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান।
ন জয়েদ্ রসনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে।(ভাগবত)।

Who knows the self controls his tongue and tells truth (Hadis)

বাচ্যার্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্মূলা বাক্‌বিনিঃসৃতা।
তস্মাদ্ যঃ স্তেনয়েদ্ বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ॥

সত্য অর্থাৎ (মনু)। রসনা-জয়ে সর্ব জয়। সেজন্য আহার শুদ্ধিও

প্রয়োজন। 'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ' (ছান্দোগ্য)।

পিতামাতৃভক্তি সকল ধর্ম্মেই আছে। 'পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'। (উপনিষৎ)। 'কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি'। (শঙ্কর)। Honour thy parents (Bible) ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব হি ত্রয়ো বেদাঃ। উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্যাঃ (মনু)। মিশরবাসিগণ Osiris, Iris and Horos কে পূজা করিতেন। বৌদ্ধ মঙ্গলসূত্রে —

মাতা পিতু উপট্ঠানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা।
পূজা চ পূজনেয্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

স্ত্রী সম্বন্ধে — যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥ (মনু)।
মধুরাপি হি মূর্চ্ছয়তে বিষবিটপিসমাশ্রিতা বল্লী। (বেণীসংহার)।

Marriage saves the pair from immorality (Hadis) The golden rule is —

শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥
ন তৎ পরস্য কুর্ব্বীত স্যাদনিষ্টং যদাত্মনঃ।
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥ (মহাভারত)

What so ever you would that men should do to you do ye even so to them (Bible) Thou shouldst like for others what thou likest for thyself (Mahammad) What is painful to you know it to be painful to others

Confucious বলেন —Donot do to others what you donot want done to yourself

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥ (মহাভারত)।

Why behold the mote in other's eyes but not the beam that is in thine own? (Bible)

যেন কেন প্রকারেণ যস্য কস্যাপি জন্তুনঃ।
সন্তোষং জনয়েদ্ ধীমান্ তদেবেশ্বর পূজনম্॥ (ভাগবত)

If any smite thee on the right cheek, turn the left to him as well (Bible) Conquer hatred with love (Buddha)

ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেত আক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ। (মনু)।
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥ (মহাভারত)

ধম্মপদে ঠিক এই কথা আছে

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনম্॥

কিন্তু হিসাব দেওয়া আছে —

আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। (মনু)
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥ (মনু)

অধিকারীভেদে সাধ্যসাধনভেদে ধর্মভেদ। দয়া —The cloak of Charity covers a multitude of sins (Bible) দানমেকং কলৌ যুগে। শম দমোপরতি দান সমাধান শ্রদ্ধা —ষট্ সাধনানি। কামক্রোধাদি ষড় রিপু।

অহংকারাদি ষট্‌ পাপ প্রধান। অস্মিতা, অহংকার হইল সর্ব দোষের মূ
ইহা লোকৈষণা পুত্রৈষণা ও স্বতদারৈষণার প্রবর্ত্তক। বৌদ্ধরা ইহাকে
ভব তৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা ও কাম তৃষ্ণা বলে। জৈনরা আহারৈষণা পরিগ্রহৈষণা
মৈথুনৈষণা বলে। ইহার বিপরীত ভাব এই শ্লোকে যথা—

ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব গুহ্যং বক্তি শৃণোতি চ।
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি ষড়্‌বিধং মিত্রলক্ষণম্‌॥

বন্ধু খালি খায় না—খাওয়ায় খালি শোনায় না—শোনে খালি নেয় ন
—দেয়।

সর্ব্বাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিত।
সর্ব্বাত্মনি সম্পশ্যন্‌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ (মনু)

Love God and thy neighbours On these two han
all commandments (Mathew) "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যে
চ গৃহ্যতে।" (গীতা)। পরাঞ্চি খানি আবৃত্য চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌। (উপনিষৎ
Shut up thy eyes lips, ears all senses, and see God (Su
পুণ্যঞ্চ পাপানি চ পাপে (বেদান্ত)। Both are sins for they bin

উত্তমা সহজাবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানার্থ কল্পতে।
কণ্টকং কণ্টকেনেব যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥

কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া উভয়কেই ত্যাগ কর।

ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥ (মহাভারত)
ন পাপং ন চ বা পুণ্যং ন বন্ধো নাপি মোক্ষণম্‌।
ন দুঃখং ন চ বা দুঃখচ্ছিত্তা পরমার্থতঃ॥

I live and yet not I, Christ liveth in me (Bible) ঈশ্বর ক্ষিভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি (গীতা)। Think of me ever and will think of you (Quoran)

শ্রদ্ধা (faith) সর্ব শাস্ত্র স্বীকৃত। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষ। Whatever ou ask in My name tnat shall be done (Bible) Th favourites are not God but neither are they separate Sufi) Thin as a hair sharp as a sword—a bridge ove which must pass all souls—only the good can cros (Quoran) ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া (উপনিষৎ)। Straight is th gate and narrow the way that leadeth unto life fe there be that find it (Bible)

যস্যাহমনুগৃহ্নামি তস্য সর্বং হরাম্যহং (ভাগবত) Whom I or loveth He chastiseth (Bible) When God loves a servan he serves sorrows to try him (Hadis) স্বজন কা ... হয়। আরো কি জ্বালায় (গান)। সুখ দুঃখ তরঙ্গ জননী স্মরহি (শঙ্কর) Heaven makes hard demands on Faith (Shiking) Pri goeth before a fall Blessed is he that endureth (Bibl Blessed are ye when men shall revile and persecu you It is better to hear the rebuke of the wise th the song of fools (Bible)

সুলভাঃ পুরুষা রাজন সততং প্রিয়বাদিনঃ।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ (রামায়ণ)

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। (ভারবি)। Sorrow is better than laughter (Bible) Who can by searching find out

God, the kingdom of God is taken by storm (Bible) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।

> বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
> ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব দর্শনম্॥ (ভাগবত)।

A broken heart thou wilt not disguise (Bible) ধর্মই সেবা। ধর্মাচ্চ শ্রেষ্ঠং ন কিঞ্চিৎ ন দৃশ্যতে। (মহাভারত)। If you gain God what remains ungained? (Sufi) Find God and all else you will find (Bible

> দুঃখে দুঃখাধিকং পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকম্।
> সুখ দুঃখময়ং সর্বং জ্ঞাত্বা তাপেন মুচ্যতে॥

এ দুঃখ হইতে আরো দুঃখ আছে। এ সুখ হইতে আরো সুখ আছে সবই সুখ দুঃখ ময় জানিয়া তাপ হইতে মুক্ত হও।

তিনি রস স্বরূপ। পূর্ণানন্দৈকরূপ রস বোধ রসো বৈ স রসানাং রসতমঃ রস্যতে এষঃ। তিনিই প্রেম স্বরূপ। এ বিষয় শাস্ত্রের বচন সর্ব্ব বিদিত। প্রেম ও কামের পার্থক্য করা হইয়াছে। God is Love (Bible) Human love mirrors love divine (Sufy). ধর্মাবিরুদ্ধ কামোঽস্মি (গীতা)। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ (ঋগ বেদ ১।২৯)। কামময় এবায়ং পুরুষঃ (বৃহদারণ্যক ৪।৪৫)। সমগ্রৈব হি কামঃ (তৈত্তি ২।২।৫)। Be blind, eyes that taste not the sweet vision of my Beloved (Sufy) তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং বা অদ্বৈতভাবপ্রকাশ (বৃহদারণ্যক)।

> যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
> মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥

অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী (দ্বারকা) চৈব সপ্তৈতে মোক্ষ দায়িকা॥

দক্ষিণে প্রভৃতি চারি ধাম। বৌদ্ধদের লুম্বিনী বন (বুদ্ধের জন্মস্থান) বুদ্ধ গয়া (বুদ্ধত্ব লাভের স্থান), সারনাথ বা সারঙ্গনাথ মৃগদাব কাশী (প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার স্থান) এবং কুশীনগর (পরিনির্বাণ স্থান)। রাজগৃহ, পাওয়াপুরী পরেশনাথ প্রভৃতি জৈনদের। ইসলামের মক্কা মদিনা। খৃষ্টানদের Jerusalem Bethlehem (খৃষ্টের জন্ম স্থান) Nazareth (স্থিতি) Jordon (দীক্ষা ও প্রচার স্থান), Galilee and Calvary (মৃত্যু)।

আত্মস্থ তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যো ব্রজেৎ।
করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥

—এই কথা কিন্তু সকল ধর্মেই স্বীকার করে।

যাত্রা, পরিক্রমা, স্নান, জলপান স্পর্শদান—সব ধর্মেই আছে। কাবা মন্দিরে (মক্কায়) একটি কাল ও একটি পীত পাথর আছে—স্বর্গ হইতে চ্যুত। সকলে ইহা স্পর্শ করে। অনাদি লিঙ্গ এখানেও। Mother and Babe—Catholicদের। চীনে এক স্ত্রী-বুদ্ধ ও শিশু আছে। (A female Buddha with a divine babe, the Goddess of Mary and Hearer of Prayers

পূর্ণত্বাবাহনং কুত্র সর্বাধারস্য চাসনম্।
প্রদক্ষিণ হ্যনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতি॥

ইহাই পদ্ম পূজা। শিখরা গ্রন্থ সাহেবকে পূজারতি করেন।

সর্ব ধর্মে উৎসব আছে। উপবাস আছে। মহরম রমজান, Lent, প্রভৃতি। হিন্দুদের প্রতিপদ, অষ্টমী ও চতুর্দশীতে অনধ্যায় সেরূপ শুক্রবার শনিবার ও রবিবার ভিন্নদের।

Let him kiss me Thy love is better than wine Our bed is green (Bible)

গুরুবাদ সর্বশাস্ত্রে আছে। গুরু আচার্য্য শেখ পীর শ্রমণ ভিক্ষু ঋষি ইমাম খলিফা মোমিন Apostle ইত্যাদি। দুই গুরু হইতে সাবধান।

যস্য স্ব শিব আধার হন স্বপিতি নিশ্চয়।
স এব গচ্ছিন্নচ্ছিন্না স্বয়ং ক পরিদশ্যতে ॥ (গীতা)
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
বিরলা গুরবস্তে যে শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥ (গুরুগীতা)।

পাষণ্ড বকবৃত্তি শঠ প্রভৃতির নিন্দা মনুতে ও তন্ত্রে আছে। With their own hands they write and say it is writ by God (Quoran) Many shall come in name and decieve (Bible)

পশ্চাত্তাপ প্রখ্যাপন প্রায়শ্চিত্ত সর্ব ধর্মে আছে।

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥ (মনু)

Repent, your sins be blotted out (Bible)

সকলেই মহাবাক্য মানেন। ব্রহ্মবাক্য The word of God, রহস্য, গুহ্য কাবালা Old Testament Batini (Quoran), The Gnosticism of St John and St Paul The Book of Revelation (New Testament)

শ্রুতি, স্মৃতি সদাচার আত্মতুষ্টি সর্ব-ধর্মে আছে।—Tradition Episcopal Legislation Canonical regulation Example of the wise Conscience প্রভৃতি।

তীর্থ সর্ব ধর্মে আছে।

অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী (দ্বারকা) চৈব সপ্তৈতে মোক্ষ দায়িকা॥

বদরিকা প্রভৃতি চারি ধাম। বৌদ্ধদের লুম্বিনী বন (বুদ্ধের জন্মস্থান), বুদ্ধ গয়া (বুদ্ধত্ব লাভের স্থান), সারনাথ বা সারঙ্গনাথ মৃগদাব কাশী (প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচার স্থান) এবং কুশীনগর (পরিনির্বাণ স্থান)। রাজগৃহ পাওয়াপুরী পরেশনাথ প্রভৃতি জৈনদের। ইসলামের মক্কা মদিনা। খৃষ্টানদের Jerusalem Bethlehem (খৃষ্টের জন্ম স্থান) Nazareth (স্থিতি), Jordon (দীক্ষা ও প্রচার স্থান), Galilee and Calvary (মৃত্যু)।

আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যো ব্রজেৎ।
করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥

—এই কথা কিন্তু সকল ধর্ম্মেই স্বীকার করে।

যাত্রা, পরিক্রমা, স্নান জলপান, বস্ত্রদান—সব ধর্ম্মেই আছে। কাবা মন্দিরে (মক্কার) একটি কাল ও একটি পীত পাথর আছে—যাহা স্বর্গচ্যুত। সকলে ইহা স্পর্শ করে। অনাদি লিঙ্গ এখানেও। Mother and Babe—Catholicদের। চীনে এক স্ত্রী-বুদ্ধ ও শিশু আছে। (A female Buddha with a divine babe the Goddess of Mary and Hearer of Prayers

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্।
প্রদক্ষিণং অনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতিঃ॥

ইহাই পরা পূজা। শিখরা গ্রন্থ-সাহেবকে পূজারতি করেন।

সর্ব্ব ধর্ম্মে উৎসব আছে। উপবাস আছে। মহরম, রমজান, Lent, প্রভৃতি। হিন্দুদের প্রতিপদ, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে অনধ্যায় সেরূপ শুক্রবার শনিবার ও রবিবার হিব্রুদের।

সর্ব্ব ধর্ম্মে সংস্কার মালা Rosary, সর্ব্বত্র জপ জাগরণ ও Vigil আছে। বলির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ইসলামের বলি প্রসিদ্ধ। পার্সিদের Geush Urva or the ceremony of Gomeza (গোমেধ)। Dr Hang বলেন It means the universal soul of the earth Liberate the soul of cow Cow is earth By its cutting and dividing ploughing is meant Soil is to be tilled as a religious duty Why will you go to the forest? O mind! what will you get? As scent in the flowers as image in the glass so God hides in your heart (Sufy)

বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথ।
নৈষ ধর্ম্মঃ সতাং দেবাঃ যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ॥ (মহা)

বীজ অজ নামে খ্যাত। বুদ্ধ ও জৈনদের অহিংসা প্রসিদ্ধ। He that killeth an ox is as if he slew a man (Bible) I will have mercy not sacrifice (Bible) When I was God was not now that God is I am no more (Kabir) God fills me and for me no space is left (Sufy)

লোকে ব্যবায়ামিষ মদ্য সেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতস্তাসু বিবাহ যজ্ঞ
সুরাগ্রহৈ রাশু নিবৃত্তিরিষ্টা। (ভাগবত)

It they cannot contain let them marry (*Bible*)

তোমাদের ও Catholicদের আচারাদি প্রায় সমান। সব ধর্ম্মেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। হিন্দু ধর্ম্মে জাতি ভেদ। পার্সিদেরও ব্রাহ্মণাদি তুল্য চারি

ভেদ আছে, যথা—Airyamria Verejen Khactush, Covas
বর্ষাদির একরূপ। হিন্দুদের ২০১৮ জাতি (১৯৩ খৃষ্টাব্দের Cen
অনুসারে)। এতে ভেদ অন্ত নাই।

জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম হীন হইলে বৃথা।

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্॥
স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং। (নিরুক্ত)
আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ (বশিষ্ঠ স্মৃতি)

Who talks much but acts not that senseless man
ike a man who counts the cows of others again and ag
and not have a sip of milk from them (ধম্মপদ).

পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥ (মহা)

Not learning but doing is the chief thing (Zen
He that turneth his ear from the law his prayer
abomination (Bible)

রুদ্রাক্ষ তুলসী কাষ্ঠ ত্রিপুণ্ড্র ভস্ম ধারণম্।
যাত্রা স্নানানি হোমশ্চ জপো বা দেবদর্শনম্।
নৈতে পুনন্তি মনুজান্ যথা ভূতহিতে রতাঃ॥ (পুরাণ,
প্রাণি হিতকারিগণই শ্রেষ্ঠ।

If I see a blind man going to a well and warn him no I am guilty of his death (Sufy)

ব্রাহ্মণ সমদৃক্ শান্তো দীনানামুপেক্ষক ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্ন ভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥ (ভাগবত)

সমদর্শী ও শান্ত হইলেও দীনদিগের উপেক্ষাকারী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য—ভিন্ন ভাণ্ড হইতে জলের ন্যায় ক্ষরিত হয়।

লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণ সর্বভূত হিতে রতা । (গীতা)
উত্তমা সহজাবস্থা দ্বিতীয়া ধ্যান ধারণা ।
তৃতীয়া প্রতিমা পূজা হোম যাত্রা বিড়ম্বনা ॥

In books and signs you will not find God Read your own heart no holier writ there is (Sufy) In the human heart is hidden more than all the scriptures show (Suty) সর্বাসা বিদ্যানা হৃদয়মেকায়নম (উপনিষৎ) The formal prayer is sitting up and down the real—our own egoism to drown (Suty He will cause no fear to any one no thing can cause fear to him (মনু ৬) Perfect love casteth out fear (Bible) That all may feel safe from thy tongue and hands—is true religion (Quoran)

যস্মান্নোদ্বিজতে লোক । (গীতা)।

I have made no one weep What is the pilgrimage ? —To run away from the small self

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি দেবা মৃচ্ছিলা ময়া ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধব ॥ (ভাগবত)

বুদ্ধের শেষ বাক্য—আত্মদীপা বিহরথ আত্মশরণা অনন্যশরণা। Your soul is the ouly li_ht, the only refuge যা নিশা সর্ব্বভূতানাং (গীতা)। Who seems awake he is in deep sleep, he who seems asleep is truly awake (Sufy) Effort is mine sucess God s (Hadis) দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্ (বেণীসংহার)। You the machine He the mover নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ (গীতা)। This body is the sea the heart is the pearl shell the pearl is God Soul সুফিদের প্রথম—মহম্মদের জামাতা আলি বলেন Make not your belly the grave of animals

> অর্থস্য পুরুষো দাসো নার্থো দাসস্তু কস্যচিৎ। (ম ।)
> সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং বিশিষ্যতে।
> যোঽর্থে শুচিঃ স হি শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥ (মনু)

Man is slave to অর্থ and not vice versa Of all purities purity of অর্থ is the highest purity with earth and water is not so

Can the blind lead the blind? Both fall in the ditch (Bible) অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ (উপনিষদ্)।

> ব্রাহ্মণস্তু স্বধর্মস্থ দৃষ্টা বিভাতি চেতরে।
> নান্যথা ক্ষত্রিয়াদ্যাস্তু বিপ্রস্তস্মাৎ তপশ্চরেৎ॥ (শুক্রনীতি)

স্বধর্মস্থ বিপ্রকে সকলে ভয় করে, সেজন্য তপশ্চ্যুত হইবে না

> বিদ্যা হবা ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা সেবধিষ্টেঽহমস্মি।
> অনৃজবে অয়তায় অসূয়কায় মা নাদা বীর্য্যবতী যথা স্যাম॥ (বেদ)

Only names differ, all are really the same Both the ocean and dew are the one liquid form (Sufy)

নরস্যাত্মানমাত্মৈব জন্মনির্ব্বাণমেব চ।
গুরুরাত্মাত্মনস্তস্মাৎ নান্যোঽস্তি পরমার্থতঃ ॥ (জৈন সমাধিশতক)
আত্মৈব দেবতা সর্ব্বা সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্। (মনু)

স্ত্রী মূর্ত্তি ও মাতৃ মূর্ত্তি বেষ্ট আবর্ত্তন করে যেমন যশোদা ও কৃষ্ণ কৌশল্যা ও ir Madonna and the Babe প্রতিমা ও ছাত্রের চোখের প্রতি।

খ্রীষ্টানদের Eucharistic Sacrifices মদ ও রুটী উৎসর্গ হয়। তা খাইয়া খৃষ্টানরা খৃষ্টের সহিত একাত্ম হন। ক্রুশে বিদ্ধ হইবার পূর্ব্ব দিন তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন এই রুটী আমার মাংস ও মদ আমার রক্ত। ইহা তোমরা খাইবে। ইহা Eucharist নামে। রুটী ও মদ প্রোক্ষণ করিয়া খাইত — I am the bread of life He that eateth thus dwelleth in me and I in him এই প্রথা আবেস্তা পন্থী ও বৈদিক সমাজেও ছিল। Sacrifice is a Sacramental meal. The Sacred animals are a survival of the totem stage এই Totem বাহ বহু জাতির মধ্যে আছে। তাহারা আপনাদের কোন কোন জন্তুর বংশধর বলিয়া মনে করে। Totem জন্তু না হইয়া উদ্ভিদ্ বা আর কিছু হইতে পারে। তাকে তারা পূজা করে ও অতি আত্মীয় মনে করে।—ইহাই Totem পুরাণের বাসুকি প্রভৃতি নাগজাতি ও জটায়ু প্রভৃতি পক্ষি জাতির কথা মনে আসে এবং বালি সুগ্রীবাদি বানরের ও জাম্ববান্ প্রভৃতি ভল্লুকের কথা মনে পড়ে। এইরূপে বহু পশু দেবতা হইয়া গিয়াছে এবং মানুষ ও দেবতা জাতি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। যজ্ঞের পরে ইহারা যজ্ঞীয় হত পশুর মাংস একত্রে ভক্ষণ করে। পশু বধটা প্রধান নহে ভক্ষণটাই প্রধান। এই প্রথা যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ প্রভৃতি গীতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যজ্ঞ শেষ ভক্ষণ হিন্দুদের মধ্যে আছে। Mexicoতেও নরমেধ হইত। সে নরমাংস সকলে খাইত। ময়দার দেব মূর্ত্তি গড়িত। দেবতাকে ভাঙ্গিয়া খাইত ও মনে করিত তাহারা দেবতার

সঙ্গে এক হইল। মিশরের দেবতা ওসাইরিস্ (Osiris)। তাঁহার পার্থিব মূর্তি রুটী। তাহা বধ করিয়া যজ্ঞ শেষে সকলে খাইত। From the earliest time comes the idea of feeding on the Gods

বৈদিক দেবতা মিত্র ও বরুণের প্রভাব সর্বব্যাপী। প্রাচীন পারসিক ধর্মে বরুণ হয় 'অহুরমজদা' (Ahura Mazda) ও মিত্র (Mithra) তার সহচর। রোমেও মিত্র পূজা খৃষ্ট পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। সম্রাট Constantine প্রথমত মিত্র পূজক, পরে খৃষ্টান হন। আইন করিয়া মিত্র পূজা রহিত হইলেও খৃষ্ট ধর্ম মিত্র পূজার বহু অনুষ্ঠান ও তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়া পুষ্ট হয়।

পারসিক ধর্মে মিত্র পূজায় রুটী ও সোম রস উৎসর্গ হইত। সোম পান হইলে ব্রাহ্মা রস অনুকল্প হইত। গোঁড়া খৃষ্টানগণ মনে করেন— Eucharist তাঁহাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা প্রাচীন বৈদিক প্রথা। বস্তুতঃ বৈদিক ধর্মের বহু মত রূপান্তরিত হইয়া নানা দেশে প্রকাশিত। ইহা তুলনা মূলক অপক্ষপাত বিচারে প্রতিপন্ন হয় কি না, করিবে কে?

বৈদিক অনুষ্ঠানে পুরোডাশ (রুটী) ও সোম রস দেওয়া হইত। পুরোডাশ যব হইতে। বৈদিক দেবতা রক্ত খান না। রক্ত রাক্ষসেরা খাইত। পশু বধ করিয়া রক্ত অন্যত্র (উৎকর নামক স্থানে) থাকিত অসুরদের জন্য। বেদ বলেন। "অপামসোমমমৃতা অভূম। ঋত্বিকেরা যজমানের সহিত পুরোডাশ ও সোম একত্রে খাইতেন। এই প্রাচীন প্রথাই রূপান্তরিত হইয়া সব দেশে চলিতেছে।

খৃষ্টের যে সব বিশেষণ আছে আমাদের শাস্ত্রেও ঈশ্বর সেই গুণ বিশিষ্ট। God the Father—বেদে ঈশ্বর পিতা বলিয়া। Living God—সেই প্রাণস্বরূপ। ঈশ্বর অজ, নিত্য শাশ্বত মূর্তি রহিত, নিষ্কল (without parts)

শুদ্ধ শান্ত নিরঞ্জন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ Of infinite goodness সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মক অপার বার। সৌশীল্য বা সংল্যোদার্য্য মহোদধি (রামানুজ)। স্থিতি ধ্রুব সত্য নেত্র (ভাগবত)। তিনি যাবতীয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা। (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে)। খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, অগ্রজাত, First begotten of the Father

"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাত পতিরেক আসীৎ।"

পিতা ও পুত্র তুল্যরূপ পরিপূর্ণ ঈশ্বর। Very God from very God light from light life from life অথো যদত পরোদিবো জ্যোতি দীপ্যতে (ছান্দোগ্য)। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্। প্রজ্ঞাত্মা তমুপাস্ব কতমা সা দেবতা প্রাণ ইতি হোবাচ (ছান্দোগ্য)। খৃষ্ট—Son of Man Saviour—তিনিই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণাবতার। উভয়েরই ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব সমভাবে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে তাহা হইলেও পূর্ণ। পূর্ণমিদম পূর্ণমদ—ঈশ্বর পূর্ণ জীবও পূর্ণ। পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে—পূর্ণ হইতে পূর্ণ বহির্গত। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে—পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির হইয়া গেলেও যাহা থাকে তাহাও পূর্ণ।

জীবমাত্রেই ঈশ্বরের পুত্র স্থানীয় হইলেও উভয়ের মধ্যে একটী ব্যবধান আছে। ডুসেন সাহেব (Deussen) বলেন এই ব্যবধানের কারণ—খৃষ্টানদের মতে পাপ (sin) আর্য্যদের মতে অবিদ্যা। Man's sin is so great that God only can pay it সেজন্য ঈশ্বর আপনাকে পশুরূপে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন। তিনি একাধারে ঋত্বিক্ ও পশু—Priest ও Victim পিতার নিকট মানব পুরোহিত মানব হিতার্থে আপনাকে বলি দিলেন। ইহা দ্বারা জীবেশ্বরের সন্ধি (Reconciliation) হয়। বৈদিক ঋষিরাও যজ্ঞেশ্বরের সহিত একাত্মতা স্থাপন করেন। যজমান দেবতা হয় জীব শিব হয়। এ যজ্ঞে ঋত্বিক্ ঈশ্বর, আহুতিও ঈশ্বর দেবতাও ঈশ্বর।

ইশ সেই গীতোক্ত—"ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মহবি "। I and my Father are one "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই মহাবাক্যেরই ছায়া। খৃষ্টানদের Trinity ভাগবত মতে চতুর্ব্যূহবাদ। ইহা অতি প্রাচীন। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। রামানুজ স্বামী বলেন, ইহা চতুর্বাত্মা উপাসনা। পাঞ্চরাত্র মতে এক বাসুদেব পরব্রহ্ম চতুর্ধা অবস্থিত। যথা—বাসুদেব সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। সকলেই পূর্ণ—যদিও একজন অন্য হইতে জাত। পরমকারণাৎ বাসুদেবাৎ সংকর্ষণো নাম জীবো জায়তে সংকর্ষণাৎ প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞ মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধ সংজ্ঞ অহংকার।" বাসুদেব নিত্য, জীবও নিত্য। শ্রুতিতেও—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ " ইত্যাদি বহু উক্তি আছে। এই যে সংকর্ষণের উৎপত্তি, ইহা সাধারণ ভূতোৎপত্তির মত নহে। রামানুজ স্বামী পরম বৈষ্ণব। তিনি বলেন, "পরব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যম আশ্রিত বৎসল স্বেচ্ছয়া চতুর্ধাবতিষ্ঠতে।" শঙ্করাচার্য্য এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ভাগবত মতাবলম্বী নহেন।

খৃষ্টানরা খৃষ্টকে Word of God বলেন। In the beginning there was the word and the word was with God and the word was God (St John) অগ্রে বাক্ অর্থাৎ শব্দ ছিলেন—ইহাই হিন্দুদের শব্দ ব্রহ্ম। ইহাই গ্রীকদের Logos Word made flesh স্বর্গে অমূর্ত্ত, পৃথিবীতে বিগ্রহবান্। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিরাক্লিটাস্ (Hiraclitus) ইহা জানিতেন। বেদের "ঋত" শব্দই Logos এর অর্থে ব্যবহৃত। এই ঋত দ্বারাই জগৎ ধৃত আছে। ব্রহ্মের সহিত ঋত অভিন্ন—ইহা বৈদিক মত। বৌদ্ধদের নিকট ইহা ত্রিরত্নের একটি। ইহাই Psyche Principle of Life Stoicরা ইহাকে Reason বা প্রজ্ঞা বলিয়াছেন। বৌদ্ধরাও ইহাকে পরে 'প্রজ্ঞা-পারমিতায় পরিণত করেন। ইহুদীরা ইহাকে Memra বলেন। গ্রীক ভাবাপন্ন Philo নামক ইহুদী পণ্ডিতের কাছে

emra ও Logos এক হইয়া গেল। শব্দের সহিত প্রজ্ঞা ও ধর্ম মিশিয়া [illegible] এই [illegible] প্রজ্ঞা। [illegible] আদি অন্ত ঈশ্বর শক্তির প্রতিবিম্ব। [illegible] জগৎ বিধান নির্মাণ করেন। Philo [illegible] দিলেন। [illegible] [illegible] পাইয়া খৃষ্ট ধর্মে [illegible] দেন। [illegible] [illegible] ঘটনা [illegible] সৃষ্টির আদি [illegible] ব্যবস্থা। Logos before ıcarnation was Man ঈশ্বর ও জীব [illegible] মুক্ত যে বদ্ধ সাজিবেন —ইহাই জগৎ সৃষ্টির নিগূঢ় [illegible] আত্ম [illegible] —ইহাই তাঁহার লীলা কৈবল্য।

একোহহং বহুধা শক্তিযোগাৎ
[illegible] নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেব
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

যে এক [illegible] [illegible] শক্তি [illegible] অলৌকিক শক্তি [illegible] বিশ্ব জগৎকে নানা বর্ণে চিত্রিত করেন ও [illegible] করিয়া [illegible] প্রতি [illegible] করেন এবং শেষে সকলকে [illegible] করিয়া দেন—তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।

ও নমঃ পরমার্থার্থ স্থূল সূক্ষ্ম ক্ষরাক্ষর।
ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন ॥

হে পরমার্থ হে অর্থ (দৃশ্যরূপ) তোমাকে নমস্কার। হে স্থূল সূক্ষ্ম [illegible] অব্যক্ত ক্ষরাক্ষর হে কলাতীত (নিরবয়ব) হে সকল (সাকার) হে [illegible] হে নিরঞ্জন (নির্লেপ) তোমায় নমস্কার।

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব সদ্‌বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্ব সর্বত্র নন্দতু ॥

জৈন তীর্থঙ্কর-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তীর্থঙ্করের নাম	পিতা	মাতা	জন্মস্থান	চিহ্ন	দেহের মাপ
১৩। বিমলনাথ	কৃতবর্ম্ম	শ্যামা	কম্পিলপুর	শূকর	৬ ধনুষ
১৪। অনন্তনাথ	সিংহসেন	সুযশা	অযোধ্যা	বাজ	৫
১৫। ধর্ম্মনাথ	ভানু	সুব্রতা	রত্নপুর	বজ্র	৪৫
১৬। শান্তিনাথ	বিশ্বসেন	অচিরা	হস্তিনাপুর	মৃগ	৪
১৭। কুন্থুনাথ	সূর	শ্রীমাতা	হস্তিনাপুর	ছাগ	৩৫
১৮। অরনাথ	সুদর্শন	দেবী	হস্তিনাপুর	নন্দাবর্ত্ত	৩
১৯। মল্লিনাথ	কুম্ভ	প্রভাবতী	মিথিলা	কুম্ভ	২৫
২ । মুনিসুব্রত	সুমিত্র	পদ্মা	রাজগৃহ	কচ্ছপ	২
২১। নমিনাথ	বিজয়	বপ্রা	মিথিলা	নীল কমল	১৫
২২। নেমিনাথ	সমুদ্রবিজয়	শিবাদেবী	শৌরিপুর	শঙ্খ	১
২৩। পার্শ্বনাথ	অশ্বসেন	বামা	কাশী	সর্প	৯ হস্ত
২৪। মহাবীর	সিদ্ধার্থ	ত্রিশলা	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	সিংহ	৭

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৯	৫	নিম্বাক	নিম্বার্ক
১৩২	৫	রাগাত্মসা	রাগাত্মণা
১৩১	২	নারদবীণ	নারদ বীণ
৩১	৩	পঞ্চশিখা কৃত	পঞ্চশিখ কৃত
১৩৫	৫	ধর্ম্মবীজাগুসুব	ধর্ম্মবীজাত্মসুর
১৩৯	১১	Praxiti	Prakriti
১৪২	২৩	না এতৎ	ন এতৎ
১৬১	৩	তন্ত্র	তন্ত্র
১৮৩	১৮	বচা	বচো
২২৩	১৬	অগ্নিবেশ	অগ্নিবেশ
২২৪	৫	কাতন্ত্র	কাতন্ত্র
২৭	৫	Abenegation	Abnegation
২৯৫	১১	ভর্ত্তা	ভর্ত্তা
২৯৭	১৬	ব্রহ্মভূয়াথ	ব্রহ্মভূয়ায়
৩১১	৬	বন্দর	বানর

১১৮ ও ২৮৮ পৃষ্ঠার শ্লোকটির বিশুদ্ধ পাঠ যথা —

পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

১৪৪ পৃষ্ঠার শ্লোকটীর বিশুদ্ধ পাঠ যথা —

নিগম তারা প্রতিশাখ বিচিন্দ ন চ মিলিত, তৎ পর ব্রহ্ম।
ন্যহো মিলিত মিলিত গোপাঙ্গনেষু নি তদ্ বদ্ধম ॥

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম্-এ প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। কবিতা-কুসুমাঞ্জলি ঃ—১১টী সুললিত সংস্কৃত শ্লোক ও ছন্দোবদ্ধ বঙ্গানুবাদ। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা।

২। ছায়া।—গল্পাকারে দর্শন বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধমালা। ১৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

৩। পরিণাম।—উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "ভাষা গঙ্গার জলের ন্যায় তর তর করিয়া ছুটিয়াছে। বইখানি আমার ভাল লাগিয়াছে।" হিতবাদী বলেন, "ইহাতে মনোবিজ্ঞানের অভাব নাই, অথচ লজ্জাহীনতার লেশমাত্র নাই। এরূপ বই আজ কাল বিরল।" বঙ্গবাসী বলেন, "বইখানি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। সংসাহিত্য হিসাবেও ইহা সুপাঠ্য।" (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।)

৪। উপায়ন।—বাঙ্গালা কবিতা গুচ্ছ। সম্পূর্ণ অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী ২৮টী কবিতা ইহাতে আছে। ৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা।

৫। চিত্রা।—সাহিত্যের দান, সাহিত্য ধর্ম্ম কথা সাহিত্যের স্বরূপ প্রাচীন ভারত ভারবি প্রভৃতি বিচিত্র মূল্যবান্ প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ। বি এ সংস্কৃত পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এলাহাবাদ ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে গ্রন্থকার কর্তৃক পঠিত অলঙ্কার ও ছন্দ বিষয়ক ইংরাজী প্রবন্ধটী এবং বঙ্গানুবাদ সহ ৪ টী সংস্কৃত শ্লোকও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

উপরি লিখিত গ্রন্থগুলি ৭ বি, ষ্টার লেন, হাতিবাগান, কলিকাতা—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।